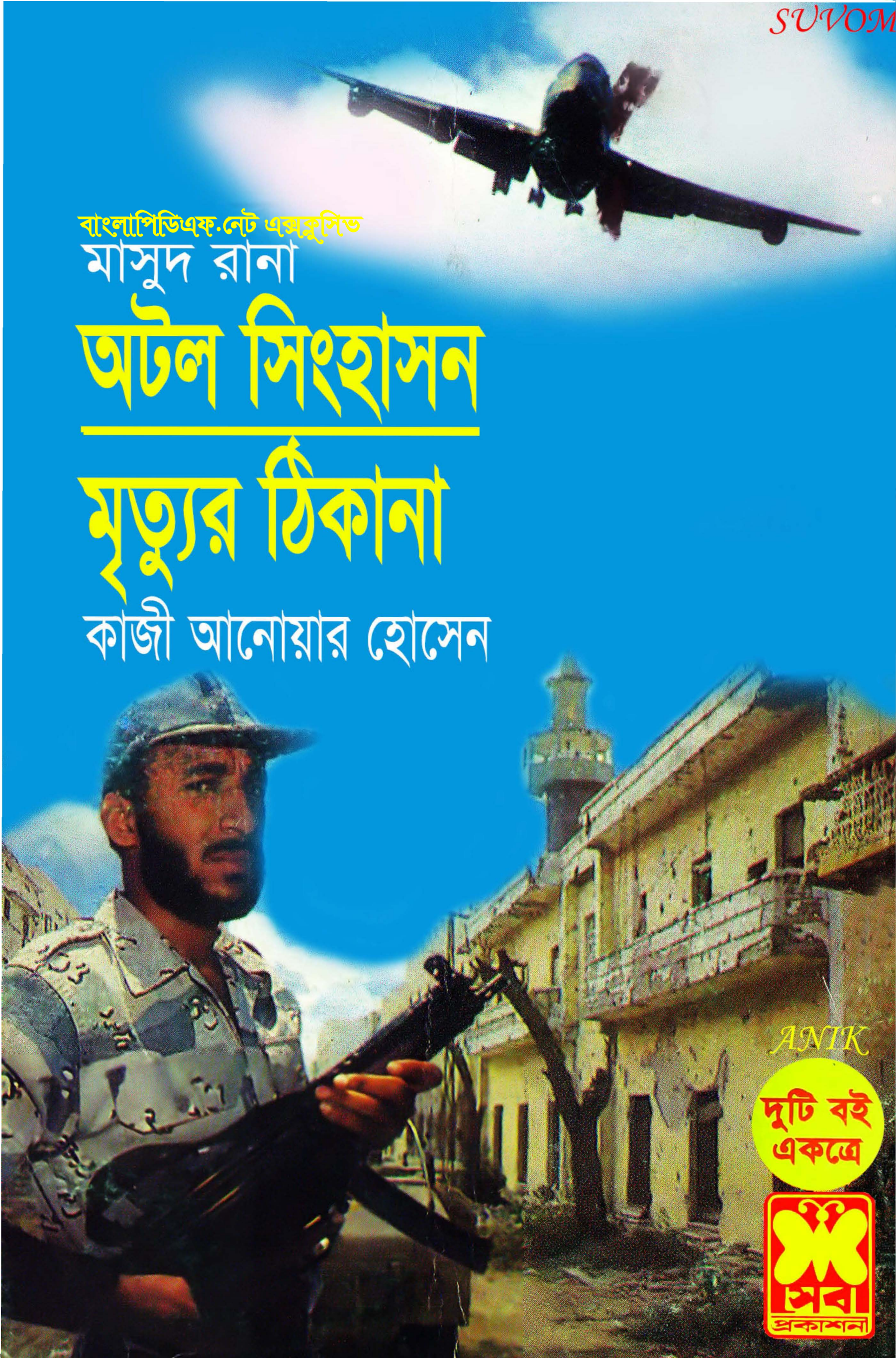
SUVOM
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
মাসুদ রানা
অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
ANIK
দুটি বই একত্রে
সেবা প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

অটল সিংহাসন

সাধারণ একটা ব্রীফকেসে এককোটি ডলার নিয়ে পৌঁছল রানা তেহরানে। বড় অদ্ভুত এক মিশন। ইরানের মাটিতে পা দিয়েই টের পেল বিপদ।
টাকাগুলো বাঁচাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো ব্রীফকেসটা। সাহায্য পাওয়া গেল না কারও।

মৃত্যুর ঠিকানা

পাকিস্তান আমলের কথা। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের করাচী শাখা-প্রধান জেনারেল ওয়াসিম আত্মহত্যা করে বসলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অর্থহীন এই মৃত্যু। কিন্তু গভীর একটা চক্রান্ত আঁচ করতে পারলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। রানাকে সাজতে হলো নকল জেনারেল ওয়াসিম।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

অটল সিংহাসন

মৃত্যুর ঠিকানা

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু
ভ
ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-7604-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭১
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ত্রিশ টাকা

Masud Rana
ATAI SHINGHASHAN

MRITTYUR THIKANA
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

RANA - 21,22

অটল সিংহাসন

মৃত্যুর ঠিকানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

অটল সিংহাসন ৫—৯৮
মৃত্যুর ঠিকানা ৯৯—১৭৬

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ
নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি
অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের
দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু
পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু
অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ!
বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা
সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান
সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা
বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত
লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা
রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ
চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা
অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী
কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং
কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ
যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা
*যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী
দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ
রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ
নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে* অনন্ত যাত্রা
রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

অটল সিংহাসন

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭:

এক

যুদ্ধ করছিল রানা। পুবে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তান, পশ্চিমে ইরাক, তুরস্ক এবং পারস্য উপসাগর, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও তুর্কিস্থান, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং ওমান নদী।

যুদ্ধে হারজিত হবেই। একপক্ষ হারছিল, অন্যপক্ষ প্রবল হয়ে উঠছিল। শীতে বরফের কুচি আর গ্রীষ্মে আগুনের হলকা বর্তিত হয়। আজব এই দেশ। উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড প্রতাপ গরমের, মানুষ টিকতে পারে না। দক্ষিণাঞ্চলে শীতের জুলুমে মানুষ পালায়।

জেগে উঠছিল রানা। হেরে গিয়ে পালাচ্ছিল ঘুম।

অমর কবি ফেরদৌসি। অমর তাঁর শাহনামা। চির উজ্জ্বল স্বর্ণালি-স্মৃতি পারস্যের।

জেগে উঠেছে রানা। রাত একটা বেজে দশ। মহাশূন্যের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে মাটি স্পর্শ করছে বোয়িং-এর চাকা।

পেট্রলের ঝাঁঝ ঢুকল নাকে। এয়ারফিল্ড উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাবার পরও। রানওয়ের সীমানায় নীল বালবগুলো খোশআমদেদ জানাচ্ছে। রানা লক্ষ করল প্রতিটি বালবের নিচে পেট্রল ল্যাম্প বসানো। ঢাকার কথা মনে পড়ে গেল। ঢাকার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কর্তৃপক্ষও খামখেয়ালি করতে অভ্যস্ত। কিন্তু ইরানে যেমন পাট নেই, পূর্ব বাঙলায় তেমনি পেট্রল নেই।

মেইন এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড 707 কয়েকটা প্লেন দেখা যাচ্ছে আরও। পি.আই.এ.-র, এয়ার ইন্ডিয়ার একটা করে বোয়িং, একটা SAS Coronado, কয়েকটা অ্যান্টিক ডাকোটাও। ডাকোটাগুলোর গায়ে বিভিন্ন মিডল-ঈস্টার্ন লাইন্সের ছাপ।

ফুটবলের মত গোলমুখী স্টুয়ার্ডেসের পিছন পিছন প্যাসেঞ্জাররা এগোল ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

এদিক-ওদিক তাকাল রানা।

কেউ অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো না। এয়ারপোর্টে থাকার কথা ছিল 'একজনের'। অবজারভেশন ব্যালকনি খালি। বড় লিউমিনাস ঘড়ি বলছে একটা পনেরো। নিউ ইয়র্কে চারটে আঠারো, ভাবল রানা। এখন ওর থাকার কথা নিউ ইয়র্কে হোটেল একসেলসিয়রের এয়ারকন্ডিশনড্ সুইটের নরম বিছানায়।

কাঁচ ঘেরা গলি দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা কিউবিকলে ঢুকল। কাঁচ ঘরে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে একজন ইরানিয়ান অফিসার ফরেন পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। রানারটা

ডিপ্লোম্যাটিক। তার মানে লাইন দিতে হবে না ওকে। পাকানো গোঁফঅলা ছোটখাট অন্য একজন অফিসার রানার জন্যে। ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ছট্‌ফট্‌ করছে লোকটা আমেরিকান পাসপোর্ট, নাম মাসুদ রানা—অসংখ্য প্রশ্ন অফিসারের মনে। কিন্তু সামলে রাখল নিজেকে। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি দরকার, স্যার?'

ইংরেজীর বদলে ইংরেজীতেই উত্তর দিল রানা, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ট্যাক্সি উইল বি ফাইন।'

কাস্টমস হলের চারদিকে চোখ ঘোরাল রানা। আশপাশে তিরিশ পঁয়ত্রিশজন ইরানিয়ান জমায়েত হয়েছে। কাঁচের অপর দিক থেকে প্যাসেঞ্জারদেরকে দেখার চেষ্টা করছে সবাই।

ব্যাগ-ব্যাগেজ এসে পড়ল। কাস্টমসের একজন লোক লেবেল এঁটে দিয়ে হাসল দাঁত বের করে। পাঁচ রিয়েল দাম দিল রানা হাসিটুকুর।

তবুও কেউ পৌঁছুল না। ভ্যান জুড জানে ও আসছে। প্লেনও সময় মত পৌঁছেছে। কালো ব্রীফকেসটার হাতল আরও শক্ত করে ধরল রানা। আড়চোখে তাকাল একবার ব্রীফকেসটার গায়ের উপর। অকারণ সন্দেহে হাসি পেল রানার। লেদার ভেদ করে ভিতরের জিনিস দেখার কোন উপায় নেই কারও। ইতস্তত ভাবটা জোর করে দূর করে দিল রানা। পা ফেলল হলরুমের দরজার দিকে। বাকি প্যাসেঞ্জাররা কোলাহল করছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করতে করতে এগোচ্ছে কেউ কেউ। মুখ তুলে দেখে সবাই একবার রানাকে। জুতোর খট্‌ খট্‌ শব্দ তুলে স্বাস্থ্যবান, ঋজু চেহারার একজন লোক দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে। ট্রেটনের স্যুটটা মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডোর-বাল্বের আলো মেখে।

ঘাম লাইনবন্দী হয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিশাল শক্ত পিঠের উপর থেকে নিচের দিকে। জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওয়ালথার পি. পি. কে-র বাঁটটা সিধে করে নিল রানা। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনের পেভমেন্টে দাঁড়াল ও। জুন মাসের ইরান আগুনের কুণ্ড। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের ফার্স্ট ফ্লোরেই বার। ফিরে যেতে ভাল লাগল না রানার। আগে হোটেলে পৌঁছনোই ভাল। ওখানে সেফ্‌ আছে নিশ্চয়ই। ব্রীফকেসটার একটা নিখুঁত গতি করে বাকি সময়টা ভদকা আর লাইম নিয়ে কাটানো যাবে।

লাইনে কয়েকটা ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। একটার উদ্দেশে হাত নাড়তে যাচ্ছিল রানা। পিছন থেকে ভাঙা ইংরেজী শোনা গেল, 'তুমি কি হারিয়ে গেছ?'

ছন্দময় কণ্ঠস্বর ভোলেনি রানা এখনও। প্যারিস থেকে আলাপ জমিয়েছিল মেয়েটি প্লেনে। ওলুনা, এয়ারহোস্টেস। প্লাস্টিক কভারে কোট নিয়েছে ওলুনা এক হাতে। অপর হাতে প্যান-অ্যামের ব্যাগ।

'না, ঠিক হারিয়ে যাইনি। বিচার করে দেখছিলাম কোন ট্যাক্সিওয়ালার মধ্যে ক্রিমিন্যাল টেনডেন্সি নেই।'

ওলুনা হাসল। জার্মান সুন্দরীর গালের টোল থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘড়ি দেখল রানা।

'আমাদের সাথে প্যান-অ্যাম বাসে চড়ো না কেন? ক্যাপ্টেন মাইন্ড করবে না,

ও আমার বন্ধু।' ওলুনা এক পা এগিয়ে এল রানার পাশে। দ্রুত চিন্তা করল রানা। এখন আর কারও জন্যে অপেক্ষা করার মানে হয় না। দেরি করে ফেলেছে সে যে কোন কারণে। এদিকে ওলুনার ফিগারকে ভোট দিলে লোকসানের চেয়ে লাভ বেশি। তাছাড়া প্যান-অ্যামের ক্রুদের মাঝখানে ব্রীফকেসটা সবচেয়ে নিরাপদ। রাজি হয়ে গেল রানা, 'ও. কে.। লীড অন।'

ফুটপাথের সামনে VW মাইক্রোবাসটা। শেষবার আশপাশটা দেখে নিয়ে উপরে উঠল রানা। ওলুনা বসল ওর পাশেই। কৌতূহলী মেয়ে, তার উপর কৌতূহল দমিয়ে রাখতে জানে না। মিটিমিটি হাসি লেগেই আছে মুখে। ওয়ালথারটা ঠিকমত বসিয়ে নিল রানা ঊরুতে।

'তেহরানে তোমার ফার্স্ট ট্রিপ এটা?' ওলুনা আলাপ ছাড়া থাকতে পারে না।

'না। যুদ্ধের সময় একবার ঘুরে গেছি। হোটেলের চরিত্র এতদিনে বদলেছে কিনা কে জানে।'

'হিলটন সবচেয়ে ভাল। সে-যুগ আর নেই। ইরান এখন কসমোপলিটান সিটি। অবশ্য পশ্চিমী অর্থে নয়। কদিনের মেহমান তুমি?'

'একমাস, সম্ভবত। বহু জায়গায় ঢুঁ মারতে হবে। নাইট্রেট ফ্যাক্টরীর জন্যে জায়গা বাছতে চাই।'

'ব্রীফকেসটায় পা দিয়ে আছ কেন? চুরি যাবে মনে করে? কাগজপত্র আছে বুঝি?'

হাসল রানা। কাগজপত্রই বটে। বলল, 'হ্যাঁ, খুব দরকারী কাগজপত্র।'

হাসল ওলুনা। একটা হাত রাখল ও রানার বাঁ ঊরুতে, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আর এটাও বুঝি কাগজের বান্ডিল?'

কী জাঁহাবাজ মেয়ে রে বাবা! রানা দ্রুত দেখে নিল পিছনটা। ঘুমুচ্ছে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন। বাকি সবাইও ঝিমুচ্ছে। ভাগ্যিস ফিসফিস করে জানতে চেয়েছে ওলুনা। হাতটা ফেরত নেয়নি ও। ওয়ালথারের বাঁটে রেখেছে ওলুনা হাত। রানার চকিত চাউনি লক্ষ করল না ওলুনা।

'জানোই তো এদিকের রাস্তাঘাট কেমন। নানা অপরিচিত জায়গায় যেতে হবে আমাকে। প্রাণের নিরাপত্তা থাকা উচিত, তুমি কি বলো?' রানা শেষ করবার আগেই হাসল ওলুনা। রানা আবার বলল, 'যেমন ধরো মেহরাবাদ থেকে তেহরান অবধি যে রাস্তাটা…'

'তুমি স্মাগলার?' প্রশ্ন, তারপর আরও প্রশ্ন একটার পর একটা, 'কি নিয়ে যাচ্ছ সঙ্গে করে, মিস্টার? সোনা? ডায়মন্ড? নাকি এমার‍্যাল্ডি? ড্রাগ নয়, আশা করি?'

ওলুনার গাল টিপে দিয়ে হাসল রানা, 'নো, আই প্রমিজ ইট ইজ নট ড্রাগস্।'

'বিশ্বাস করলাম। তেমন বদ বলে মনে হয় না তোমাকে। কিন্তু কি আছে?'

'জানতে চেয়ো না।' সংক্ষেপে ইতি করতে চাইল রানা। জানানো যাবে না। জানে মাত্র চারজন মানুষ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সি.আই.এ. চীফ কলভিন, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ রাহাত খান আর রানা। আরও কজন হয়তো জানবে। কিন্তু তারা কাউকে জানাবে না। রানার নির্নিমেষ দৃষ্টি ফলপ্রসব করল। কোন মেয়ের পক্ষে এ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ওলুনা বলল, 'ও. কে.।

জানতে চাইব না। কিন্তু শর্ত আছে। সঙ্গ দেবে তুমি আমাকে যতক্ষণ থাকব আমি। রাজি?'

'অরাজি হবার কথা নয়। তুমি সুন্দরী। এক হোটেলেই থাকছি যখন আমরা…'

তেহরানের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে মাইক্রোবাস। গ্রেট শাহ রেজা এভিনিউ হলুদ সোডিয়াম আলোয় প্লাবিত হচ্ছে। চলমান বস্তু বলতে শেষ প্রহরের ট্যাক্সি দু'একটা দেখা যাচ্ছে কদাচ।

কেঁপে কেঁপে সাবলীল বেগে ছুটছে বাস। যাত্রীরা ঢুলছে। ওলুনার একটা হাত কচলে দিতে দিতে কাছে টানল রানা। পিছিয়ে যাবার বদলে মুখ ফেরাল ওলুনা।

রানার অপর পাশে ক্যাপ্টেনের নাক ডাকছে। ক্যাপ্টেনের ব্রীফকেসের পাশে রাখল রানা নিজেরটা। এক হাতে কোমর বেষ্টন করল ওলুনার।

মোড় নিল বাস এভিনিউ হাফেজের দিকে। উঁচু রাস্তা। বাস উঠছে হোটেল হিলটনের পানে। দূরত্ব এখনও মাইল চারেক। দু'পাশে বিল্ডিং এখন আর বড় একটা চোখে পড়ছে না। পাহাড়ের দেয়াল, খাদ, আর নুড়ি পাথর ভর্তি অসমতল ভূমি। নিখুঁত যাত্রা। সব ঠিকঠাক ভাবে ঘটছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাবে রানা। ম্যানেজারের সেফে নিরাপদ থাকবে ব্রীফকেসটা। পাঁচ ডলার পেলেই পোর্টার ওলুনার পাশের রুমে রানার রুম পাইয়ে দেবে।

অকস্মাৎ সগর্জনে ব্রেক কষল মাইক্রোবাস।

চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিল রানা। জানালা পথে তাকাল ও ঝাঁকানি খেয়ে। আরও খানিকটা গড়িয়ে থেমে দাঁড়াল বাস। মাঝ রাস্তায় এভাবে থামবার কারণ? কিছু দেখার সুযোগ হলো না রানার। ধাক্কা খেয়ে সশব্দে খুলে গেল দরজা বাইরে থেকে। একটা মুখ ভিতরে ঢুকল। খাকি রঙের ক্যাপটা দৃষ্টি এড়াল না রানার। বাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে ঝুঁকে পড়ল লোকটা। ইরানিয়ান। বিরাট একটা পিস্তল ডান হাতে। রক্তবর্ণ চোখ জোড়া ঘুরল প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারের মুখের উপর দিয়ে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে দ্রুত উচ্চারণ করল, 'এভরিবডি আউট!' লোকটা রানার দিকে তাকাল পলকের জন্যে, 'মিলিটারি কন্ট্রোল!'

ক্যাপ্টেন তিক্ত গলায় বলে উঠল, 'এসব কি বদমায়েশি!' ঘুম ভাঙায় খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উলল, 'নোবডি স্টপস আস। চালাও ড্রাইভার, গাড়ি ছাড়ো তুমি।'

কিন্তু ড্রাইভারের পেটে লেগে রয়েছে সাব-মেশিনগানের নল। আর বাড়িতে ওর গণ্ডা চারেক ছেলেমেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে বউ। মর্মর মূর্তির মত বসে রইল সে। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাবার সাহসও হলো না তার।

ইরানিয়ান অফিসার স্টুয়ার্ডের কলার চেপে টান মারল, 'এভরিবডি আউট।'

এবার আর দ্বিতীয়বার ইতস্তত করল না কেউ। ক্যাপ্টেনও উঠে দাঁড়াল। ইউনিফর্মের কাছে সবাই নাচার। দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। প্রস্তুত ছিল না ও এই উটকো বিপদের জন্যে। হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলল ওর মাথায়…।

এবার রানার পালা। ওলুনার পিছন পিছন দরজার দিকে এগোল ও। অফিসার দেখল ওকে, 'তুমি কে? সিভিলিয়ন? ক্রুদের বাসে লুকিয়ে থেকে কি করছ? কাগজপত্র কই তোমার?'

পাসপোর্ট হস্তান্তর করল রানা। অন্য হাতে শক্তভাবে ধরা ব্রীফকেসটা। অফিসারটা কিন্তু তাকাচ্ছে না ওর দিকে। পাসপোর্টও দেখল না। সিভিল ড্রেস পরা দু'জন লোককে ইঙ্গিতে ডাকল সে। পার্শী ভাষায় বলে উঠল, 'একে সঙ্গে নাও,' তারপর সবাই যাতে বুঝতে পারে সেজন্যে ইংরেজীতে বলল, 'তোমরা সবাই যেতে পারো। এই লোককে সন্দেহবশত আটকাচ্ছি আমরা।'

ঘুম জড়ানো চোখে সবাই আবার চড়ল বাসে। সবশেষে ওলুনা। ওঠার সময় উদ্বিগ্নভাবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। রানা চোখ মটকে ইশারা করে আশ্বাস দিল। অন্ধকার হলেও রানা আশা করল ওলুনা দেখতে পেয়েছে ইঙ্গিতটা।

রানার দু'পাশে দু'জন লোক জায়গা করে দাঁড়াল। রানার দুটো হাত করায়ত্ত করে এগিয়ে নিয়ে চলল পুরানো আমেরিকান একটা গাড়ির পানে। ছয়জন সৈনিক ধীরে ধীরে ছয়টা সাব-মেশিনগানের নল নিচু করে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একজনের কথা পরিষ্কার কানে ঢুকল রানার, 'লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী বলেছে এরপরে লাপাত্তা হয়ে যেতে পারি আমরা।'

গাড়িতে ওঠাবার সময় কোন আপত্তি প্রকাশ করল না রানা। একজন লোক সার্চ করল ওকে। ওয়ালথারটা বের করে নিল। ব্যঙ্গ শুনতে হবে, আশা করছিল রানা। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। সব যেন আগে থেকেই জানা ওদের। ব্রীফকেসটা শক্ত করে ধরে রেখেছে রানা। ওটার দিকেও খেয়াল দেয়নি কেউ এখনও।

ড্রাইভারের চোখ দুটো দেখে রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে লোকটা মদ গিলেছে। ইউনিফর্ম নেই পরনে। গাড়ি স্টার্ট নিল। এইবার প্রথম মুখ খুলল রানা। স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

কোন উত্তর নেই। দ্রুত হাইওয়ে ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী একটা গলিতে ঢুকল গাড়ি। খানিকদূর যাবার পর ঝাঁকানি খেতে শুরু করল গাড়ি। কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটছে গাড়ি। ক্যাপ্টেন সময় মত কাউকে খবর দিতে পারবে কিনা বুঝতে পারল না রানা। ব্রীফকেসটা মহামূল্যবান জিনিসের মত করে আঁকড়ে ধরে দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। গাড়িটা ধীরগতি হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ডান দিকের সাব-মেশিনগানওয়ালা দরজা খুলে টেনে নামাল রানাকে। পোড়ো জমি। দূরে তেহরানের বালবগুলো জ্বলজ্বল করছে। মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। অন্ধকারে একটা সুযোগ নেবার কথা ভাবল ও। তিনটে সাব-মেশিনগান ওর দিকে উঁচিয়ে ধরা। আত্মহত্যা করতে মন চাইল না রানার। কিন্তু ইচ্ছেটা মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করার আগেই দুটো ইস্পাতের মত কঠিন হাত পিছন থেকে গলা চেপে ধরল। হাত দুটো গলায় উঠে গেল রানার। পরমুহূর্তে টান পড়ল ব্রীফকেসে। ছুটে গেল সেটা হাত থেকে। বিদেশ-বিভূঁইয়ের এই অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে অসহায়ভাবে মরার কথা কল্পনাও করেনি রানা। মরতে হয় বীরের মত লড়ে মরবে। কিন্তু তারপরই গলাটা ছেড়ে দিল লোকটা। একমুহূর্ত পরই দুটো ঘুসি দু'দিক থেকে এসে লাগল রানার ঘাড়ে আর চোয়ালে। পাশের লোকটা মেরেছে চোয়ালে। ছিটকে পড়ল এবড়োখেবড়ো জমির উপর রানা।

অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ রানা। ও একা। ওকে খুন করার ইচ্ছা

বা উদ্দেশ্য ওদের ছিল না তাহলে। এতকিছুর পরও ব্রীফকেসের কথাটা মনে পড়তে না হেসে পারল না রানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে এখনও। আকাশভর্তি তারা। একফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। দিনের উত্তাপ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। দূরে, বহু দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠেই থেমে গেল। ব্যস্তভাবে একটা বাদুড় উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। পা বাড়াল রানা।

মেইন রোডে ফিরতে মিনিট কুড়ি লাগল রানার। কোথাও কিছু নেই। না কোন অফিসার না কোন সোলজার। হিলটনে পৌঁছুতে হবে এখন রানাকে। আধঘণ্টার মত দাঁড়িয়ে রইল ও রাস্তার পাশে। দু'একটা গাড়ি পাস করে গেল। প্রাইভেট বলে দাঁড়াল না কোনমতেই। ট্যাক্সিগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা খালিও পাস করল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না রানার হাত নাড়াকে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ড্রাইভাররা। কিন্তু শেষমেষ একজন দাঁড়াল। শহরের দিকে ফিরতে ঘোর আপত্তি জানাল ড্রাইভারটা। মনে মনে গাল দিল রানা। পরিষ্কার করে বলবে না এরা বেশি পয়সার কথা। ষাট রিয়েলের জায়গায় চারশো রিয়েলে রাজি হলো লোকটা। মুখভাব বদলে গিয়ে সন্তুষ্টির হাসি খেলে গেল ড্রাইভারের ঠোঁটে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। রক্ত জমে গেছে চোয়ালে। হিলটনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। পোর্টার ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে সোজা লবিতে চলে এল রানা। খালি হাতে এয়ার লাইন ক্যাপ্টেন বক্তৃতা দিচ্ছে উত্তেজিত ভাষায়। বেশ ভিড় জমিয়ে তুলেছে সে। স্টুয়ার্ড দেখল সবার আগে রানাকে। চেঁচিয়ে উঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল সে। লোকটা গ্রীক। সবাই ঘুরে তাকাল রানার দিকে। সবাইকে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন পথ করে এগিয়ে এল আগে আগে রানার পাশে, 'ক্রাইস্ট, আমরা সবাই একযোগে তোমার জন্যে চিন্তা করছি। শয়তানগুলো তোমার ওপর...'

একজন ইরানিয়ান অফিসার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'গালাগালি দেবে না, ওরা হয়তো সত্যি সত্যি মিলিটারি।'

'শাট আপ!' ক্যাপ্টেন ধমকে উঠল, 'শেষবারের মত বলছি যাও তুমি আমার সামনে থেকে। ওরা ডাকাত ছিল, গিয়ে পাকড়াবার ব্যবস্থা দেখো গে।'

অফিসারটি থতমত খেয়ে বলল, 'রিপোর্ট না হয় করব আমি, কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে? ওরা কোথায় আছে, ওদের পরিচয় কি... কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

ক্যাপ্টেন রানার দিকে ফিরল, 'আমার কেসের কি হলো? ওরা কেড়ে নিয়েছে? ওরা বোধহয় ভেবেছিল ওতে টাকা পয়সা আছে।' তারপরই আবার ভয়ঙ্কর ভাবে খেপে উঠল ক্যাপ্টেন, 'আমার ব্রীফকেস ছাড়া আমি অচল। ওতে এমন সব কাগজপত্র আছে যা না থাকলে আগামীকাল সকালে আমার প্লেন টেক-অফ করতে পারবে না। টেক-অফ করতে না পারলে,' অফিসারের দিকে ফিরল উত্তেজিত ক্যাপ্টেন, 'তোমাদের নামে হান্ড্রেড থাউজ্যান্ড বাক-এর একটা বিল পৌঁছুবে। আর সেটা হবে কেবল মাত্র সূচনা। আমার কোম্পানী যুদ্ধ ঘোষণা করবে ইরানের বিরুদ্ধে।'

মাথাটা ছাড়ছে না রানার। চারপাশে তাকাল ও বসার জন্যে। ওলুনাকে

দেখতে পেল ও এতক্ষণে। একটা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে রানার ব্রীফকেসটায় মাথা রেখে। স্বস্তিতে ভরে উঠল অকস্মাৎ রানার বুক।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার হুমকি দিচ্ছে ক্যাপ্টেন। তার কথা শেষ হতে নিস্তব্ধতা নেমে এল লবিতে। আমেরিকান এমব্যাসির সেকেন্ড সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে চারপাশে। একদল ইরানিয়ান আর্মি দ্বারা প্যান-অ্যামের বাস আক্রান্ত হলো কেন এ প্রশ্নের কোন সমাধান নেই কারও কাছে। একজন ব্রিটিশকে দেখা গেল, হিলটনের ম্যানেজার। তড়িঘড়ি উঠে এসেছে বিছানা থেকে লবিতে। টাই বাঁধা হয়নি, চশমাটা বসাতে সময় পায়নি যেন ঠিকমত নাকে। কাজের লোক ম্যানেজার। রাজি করিয়ে ফেলল ক্যাপ্টেনকে নিজের প্রস্তাবে। ক্যাপ্টেনের নির্দিষ্ট রুমে গিয়ে আরাম করে সব অভিযোগ শুনবে, কথা দিল ম্যানেজার। সারাটা হোটেলের মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে নিজের রুমে ঢুকল ক্যাপ্টেন। খেপেছে লোকটা ভয়ানকভাবেই। কিন্তু দোষটা ওর নিজেরই। রানার ষড়যন্ত্র ধরতে পারেনি ও। রানা নিজেরটার বদলে পাশ থেকে তুলে নিয়েছিল ক্যাপ্টেনের ব্রীফকেসটা। ক্যাপ্টেন রানারটা নিয়ে নেমেছিল মাঝপথে। রানাকে নিয়ে সৈনিকগুলো চলে যেতে ব্যাপারটা ধরতে পারে সে। ওলুনা চেয়ে নেয় ব্রীফকেসটা ওর থেকে।

রানা ঝুঁকে পড়ে দেখল ওলুনাকে। কেউ কাছে এসেছে টের পেয়ে ঘুম ছুটে গেল ওর। চোখ মেলে তাকাল ওলুনা। অমনি চেঁচিয়ে উঠল ও, 'গড! ইউ আর হার্ট!'

'না না ও কিছু না। ধন্যবাদ নাও, ওলুনা।'

'ধন্যবাদ না। বদলে আমার কৌতূহল মেটাও।'

'কি?'

'ব্রীফকেসে কি আছে? কি এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে আমি দেখতে চাই!'

'ওলুনা—ওলুনা, আমি দুঃখিত। তা সম্ভব নয়।'

'তোমার পক্ষে যদি ওটা খোলা অসম্ভব হয় তাহলে আমার পক্ষে ক্যাপ্টেনকে বলা অসম্ভব হবে না যে তোমার কাছে একটা রিভলভার আছে।'

পেয়ে বসল ওলুনা রানাকে। রানা তাকাল। কিন্তু এখানে আর নির্নিমেষ দৃষ্টির কাজ নয়। রানা বলল, 'রাইট। ও.কে.। কিন্তু এখন না। আমার রুমে দেখা কোরো। সেভেন ওয়ান সিক্স।'

'না,' ওলুনা গালে টোল ফেলে হাসল, 'আমার রুমে।'

দুই

দক্ষিণ দিকে রুমটা ওলুনার। এয়ারকন্ডিশনড বলে জানালাগুলো বন্ধ। ছাব্বিশতলা হিলটন দাঁড়িয়ে আছে মরুভূমির সূচনা প্রান্তে। মৃদু নক করল রানা। সাথে সাথে দরজা খুলে দিল ওলুনা। বলল, 'তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোকো,' হাসছে মুখ টিপে, 'তুমি আমার সুনাম নষ্ট করবে।'

ভেতরে ঢুকে বেডের উপর ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে ফেলল রানা। একই ফ্লোরে ওর রুম, কিন্তু শাওয়ার নেবার সময় পায়নি। তিক্ততা বাড়ছে ওর। চোয়ালটা ব্যথা করতে শুরু করেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তো করছেই। ওলুনা একইভাবে হাসছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখনও কৌতূহলী?'

'এখনও। আমিই খুলি?'

'তুমি বুঝতে চেষ্টা করছ না। একবার ওর ভিতরটা দেখলে তোমার জীবন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।' রানা দেখল ওলুনা একটু কেঁপে উঠল কথাটা শুনে। বলল, 'এ খুব খারাপ কথা। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করছ।'

'ও.কে.। হিয়ার, ওপেন ইট।' অনুমতি দিল রানা। পকেট থেকে চাবিটা বের করে ওলুনার কোলের উপর ছুঁড়ে দিল। ব্রীফকেস খুলে ফেলেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ওলুনা, 'মাগো!'

স্থির হয়ে গেল ওলুনার শরীর। বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে ও। হান্ড্রেড ডলারের নোট থাকে থাকে সাজানো ব্রীফকেসের ভিতর। ওলুনা কল্পনা করল এ টাকা দিয়ে অনায়াসে এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংটা কেনা যায়। নিষ্পলক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ও রানার দিকে, তারপর কথা সরল মুখে, 'কিন্তু··· কিন্তু···কত···কত হবে?'

'টেন মিলিয়ন।' চোয়ালের হাড়ে আঙুল বুলাতে বুলাতে সহজ গলায় উত্তর দিল রানা।

'কিসের টাকা এগুলো? চুরি করেছ তুমি?'

'না।'

'তবে?'

'সে কথা তোমাকে জানানো যাবে না। তোমার সব কাপড় খুলে ফেলার বিনিময়েও না। তুমি যেটুকু জানতে চেয়েছিলে, জেনেছ।'

'এত টাকা দিয়ে কি কিনবে শুনি?'

'বিবেক।'

একটু নীরব রইল ওলুনা। রানাকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর বলল, 'অনেক বিবেক কেনা যাবে এত টাকা দিয়ে।'

'নট নেসেসারিলি।' রানা বলল, 'উঁচুতলার বিবেকের দাম খুব বেশি। গরীব লোকের বিবেকের কোন দাম নেই।'

'কেন?'

'ওদেরকে খুন করলে সস্তা পড়ে।'

'তুমি···তুমি অমানুষ।'

'দূর, এই কথা শোনার জন্যে তোমার রুমে এসেছি নাকি। অমানুষ তো প্রমাণ না পেয়েই বললে। বিছানায় চলো, প্রমাণও পাবে।'

'কি!'

'শোনো, ওলুনা, তোমার সাহায্য দরকার হচ্ছে আমার। আমার ধারণা তুমি সামান্য একসাইটমেন্ট চাও। কথা দিচ্ছি, পাবে তুমি। যে গ্যাঙটা এই টাকা মাঝ রাস্তায় বাস থামিয়ে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল তারা আবার সুযোগ খুঁজবেই। আগামী

সকাল অবধি বড়জোর নিষ্কৃতি দেবে ওরা আমাকে। কিন্তু হোটেলে কোন সেফ নেই। রিভলভারটাও নেই আমার। ওরা নিশ্চয়ই এরূমে আসবে না আমাকে খুঁজতে।'

'কিন্তু ঘুমুবে কোথায় তুমি? একটা মাত্র বিছানা।'

'ভয় নেই, রেপ করব না তোমাকে। আমার মাথার অবস্থা ওসবের প্রতিকূলে এখন। বলো, ইয়েস অর নট।'

ওলুনা ইতস্তত করে বলল, 'ইয়েস।'

'গ্রেট। এখন সাহায্য করো আমাকে।' দু'জনা মিলে কাবার্ডটাকে তুলে দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। রানা বলল, 'আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। তুমি বিছানা নাও।' বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা।

কলভিন ফোনে ডেকেছিল রানাকে। ক্যানাডা থেকে ফিরে মিসেস গালার সাথে একই হোটেলে উঠেছিল রানা। গোটা সি. আই. এ. কে হুমকি দেবার কথাটা মনে পড়ে গেলে এখনও হাসি পায় রানার। তবে যাই হোক, সি. আই. এ. চীফ কলভিন তাজ্জব না হয়ে পারেনি রানার শেষাংশের অভিনয়ে। কলভিনের লাঞ্চের নিমন্ত্রণে মিসেস গালাকে রেখেই গিয়েছিল রানা। রানার মুখোমুখি বসে কলভিন সংক্ষেপে আগেই বলে নিয়েছিল, 'তোমার কথা তুমি শুরু করবে আমার সব কথা শেষ হয়ে যাবার পর। আগে কোনরকম আপত্তি তুলো না।'

কথাগুলো শুনেই রানা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল কোথাও থেকে শক্তি অর্জন করে ভূমিকা করছে কলভিন। আর বুড়ো যা বলবে তার সারমর্ম: সিক্রেট কোন অ্যাসাইনমেন্ট।

লাঞ্চের পর কথা বলতে শুরু করল কলভিন. 'আমি গতরাতে ঘুমুতে পারিনি, রানা।'

'কেন, চাঁদে তো এখনও কেউ পৌঁছুতে পারেনি আপনাদের পরে। তাছাড়া দ্য গল মরে গেছে, হুট্ করে যুদ্ধ ঘোষণা আর কে করবে বুঝতে পারছি না।'

'না, ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর।' কলভিন কফিতে মনোনিবেশ করল, 'দু'দিন আগে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। মস্কো থেকে হটলাইনে সিক্রেট মেসেজ পেয়েছে প্রেসিডেন্ট। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স দাবি করেছে তেহরানে সি. আই. এ. ছোট একটা রেভ্যুলেশন ঘটাতে যাচ্ছে নিজেদের মর্জি মাফিক। শাহকে হত্যা করা হবে, তাঁর জায়গায় বসানো হবে নিজেদের লোককে।'

কলভিন রানার প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল। রানা ভিতর ভিতর কৌতুক বোধ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেও বাইরে থেকে ভাবলেশহীন দেখাল ওকে।

'রাশিয়ানরা শুধু খবরটাই পাঠায়নি। ওরা জানিয়ে দিয়েছে যে এটা যদি ঘটে তাহলে দক্ষিণাঞ্চলে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হবে ওরা এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবার জন্যে। ওরা অভিযোগ করেছে যে ইউনাইটেড স্টেটস এর প্রেসিডেন্ট সি. আই. এ-র এজেন্টদেরকে কন্ট্রোল করতে অসমর্থ। গোটা ব্যাপারটা কল্পনা করো, রানা।'

রানা নিরুত্তর। চেস্টারফিল্ডের ধোঁয়ায় কলভিন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ওর মুখের চেহারা। কলভিন বলে চলল, 'প্রেসিডেন্ট প্রচণ্ডভাবে অস্থির হয়ে পড়েছে। চোদ্দ দিন সময় দিয়েছে প্রেসিডেন্ট আমাকে আসল রহস্য জানার জন্যে। এবং দরকার হলে যে-কোন পদক্ষেপ নেবার হুকুম এবং ক্ষমতাও দিয়েছে।' কলভিন সিগার ধরাল, 'মুশকিল কি জানো ওখানে আমাদের সি. আই. এ-র টপম্যান হলো জেনারেল ভ্যান জুড। বায়ান্ন সালের পর থেকে শাহ-এর বিরুদ্ধে তিনটে ক্যু ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। ইরানকে সে জানে, যেমন তুমি জানো তোমার ব্যাক ইয়ার্ড সম্পর্কে।'

'ওকে ডেকে পাঠালেই তো ঝামেলা মিটে যায়।' রানা এই প্রথম মন্তব্য করল।

'অত সহজ না। এক, কার্যকরী কোন কারণ নেই আমাদের হাতে—অফিশিয়াল রিজন-এর কথা বলছি। যদি সে আমাদের মনের সন্দেহের গন্ধ পায় তাহলে হিতে বিপরীত হবে। সে যে এতে যুক্ত নয় তা জোর দিয়ে বলা মুশকিল। অবশ্য খবরটা একটা চালও হতে পারে। ভ্যান জুড ওদের শত্রু ওখানে। ওর পিছনে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ লেগেও আছে। কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না অবশ্য'। কোন প্রমাণ তো হাতে নেই। খবরটা হলো সে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা ক্যুর। আমাদেরকে তা থামাতে হবে। রিস্কি বিজনেস, কিন্তু উপায় নেই।'

'এ সম্পর্কে আমাকে বলার কারণ?'

'গো টু তেহরান।' কলভিন দ্রুত কণ্ঠে বলল আবার, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। শেষ করতে দাও আমাকে। তোমার কথা শুনব সব শেষে।'

'কি করব গিয়ে আমি? ভ্যান জুডকে জিজ্ঞেস করব ঠিক কখন সে ষড়যন্ত্রটা কার্যকরী করতে যাচ্ছে?'

'না। তোমার একটা কভার স্টোরি থাকবে। তেহরানে সি.আই.এ-র সিক্রেট ফান্ড প্রায় নিঃশেষ। তুমি বোধহয় জানো, আন্ডারডেভেলপড দেশগুলোর সাহায্য ভায়া ব্যাঙ্ক হয়ে সবসময় যায় না। টেন মিলিয়ন ডলার পাঠাবার ব্যবস্থাটা ঘুরপথে হবে।'

রানা অবাক হয়েছিল, 'টেন মিলিয়ন। সেই ভাগ্যবান লোকটি কে যার হাত...?'

'জেনারেল ভ্যান জুড রিসিভ করবে টাকাটা।'

'দ্যাটস নাইস। উপযুক্ত ভিজিটিং কার্ড একেই বলে।'

'ডেলিভারী দেবার পর এক সপ্তাহ ছুটি কাটাবে তুমি ইরানে।'

'তার মানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে কর্মপন্থা স্থির করতে হবে আমাকে। কিন্তু আমি যাচ্ছি না।'

'আমার কথা শেষ হোক আগে। টাকাটার স্পেসিফিক ডেসটিনেশন অলরেডি ফিক্সড। এবং জেনারেল ভ্যান জুড এ টাকা অবশ্যই বিলি করবে না। ওকে একটা হাত ব্যবহার করতে দেয়া হবে শুধু মাত্র এ ব্যাপারে। ওর অ্যাকটিভিটি কেমন হয় লক্ষ করতে চাই আমরা।'

'টাকার ব্যাপারে ভ্যান জুড ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।'

'তুমি নিহত হলে আমরা ধরে নেব রাশিয়ানরা মিথ্যে খবর দেয়নি।'

'সাহায্য করবে কে ওখানে? আমিই যাই আর অন্য কেউ যাক, সে যদি জড়িয়ে পড়ে বিপদে...'

'কেউ সাহায্য করবে না। ষড়যন্ত্রটা করছে আমাদেরই ব্রাঞ্চের লোক। ওদের সাহায্য তুমি চাইলে আত্মঘাতী হবে সেটা।'

'কাজটা কি? ভ্যান জুডকে বস্তায় ভরে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব?'

'তাও তোমাকে ঠিক করতে হবে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তুমি। প্রয়োজন মত যতদূর ইচ্ছা প্রয়োগ করবে ক্ষমতা।'

'লিখিত ভাবে ক্ষমতা চাই আমি।'

'পাবে।' কলভিন বলল, 'আগামীকাল এয়ারপোর্টে তোমাকে খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের লেখা চিঠি দেব। আর হ্যাঁ, মেজর জেনারেল রাহাত খানের চিঠিটাও ওর সাথে দিতে পারব তোমাকে। ব্রাঞ্চে পৌঁছে গেছে সেটা। আমার হাতে পড়েনি এখনও।'

রানা বিস্মিত হলো এবার সত্যি সত্যি। কলভিন চোখ মটকে হাসল, বলল, 'কোন কথা নয়। জানোই তো, আমার নাম কলভিন। সব ব্যবস্থা সেরেই তোমাকে ডেকেছি।'

রানা চেস্টারফিল্ড ধরাল একটা নতুন করে।

পরদিন কলভিন ফাইনাল ইনস্ট্রাকশন দিল এয়ারপোর্টে রানাকে, 'প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছি আমি, রানা। প্রেসিডেন্ট গুড লাক বলেছে তোমাকে। তোমাকে সফল হতেই হবে। তুমি না পারলে ধরে নেব পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র রোধ করবার ক্ষমতা ছিল না। তোমার নিজস্ব পন্থায়, প্রয়োজন দেখা দিলে, মহামান্য শাহকে ইনফর্ম করতে পারো। আমাদের অ্যামব্যাসাডর মিলিত হবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু মনে রেখো, ওটা সর্বশেষ কার্যক্রম হবে তোমার। প্রেসিডেন্ট অপমানিত হতে চায় না।'

রাহাত খানের চিঠি পড়ার পর রানা এই প্রথমবার পরিষ্কার বুঝতে পারল অ্যাসাইনমেন্টটায় সত্যি সত্যি ও যাচ্ছে।

বাথরুম থেকে ফিরে ওলুনার চুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না রানার। বিছানায় উঠে চাদরের নিচে ঢুকে পড়ল ও। মাথা ঘুরিয়ে গুড নাইট বলে চোখ বন্ধ করল ওলুনা। প্রায় গায়ে গা লেগে রয়েছে দু'জনার। রানা গন্ধ পাচ্ছে শ্যাম্পুর। চোখ বুজল রানা।

মিনিট সাতেক পর সুড়সুড়ি লাগল রানার গায়ে। চাদরটায় টান পড়ছে। অল্প করে চোখের পাতা মেলল রানা। ঘড়ি খুলে ফেলেছে ওলুনা। ঘড়িটা খুলে তেপয়ে রাখা গ্লাসটার দিকে ছুঁড়ে মারল। শব্দ হলো। পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল গ্লাসটা। পুরোপুরি চোখ মেলল রানা। ওলুনা উঠে বসল চোখ বিস্ফারিত করে, 'কি হলো, ও কিসের শব্দ?'

'বোধহয় রুমের ভিতর কেউ ঢুকেছে। চুপ করো।' বলল রানা। শুয়ে পড়ল ওলুনা। ভীত গলায় বলল, 'চোর? সত্যি?' সরে এল ও রানার গায়ের আরও

কাছে। বুকের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'আমার যে.ভয় করছে।'

রানা ওর পিঠে হাত চাপড়ে দিতে দিতে বলল, 'তুমি ঘুমোও। চোর চুরি করতে পারবে না তোমাকে। দুষ্টু মেয়ে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ওলুনা।

নতুন করে উত্তাপ বাড়তে শুরু করল নটার পর থেকে। দ্বিতীয়বার শেভ করে স্নান সেরে নিয়ে পা টিপে টিপে বাইরে এসে ব্রেকফাস্ট সারল রানা। ওলুনা ঘুমুচ্ছে এখনও। সুইমিং পুলে বসল ও কিছুক্ষণ! আমেরিকান বিজনেসম্যানরা জায়গাটা গুলজার করে রেখেছে। মাথাটা অনেক আগেই ছেড়ে গেছে রানার। নতুন ট্রপিক্যাল স্যুটে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে ও। রিসেপশনে চলে এল ও ফোন করার জন্যে।

কলভিন কয়েকটা নম্বর দিয়েছে ওকে। ভ্যান জুডের পাত্তা পাওয়া গেল না। থমকে গেল রানা। আরও ক'জায়গায় চেষ্টা করল ও, আমেরিকান এমব্যাসীও বাদ দিল না। ঘুম জড়ানো একটা গলা উত্তরে জানাল জেনারেল অভ্যন্তর প্রদেশে গেছে। দু'চার দিন দেরি হবার সম্ভাবনা ফিরতে।

টাকা ডেলিভারী দিতে হবে ভ্যান জুডকে। সিকিউরিটি ম্যাটার সম্পর্কে জ্ঞাত একজন লোক এমব্যাসীতে আছে। কিন্তু লোকটা কে তা জানা নেই রানার। আর একটা সমস্যা ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করার। জেনারেলের অফিস ব্যবহার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। অ্যামব্যাসাডরও অনুপস্থিত। খারাপ লাগল রানার। পূর্ব পরিকল্পিত নয়তো ভ্যান জুডের অনুপস্থিতি? ক্লার্ককে ডেকে ট্যাক্সির কথা বলল রানা।

একটা মার্সিডিজ 190D লাইন থেকে বেরিয়ে সামনে এল ক্লার্কের হাত নাড়ার ফলে। ড্রাইভারকে সাহসী বলে মনে হলো না রানার। দরজা খুলে ধরতে ভিতরে ঢুকল রানা ব্রীফকেস হাতে। সন্দেহজনক কাউকে দেখল না রানা। তেহরানের পথে পথে ছুটে চলল গাড়ি।

সেন্ট্রাল টাউনে ট্রাফিক জগাখিচুড়ী পাকিয়ে বসে আছে দেখে শঙ্কিত হলো রানা। বয়স্ক ট্রাক আর ওভারলোডেড বাস সারবন্দী হয়ে পিঁপড়ের মত মন্থর বেগে এগোচ্ছে জরাগ্রস্ত ট্যাক্সিগুলোর পিছন পিছন। বাইসাইকেলের দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। হাতখানেক চওড়া জায়গাতে সেঁধিয়ে গিয়ে আটকা পড়ে গেছে অসংখ্য। হর্ন, বেল, ঘন্টাধ্বনি আর ট্রাফিক পুলিসের খিস্তি সব মিলে এলাহি কাণ্ড।

যে আমেরিকান গাড়িটা রানার ট্যাক্সিকে ফলো করছে সেটা বছর দশেকের পুরানো। হিলটন ছাড়ার খানিক পরই নজরে পড়েছে ওর। দু'জন প্যাসেঞ্জার রয়েছে। দূর থেকে চেনার উপায় নেই। ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে উঠল ব্যাঙ্কে পৌঁছুবার জন্যে রানা। যদিও ট্রাফিকের মাঝখানে নিরাপদ বোধ করছিল খানিকটা ও। অতি কষ্টে এভিনিউ শাহ রেজার দিকে মোড় নিল ট্যাক্সি। কারটা ফলো করে চলেছে।

ব্যাঙ্ক ম্যালি দেখতে পাচ্ছে রানা এবার পরিষ্কার। থামল ট্যাক্সি। ভিতরে যাবার আগে পেভমেন্ট পেরোতে হবে। পাঁচ গজের সামান্য ব্যাপার। পঞ্চাশ রিয়েল ড্রাইভারকে দিয়ে চারপাশে তাকাল রানা। ভাঙা উইন্ডস্ক্রীনওয়ালা আমেরিকান ফোর্ডটা পিছনেই দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জার দু'জনকে এতক্ষণে চিনতে পারল রানা। গতরাতে ওকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদেরই দু'জন।

ব্যাঙ্কের সামনে ইউনিফর্ম পরিহিত দু'জন পুলিস দেখল রানা। ডাকল ও, 'আরা।' কথাটার অর্থ 'এদিকে এসো'। দু'জনাই তাকাল রানার দিকে। কিন্তু নড়ল না। এগিয়ে গিয়ে রানা ভাঙা পার্শীতে বলল যে ওর ব্রীফকেসে মূল্যবান জিনিস আছে, ব্যাঙ্কের ভিতর অবধি ওকে পৌঁছে দেয়া হোক। পুলিস দু'জনকে আশ্চর্য দেখাল। কিন্তু বাক্যব্যয় না করে রানার দু'পাশে দাঁড়াল ওরা। স্বস্তি বোধ করল রানা। পিছনটা দেখে নিল একবার। পিছন পিছন খানিকটা দূরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে লোক দু'জন।

হলটা ঠাণ্ডা আর আবছা অন্ধকার। সাথে সাথে ডাইরেক্টরের অফিসে যেতে চাইল রানা। পুলিস দু'জন বিদায় নিল। শূন্য অফিস রুমে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। প্রাচীন এক বুড়ো অ্যাটেনড্যান্ট সিলভারের ট্রেতে গ্রীন টি নিয়ে এল।

দ্বিতীয় দরজাটা খুলল পাঁচ মিনিট পর। মোটাসোটা, গোঁফওয়ালা একজন স্যুট পরিহিত ইরানিয়ান ঢুকল ভিতরে। পিছন দিকে ফিরে কারও উদ্দেশে ঘাড় নাড়ল সে। বুক ভরা স্বস্তিতে প্রায় লাফ মেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ডাইরেক্টর পৌঁছে গেছে, আর বিপদের ভয় নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে দরজায় দেখা গেল চেনা লোক দু'জনকে।

রানার মুখে কথা সরবার আগেই ডাইরেক্টর কথা বলে উঠল, 'এই ভদ্রলোক দু'জন আলাপ করতে চান আপনার সাথে।' ইংরেজীতে বলল ডাইরেক্টর, 'ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ইরানে বেআইনীভাবে টাকা এনেছেন।'

পরিষ্কার হয়ে গেল সব।

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওরা কে?' রানা দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিবাদ করল।

'মাফ করবেন, ওরা পুলিস বিভাগের।' ডাইরেক্টর সুইচ অন করতে আলোর বন্যা দেখা দিল রুমের ভিতর। ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট বের করে ডাইরেক্টরের হাতে দিল রানা। বলল, 'আমি একজন ডিপলোম্যাট। গ্রেফতার করা যায় না আমাকে। সে চেষ্টা করলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে।'

দু'জনার একজনার হাতে দিল ডাইরেক্টর পাসপোর্টটা। অপরজন রুমের অপর প্রান্তে গিয়ে কোটের পকেটে দু'হাত ভরে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাসপোর্টটা সরাসরি রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে লোকটা বলল, 'গ্রেফতার করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই, মি. মাসুদ রানা। ব্রীফকেসটার ভিতরটা শুধু দেখতে চাই আমরা। আপনি বাধা দিলে ওটা ভাঙতে হবে।'

'না।' নিষ্ফল জেনেও আপত্তি করল রানা, 'আমি চাই এই মুহূর্তে আমেরিকান এমব্যাসীতে খবর দেয়া হোক।'

'প্রথমে ব্রীফকেস দেখব আমরা।' গোঁয়ারের মত শোনাল লোকটার গলা। আক্রমণের কথা ভাবল রানা দ্রুত। লাভ হবে না একজনকে কাবু করে। দু'জনকে

একসাথে ধরাশায়ী করাও অসম্ভব। দ্বিতীয় লোকটা আওতার বাইরে। পকেট থেকে চাবি বের করে ব্রীফকেসটা খুলল রানা। ডাইরেক্টর শব্দ করে উঠল অস্ফুটে। প্রশ্ন করল ঠাণ্ডা গলায়, 'এই অ্যামাউন্টের টাকা ইরানে আমদানী করার পারমিট আছে আপনার?' প্রথম লোকটা টাকার বান্ডিলগুলো নামাতে শুরু করল একটা একটা করে। রানা কঠিন সাবধানী কণ্ঠে বলে উঠল ডাইরেক্টরের উদ্দেশে, 'এদেরকে অ্যারেস্ট করুন আপনি এখুনি। ওরা গ্যাংস্টার। গতকাল ওরা বাসে চড়াও হয়েছিল ব্রীফকেসটা দখল করার জন্যে।' রানাকে অসহায় দেখাল। ডাইরেক্টরকে দেখাল ভীত। একটু থেমে সে বলল, 'ওরা দু'জন আইডেনটিফিকেশন কার্ড দেখিয়েছে আমাকে। সিক্রেট পুলিসের কর্মচারী ওরা। আপনার সপক্ষে আমার করণীয় কিছুই নেই। যতদূর দেখা যাচ্ছে, আপনার ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে...।'

এর কোন উত্তর নেই।

গ্যাংস্টারটা বান্ডিলগুলো আবার ভরে রাখছে ব্রীফকেসে। সবগুলো ভরে ব্রীফকেসটা বন্ধ করল সে। তাকিয়ে রইল রানা সম্মোহিতের মত। ইউ. এস গভর্নমেন্টের দশ মিলিয়ন ডলার শুরুতেই খুইয়ে বসা মোটেই শুভ সূচনা নয়। তিক্ত গলায় প্রশ্ন করল রানা, 'কি করছ তুমি?'

'আপনার সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হলো।' লোকটা সহজভাবে ঘোষণা করল। রানা দাঁতে দাঁত চাপল। বলল, 'আমি যাব তোমাদের সাথে। তোমরা ডাকাতী করছ স্রেফ।'

'সে অসম্ভব। আপনাকে সঙ্গে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি আমাদেরকে। তাছাড়া আপনার ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট আপনাকে রক্ষা করবে। ইচ্ছা করলে আপনি পরে পুলিস হেডকোয়ার্টারে যেতে পারেন।' লোকটা ব্যাখ্যা করল।

'না।' অসম্ভব কঠিন শোনাল গলা রানার, 'আমি যাবই তোমাদের সাথে এই মুহূর্তে।'

'দ্যাটস ইমপসিবল,' লোকটা সিরিয়াস এবার, 'আরও ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে নানা জায়গায় এখান থেকে বেরিয়ে।' দ্বিতীয় লোকটাকে ইঙ্গিত করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। দ্বিতীয় জন তবু নড়ল না। ব্রীফকেস নিয়ে চলে গেল লোকটা। দ্বিতীয় লোকটা রানার দিকে মুখ করে পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে দরজার কাছে পৌছুল। তারপর হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার বাইরে।

ঘটনার দ্রুততায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। দেখল দরজার সামনে একজন পুলিস কনস্টেবল এসে দাঁড়াচ্ছে। সে রানার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'অফিসারের হুকুম। দশ মিনিটের আগে এখান থেকে বেরুতে পারবেন না আপনি।'

রানা কোন কথা বলল না। হাত দুটো মুঠো করে তাকাল ও ডাইরেক্টরের পানে। পা বাড়াল ও। এক পা পিছিয়ে গেল ডাইরেক্টর। রানার হাবভাব দেখে আতঙ্ক বোধ করছে সে। রানা লোকটার সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াল। কঠিন চোখে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে রইল রানা। ডাইরেক্টর দ্রুত গলায় বলে উঠল, 'ওরা হুমকি দিয়েছিল আমাকে। সত্যিই ওরা সিক্রেট পুলিস। আপনি জানেন না ওদের ক্ষমতা কী ভয়ঙ্কর। ওদের বস্ জেনারেল ইয়াজদী হাতামি। তাঁর আঙুল নড়লে যে কেউ

খুন হতে বাধ্য।'

ইয়াজদী হাতামি। ভ্যান জুডের বন্ধু। গত বছর ওরা দু'জন একটা ক্যু ব্যর্থ করে দিয়েছে। রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে কয়েক মাস আগেও ইরানের রাজপথে। সিক্রেট পুলিস হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি যারা বাস করে তারা নাকি গভীর রাত্রিতে যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আজকাল। শোনা যায় জেনারেল হাতামির রাতে ঘুম না হলে হেডকোয়ার্টারে এসে বন্দীদেরকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে নিজের স্নায়ুগুলোকে ক্লান্ত করার চেষ্টা পায়। বন্দীদের একটা একটা করে হাড় ভাঙে সে। শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলে এভাবে। ছবিতে দেখেছে রানা ইয়াজদী হাতামিকে। প্রকাণ্ড এক দৈত্যবিশেষ। সাদা পোশাক পরে বেশিরভাগ সময়। বিরাট মুখের মধ্যে সরু করে কাটা পরিচ্ছন্ন গোঁফ।

ডাইরেক্টর বলে চলেছে, 'আপনি যদি ডিপলোম্যাট হন তাহলে আপনা-আপনি সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে আপনার। আপনার কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। অবশ্য টাকাগুলো যদি…'

'তুমি একটা বর্বর। এক নম্বরের গাধা,' প্রায় শান্ত গলায় বলল রানা, 'কোনদিন শুনেছ কোন স্মাগলার টেন মিলিয়ন ডলার একটা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে?' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে।

সূর্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ডভাবে। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল রানা মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে। একটা কাফেতে ঢুকল ও এদিক ওদিক না তাকিয়ে। পাবলিক টেলিফোনের ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করল ও। পার্শীতে উত্তর ভেসে এল, 'হ্যালো?'

'মাসুদ রানা, আদি এবং অকৃত্রিম।' রানা বলল। অপরপ্রান্তে আতাসীর মুখে কথা সরল না কয়েক সেকেন্ড। তারপরই উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ ঘটল একটি শব্দে, 'ওস্তাদ!'

'তোমার সাথে এখুনি দেখা করছি আমি।' রানা বলল আতাসীকে। আতাসী যে ইরানে আছে তা রানার জানা ছিল। আতাসী বলল, 'আমি খোয়াব দেখছি না তো, ওস্তাদ? কোথা থেকে বলছ?'

'তেহরান থেকে। সব কথা বলব পৌঁছে।'

'আমার ঠিকানা জানো?'

'জানি। অপেক্ষা করো আমার জন্যে।' কাফে থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'সিক্সটি-টু সুরাইয়া এভিনিউ।' হিলটনকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল ট্যাক্সি। মিনিট কুড়ি পর একটা সাইড রোডে মোড় নিল। উঁচু দেয়াল ঘেরা একটা ভিলার সামনে থামল ব্রেক কষে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রানা। কলিং টিপতে কুকুরের হুঙ্কার শোনা গেল ভিতরে। একমুহূর্ত পরই আতাসীকে দেখা গেল দরজায়। আন্তরিক করমর্দন সারতে সারতে ও বলল অস্ফুটে, 'ওস্তাদ, বস্!'

ভিতরে গিয়ে বসল ওরা। পানীয় পরিবেশন করল আতাসী নিজেই। কোন পরিবর্তন লক্ষ করল না রানা আতাসীর মধ্যে। অতীতের কথাবার্তা চলল খানিকক্ষণ। রানা মোড় ঘোরাল আলাপের। ওর অ্যাসাইনমেন্ট ও ইরানে পৌঁছুবার

পর যা যা ঘটেছে সব বলল রানা। উদ্বিগ্ন দেখাল আতাসীকে, 'ওস্তাদ, খুব বেশি চান্স নেই টাকা ফিরে পাবার। বিশেষ করে ওরা যদি সত্যি পুলিস হয়ে থাকে। জেনারেল ইয়াজদী স্রেফ বাস্টার্ড একটা। হাতে পেয়ে টাকাটা ফেরত দেবার মত সাধু ও নয়। কোন না কোন লিগ্যাল কারণ দেখিয়ে দেবে তোমাকে। কিংবা স্রেফ অজ্ঞতা প্রকাশ করবে।'

'ভ্যান জুডকে হস্তক্ষেপ করতে বলি যদি?' রানা বলল।

'ওরা দুই দেহ এক আত্মা। গত দশ বছর ধরে শাহকে ভিজিয়ে রেখে এ দেশ শাসন করছে। ইয়াজদীর স্বার্থে বিঘ্ন ঘটাবে বলে মনে হয় না ভ্যান জুড।'

'শাহ এদেরকে কেমন চোখে দেখেন?'

'তিনি লাশ গোনেন শত্রুদের। লাশের সংখ্যা দেখেই তিনি সন্তুষ্ট। পলিটিক্যাল প্রিজনারদেরকে বাঁচিয়ে রাখা এখানে নিয়ম-বিরুদ্ধ। মানুষ মারতে ইয়াজদীর তুলনা নেই গোটা দুনিয়ায়।'

'রেভলিউশন সম্পর্কে কিছু খবর রাখো তুমি?'

'পূর্বাঞ্চলে ওসব ব্যাপারের কোন নিশ্চয়তা নেই। যখন তখন যে-কেউ হঠাৎ মনে করে সে ক্ষমতা দখল করবে। হয় সে প্রাইম মিনিস্টারকে হত্যা করে, নয়তো ফাঁসিতে চড়ে বা গুলি খায়। জনসাধারণ দর্শক এখানে। বিপ্লব করে জেনারেলরা এককভাবে।'

'তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে, আতাসী।' রানা চিন্তা করতে করতে কথাটা বলল, 'তুমি এখানে কেন?'

'আন্ডারওয়র্ক করছি। কিন্তু তোমার সাহায্যে আমি সদা প্রস্তুত, ওস্তাদ। বলো কি করতে হবে।'

'জেনারেল ইয়াজদীর সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

মুখ তুলে তাকিয়ে রইল আতাসী রানার দিকে। রানার গলার কাঠিন্য চমকে দিয়েছে আতাসীকে, 'তোমার ইচ্ছায় বাদ সাধতে চাই না। অল রাইট, অফিশিয়াল ভিজিটের ব্যবস্থা করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখি।'

আতাসীর মার্সিডিজ ২২০-তে চড়ে বসল ওরা। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আতাসী বলল, 'এখানে আমার ছদ্মবেশী পেশা সাংবাদিকতা, ওস্তাদ। সব জায়গায় গতিবিধি আছে।'

ছোট করে উত্তর দিল রানা, 'সব খবরই রাখি আমি।'

শহরের উত্তর প্রান্তে বিরাটকায় একটা সরকারী ভবনের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল আতাসী। বলল, 'পাসপোর্ট সঙ্গে আছে, ওস্তাদ? ইয়াজদীর সাথে দেখা করতে চাইব আমরা।'

খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা অ্যাটেনড্যান্ট ওয়েটিংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল ওদেরকে। লোকটার বেল্টে বড় একটা পিস্তল। রানা আতাসীকে বলল, 'আমাকে রিভলভার দিতে হবে।'

'ফিরে গিয়ে যা দরকার সব পাবে, ওস্তাদ।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেল মেজাজ রানার। তারপর অ্যাটেনড্যান্ট এসে ভিতরের অফিসে নিয়ে গেল ওদেরকে। লম্বা একজন

অফিসার হ্যান্ডশেক করল রানার সাথে। মেজর ফিদা কিরমান। আতাসীর সাথে মেজরের আলাপ আগে থেকেই। মেজর অনুরোধ করল রানাকে কথা বলার জন্যে। সব শুনে মেজর বলল, 'এ সম্বন্ধে জানি না কিছু আমি। আমাকে তাহলে এখন উঠতে হবে ইনকোয়েরি করার জন্যে। আপনারা কি অপেক্ষা করবেন?' উত্তরের অপেক্ষা না করে অফিস রুম থেকে বেরিয়ে গেল মেজর। আতাসী বলে উঠল, 'ব্যাটা পাজীর পা-ঝাড়া। ইয়াজদী হাতামির ডান হাত।'

'ইয়াজদী কি নিজের জন্যে টেন মিলিয়ন গাপ্ করবে বলে মনে হয়?'

'খুবই সম্ভব তার পক্ষে।'

চা এল। কুড়ি মিনিট পর ফিরে এল মেজর ফিদা কিরমান। ডেস্কে বসে তাকাল রানার দিকে, 'আমি দুঃখিত আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যে। আপনাকে নিয়ে কোন অপারেশনের রেকর্ড আমাদের কোন বিভাগে দেখা যাচ্ছে না। ওরা গ্যাংস্টার ছিল, আসলে। ক্রিমিন্যাল ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারের ওপর ভার দিচ্ছি আপনার আর আপনার কেসের।' মেজর আতাসীকে পার্শীতে নির্দেশ দিল কয়েকটা।

পাঁচতলায় উঠে গেল ওরা মেজরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। ক্যাপ্টেন নোমানী ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অফিসরুমে। মেজর ফিদার কাছ থেকে সব জেনেছে এবং নির্দেশ পেয়েছে সে।

চা এল, আবার। ব্যাখ্যা, আবার। ক্যাপ্টেন নোমানী হাসি-খুশি মুখ করে বলল, 'আপনার কথায় আমরা ধরে নিচ্ছি যে গাড়িটা করে ওরা এসেছিল সেটা আপনি চিনতে পারবেন। আমি আপনাকে দু'জন ইউনিফর্মড পুলিস দিচ্ছি সঙ্গে। শাহ রেজা আর ফেরদৌসি এভিনিউয়ের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকুন গিয়ে। তেহরান খুব বড় শহর নয়। গাড়িটা ওখান দিয়ে একসময় না একসময় অতিক্রম করবেই। আপনি আমাদের লোককে দেখিয়ে দেবেন গাড়িটা শুধু। ওরা হুইস্‌ল বাজাবে। ধরা পড়বেই এভাবে গ্যাঙস্টার দু'জন।'

ক্যাপ্টেনের গালে কষে চড় লাগাবার ইচ্ছাটা কোন রকমে রোধ করল রানা। লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল ও। না, ঠাট্টার কোন চিহ্ন নেই মুখে। রানা কঠিন গলায় বলল, 'আপনার মাথার ঘিলু অপারেশন করে বদলাতে হবে।' রানা ঘুরে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন কথা বলল না। হাসল মুখ টিপে।

আতাসীর সাথে গাড়িতে উঠে রানা বলল, 'ওরা সব একই দলের লোক। বোধহয় ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরও।'

'না. বোধহয়। উচ্চপদস্থ বেসরকারী সব লোকই যমের মত ভয় করে জেনারেল ইয়াজদীকে, ওস্তাদ। লোক দু'জন যদি গ্যাঙস্টারই হয় তাহলে এতক্ষণে তারা তুরস্ক বর্ডার পেরিয়ে গেছে।'

রানা বলল, 'আমার হাতে অস্ত্র এখনও আছে একটা। ভ্যান জুড ফিরে এলে ব্যবহার করব। চলো হিলটনে যাই।'

ঠিক লাঞ্চের সময় হিলটনে পৌছুল ওরা। হোটেলে একটা মেসেজ অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে: 'জেনারেল ভ্যান জুড তাঁর অফিসে আপনার সাথে দেখা করবেন আগামীকাল। সকাল দশটায় একটা গাড়ি তুলে নেবে আপনাকে হিলটন থেকে।'

তিন

ওলুনার সঙ্গে একজন পুরুষ। সুইমিং পুলে একটা ছাতার নিচে পিছন ফিরে বসেছে দু'জনে। আতাসী রানার উদ্দেশে বলে উঠল, 'ওই পুতুলটা বুঝি তোমার, ওস্তাদ? ও লোকটা ভাগ বসাবার তালে আছে মনে হচ্ছে—ভাগাও তাড়াতাড়ি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রানাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডেকে হাসল গালে টোল ফেলে ওলুনা। ওর সঙ্গী লোকটা হঠাৎ লাফ দিয়ে দু'পায়ে দাঁড়াল। রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করল, 'মামুথ ভুন,' নাম বলে কৈফিয়ৎ দিল মুখ কাঁচুমাচু করে, 'কথা বলার লোক পাচ্ছিলাম না কিনা, তাই আপনার সঙ্গিনীর সাথে…'

পরিচয় দেবার কাজ ওলুনা আগেই সেরে রেখেছে বুঝতে পারল রানা। মামুথ ভুন, বেলজিয়াম, দরাজ গলায় বলে উঠল, 'আপনারা সবাই আজকের লাঞ্চে আমার গেস্ট। ঠিক এখানে, এই সুইমিং পুলে ব্যবস্থা করছি আমি। একটু সময় দিন আমাকে।' মামুথ ভুন লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

রানা কাপড় বদলাতে গেল নিজের রূমে। আতাসী ইতোমধ্যে পোষ মানিয়ে ফেলেছে ওলুনাকে।

টেবিল সাজাবার পর ফিরে এল রানা। হিলটনের ব্যবস্থা দারুণ। চাইনীজ, পাকিস্তানী সব ডিশই পাওয়া যায়। খেতে খেতে অভিযোগ করল কেবল একজন। মামুথ ভুন বলল, 'এসবে অভ্যাস নেই আমার, সত্যি কথা বলছি। Antwerp থেকে এসেছি আমি। সেখানের রান্নার তুলনা হয় না। শুধু কি খাবার-দাবার অপছন্দ? এখানকার চেম্বারের সদস্যদের ব্যবহারও পছন্দ হচ্ছে না আমার।' বিরক্ত দেখাল বেলজিয়ানকে।

'চেম্বার?' রানা বলল।

'হ্যাঁ, আমি মাইট্রি বোকের কাজ করি। মাইট্রি বোক। তিন পুরুষ ধরে Antwerp-এ ন্যোটারী। আমি তার সিনিয়র ক্লার্ক। দশ বছর ধরে কাজ করছি। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আমার কাঁধে।'

রানা বুঝতে পারল মামুথ ভুন বলিয়ে লোক। 'এখানে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সব কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে—দুর্ভাগ্য আমার। Antwerp- এ একজন বিজনেসম্যানকে মাইট্রি বোক মোটা টাকা লোন দিয়েছে। গমের একটা লার্জ কারগো ট্র্যানজ্যাকশন করার জন্যে ফাইনান্স করেছেন তিনি। বিজনেসম্যানটি পারফেক্টলি সাউন্ড ম্যান। গম কেনার কথা আর্জেন্টিনায়, ভায়া Antwerp হয়ে জাহাজে আসার কথা ইরানে রিয়েলের জন্যে। সবকিছু নির্ধারিত ছিল, মাইট্রি বোক লোন দিয়েছেন নির্দ্বিধায়।' মামুথ ভুনের চোখ মুখ ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে, 'এমন কি ইরানিয়ান কমার্শিয়াল অ্যাটাচী তার পক্ষের ডিলও সম্পন্ন করেছে।'

'তারপর?' আতাসী কৌতূহল বোধ করছিল বেলজিয়ান বেপারীর দুর্ভাগ্যে।

দুর্ভাগ্যের ছবি এখনও কারও সামনে পরিষ্কার হয়নি যদিও। মামুথ ভুন বলল, 'তারপর? তারপর গম ট্রেনে তোলা হয়েছে। খুররমশিয়ার ফ্রন্টিয়ার ক্রস করেছে ট্রেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকমত ঘটছিল। এরপর আমাদের ক্লায়েন্ট এখানকার তার প্রতিনিধির কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পায়। তাতে জানানো হয়েছে যে শেষ মুহূর্তে ইরানিয়ান অথোরিটি ইমপোর্ট লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করেছে। এবং কি কারণে জানা যায়নি, ক্রেতাদের কাছে নাকি টাকা নেই।'

'কিনছিল কে?'

'বিভিন্ন ইরানিয়ান অফিশিয়াল অর্গানাইজেশন।'

'গমের কি হাল হলো?'

চেঁচিয়ে উঠে উত্তর দিল মামুথ ভুন, 'গম? গম পচছে! আটদিন ধরে খুররমশিয়ার ডকে প্রচণ্ড গরমে পড়ে আছে। গরমে ফাটতে শুরু করেছে কিনা কে জানে। সবরকম উপায় করেছি আমি। কাজ হয়নি। এক অফিসার সই করে অন্য আর একজনের কাছে যেতে বলে কাগজপত্র নিয়ে, সে সই করে পাঠায় অন্য একজনের কাছে। অথচ দেখা নেই হয়তো তার। একজন তো মোটা টাকা ঘুষই চেয়ে বসল।'

'দিয়েছেন?' ওলুনা অংশগ্রহণ করল। মামুথ ভুন দাঁত মুখ বিকৃত করে বলল, 'আমি দেব ঘুষ! আমার এমব্যাসীতে রিপোর্ট করেছি আমি—হুঁ!' উত্তেজিত হয়ে খাওয়া বন্ধ করে ফেলেছে মামুথ ভুন। হাত ধুয়ে ফেলল সে। আতাসী জিজ্ঞেস করল, 'লাইসেন্স আছে আপনার কাছে?'

'না, মানে, অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট...।'

নিঃশব্দে হাসল আতাসী। অনেকক্ষণ পর রানা প্রশ্ন করল, 'এ ব্যাপারে আপনার কাজটি কি?'

'যে বিজনেসম্যান টাকা ধার নিয়েছে সে এখন সব অধিকার সারেন্ডার করছে মাইট্রি বোকের কাছে। গম এখন আমাদের। সম্ভাব্য চুক্তিতে পৌঁছুনো আমার কাজ এখানে। ক্রেতাদের ঠিকানা রয়েছে আমার কাছে। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সব ঝামেলা যে পোহাতে হচ্ছে! বাজারের একজন ব্যবসায়ীর কথা বলি। আমার দেশ হলে ব্যাটার দাম দিতাম না আধপয়সাও। লোকটার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও নেই, লিখতে পড়তেও জানে না ভাল করে। তার সম্পত্তির নমুনা দেখতে চাইলে পাঁচ হাজার টাকার একটা ময়লা বান্ডিল বের করে দেখাল আমাকে—বাঁদর হয়ে চাঁদ ধরার শখ হারামজাদার। অবশ্য শেষ সুযোগটা দেখব আমি। একজন লোক আছে, যে কিনা ন্যায্য দাম দেবে বলে জানিয়েছে আমাকে। আগামীকাল আমি যাচ্ছি তার সাথে দেখা করতে।' কিন্তু উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে মামুথ ভুনের বোঝা গেল। অনেক লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বেচারা প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভদকায় মনোনিবেশ করল ও বিরক্ত করার জন্যে সকলের কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে।

রানার মন ওলুনার দিকে ছিল এতক্ষণ। আতাসী গ্লাস সরিয়ে রেখে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। রানার সাথে দু'একটা কথা বলে বিদায় নিল ও। রানা আর ওলুনা ওঠবার আগেই মামুথ ভুন নিজের রুমে চলে গেল।

ওলুনার রুমে গেল রানা।

ফাইভ-স্টার হোটেল 'কোলবে'। সামার প্যালেসের বিপরীত দিকে। কোলবে তেহরানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাইটস্পট। ওলুনাকে নিয়ে ডিনার খেতে রওনা হলো রানা ওখানে।

হোটেল লবি পেরোবার সময় চিন্তিত দেখাল রানাকে। টাকা চুরি যাবার খবর ওয়াশিংটনে পাঠানো দরকার, কিন্তু এমব্যাসীর মাধ্যমে নয়। তেহরানের টেলিফোনকে বিশ্বাস করতেও রাজি নয় রানা। ওলুনা যাচ্ছে আগামীকাল সকালে ব্যাঙ্কক। কিন্তু···

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ল রানার। ওলুনা তার এক এয়ারহোস্টেস বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মার্গারেট!'

মেয়েদের কথা শেষ হবার নয়। রানার সাথে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিল ওলুনা। হংকং, ম্যানিলা, ব্যাঙ্কক, তারপর ক্যালকাটা করাচী হয়ে তেহরানে এসেছে মার্গারেট SAS coronado-তে। ইউরোপের উদ্দেশে রাত্রে উড়বে ওর প্লেন। রোম জুরিখ ছুঁয়ে আগামীকাল দশটায় কোপেনহেগেনে ল্যান্ড করবে। হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা মার্গারেটকে, 'অত্যন্ত জরুরী একটা মেসেজ নিয়ে যেতে পারবে তুমি আমার হয়ে?' রানা প্রস্তাব করে তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করতে শুরু করল মার্গারেট। কিন্তু ওলুনা ভরসা দিল ওকে। রাজি হয়ে গেল মার্গারেট। কোপেনহেগেন নিউ ইয়র্ক শিডিউল চেক করে দেখা গেল প্রতি রবিবারে একটি মাত্র ফ্লাইট আছে SK 915, টেক অফ কররে ফিফটিন ফোরটি ফাইভে, নিউ ইয়র্কে পৌঁছুবে নাইনটিন ফিফটিনে। রানা আগেই বলেছে মার্গারেটকে যে একজন এয়ারহোস্টেসকে দিতে হবে মেসেজটা।

মার্গারেটের ঠিকানা লিখে নিয়ে রানা জানাল সে যদি যোগাযোগ করে উঠতে না পারে তাহলে ওর লোক দেখা করবে কোপেনহেগেনে তার সাথে। মার্গারেটকে ছোট ছোট বাক্যে লেখা একটা মেসেজ দিল রানা। মার্গারেট বিদায় নিল ওলুনার কাছ থেকে।

কোলবেতে সন্ধেটা কাটাল রানা ওলুনাকে নিয়ে। ওলুনা সকালে রওনা হবে বলে হিলটনে ফিরে এল ওরা তাড়াতাড়ি। শুতে যাবার আগে রানা কোপেনহেগেনে এমব্যাসীর থার্ড সেক্রেটারিকে তার পাঠাল একটা: 'আর্জেন্টলি কন্টাক্ট এয়ারহোস্টেস মার্গারেট জনসন অ্যারাইভিং ফ্লাইট ভাইকিং টোকিও—কোপেনহেগেন 10.00 সানডে।' মেয়েটির ঠিকানা এবং নাম্বারও উল্লেখ করতে ভুলল না রানা।

রাত্রে আধো ঘুমের মধ্যে প্লেনের শব্দ শুনল রানা। ঘড়ি দেখল ও। দুটো দশ। নির্ধারিত সময়ে SAS coronado আর ওর মেসেজ উড়ে চলেছে কোপেনহেগেনের উদ্দেশে।

জেনারেল ভ্যান জুড মাথার খুলি চাঁছা বিরাট এক দানব বিশেষ। স্বচ্ছ কাঁচের মত নীল চোখ দুটো। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে ও গ্লাসে। লম্বা সিগারেট আঙুলে ধরা। কিন্তু রানাকে স্বাগতম জানাতে কুণ্ঠা দেখায়নি এতটুকু। লম্বা একটা ক্রাইসলার হোটেল থেকে তুলে এনেছে রানাকে।

গভীর আর্মচেয়ারে ডুবে আছে রানা। জেনারেল জুড ঝুঁকে পড়েছে ওর দিকে বেশ খানিকটা। রানা যতদূর সম্ভব টাকা চুরির কথা বলে বিরতি না নিয়েই প্রশ্ন করল, 'আমার সাথে মেহেরাবাদে দেখা করেননি কেন? আমরা দু'জনা থাকলে আমাদের টেন মিলিয়ন রক্ষা পেত।'

জেনারেলের মুখাবয়ব কঠিন দেখাল, 'কোডেড কেবল্ সিধে আমার ডেস্কে পৌঁছেছিল। দক্ষিণ দিকে ক'জন ইরানিয়ান এজেন্টের সাথে আলাপ করতে বেরিয়েছিলাম আমি। সোভিয়েট বর্ডারে ব্যস্ততার কারণ বের করার জন্যে।'

রানা গ্রাহ্য করল না উত্তরটা, 'হয়তো। কিন্তু কেবল্ পাবার পর বেরুতে পারতেন আপনি।'

'ও ব্যাপারে ভাববেন না,' জেনারেলের কণ্ঠস্বর কঠিন শোনাল, 'সব দায়িত্ব বহন করব আমি। আজ রাতেই রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে আমার।'

'ওরা জানল কিভাবে বলতে পারেন?'

'দুদিন ধরে কেবল্টা আমার ডেস্কে পড়ে ছিল। অনুমান করে নিন। যাকগে, কাজের কথায় আসি। আমার ওল্ড ফ্রেন্ড জেনারেল ইয়াজদী হাতামির সাথে কথা বলে দেখি। ও হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

রানা এই সময়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, 'জেনারেল ইয়াজদী? ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান। ওর সাথে আমার দেখা করবার ব্যবস্থা করতে পারেন কি আপনি?'

ঘন ঘন চোখের পাপড়ি কাঁপল ভ্যান জুডের, 'হোয়াই, শিওর। আমি এখুনি যাচ্ছি, চলুন আপনি সঙ্গে।'

গাড়িতে চড়ে ভ্যান জুড বলল রানাকে, 'আপনার মিশন শেষ হয়ে গেছে এখন, আরও ক'দিন ইরানে কাটিয়ে যান না কেন? আমি একটা গাড়ি এবং শোফার দিতে পারি, কাস্পিয়ান কিংবা পারশিয়ান উপসাগর দেখতে ইচ্ছা করেন যদি।'

'ওয়েল, থ্যাঙ্ক। আমি আগে তেহরান দেখতে চাই, জেনারেল।'

'তেহরান আবার দেখবার মত নাকি! ইস্পাহান বা সিরাজ মিস করা আপনার উচিত হবে না।' কথাটা বলে রহস্যময়ভাবে হাসল জেনারেল। ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়ি নতুন একটা সরকারী ভবনের সামনে। প্রবেশ পথে সশস্ত্র সেন্ট্রি দেখতে পেল রানা।

জেনারেল ইয়াজদীর অফিস ফার্স্ট ফ্লোরে। করিডরে চারজন সাব-মেশিনগান নিয়ে টহল দিচ্ছে। নক না করে ভিতরে ঢুকল ভ্যান জুড। জেনারেল ইয়াজদীকে স্পটলেস হোয়াইট ইউনিফর্ম পরে ডেস্কের সামনে বসে থাকতে দেখল রানা। ঘন কালো ব্যাক ব্রাশ করা চুল। নিখুঁত কামানো গাল। চোখ জোড়া প্রায় রক্তজবা ফুলের মত লাল। বাঘের মত গাল হাঁ করে হাসল সে রানার দিকে তাকিয়ে। ভ্যান জুড ভূমিকা করল। ব্রীফকেসের গল্প বলে গেল রানা ধীরে ধীরে। ইয়াজদী মাথা কাত করল।

'এ সম্পর্কে আমি শুনেছি। হিজ হাইনেস মিস্টার মাসুদ রানা ইতিমধ্যেই আমাদের লোককে সব কথা ব্যক্ত করেছেন। তদন্তের অগ্রগতি ঘটলে অবশ্যই জানানো হবে।' জেনারেল ইয়াজদীকে মোটেই উদ্বিগ্ন মনে হলো না রানার। কিন্তু

তার বন্ধু স্বয়ং ভ্যান জুড রানাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বলেই বোধহয় অস্বস্তি দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। রানা লক্ষ করল হাতের কাছে একটা ড্রয়ার খোলা। সদাসতর্ক সাবধানী লোক নিঃসন্দেহে।

কথা বলল রানা, 'জেনারেল, আমারও বিশ্বাস যে আপনারা সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন এ ব্যাপারে। কিন্তু আপনি আরও একটা সামান্য কাজ করতে পারেন কি? আমার জন্যে? টাকার ব্যাপারে নয়। ক'বছর আগে একজন ইরানিয়ান আর্মি অফিসারকে চিনতাম আমি। তখন সে পাকিস্তানে থেকে পড়াশোনা করত। ফৈয়াজ বকশী। বলতে পারেন ও তেহরানে আছে কিনা?'

'সার্টেনলি।' ইন্টারকমের বোতাম টিপল জেনারেল ইয়াজদী। লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী সম্পর্কে প্রশ্ন করল ও। তারপর ইন্টারকম নামিয়ে রেখে বলল, 'ক'মিনিট অপেক্ষা করুন। ওরা ডাকবে আমাকে।'

অপরিহার্য চা এল। টগবগ করে ফুটছে। অধৈর্য ভাবে উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল রানা। এটাই ওর শেষ সুযোগ ইয়াজদীকে কাঁপিয়ে দেবার। খানিকপরই প্রাণ ফিরে পেল ইন্টারকম। জেনারেল কথা শুনতে শুনতে কাগজে লিখল কিছু। ইন্টারকম নামিয়ে লেখা কাগজটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। বলল, 'লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশীর ঠিকানা।'

রানা কাগজটা নিয়ে ইয়াজদীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'লেফটেন্যান্টের সাথে দেখা করবার সময় আপনি আমার সঙ্গে থাকলে খুশি হব, জেনারেল।

'আপনার সঙ্গে থাকব?' ইয়াজদীর বিস্ময়বোধ নির্ভেজাল। অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখছে সে রানাকে।

রানা বলল, 'আমি নিরাপদ বোধ করব। ইউ সি আই অ্যাম অ্যাফ্রেড হোয়াট আই টোল্ড ইউ ওয়াজ নট স্ট্রিক্টলি অ্যাকুরেট। সেই রাতে আমাকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের নেতার নাম লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী। আপনার তদন্তে সে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করি...'

চার

ইয়াজদী কাঁপল না। নরম গলা আরও নরম করে বলল, 'বড় মজার কথা যা হোক. আগামীকাল এই লেফটেন্যান্টকে ধরে আনা হবে। আপনি অবশ্যই আসবেন। এবং আমরা সত্য আবিষ্কার করব তখন।

এই উত্তরই আশা করেছিল রানা। আগামীকালের মধ্যে কত কিছুই ঘটতে পারে। এটা হুমকি ছাড়া কিছু নয় বুঝতে পারল রানা। ইয়াজদী যদি একটা ক্যু করার প্ল্যান করে থাকে তাহলে রানাকে সরিয়ে ফেলতে দেরি করবে না। কিন্তু ঠিকানাটা কেন অমন নির্দ্বিধায় দিল ও? দারুণ আশ্চর্য ব্যাপার...

ইয়াজদী কথা বলতে শুরু করেছে আবার, 'ইওর হাইনেস, আপনি কি আজ সন্ধ্যায় আমার অতিথি হয়ে আমাকে সম্মানিত করবেন? আমার কন্যার বিশতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে? ইয়েস? আমার গাড়ি আটটার সময় আপনাকে তুলে আনবে।'

উঠে দাঁড়াল সে। ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে। ভ্যান জুড রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে চড়ে বলল, 'আপনি আক্রমণকারীকে চিনতে পেরেছিলেন একথা আমাকে কেন বলেননি?'

'আপনি আমাকে সময় দেননি, জেনারেল। তাছাড়া জেনারেল ইয়াজদীকে বললে প্র্যাকটিক্যাল ইউজ বেশি হবে বলে জানতাম আমি। আশা করা যাক লেফটেন্যান্টকে পাওয়া যাবে—টাকাগুলোও।'

'লেটস হোপ সো।' নীরস শোনাল জেনারেল ভ্যান জুডের গলা। উত্তরোত্তর চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। ইয়াজদীর জন্যে ফাঁদ পেতেছে রানা বুঝতে দেরি হয়নি তার।

রানাকে হিলটনে নামিয়ে দিল জেনারেল।

লবিতে প্যান-অ্যাম-এর একজন ক্রুকে দেখল রানা। কিন্তু ওলুনার চিহ্ন নেই কোথাও। চাবি নিয়ে নিজের রুমে এল রানা। সময় নষ্ট করল না ও। লেফটেন্যান্টের ঠিকানায় চেক করার ইচ্ছা ওর। কিন্তু একা না। ফোন করল রানা আতাসীকে। রিভলভার আনার জন্যে বলে দিল ওকে।

মিনিস্টার অভ কোর্টের সাথে আতাসীর ডিনার। পরে আসবে ও। শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়।

চারটের সময় এল আতাসী। ইলেকট্রিক ব্লু স্যুটে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। লেফটেন্যান্টের ঠিকানা দিল রানা আতাসীকে। সংক্ষেপে বলল সব কথা ও। আতাসী ভবিষ্যদ্বাণী করল, 'আমরা নিজেরা যদি পাকড়াও করতে না পারি তাহলে আর দেখা হবে না ফৈয়াজ বকশীর সাথে, ওস্তাদ। ওরা কাঁচা লোক নয়।'

রানা চিন্তা করছিল। ইতস্তত করল আতাসী। তারপর বলেই ফেলল কথাটা. 'ওস্তাদ, ইয়াজদীকে আমি চিনি। আমাকে বিপক্ষ দলে দেখলে তার প্রতিক্রিয়া বড় ভয়ঙ্কর হবে। না না, আমি সাহায্য করতে পিছিয়ে যাচ্ছি না। ভুল বুঝো না, ওস্তাদ।'

'ঠিক বলেছ, আতাসী। কথাটা আমারও মনে হয়েছে। তুমি জানো না আতাসী, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস-এর অর্ডারে টপ সিক্রেট একটা মিশনে এখানে আমি এসেছি। তোমার সাহায্য আমার দরকার। আমি ইরানে যতদিন থাকব ততদিন কোন বিপদ ছুঁতেই পারবে না তোমাকে। ইউ.এস. গভর্নমেন্টের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমার জন্যে এমব্যাসীকে বলে। ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট। আগামীকালই পাবে। আমি ইরান ত্যাগ করার পরও ইয়াজদীর তরফ থেকে কোন বিপদের ভয় থাকবে না তোমার। আমি যখন যাব তখন ইয়াজদী নামে কোন জেনারেল থাকবে না ইরানে।'

'হোয়াট!' হতবাক হয়ে গেল আতাসী। রানা কথা বলল না। আতাসীই মুখ খুলল, 'কেন? ইয়াজদী তো সব সময় সি.আই.এ-র সপক্ষে কাজ করেছে। সি.আই.এ-র ডান হাত সে এখানে।'

রানা বলল, 'সব কথা শুনবে পরে, আতাসী। এগুলো পড়ো।' পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করে দিল রানা আতাসীকে। প্রথমটায় লেখা: 'অল রিপ্রেজেনটেটিভস্ অভ দ্য আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড আর্মড ফোরসেস্ আর হিয়ারবাই রিকোয়্যারড্ টু গিভ এভ্রি পসিবল অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য বেয়ারার,

মাসুদ রানা, ইন দ্য পারফরম্যান্‌স অভ এ মিশন ইন দ্য মিডল ইস্ট। দিস অর্ডার ইজ ভ্যালিড ফর ওয়ান মান্‌থ।' প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর ও সীলমোহর সহ হাতে লেখা। দ্বিতীয় চিঠিটা মেজর জেনারেল রাহাত খানের। একই ধরনের সার্টিফিকেট, পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে। রানা বলল, 'দরকার পড়লে সিক্সথ ফ্লীটের অ্যাডমিরালকে আদেশ দেবার ক্ষমতা আছে আমার। অ্যামব্যাসাডরকেও। এই কাগজের টুকরোটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমান ক্ষমতা দিয়েছে আমাকে। একমাসের জন্যে।' রানার কথা শেষ হতে আতাসী খপ করে রানার হাতটা ধরে ফেলে চুমো খেলো উল্টো পিঠে। মুখে বলল, 'মেরা ওস্তাদ, ওস্তাদোঁকা ওস্তাদ!'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। ড্রাইভ করছিল আতাসী। আতাসীর দেয়া ল্যুগারটা পরীক্ষা করে নিল রানা। কংক্রিট-চটা রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেক লাগল ওদের পৌঁছুতে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে একশো গজের মত হাঁটার পর বাড়িটা অবশেষে পাওয়া গেল। একজন লোককেও দেখা গেল না কোথাও। বাড়িটার ভিতরও কাউকে দেখল না ওরা। নক করল বেশ কবার রানা। উত্তর নেই। ঢুকে পড়ল দ্বিধা না করে। একতলার ঘরগুলোর দরজায় ধাক্কা মারল ঘন ঘন। সাড়া নেই কারও। উপরে উঠে এল রানা আতাসীকে নিয়ে। সিঁড়ির মাথার কাছে দেয়ালে একটা নতুন বোর্ড দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দ্রুত হলো রানার চিন্তাশক্তি। শরীরের মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল। আতাসীকে দেখাল রানা বোর্ডটা। বোর্ডে লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশীর নাম আর রুম নাম্বার লেখা। আনকোরা নতুন বোর্ড। হয়তো খানিক আগেই কেউ লটকে দিয়ে গেছে। কি উদ্দেশ্যে?

নির্দিষ্ট রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নিজের ল্যুগারটা বের করে ফেলল আতাসী নিঃশব্দে। দরজার গায়ে টোকা মারল পর পর দু'বার।

ভিতরে কোন শব্দ হলো না। আবার কয়েকটা টোকা মারল রানা। নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছু শুনতে পাচ্ছে না রানা। আতাসী বলল, 'ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করি, মেজর?'

'না।'

'না কেন? ভিতরে হয়তো লুকিয়ে আছে…'

'মনে হয় না এটা একটা ফাঁদ। দেখো।' কজায় আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল রানা। ওগুলো ফ্রেশ তেলে চকচক করছে। আতাসীর গলার স্বর পালটে গম্ভীর হয়ে গেল, 'কেউ চেয়েছিল আমরা রুমটা খুঁজে পেয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করি। ভিতরে কেউ আছে বলে মনে করো?'

'কিছু আছে। সামথিং ন্যাস্টি। দাঁড়াও। উপায় হয়েছে।' রানা দ্রুত পায়ে নেমে গেল একতলায়। চুন-মাখা একটা ভারী কাঠের মই আর খানিকটা দড়ি দেখে এসেছিল ওঠার সময় রানা। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল ও মই আর দড়ি নিয়ে। বিপরীত দিকের দেয়ালের একটা হুকে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধল রানা। দ্বিতীয় প্রান্ত দিয়ে বাঁধল মই। মইটা লেফটেন্যান্টের রুমের দরজার দিকে ঝুঁকে রইল। দড়িটা ছিঁড়ে গেলেই ভারী মইটা দরজার গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে। রানা আতাসীর কাছ থেকে লাইটার চেয়ে নিয়ে বলল, 'আগুন দড়িটাকে দু'টুকরো করার আগেই দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে যেতে হবে।' দড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েই ছুটল

ওরা।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনল রানা। দু'জনাই শুয়ে পড়ল উঠানের উপর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে দ্বিতল বাড়িটায়। দূরবর্তী রাস্তা থেকে ছুটে আসছে লোকজন। রানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কমপক্ষে দশ কিলো বারুদ। দরজার গায়ে সেট করা হয়েছিল। জেনারেল ইয়াজদী আজ সন্ধে ভূত দেখবে।'

'মানে? ডিনার খাচ্ছ নাকি ইয়াজদীর সাথে?' আতাসীর কথায় উত্তর না দিয়ে গাড়িতে এসে উঠল রানা। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠেছে রানা।

হিলটনে নামিয়ে দিল আতাসী রানাকে। ওর নিজের কাজ আছে বলে চলে গেল ও। রাত্রি নামল তেহরানে। আগামীকাল আতাসীর সাথে লাঞ্চের কথা স্থির হয়েছে। ইতোমধ্যে রানাকে সারতে হবে দু-একটা কাজ···

আমেরিকান ইরানিয়ান ক্লাবের গেটে অতিথিদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছে সাদা ইউনিফর্ম পরে জেনারেল ইয়াজদী। সামান্য একটু অবাক হতে দেখা গেল ওকে রানা পৌঁছুতে। রানা ভাবল মাত্রাতিরিক্ত সেলফ্ কন্ট্রোল লোকটার কিংবা ওর ইনফরমেশন সারভিস দারুণ সুদক্ষ। জেনারেল ঘনিষ্ঠভাবে একটা হাত ধরল রানার। বলল, 'কাম, মিস্টার মাসুদ রানা। আমার মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই,' গার্ডেনে নিয়ে এল জেনারেল ওকে, 'এই আমার মালকা। আজ ওর কুড়ি বছর।' জেনারেল প্রকাণ্ড হাঁ করে হাসছে। রানা বাউ করল। মালকাকে অপ্সরীর সাথে তুলনা করা যায়। টাইট সালোয়ার কামিজ পরেছে। বাপের সামনেই বুক রানার পাঁজরের তিন ইঞ্চির মধ্যে সরিয়ে নিয়ে এল মালকা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো রানার চোখ জোড়ার উপর গাঁথা। বাপের উপযুক্ত মেয়ে। স্বীকার করল রানা। জেনারেল চলে গেল। মালকা চোখ না সরিয়েই বলল, 'অনেক কথা শুনেছি আপনার। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম,' নিচু, মিষ্টি গলা মালকার, 'কেমন লাগছে আমার দেশ? আমার দেশকে জানার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমি।' আমন্ত্রণ জানাল মালকা। রানা ভাবল আমন্ত্রণ না ফাঁদ?

রুমগুলো ইরানিয়ান অফিসারে গিজ গিজ করছে। সকলের কোমরে পিস্তল। পার্টি-ড্রেসের সাথে বেমানান ঠেকল রানার চোখে। সঙ্গত্যাগ করার লক্ষণ নেই মালকার। বলল, 'আগামী হপ্তায় আবার পার্টি দিচ্ছি আমি। আপনি অতিথি হলে ভাল লাগবে আমার।' মালকা মদির চোখে তাকিয়ে আছে। রানা চোখে চোখ রেখে বলল, 'নাচবে?'

অনেকক্ষণ নাচল ওরা। নাচ শেষ হবার আগেই স্বয়ং ইয়াজদী অনুপ্রবেশ করল। রানাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল সে। বাধ্য হয়ে নাচ থেকে বঞ্চিত করল নিজেকে রানা। জেনারেল রানার কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'আগামীকালের মধ্যে আপনার কিছু খবর জানাব। তদন্তের ফল আজ খুব ভাল দাঁড়িয়েছে। হয়তো টেন মিলিয়ন ফিরেও পেতে পারেন। নটায় আমার গাড়ি আপনাকে তুলে নেবে।'

আরও খানিক পর বিদায় নিল রানা। বিদায় নেবার সময় অনেকক্ষণ ধরে মালকার হাতটা মুঠোয় নিয়ে কচলে দিল।

মাঝরাতে ওয়ারড্রোবটা দরজায় ঠেস দিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়।

ল্যুগারটা রইল বালিশের তলায়।

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ে এল জেনারেল ইয়াজদীর গাড়ি। স্যালুট করল এবার পোর্টার আর শোফার। নতুন সম্মান।

দশ মিনিটের জার্নি। ট্রাফিক পুলিস অগ্রাধিকার দিল ওদের গাড়িকে সর্বত্র। পিছনের সীটে বিদেশী সেন্টের গন্ধ পেল রানা। ইয়াজদী সৌখিন লোক।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের সামনে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি থেকে নামার অবসরও দিল না সে রানাকে। রহস্যময় হাসি ফুটে রয়েছে তার ঠোঁটে, 'গুড নিউজ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে, মিস্টার মাসুদ রানা।' গাড়িতে উঠে বসল ইয়াজদী। ছেড়ে দিল গাড়ি আবার শোফার। ইয়াজদী একটা ছোট ডাচ সিগার অফার করল রানাকে। বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করল রানা। চেস্টারফিল্ড ধরাল ও। উত্তরোত্তর চিন্তিত হয়ে পড়ছে রানা।

আধুনিক একটা বিল্ডিঙের সামনে থামল গাড়ি। আর্মি অফিসারেরা অপেক্ষা করছে। স্যালুট করল কেউ কেউ, মাথা নত করে অভিবাদন করল অনেকে। রানার দিকে খেয়াল নেই কারও। জেনারেল ইয়াজদীকে কানে কানে কিছু বলল একজন অফিসার। রানাকে নিয়ে থার্ড ফ্লোরে উঠে এল সে। খোলা দরজা দিয়ে একটা রুমে ঢুকল রানা আগে আগে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াজদী রানাকে আগে ঢোকার সুযোগ করে দিল। রুমের ভিতর চারজন সেন্ট্রি। ইয়াজদী ইঙ্গিত করতে একজন সেন্ট্রি শায়িত মানুষের মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল বুক অবধি। জেনারেল রানার দিকে ফিরে সিগারের ধোঁয়া সিলিঙের পানে উড়িয়ে দিল। বলল, 'দেখুন তো ওকে চিনতে পারেন কিনা।'

লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী। মৃত।

'এই লোকই আক্রমণ করেছিল আমাকে।' রানার মুখ কঠিন হয়ে উঠতে চাইছে, 'কিভাবে এমন হলো?'

'লেফটেন্যান্ট সুইসাইড করেছে। ওকে ধরে আনার জন্যে অর্ডার দিয়েছিলাম আমি, আমার লোক পৌছুবার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। গতকাল বিস্ফোরিত হয়েছে ওর বাড়িটা। ভিতরে ছিল ও।' জেনারেল হাত রাখল রানার কাঁধে, 'ওর সঙ্গীদের খোঁজ পাবার চেষ্টা চলতে থাকবে। টাকার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছি না। ইরানিয়ানরা জুয়াড়ী হয় ভয়ঙ্কর রকম। ফৈয়াজ বোধহয় ধার শুধেছে কিছুটা, বাকিটা হেরে খুইয়েছে।'

হ্যাঁ না কিছুই বলল না রানা। নিঃশব্দে শুধু দাঁত চাপল ও ইয়াজদীর উদ্দেশে। ফিরিয়ে দিয়ে গেল রানাকে ইয়াজদী হিলটনে।

যথাসময়ে উদয় হলো আতাসী, 'চেঞ্জ দরকার, ওস্তাদ। ইরানী আহার আজ।'

অফিসারস্ ক্লাবের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল আতাসী। হোটেলটা বাজারের কাছে। সরু রাস্তা আর ভিড় বলে হেঁটেই চলল ওরা বাকিটুকু। ফুটপাথে ছেলেমেয়েদের ভিড়। গুলি খেলছে দল বেঁধে। রমনা এভিনিউয়ের মত ফুটপাথের একধারে ফেরিওয়ালারা হরেকরকম জিনিসপত্র ঢেলে বিকিকিনি চালাচ্ছে।

হোটেলের প্রায় সব টেবিলই দখল হয়ে গেছে। ম্যানেজার স্বয়ং শশব্যস্ত হয়ে দুই বিদেশীকে একটা খালি টেবিলের ব্যবস্থা করে দিল। ব্যবসায়ীরা খাওয়া ও

আলোচনা একই সাথে চালাচ্ছে। নরক গুলজার বলতে বোধহয় একেই বোঝায়।

আড়াই ইঞ্চি মোটা ময়দার রুটি আর ছাগলের ঝলসানো পা পরিবেশিত হলো। রুটিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আতাসী। সেই ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'লেফটেন্যান্টের দেখা পেলে, ওস্তাদ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি বলতে পারো।' সব খুলে বলল আতাসীকে রানা। আতাসী উত্তরে বলল, 'দারুণ আশ্চর্য ঠেকছে, ওস্তাদ। ইরানিয়ানরা রক্তপিপাসু নয় বলেই জানতাম। ইয়াজদী খুন করল কেন লোকটাকে! কয়েক সপ্তাহের জন্যে দূরবর্তী বর্ডারে পাঠিয়ে দিলেই তো পারত।'

রানা খানিক পর কথা বলল, 'আমার এখানে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা জানো তুমি। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জানো তুমি? মানে শাহ কি ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত?' রানা কথা শেষ করে তাকিয়ে রইল। আতাসী ফেটে পড়ল হো হো হাসিতে, 'বহুবার থেকেছি ইরানে আমি বেশ কিছু দিন ধরে। প্রত্যেক মাসে গুজব শুনি রেভুলুশন ঘটতে যাচ্ছে এবার। কিন্তু, কই? অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকে কানাঘুষা শুনছি ইয়াজদী উৎখাত করার প্ল্যান করছে শাহকে। ইয়াজদীর দলে লোক আছে একথা অস্বীকার করার যো নেই!'

'শাহ-এর ব্যাপারটা কি?'

'মরিয়া মানুষ। বহুবার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কেয়ার করেন না তিনি। একবার তো তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলভারই খালি করে ফেলেছিল একজন। কিন্তু শাহ আজ অবধি অমর।'

'জেনারেল ইয়াজদীকে বিশ্বাস করেন শাহ?' রানার প্রশ্নের উত্তর দিল আতাসী মাংস চিবিয়ে নিয়ে। বলল, 'সাপকে কেউ বিশ্বাস করে? লোকে বলে শাহ ইয়াজদীকে কোন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন না, ''অ্যাক্সিডেন্টের'' ভয়ে। কিন্তু, ওস্তাদ! তুমি কি বলতে চাইছ শাহকে ইয়াজদী হত্যার চেষ্টা করবে? ইমপসিবল! তোমার বন্ধু ভ্যান জুডের প্ল্যান হলে সম্ভব বলে মেনে নিতে রাজি আছি। ইয়াজদী ভ্যান জুডের পরামর্শ ছাড়া নিঃশ্বাস পর্যন্ত ত্যাগ করে না। তাছাড়া ওদের আর্মস দরকার এ কাজ করতে হলে; এবং এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ওদের কাছে নেই। আমি জানি।'

রানা শুনছিল। আতাসী বলল, 'তোমার বন্ধু ডাবলক্রস করছে তোমাকে? ভ্যান জুড?'

প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইল রানা। আতাসী বলল, 'আমি বলতে চাইছি জেনারেল জুড তোমার পিছনে ইয়াজদীকে সাহায্য করছে না তো?' আতাসীর কথা শুনে রানা একমুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ভ্যান জুডের স্বার্থ কি এতে?'

'টাকা নয় অবশ্যই। এই বছরের শুরু থেকে শাহ রাশিয়ানদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ভ্যান জুড-এর পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব বিকল্প উপায়ের কথা। তার নীতি এবং চিন্তাধারা অনুসরণ করে যে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে তাকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করতে উৎসাহিত হবে ভ্যান জুড।'

রানা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। গাড়িতে চড়ার সময় ও বলল, 'লক্ষ করেছ

কিছু, আত্তাসী?'

'করেছি। অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদেরকে। হিলটন থেকেই। ও কিছু না। সিরিয়াস কিছু করার চেষ্টা ওরা করবে বলে মনে হয় না।'

হিলটনে নামিয়ে দিল আত্তাসী রানাকে। সুইমিংপুলে এল রানা সিধে। পি. আই. এ. দেশীয় ফুল দু-একটা এনেছে কিনা দেখার ইচ্ছা ওর।

লোকটা গালে হাত দিয়ে বোধহয় কাঁদছিল মনে মনে বউয়ের কথা স্মরণ করে। অন্তত দেখে তাই মনে হলো রানার। মামুথ ভুনের লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াবার একটা বিচ্ছিরি রোগ আছে। রানাকে দেখতে পেয়েই ছাগলের বাচ্চার মত লাফ মেরে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা। রানা ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই ওর কানে দমকা বাতাসের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করে দিল মামুথ ভুন, 'গড, মাই গড, কোথায় ছিলেন সাহেব আপনি! পাঁচ রিয়েল খরচ করে ফেলেছি আপনার রূমে কল করে।'

রানা এক পা পিছিয়ে এল দমকা বাতাস থেকে কান বাঁচাবার জন্যে, 'সত্যি?'

'কিন্তু এখানে না।' চোখ পাকিয়ে এদিক ওদিক তাকাল মামুথ ভুন, 'এখানে বলা যাবে না। আপনাকে যেতে হবে আমার রূমে।' খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলে হঠাৎ মামুথ ভুন করুণ হয়ে উঠল, 'প্লীজ, হেলপ মি।'

রানা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি ঠিক কি…'

'চু-উ-উ-প! শুনে ফেলবে কেউ।' নার্ভাস কণ্ঠে বলেই ঠোঁটে আঙুল দিল মামুথ ভুন।

নিষ্কৃতি নেই বুঝতে পারল রানা। বলল, 'চলুন।'

মামুথ ভুন রূমে রানাকে বসতে অনুরোধ করে ড্রিঙ্ক অফার করল। দু'জনা বসল আর্মচেয়ারে মুখোমুখি। মামুথ ভুন ভূমিকা ছাড়া আলাপ করতে শেখেনি, 'আগেই বলে রাখি, আপনার সম্পর্কে আমার কি অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে।' রানা বাধা দিতে মামুথ ভুন বলল, 'না না, ফর গডস্ সেক, বাড়িয়ে বলছি না। আপনি দেশকে আমার তুলনায় জানেন হাজার গুণ বেশি। আপনি এসেছেন ব্যবসায়ী হিসেবে। যোগাযোগের মাধ্যম আছে আপনার।'

রানা অনুমান করল মামুথ ভুন সঙ্গত কোন কথা বলার জন্যে ওকে ডেকে আনেনি। এমন কিছু বলতে চায় ও যা কিনা সরল নয়। জিজ্ঞেস করল ও, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'স্মরণ আছে আমার সমস্যাগুলো বলেছিলাম আপনাকে? আজ সকালে সেই বিজনেসম্যানের সাথে দেখা করেছি আমি। বিস্মিত করে দিয়েছে সে আমাকে। খুব ভাল দাম দিয়েছে সে আমার গমের। এমন কি অ্যাডভান্সও করেছে সামান্য।' মামুথ ভুন ঢোক গিলে বলে চলল, 'কিন্তু এবারকার সমস্যাটা অদ্ভুত। পেমেন্টটা, মানে, ঠিক লিগ্যাল নয়। সে আমাকে ফরেন কারেন্সি দিচ্ছে। এখন ফরেন কারেন্সি সঙ্গে নিয়ে যাব কেমন করে এদেশ থেকে। ধরা পড়লে নির্ঘাত ঘানি টানতে হবে জেলে। আমার সুন্দরী বউ আছে বাড়িতে।'

'কি কারেন্সি?' আলাপ চালু রাখার জন্যে বলল রানা।

'ডলার।'

অকস্মাৎ অন্যমনস্কতা দূর হয়ে গেল রানার। ডলার! সহজে তো কেউ ডলার ছাড়তে চায় না। তার মানে মনোপলি মানি নিশ্চয়ই। মামুথ ভুন রানার মুখভাবের পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে উঠল, 'আপনি ইন্টারেস্টেড? ব্যবস্থা করে দিতে পারেন রিয়েলে বদলাবদলি করতে? নোটগুলো দেখুন না কেন, নকল-টকল নয়—দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

বিছানার তলা থেকে চ্যাপ্টা একটা ব্যাগ বের করল মামুথ ভুন। খবরের কাগজে মুড়ে রেখেছিল নোটগুলো সে। নোটগুলো হান্ড্রেড ডলার বিল থেকে আলাদা করা।

পরীক্ষা করার দরকারই হলো না রানার। এ নোটগুলো নকল হতে পারে না স্মরণশক্তির সাহায্যে নাম্বারগুলো চিনতে কোন অসুবিধে হলো না রানার। সন্দেহ করার মত কিছু পেল না ও। নোটগুলো ওর ব্রীফকেসের এক কোটি ডলারের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পাঁচ

সত্যি সত্যি টাকার ট-ও দেখতে পাবে বলে আশা করেনি রানা। এত তাড়াতাড়ি তো ভাবতেই পারেনি। কিন্তু এ টাকার উপর ওর অধিকার নেই এখন। মামুথ ভুনকে কি বলা যায়—আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

'নোটগুলো জাল নয়। কিন্তু একটা কথা। বলেছিলেন আধ-পচা গম, প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। ভাল দাম আপনি কেন পাচ্ছেন?'

দাঁত বের করে হাসল মামুথ ভুন, 'ইরানিয়ানদের পটানো বেলজিয়ানদের চেয়ে হাজার গুণ সহজ কাজ। পচা ডিম যেমন কাজে লাগে, তেমনি হয়তো পচা গমও কেক বানাতে কাজে লাগবে। কিন্তু এসব কথা কেন? আমার সমস্যার কি হবে?' উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল মামুথ ভুন।

রানা বলল, 'আমি অবশ্যই ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট পরিষ্কার দেখতে চাই—আমার সন্তুষ্টির জন্যে। যেমন নোটগুলো কোথা থেকে এসেছে। আমি বাজারের ব্যবসায়ী লোকটার সাথে দেখা করতে চাই।' মামুথ ভুন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে বুঝতে পারল রানা। 'আপনি তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন সম্ভাব্য কাস্টমার হিসেবে?'

'ইউ! কাস্টমার? একজন কালারড আমেরিকান?'

'নয় কেন? মনে করুন পাবলিক ওয়র্কস ক্যাম্পের ম্যানেজার আমি। লোককে খেতে দিতে হয় না আমাকে?'

ইতস্তত ভাব দূর করতে সময় লাগল মামুথ ভুনের অবশেষে বলল, 'অলরাইট। এখনি যাব আমরা বাজারে। কাপড় বদলে নিচে আসছি আমি।' চেয়ার ছাড়ল মামুথ ভুন। রানা নিচে নেমে এসে স্যুটটা বদলাল। তারপর ফোন করল আতাসীকে। লাইন এনগেজড দেখে নিচে নেমে এল রানা। মামুথ ভুনের ভাড়া করা মার্সিডিজ করে রওনা হলো ওরা বাজারের দিকে।

বাজার বলতে অসংখ্য গলি উপগলি। হাজার হাজার দোকান পাট। যেখানে প্রশস্ত জায়গা একটু সেখানেই রঙিন শামিয়ানা টাঙানো। নিচে চাল, ভুট্টা, গম, জব, খেজুরের পাহাড়। সবাই একযোগে দর হেঁকে চলছে জিনিসপত্রের। ঘিঞ্জি এলাকা। সূর্যের আলো ঢোকে না সম্ভবত। আঙুল বাড়িয়ে নির্দেশ করল মামুথ ভুন, 'ওই যে দোকানটা।' রানার আগে আগে এগিয়ে চলল সে। দর্শনীয় কিছু নয় দোকানটা। আরগুলোর মতই এটা। কাঠের শাটার। গমের স্তূপ সামনে। কোর্তা পরা মাথা কামানো প্রৌঢ় একজন লোক দোকানের পিছনে আবছা অন্ধকারে হুঁকো টানছে। ভিতরে ঢুকল ওরা। মাথা কামানো কিশোর কয়েকজন ভিড় জমাল বাইরে। তেল চকচকে বেঞ্চিতে বসতে বলল দোকানদার। মামুথ ভুন বলল, 'এই ভদ্রলোক আমার বাকি গমের খরিদ্দার—মাসুদ রানা।'

পার্শী আর ইংরেজীর মিশ্রচার করে প্রৌঢ় বলল, 'উহুঁ—না। আমার কাস্টমার এখন ঠিক করেছে যে সব গম সে একাই কিনবে। মি. মাসুদ রানা যদি লার্জ অ্যামাউন্টের গম দরকার মনে করেন তাহলে অন্য কোথাও থেকে কেনার ব্যবস্থা করে দিতে পারব আমি। এ সপ্তায় আজরবাইজান থেকে চালান আসবে বলে আশা করছি। না সাহেব, রিয়েলে পেমেন্ট করলেই হবে। পার টন হান্ড্রেড টোমান। দেখাচ্ছি আপনাকে।' উঠে গিয়ে এক মুঠো গম নিয়ে ফিরে এল প্রৌঢ়, 'ইউ টেস্ট, স্যার।'

কিন্তু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল রানা। বলল, 'এ গম চলবে না আমার। আমি তোমার অন্য কাস্টমারের চেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি আছি। মামুথ ভুনের গম আমার চাই।'

প্রৌঢ়কে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'ইমপসিবল, স্যার। কথা দিয়ে ফেলেছি আমি। মুসলমানের এক কথা। তাছাড়া আমার কাস্টমার বড় গুরুত্বপূর্ণ মানুষ একজন। তিনি খেপলে আমার রক্ষা নেই।' রানাকে আর কিছু না বলে মামুথ ভুনের দিকে ফিরল প্রৌঢ়, 'বুঝলেন তো, আগামীকাল সব টাকা আপনি পাচ্ছেন।'

রানা সাথে সাথে বলে উঠল, 'কিন্তু আমি যদি গম কিনি তাতে ক্ষতি কি? তোমার কাস্টমারকে আবার বেচব আমি। তাতে সবাই কিছু লাভের পয়সা পাবে। তাছাড়া তুমি তোমার কমিশন পাবে দ্বিগুণ…।' রানার কথা শেষ হবার আগেই প্রৌঢ় উঠে দাঁড়াল। নিচু অথচ কঠিন গলায় বলল, 'গমগুলো ভাল নয়। আপনাকে ভাল গম পাইয়ে দেব বলছি আমি।'

'তাহলে তোমার কাস্টমারের এত গরজ কেন কেনার?'

কিন্তু প্রৌঢ় দোকানদার অবোধ্য স্বরে কি বলল, বোঝা গেল না। রানা শুধু বুঝতে পারল লোকটা অসম্ভব ভয় পেয়েছে। দাড়ি কাঁপছে। এমন ঘন ঘন উসখুস করছে যেন বেঞ্চির তলায় আগুন ধরে গেছে। রানা দ্রুত চিন্তা করছে। চুরি করা মূল্যবান ডলার দিয়ে পচা গম কেনার রহস্যটা কোথায়? জেনারেল ইয়াজদী এ গম কিনতে কেন এত আগ্রহী? উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'খুব খারাপ কথা। যাক, অন্য সময় হয়তো ব্যবসা হবে আমাদের মধ্যে।' দোকান থেকে বেরুবার মুখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল রানা। তারপর হাঁটতে শুরু করল মামুথ ভুনের সাথে। পনেরো বিশ গজ গিয়ে আবার ফিরে এল ও দোকানের সামনে। বেরিয়ে যাবার

সময় দু'জন ইউরোপীয়ানকে দোকানটার দিকে এগোতে দেখে থমকে গিয়েছিল রানা। ইউরোপীয়ান দু'জন দোকানেই ঢুকেছে।

চুপিসারে প্রৌঢ় দোকানদার আর ইউরোপীয়ান দু'জনার কথাবার্তা শুনল বাইরে থেকে রানা। দোকানদার ফিরিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে। মামুথ ভুনের কাছে ফিরে এসে রানা বলল, 'আরও দু'জন ইউরোপীয়ানও আপনার গম সম্পর্কে আগ্রহী। চেনেন ওদেরকে?'

'না।'

'আমরা অনুসরণ করব গাড়ি করে।'

ইউরোপীয়ান দু'জন একটু পর দোকান থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল। বাজারের বাইরে এসে কালো রঙের একটা গাড়িতে চড়ল ওরা। মার্সিডিজ করে অনুসরণ করল রানা গাড়িটাকে। মাইল চারেক যাবার পর কালো গাড়িটা একটা বাড়ির গেটের ভিতর ঢুকল। গাড়ি থামিয়ে রানা বোর্ডের লেখাটা দেখল, 'এমব্যাসী অভ দ্য ইউনিয়ন অভ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস্।'

ছানাবড়া হয়ে উঠল মামুথ ভুনের মেয়েলী ধাঁচের চোখ দুটো, 'মিস্টার রানা, ফর গডস সেক, আমার মাথা ঘুরছে।'

'আমার মাথা ঘুরছে না। মাথার ভিতর বন্ বন্ করে গম ঘুরছে। আপনার ডলারের বিনিময়ে যে-কোন কারেন্সি দেব আপনাকে।' রানা বলল, 'কিন্তু তার আগে গমগুলো দেখার ইচ্ছা আমার। আপনি আমাকে খুররমশিয়ারে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা শর্ত আমার। হোটেলে গিয়ে মন স্থির করে ভাবুন আপনি।' রানার আশঙ্কা হচ্ছিল রাজি হবে না মামুথ ভুন। পচা গম দেখাবার কোন শখ ওর না থাকারই কথা। কিন্তু ডলারের সমস্যা সমাধান কল্পে খানিক চিন্তা করে মামুথ ভুন বলে উঠল, 'ও.কে.ইউ উইল। খুররমশিয়ারে যাব আপনার সাথে। আমার সমস্যা সমাধান করে দিতে হবে আপনাকে কিন্তু।'

'একশোবার দেব।' হিলটনে গাড়ি থেকে নেমে নিজের রূমে না গিয়ে বারে বসল রানা। মাথা ধরার অজুহাতে রূমে ফিরতে চাইল মামুথ ভুন। রানা অদূরের টেবিলে তিনটি যুবতীর একটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগামী সকালে রওনা হচ্ছি আমরা। ফিরে এসে আপনার টাকার ব্যবস্থা পাকা দেখতে পাবেন আপনি। সঙ্গে আমার এক বন্ধু যাবে। দেশটাকে চেনে সে। কাজে লাগবে।' কথা শেষ করল যুবতীটির দিকে তাকিয়ে রানা। মামুথ ভুন বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে। ভদকার অর্ডার দিল রানা। ব্যাপার কি? যুবতীটি বারবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন?

রানার তাকাবার কারণই তাই। তিন বান্ধবী বোধহয় ওরা। বারে ঢোকার পরপরই রানার দিকে চোখ ফেলে হেসেছে দক্ষিণ দিকের মেয়েটি। তিনজনই ইরানী।

কালো চোখ মেয়েটির। রানাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে দেখে আরও সোজা হয়ে বসল সে। সালোয়ার কামিজ পরনে। মালকার চেয়ে বয়স কম। কিন্তু দুস্তর ব্যবধান দু'জনার মধ্যে। সরলতা এ মেয়েটির প্রধান আকর্ষণ। ভরা যৌবন টলমল করছে। কিন্তু কোথাও উগ্রতার নামগন্ধ নেই। দ্বিতীয় ভদকার গ্লাস নিয়ে বুকস্টলে

গিয়ে দাঁড়াল রানা। আধমিনিট পরই পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। প্রায় ফিসফিস, আধো আধো স্বরে বলল, 'আপনি উর্দু বলতে পারেন?'

ঢাকার একটা দৈনিক পত্রিকা হাতে নিয়েছিল রানা। সেটা রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল ও। সঙ্কোচ আর লজ্জা লুটোপুটি খাচ্ছে সাদা-লালচে গালে। রানা বলল, 'পারি। তবে আমার মাতৃভাষা বাঙলা মাসুদ রানা, বিদেশী অ্যাট ইওর সারভিস।'

'বিদেশী, তাই না? আপনাকে দেখেই ধরতে পেরেছি আমি। জানেন, বিদেশে ছিলাম আমি একবছর। ক'মাস হলো ফিরেছি। বোটানী পড়তে গিয়েছিলাম, ভাল লাগল না। আপনি কিছু মনে করছেন না তো যেচে পড়ে...'

'সত্যি কথা বলছি, তোমার সরলতায় মুগ্ধ হচ্ছি আমি। এসো, কিছু ঠাণ্ডা পান করা যাক।' রানা প্রস্তাব দিল। মেয়েটি বলল, 'আমার নাম ডেইজী ইরানী। না, আজ না। এখানে একা নই আমি।'

'আচ্ছা, তাহলে আগামীকাল।'

'আগামীকাল দিনে আমার কাজ আছে একটা...'

পরিচয় করে যেন বিপদে পড়ে গেছে ইরানী। ইতস্তত করে এদিক ওদিক তাকাল ও। আশ্চর্য লাগল রানার ইরানী হঠাৎ ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছে দেখে। কিন্তু ছাড়ল না ও, 'ঠিক আছে। তোমার কাজ শেষ হলে না হয় দেখা হবে আমাদের।'

ডেইজী ইরানী হাসল, 'বেশ, তাই-ই। ফোন করবেন কালকে। আমার অফিসের নাম্বার 34-527. কাজের শেষে দেখা করার চেষ্টা করব আমি।' দ্রুত ফিরে গেল ডেইজী ইরানী বান্ধবীদের কাছে। একটু পর নিজের টেবিলে ফিরে এল রানা। ডেইজী বান্ধবীদেরকে নিয়ে উঠে পড়ল ক'মিনিট পর। প্রায় হতবাক হয়ে রইল রানা। যাবার সময় ফিরেও তাকাল না ডেইজী।..

চেক সই করে বার থেকে বের হলো রানা প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। ট্যাক্সি নিল ও, ড্রাইভারকে বলল, 'বাজার।' রানা ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে দেখতে চায় বাজারের দোকানদারটির সাথে।

ভাগ্য ভাল। সময় মত পৌঁছুল রানা। প্রৌঢ় দোকানদার দোকান বন্ধ করে তালা টেনে টেনে পরীক্ষা করছিল শেষবারের মত। খানিক পরই প্রৌঢ় হাঁটতে শুরু করল। বেশ খানিক দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চলল রানা লোকটাকে। কোন্ দিকে চলছে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারছিল না রানা। গলির পর গলি ধরে চলছে লোকটা। কোথাও পেট্রল ল্যাম্প আছে, কোথাও নেই। লোকজনও বেশি নেই রাস্তায়। খানিক পর প্রৌঢ় দোকানদারকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না রানা। লোকটা মন্থর গতিতে হেঁটেই চলেছে রানা অনুসরণ করে চলেছে সন্দেহের বাইরের দূরত্ব রেখে। হঠাৎ কান খাড়া করল রানা। কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না ও। দু'জোড়া পায়ের দ্রুত শব্দ পিছনে।

প্রায় সাঁ করে পালিয়ে গেল লোক দু'জন রানার গা ঘেঁষে। দুটো বোতল দেখল দু'জনার হাতে। রানার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেপরোয়া গতিতে গলির মাঝখান দিয়ে চলেছে ওরা। প্রৌঢ় দোকানদারের পিছনে পৌঁছেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানী ঘুরে তাকিয়েছে।

রানা কিছু করার আগেই দু'জনার একজন দোকানদারকে দেয়ালের উপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরল। দ্বিতীয় জন প্রায় সাথে সাথে লম্বা বোতল দিয়ে দমাদম মারতে আরম্ভ করল প্রৌঢ় লোকটার কামানো মাথায়। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। একজন তার পা ধরে টান মারল জোরে উপর পানে। মট্ করে আওয়াজ হলো একটা। হাড় ভাঙল একটা। তখনও মেরে চলেছে প্রথম জন।

ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে। পকেট থেকে ল্যুগারটা বের করে ছুটল রানা। দূর থেকেই রানা দেখল দু'জনই একসাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দশ ফিটের মত দূরত্বে পৌঁছুতে একটা বোতল উড়ে এল। দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল রানা। বোতলটা লাগল দেয়ালেই। প্লাস্টার খসে চোখে পড়ল রানার। চোখ মেলবার আগেই চোয়ালে ঘুসি খেল ও।

ল্যুগারটা দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘা মারল রানা। খটাস করে শব্দ উঠল। মাথায় লেগেছে শত্রুর। চোখ মেলেই আবার বন্ধ করে ফেলল রানা। চেয়ে থাকতে পারছে না। কড় কড় করছে চোখ। পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে একজন। পলকের জন্যে চোখ মেলেই ফাঁকা ফায়ার করল রানা। হাত ছেড়ে দিয়েছে ভয়ে। পালাচ্ছে গুণ্ডা দু'জন।

রুমাল দিয়ে চোখ কচলে নিয়ে দৌড়ুল রানা দু'জনার পিছন পিছন। কিন্তু বেশি দূর গেল না ও। মাঝখানের দূরত্ব অনেক বেশি। ধরা সম্ভব নয়

গুলির শব্দেও কেউ ছুটে আসেনি। দোকানদারের কাছে ফিরে এসে এদিক ওদিক তাকাল রানা। অন্ধকার। কাউকে দেখা গেল না কোথাও দোকানদারের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা। বেঁচে নেই। দ্রুত পকেট আর কোমর সার্চ করে যা পেল পকেটস্থ করল রানা। তারপর সরু একটা গলিতে ঢুকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। বিন্দু মাত্র ধারণা নেই কোথায় আছে ও, আর কোন্দিকে যাচ্ছে। প্রায় আধ ঘণ্টার মত একটানা হাঁটার পর আলোকিত একটা রাস্তা পেল রানা। একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড় করাল হাত নেড়ে। শাহ রেজা আর ফেরদৌসির মোড়ে পৌঁছুল ট্যাক্সি মিনিট বারোর মধ্যে। ওখান থেকে অন্য একটা ট্যাক্সি নিয়ে হিলটনে ফিরল রানা।

রুমের বিছানায় দোকানদারের সবগুলো জিনিস পকেট থেকে বের করে রাখল রানা। চোখে পানির ছিটে দিয়ে বালি পরিষ্কার করে ফিরে এল বিছানার ধারে আবার। ছাপা ক্যাশমেমো আর হাতে লেখা নোট। হিজিবিজি করে পার্শীতে লেখা। পড়তে পারল না রানা। ওগুলো ছাড়া দাড়িঅলা একজন ইমামের ছবি আর সামান্য কিছু ইরানী নোট। প্রায় ধবধবে সাদা একটা রাইটিং পেপারও দেখা গেল। চার ভাঁজ করা।

ভাঁজ খুলে ভুরু কোঁচকাল রানা। ইংরেজী লেটার আর নাম্বার লেখা। সঙ্গে পার্শীতে নোট। ওয়ান থেকে টেন অবধি সব নাম্বারই আছে। অদ্ভুত ভাবে সাজানো লাইনগুলো। প্রতিটি লাইনের পাশে নোট লেখা। কিছুই বোধগম্য হলো না রানার। হোটেলের নোট পেপারে প্রথম লাইনটা কপি করল ও।

1—12M. G42.6. B. Z. 20,000 CA. 30.

অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব মনে হলো রানার। হয়তো কোড।

কোডেড শীট আর টাকাগুলো পকেটে ভরে রাখল রানা। তারপর শাওয়ার

নিল, পোশাক বদলাল। ডিনারের জন্যে নামল রানা। লবিতে এসে ফোন করল আতাসীকে।

খুররমশিয়ারে যাবার কথা শুনে আতাসী জানাল, 'ওখানে কেন? বিধ্বস্ত গ্রাম আর মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। রেগুলার এয়ার সারভিস নেই, ট্রেন নেই—বারো ঘণ্টা ড্রাইভ করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সবাই ও কথা জানে। রহস্য ভেদ হতে পারে আশা করে যাচ্ছি। সঙ্গে সেই বেলজিয়ান থাকবে। কাল সকাল ছটায় তুমি আসবে।'

'বহুত আচ্ছা, ওস্তাদ,' আতাসী অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে রানার কথায়।

রানার রোগ নির্ণয় নির্ভুল প্রমাণিত হলো আর একবার। লোকটার লাফ মেরে উঠে দাঁড়াবার অসুখ আছে একটা। ডাইনিং হলে রানাকে দেখতে পেয়েই মামুথ ভুন তড়াক করে লাফ মারল চেয়ার থেকে। বলল, 'কিছু ব্যবস্থা হলো আমার?'

চেয়ারে বসে রানা ঘোষণা করল, 'যেমন বলেছি হবে। খুররমশিয়ার থেকে ফিরে সব ব্যবস্থা পাকা দেখবেন। সকাল ছটায় রওনা হচ্ছি আমরা।' রানার কথা শুনে একটু যেন ম্লান হলো বেলজিয়ান। বলল, 'আমাকে তাহলে যেতেই হচ্ছে সঙ্গে?'

'হচ্ছে।' রানা বলল, 'বাই দ্য ওয়ে, কিভাবে স্টোর করা আছে গম?'

'রেলওয়ে ওয়াগনে। সে-জন্যেই তো ভয় আমার। এই প্রচণ্ড গরমে খইয়ের মত ফোটার কথা?'

'বেচা যখন হয়ে গেছে তখন আপনার আর ভয়ের কি থাকছে?'

'কেনার কথা দিয়েছে মাত্র ওরা,' মামুথ ভুন নিঃসন্দেহ হতে পারছে না, 'সব টাকা মিটিয়ে দিক আগে।'

'ওয়াগন কটা?'

'টেন।'

ক্ষুদ্র এক বিন্দু আলো ব্রেনের ভিতর জ্বলে উঠছে। দশটা ওয়াগন, এবং দশ লাইন কোড ধবধবে সাদা একটা রাইটিং পেপারে। মামুথ ভুনকে দোকানদারের কথাটা বলবে কিনা ভাবতে গিয়ে পিছিয়ে গেল রানা। ভীতুর ডিম এ লোক। খুনোখুনির কথা জানতে পারলে কি করে বসে কে জানে। হয়তো ইরান ত্যাগ করে সোজা বউ-এর কাছে গিয়ে নিরাপদ ঠাঁই খুঁজবে রাতারাতি। রানা জানতে চাইল, 'গমের মালিকানা প্রমাণ করার মত কাগজপত্র আছে?'

'সার্টেনলি।'

'গুড। ঘুমুতে যাওয়া উচিত এবার। কাল সময়টা কাটবে ধকলের মধ্যে।'

দু'জন একসাথে এলিভেটরে চড়ল। নিজের ফ্লোরে নামল রানা। বিছানায় ওঠার আগে ল্যুগারটা পরিষ্কার করে লোড করল ও। দুটো স্পেয়ার ক্লিপ পূরণ করল বুলেট দিয়ে।

ছয়

ব্যাক সীটে দরদর করে ঘামছে রানা। অসম্ভব বেগে বড় মার্সিডিজটাকে ছুটিয়ে নিয়ে

চলেছে আতাসী। একশোর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে কাঁটা। অসম্ভব গরম। মামুথ ভুনের গলা পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ প্রকাশ করল, 'হাউ অ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক?' রানার দিকে ফিরে বলল ও। আতাসী নিঃশব্দে গতি কমাতে শুরু করল গাড়ির। পরবর্তী গ্রামে দাঁড়াল মার্সিডিজ। স্টেশনারীর লাগোয়া কাবাবের দোকান। কাবাবের দোকানে বসল ওরা। বিদেশীদের জন্যে স্টেশনারী দোকানে পানীয় রাখার চল আছে এদিকে। কাবাব প্রত্যাখ্যান করে বিয়ার পান করল ওরা।

এখানে মরুভূমি। ইরানের হার্টল্যান্ড। টেলিফোন নেই। টেলিগ্রাফের প্রশ্ন ওঠে না। রেলওয়ে লাইনও চোখে পড়বে না। বর্ষাকালে রাস্তা ডুবে যায় তিন হাত পানির তলায়।

আবার যাত্রা আরম্ভ। বৈচিত্র্যহীন ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে হাইওয়ের দু'পাশে শূন্যতা। দূরবর্তী মরুদ্যানেও লোকজন দেখতে পেল না রানা বিনকিউলার দিয়ে। সামনের রাস্তায় বহু দূরে একটা কালো পতাকা দেখা যাচ্ছে। বিনকিউলার দিয়েও পতাকা বলেই মনে হলো সেটাকে। খালি চোখে মনে হলো অনড় দাঁড়িয়ে আছে। বিনকিউলারে মৃদু কম্পন বোঝা গেল। ক্রমশ নিকটবর্তী হতে পতাকাটা রূপান্তরিত হলো একটা মানুষে।

লোকটার পাশে গাড়ি থামিয়ে পার্শীতে কথা বলল আতাসী। আতাসীর কথায় পাগলের মত হেসে উঠল দু'হাত নেড়ে সমর্থ ইরানী লোকটা। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আতাসী বলল, 'লোকটা মেসেঞ্জার। তিনদিন ধরে হাঁটছে ও। সামনে এখনও অনেক পথ। মরুভূমিতে ইরানিয়ান প্রসপেকটরস্ হারিয়ে যাবার খবর নিয়ে যাচ্ছে।'

মামুথ ভুন মন্তব্য করল, 'এত সময় লাগছে একটা খবর পৌঁছুতে!'

উর্দুতে প্রৌঢ় দোকানদার আর ডলারের কথা বলল আতাসীকে রানা। আতাসী বলল, 'ইরানীরা রক্ত পিপাসু নয়, মেজর। এ ব্যাপারটা যে ভয়ঙ্কর সিরিয়াস তা বোঝা কঠিন নয়। একটা কথা, টেলিফোন কাজ না করলেও, ওদের ফোন ঠিকই কাজ করবে। ওরা হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে খবর পেয়ে।'

রানা ব্যাক সীটে লম্বা হলো যতদূর সম্ভব। খেয়ে নিয়ে রওনা হয়েছে সকাল ছটায় ও। বারোটার পর থেকে উন্মাদের মত গাড়ি চালিয়েছে আতাসী। খুররমশিয়ার আর ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সূর্য ঢলতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড উত্তাপ, তবে অপেক্ষাকৃত কম এখন। ল্যুগারটা বিঁধছে উরুতে। বের করে সীটের নিচে চালান করে দিল রানা। রওনা হবার আগে আতাসী গ্লোভবক্সে রাখা একটা Smith অ্যান্ড Wesson দেখিয়েছে রানাকে।

শহরের উপকণ্ঠে এল মার্সিডিজ। অরিজিন্যাল রঙটার কোন চিহ্ন নেই গাড়ির বাইরে। ধুলোয় হলুদ হয়ে গেছে। বাইসাইকেল, ঘোড়াটানা গাড়ি আর ট্যাক্সির মধ্যে দিয়ে শম্বুক গতিতে এগোল মার্সিডিজ। আতাসী বলল, 'সামনেই হোটেলটা। হোটেল ভ্যানাক। এয়ারকন্ডিশন একমাত্র এটিতেই আছে।'

রেলওয়ে স্টেশনের মত দেখতে হোটেল ভ্যানাক। ঠাণ্ডা পেট্রলের গন্ধ রুমগুলোয়, ঝাঁজ তেমন উৎকট নয় বলে খারাপ লাগল না তেমন রানার। দরজা বন্ধ করে কার্পেটের নিচে ল্যুগারটা রাখল ও। তারপর চিৎ হলো বিছানায়।

সাইরেনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। সূর্য উপরে উঠে এসেছে

ইতোমধ্যে। খুররমশিয়ার ডক থেকে পেট্রল ট্যাঙ্কার রওনা দিচ্ছে সাইরেন বাজিয়ে।

পোশাক পরে নিচে এল রানা। আতাসী আর মামুথ ভুন ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছে। রানার ব্রেকফাস্ট শেষ হতে মামুথ ভুন বলল, 'এবার?'

'কাগজপত্র সঙ্গে আছে তো?' রানা জানতে চাইল। আছে, জানাল মামুথ ভুন মাথা কাত করে। রানা বলল, 'কোথায় রাখা আছে গম তা জানা দরকার। গম দেখতে চাই আমি। কি পাব তার ওপর নির্ভর করছে পরের ব্যাপার।'

আতাসী ম্যানেজারের সাথে কথা বলে জেনে নিল ফ্রন্টিয়ার থেকে ট্রেন এসে কোথায় ইন করে এবং সেখানে কিভাবে পৌঁছুনো যায়। রওনা হয়ে দশ মিনিটের মধ্যে জায়গা মত হাজির হলো ওরা। আতাসীর ওপর ভার দিল রানা। একটার পর একটা অফিসে ঢুঁ মেরে চলল আতাসী অক্লান্তভাবে। মামুথ ভুন দর্শক। রানাও।

কেউ বলতে পারল না গমের কথা। প্রত্যেক অফিসে একজন করে অফিশিয়াল আছে। প্রত্যেকের কাছে সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করল আতাসী। তারপর অপেক্ষার পালা। দশ রিয়েল পিয়নের হাতে গুঁজে দেয়া। এবং সবশেষে অজ্ঞতা বাচক উত্তর নিয়ে বেরিয়ে আসা। দেড়শো রিয়েলের মত বেরিয়ে যাবার পর একজন প্রৌঢ় অফিশিয়াল একগাদা ডকুমেন্টের খাতা বের করে গবেষণা শুরু করল ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে। অবশেষে জানা গেল গম এখনও একটা ইয়ার্ডে ওয়াগনেই আছে। তেহরানের উদ্দেশে ডিসপ্যাচ হবার আগে ওখানেই থাকার কথা। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে জায়গাটা। পঞ্চাশ রিয়েল পিয়নের হাতে দিয়ে বেরিয়ে এল আতাসী। সঙ্গে মামুথ ভুন আর রানা।

মরুভূমির মাঝখানে উঁচু কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা মারশলিং ইয়ার্ড। একশো বিশ ডিগ্রীর মত টেমপারেচার। মামুথ ভুন তিক্ত গলায় বলল, 'কল্পনা করুন এই গরমে কি হাল হয়েছে আমার গমের!'

প্রবেশমুখে একজন ইরানিয়ান গার্ড। রোদের প্রকোপে মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে তার। কাগজপত্র ভাল করে না দেখেই বলল, 'শেষ প্রান্তে চলে যান। আর একটা গেট আছে।'

প্রকাণ্ড এলাকা নিয়ে মারশলিং ইয়ার্ড। গাড়িতে চেপে শেষ প্রান্তে এসে মিলিটারি গার্ড-পোস্টের মুখোমুখি হলো ওরা। একজন সেন্ট্রি গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কাঁধ থেকে সাব-মেশিনগান নামিয়ে নিচ্ছে। আতাসী চেঁচিয়ে উঠল। তারপর নামল গাড়ি থেকে।

'আমরা মি. মামুথ ভুনের গম দেখার জন্যে এসেছি।'

কাগজপত্র বের করল আতাসী। সেন্ট্রি মাথা নাড়ল, 'ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না।' উত্তর দিল সে রানার দিকে চোখ রেখে। আতাসী বলল, 'তাহলে তোমার বসকে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি,' টপ্ করে এক ফোঁটা ঘাম পড়ল আতাসীর নাকের ডগা থেকে। উত্তপ্ত বালিতে কোন চিহ্নই ফুটল না। সেন্ট্রি বলল, 'এ জায়গা ছেড়ে যাবার হুকুম নেই।' সাব-মেশিনগানের মুখ একটু উঁচু হলো এবার। দরদর করে ঘামছে সেন্ট্রি। মেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষি হয়ে আছে। কি করা উচিত ভেবে পেল না আতাসী।

রানা ঠিকই বুঝল কি করা দরকার এখন। গাড়ির হর্ন টিপে ধরল হাত লম্বা

করে দিয়ে। পাঁচ সেকেন্ড পর পর ছেড়ে দিয়ে হর্ন টিপে ধরে রাখল রানা অনেকক্ষণ পর্যন্ত। তড়াক করে লাফ দিয়ে সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে ধরেছে সেন্ট্রি। অপ্রত্যাশিত বিপদে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। গুলি করার মত সাহস নেই। আবার লেফটেন্যান্টের ঘুম ভেঙে গেলে কপালে চরম ভোগান্তি আছে।

কাজ হলো রানার কায়দায়। কাঠের বিল্ডিঙের ভিতর থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল। ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন অফিসারকে মুখ চোখ লাল করে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। রানার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে থেকে খানিক পর বলল, 'এটা ঠাট্টা করার জায়গা?' আতাসীর সামনে দাঁড়াল অফিসার টাই বাঁধতে বাঁধতে। উত্তর দিল আতাসী, 'সেন্ট্রি আপনাকে ডাকতে রাজি হয়নি।' এগিয়ে গেল আতাসী। অফিসারের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রাগ করবেন না, এভাবে ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত। দিন, আমি বেঁধে দিই টাইয়ের নট।' কাজটা করে দিল আতাসী। অফিসার তীব্র চোখে তাকাল। বলল, 'সেন্ট্রির হুকুম সেন্ট্রি পালন করেছে।'

আতাসী হাসি মুখে বলল, 'তা হয়তো ঠিক। কিন্তু তেহরান থেকে আপনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় মরুভূমিতে কাবাব তৈরি হবার জন্যে আমরা আসিনি।' আতাসী আঙুল বাড়িয়ে ব্যাক সীটে রানার দিকে ইঙ্গিত করল, 'আমার এমপ্লয়ার একজন ইম্পরট্যান্ট ব্যক্তি। তিনি অপেক্ষা করবেন কেন?'

'কি চান আপনার বস্?' একটু শান্ত হলো অফিসারের গলা। আতাসী জানাল, 'গমের শিপমেন্ট কিনবেন আশা করছেন আমার বস্। দেখতে চান গমের অবস্থা।'

'গম? এখানে কোন গম নেই। দিস ইজ এ মিলিটারি স্টোর।' অফিসার ঘুরে দাঁড়াল অকস্মাৎ। কিন্তু পিছু ডেকে দাঁড় করাল তাকে আতাসী, 'গম অবশ্যই এখানে আছে, অফিসার। কাগজপত্র তাই বলছে! আর আপনি বোধহয় জানেন না যে আমার বস্ জেনারেল ইয়াজদীর বিশেষ বন্ধু।' আতাসী জানত একথায় কাজ হবে। অফিসার দ্রুত ফিরে এসে ছোঁ মেরে কাগজগুলো নিল আতাসীর কাছ থেকে। খানিকক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'এখানে অপেক্ষা করুন।' কাগজগুলো সঙ্গে নিয়ে চলে গেল অফিসার। মামুথ ভুন গাড়ি থেকে নেমে পনেরো ফিট হেঁটেই মাথা হেট করে আবার গাড়িতে পালিয়ে এল, 'ফর গডস সেক, আমি এই গরমে মারা গেলে আপনারা দায়ী থাকবেন।'

আতাসী ঘামতে ঘামতে হাসছে, 'ঘাবড়াবেন না। খানিক পরেই ভিতরে ঢুকে বিয়ারে চুমুক দেব আমরা।'

রানা কথা বলছে না একটাও। পনেরো মিনিট পর ফিরে এল অফিসার। নিজেই ব্যারিয়ার সরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল আতাসীকে। গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে অল্প দূরেই একটা কাঠের গার্ডরুমের সামনে দাঁড়াল মার্সিডিজ।

ভিতরে প্রায় ঠাণ্ডাই মনে হলো। একজন সোলজার ট্রেতে করে ফুটন্ত চা নিয়ে এল। আতাসী হাসল মামুথ ভুনের দিকে চোখ টিপে। অফিসার বদলে গেছে আমূল। হাসছে সারাক্ষণ। বলল, 'ভিজিটর তো এদিকে প্রায় কখনোই আসে না। আপনারা বিদেশী, পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি।' অফিসার প্রশ্ন করল হঠাৎ, 'শস্যের ব্যবসা করেন বুঝি আপনি?'

আতাসী বলল, 'আমি না। মি. মামুথ ভুন করেন। পার্শী বোঝেন না বলে আমাকে সারতে হচ্ছে আলাপ।' আতাসী সিগারেট নিল অফিসারের হাত থেকে। রানা চেস্টারফিল্ড ধরিয়েছে। অফিসার রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'আর আপনি, স্যার? আপনি এই ব্যবসায় নেমেছেন বুঝি?'

সাথে সাথে উত্তর দিল আতাসী, 'মি. রানা একজন সিরিয়াস ক্রেতা। সেজন্যেই দেখার ইচ্ছা ওর। গম এখানেই আছে, ধরে নিতে পারি আমি?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'গুড। আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না, এখুনি দেখিয়ে দেবেন চলুন।'

'ওয়েল,' অফিসার উদারভাবে হাসল দাঁত বের করে, 'মালগুলো আন্ডার মিলিটারি কন্ট্রোল, বুঝলেন কিনা, সুতরাং সামান্য একটু কষ্ট করে মিনিস্ট্রি ফর দ্যা আর্মি থেকে অথোরিটি পেপার আনলেই আমি দেখিয়ে দিই গম। কিছু না, ছোট একটা ফরমালিটি মাত্র।'

'তেহরান থেকে? আপনি বলতে চাইছেন?'

'অবশ্যই। আমরা তো ছোট একটা শহরে রয়েছি। ও ধরনের ক্ষমতা এখানে কারোই নেই।' অফিসার বেশি করে হাসছে। আতাসী মুঠো পাকাল হাতের, কিন্তু সামলে নিল কোনমতে নিজেকে। বলল, 'আপনি বলতে চান সামান্য একটা কাগজের টুকরোর জন্যে তেহরানে ফিরে যাই আমরা?'

'তাও যেতে পারেন। তবে অন্য উপায়ও বলে দিতে পারি। চিঠি ছাড়ুন না একটা। কয়েক দিনের মধ্যে উত্তর পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে আমাদের অপ্সরীর মত শহরকে দেখবেন ধীরেসুস্থে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে অফিসারের হাসি। এমন প্র্যাকটিক্যাল জোক করে গর্বিত দেখাচ্ছে তাকে। উত্তর আসতে কমপক্ষে দশ দিন লাগবে তা জানে সে সবার চেয়ে ভাল করে। অনেকক্ষণ পর মুখে কথা সরল আতাসীর, 'টেলিফোন করা যায়?'

'দুঃখিত—না। পোলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে লু হয়ে যাবার পর।'

'নিশ্চয়ই রেডিও কন্টাক্ট আছে আপনাদের?'

'আছে। চমৎকার আইডিয়া। সিনিয়র অফিসারের অর্ডার পেলে ব্যবহার করতে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার। জাস্ট এ ফরমালিটি।' একে একে তিনজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে কথা শেষ করল অফিসার, 'কিন্তু তিনি কাজ উপলক্ষে শহরের বাইরে গেছেন। দয়া করে আপনারা যদি কয়েকদিন অপেক্ষা করেন—'

আতাসী বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'মূল পয়েন্ট এড়িয়ে গেছি আমরা। গমগুলো মি. মামুথ ভুনের। এবং তিনি তাঁর প্রমাণপত্র নিয়ে আপনার চোখের সামনে উপস্থিত। ওর জিনিস ওকে দেখতে দিতে কোনরকম বাধা দিতে পারেন না আপনি।'

'ছিঃ ছিঃ, এ কি ভুল!' অফিসার সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'গম এখন আর মি. ভুনের অধিকারে নেই। ইরানিয়ান গভর্নমেন্ট সব গম কিনে নিয়েছে। সেজন্যেই তো ওগুলো মিলিটারি ডিপোতে।'

'গভর্নমেন্ট? কিনে নিয়েছে? সে কি কথা! ওগুলো যে বাজারে একজন মার্চেন্টের হাতে থাকার কথা।'

'সেই-ই তো কিনে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিক্রি করে দিয়েছে।' পকেট থেকে একটা ডকুমেন্ট বের করে দিল অফিসার আতাসীকে। মিনিস্ট্রি অভ ওয়র গমগুলোর মালিক, কাগজটা তারই প্রমাণপত্র। আতাসী খবরটা ভাঙল মামুথ ভুনের কাছে। চেঁচিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল মামুথ ভুন, 'ডাকাতি, ডাকাতি! আমি এখনও টাকা পাইনি।'

আতাসী অনুবাদ করল। অফিসার বলল, 'জটিল সিচুয়েশন। আমি অসহায়। মিনিস্ট্রি অথোরাইজেশন ছাড়া…আমি দুঃখিত।' সহানুভূতি ঝরে পড়ল গলা দিয়ে। আতাসী কথা বলতে বলতে পকেট থেকে এক হাজার রিয়েলের একটা নোট বের করে ভাঁজ করতে শুরু করল, 'কিন্তু আপনি ব্যক্তিগতভাবে গমগুলো একবার দেখালে পারেন…'

'দুর্ভাগ্যবশত,' অফিসার আবার হাসছে, 'ওয়াগনগুলো সিল করা।' আতাসীর হাতের দিকে আড়চোখে তাকাল একবার। আতাসী বলল, 'সিল সরানো যায়। লাগানোও যায় আবার।'

চিন্তিত দেখাল অফিসারকে, 'বেশ। আগামীকাল এগারোটার দিকে।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। রিয়েলের নোটটা 'ভুলক্রমে' ফেলে রেখে এল আতাসী। মামুথ ভুন সব কথা শুনে বলল, 'আগামীকাল? রোজই বলবে আগামীকাল। আগামীকাল কখনও এলে হয়!' লোকটার গলায় কান্নার ভাব।

রানা বলল, 'অথোরিটি লেটারেও কিছু হবে না। এরপর ওরা শাহ-এর অটোগ্রাফ চেয়ে বসবে। করার কাজ একটাই এখন। ওদের অনুমতি ছাড়া দেখার ব্যবস্থা নেয়া…'

'আমিও তাই ভাবছি।' আতাসী সমর্থন করল। চমকে উঠে তাকাল মামুথ ভুন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে, 'পাগল হলেন আপনারা! ইঁদুরের মত মারবে ওরা গুলি করে।'

'ওরা ঘুমুবে রাত্রে।' আতাসী ভরসা দিল। চোখ গোল গোল করে বারবার দু'জনার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল মামুথ ভুন। ওদেরকে চেনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে নিরীহ লোকটা। খানিক পর বলল, 'কিন্তু আমি এসবে নেই, ফর গডস সেক।'

'অ্যাডভেঞ্চারের আসল অংশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার জন্যে এতদূর আসেননি আপনি,' রানা হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামল, 'পরে দেখা করছি আমি। আজ সন্ধ্যার জন্যে কিছু কেনাকাটা করব এখন।'

আকাশে নক্ষত্রেরা উৎসবে মেতেছে সেজেগুজে। পাণ্ডুর মরুভূমির উপর তিনটে ছায়ামূর্তি দ্রুত বেগে অগ্রসরমান। আধমাইল দূরে একটা পোড়ো কুঁড়ে ঘরের পাশে মার্সিডিজটা রেখে আসা হয়েছে। গার্ডরুমের কাছ থেকে অনেক দূরে ওরা চলে এসেছে। ফিসফিস করে উঠল আতাসী, 'এখানে।'

কোমরের বেল্ট থেকে প্রকাণ্ড একটা কাঁচি টেনে বের করল রানা। মোটা লেদার গ্লোভ পরে নিল নিঃশব্দে। কাঁটা তার কাটতে বেগ পেতে হলো না। সবার

আগে ঢুকল রানা। ল্যুগারটা হোলস্টার থেকে বের করার অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকবার ও। মামুথ ভুন উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সামান্য। পাশে এসে দাঁড়াল সে রানার। অপর পাশে কোল্ট হাতে আতাসী। দূরে।

দূরে দেখা গেল কালো দুটো সরল রেখা বহুদূর বিস্তৃত।

'রেলওয়ে লাইন ওটা,' রানা বলল, 'আমার পিছন পিছন থাকো।' রেললাইনের দিকে এগোল রানা। চারদিক নিস্তব্ধ। রেললাইন ধরে দ্রুত হেঁটে চলল ওরা। সামনে জমাট বাঁধা অন্ধকার ফুটে উঠছে। আরও এগোবার পর ওয়াগনগুলো চেনা গেল। বক্স-ভ্যানের লম্বা লাইন বিল্ডিঙের কাছ থেকে খানিকটা দূর অবধি দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ায় আত্মগোপন করে এগিয়ে চলল রানা প্রথম ওয়াগনটার সামনে দাঁড়াল সে। খুঁজে বের করল দরজা। ভারী প্যাডলক আঁটা। কিন্তু ওগুলোই গমের ওয়াগন কিনা কে বলবে? দু'জনার উদ্দেশে ফিসফিস করে উঠল রানা, 'আমার অপেক্ষায় এখানেই থাকো,' ওয়াগন গুনতে গুনতে এগোতে শুরু করল রানা। দশটা ওয়াগন। তারপর ফ্ল্যাট কার। লোড করা ট্যাঙ্ক আর ট্রাক দিয়ে। ট্রেনের শেষ মাথা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এল রানা। বক্স-ভ্যান আর নেই! আতাসীকে বলল, 'প্রথমটাই খুলতে হবে।'

বেল্ট থেকে কাটার বের করে প্যাডলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আতাসী। মিনিট কাটছে। কট, কটাং করে শব্দ হচ্ছে তালায়। ঢোক গিলে চঙমঙ করে তাকাচ্ছে মামুথ ভুন দূরবর্তী বিল্ডিঙের পানে। এমন সময় আকাঙ্ক্ষিত আওয়াজ শোনা গেল—ক্লক। খুলে ফেলেছে আতাসী তালা। কিন্তু দরজা ফাঁক হলো না।

হাত দিয়ে পরীক্ষা করে রানা বলল, 'জায়গায় জায়গায় ঝালাই করা। টানতে হবে নিচে ধরে।'

আতাসীকে নিয়ে দরজার নিচের ফাঁকটা ধরে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল রানা। শব্দ হচ্ছে উৎকট ঝালাই ভাঙার। সবশেষে প্রচণ্ড একটা শব্দ করে দরজা ফাঁক হলো। মাংসপেশী শক্ত করে দম আটকে অনড় দাঁড়িয়ে রইল ওরা। বিল্ডিঙটা আধমাইলটাক দূরে। কিন্তু প্রচণ্ড শব্দটা না পৌঁছুনোর কথা নয়। কয়েক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'আপনি আসুন, মামুথ ভুন কি আছে ভিতরে? পচা লাশ?' দুর্গন্ধ নাকে ঢুকছে রানার। মামুথ ভুন দরজার সামনে এল। ভাপসা গন্ধ নাকে ঢুকতেই বলে উঠল, 'মাই গড, গম আমার গরমে পচে গেছে।'

রানা জানতে চাইল, 'আশ্চর্য লাগছে না আপনার? এই গম কেনার এত গরজ দেখে?'

'হয়তো অন্য ওয়াগনের অবস্থা এমন নয়।'

'হয়তো। দেখা যাক।' আতাসী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবার। দ্বিতীয় ওয়াগনের প্যাডলক নিয়ে কাজে হাত দিল সে।

সেই একই উৎকট দুর্গন্ধ। তৃতীয়, চতুর্থ ওয়াগনেও।

'মামুথ ভুন, আপনি হয় সবচেয়ে ভাল, নয় সবচেয়ে খারাপ ব্যবসা করেছেন এই গম বিক্রি করে।' রানা বলল 'আরগুলো দেখার কোন মানে নেই। বস্তাগুলো খুলে বরং দেখা যাক এবার আপনার সোনার দানা। রানা ফিরে এল প্রথম ওয়াগনের কাছে। তাকের উপরের বস্তাটা টানাটানি করে ওয়াগন থেকে নিচে

নামাল আতাসী। ছুরি দিয়ে কাটল বস্তার মুখ। তারপর গম ভর্তি বস্তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। কনুই অবধি ডুবে গেল ওর হাত গমের ভিতর, 'ভিতরে কি যেন ঠেকছে…'

'কি?' দম বন্ধ হয়ে গেল রানার। আতাসী বলল, 'মেটাল-সু বক্স-এর মত কিছু।'

'ড্রাগস?' মামুথ ভুন প্রশ্ন করল। আতাসী বলল, 'না বোধহয়। আরে, ওস্তাদ, জিনিসটার দেখছি হ্যান্ডেলও আছে।' হাত নাড়ছে আতাসী গমের ভিতর।

রানা বলল, 'বের করো চেষ্টা করে।'

উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলল আতাসী। অকস্মাৎ সরাসরি ওয়াগনের সার্চলাইটের তীব্র আলো এসে পড়ল। রানা আদেশ দিল, 'সময় আছে হয়তো। পালাবার চেষ্টা করো।'

কাঁটা তারের উদ্দেশে ছুটল ওরা। ইয়ার্ড ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছুতে পারলে হয়তো বাঁচা যায় ধরা পড়ার হাত থেকে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে শোনা গেল রানার আদেশ, 'শুয়ে পড়ো।' রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে অটোমেটিক গর্জে উঠল। পর পর তিনটে গুলি বেরিয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। সামনে থেকে গুলি এসেছে। তার মানে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদেরকে।

প্রথম রাউন্ড গুলির শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাবার পরপরই দ্বিতীয়বার কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। আন্দাজে ফায়ার করছে সেন্ট্রিরা। কিন্তু রানার হাত দুয়েক দূরে মাটির উপর গুলি এসে লাগল একটা। নিচু গলায় বলল রানা, 'ওয়াগনের কাছে ফিরে যেতে হবে। শেলটার না পেলে সময় পাব না।'

কুঁজো হয়ে ছুটল ওরা রানার আদেশ শুনে। ওয়াগনের কাছে এসে পড়তেই ফায়ারিং হলো। ভাগ্য ভাল, শুয়ে পড়ার সময় পেয়েছিল তিনজনই।

হঠাৎ চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সার্চলাইট নেই। সুযোগ বুঝে আদেশ দিল রানা। প্রথম ওয়াগনের ভিতর উঠে পড়ল মামুথ ভুন হাঁপাতে হাঁপাতে। আতাসীর পিছনে রানা উঠল, 'দ্বিতীয় দরজা খোলা, আতাসী। ফাঁদে আটকেছি আমরা।' গমের বস্তা সরিয়ে উঁচু তাকের উপর রাখার জন্যে হাত লাগাল রানা আতাসীর সাথে। অপরদিকের দরজার কাছে যাবার পথ তৈরি হতে খোলা দরজা পথে বাইরেটা পরীক্ষা করল রানা। কোন শব্দ নেই বাইরে। প্ল্যান করছে শত্রুপক্ষ। গুলি করে আঙটা ভাঙল আতাসী। খুলে গেল দরজা। রানা বলে উঠল, 'আমরা খালি হাতে নই ওরা জানল। প্রস্তুত থাকো তোমরা।' রানা ওয়াগনের মাঝখানে মিনিয়েচার ব্লক-হাউজ তৈরি করল গমের বস্তা দিয়ে। দুটো দরজাই খোলা রইল বাইরে চোখ রাখার জন্যে। সার্চলাইট এবার জ্বলল আরও কাছ থেকে। তৈরি হচ্ছে শত্রুপক্ষ নতুন করে।

জীপের উপর সার্চলাইটটা ফিট করা। অতি সাবধানে ফায়ার করল আতাসী। গুলির শব্দের পরপরই কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল কয়েকটা সাব-মেশিনগান। ওয়াগনের গায়ে মুষলধারে বৃষ্টির মত বিঁধল এসে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। দ্বিতীয় রাউন্ডের বেশির ভাগ ঢুকল গমের বস্তায়। পিস্তলের শব্দও হলো পরপর কয়েকটা। কাঁপা গলায় আর্তকণ্ঠ শোনা গেল মামথ ভুনের, 'আমরা কি

পালাতে পারি না?' রানার দিকে বিস্ফারিত চোখ ওর। রানা দ্রুত বলে উঠল, 'দুটো পিস্তল নিয়ে পরাস্ত করা অসম্ভব অতগুলো মেশিনগানকে। সকাল অবধি টিকে থাকার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। তখন হয়তো খুন করবে না ওরা।' হয়তো ভীতু লোকটাকে মিছিমিছি ভরসা না দেয়াই ভাল মনে করল রানা। শব্দ শোনা যাচ্ছে মানুষের। অর্ডার দিচ্ছে কেউ। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করল আতাসী বাইরের অবস্থা, 'কাছে এসে পড়েছে ওরা। পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরত্ব।'

দুটো অস্ত্র আছে বোঝাবার জন্যে এক সঙ্গে গুলি করল রানা আর আতাসী। তারপরই ধক করে উঠল তিনজনের বুক। ওয়াগনের খুব কাছ থেকে চোঙায় মুখ লাগিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠছে একজন, 'বেরিয়ে এসো সবাই। সারেন্ডার করো। হাত তুলে ওয়াগন থেকে নেমে এসো, গুলি করা হবে না।' দুবার করে ইংরেজী আর পার্শীতে বলা হলো কথাগুলো। পুরানো রোগ হঠাৎ জেগে উঠল মামুথ ভুনের মধ্যে। লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল সে, 'আমি যাচ্ছি। এখানে মরার চেয়ে অ্যারেস্ট হব—ফর গডস সেক।'

'এই—না।' রানা লাফ দিয়েও ধরতে পারল না মামুথ ভুনকে, 'ছাড়বে না ওরা।' রানার কথায় কোন কাজ হলো না। মামুথ ভুন তিন লাফে ওয়াগনের বাইরে গিয়ে পড়েছে। মাথার উপর দু'হাত নাচাতে নাচাতে চেঁচাচ্ছে সে গলা ফাটিয়ে, 'আই সারেন্ডার, আই সারেন্ডার। আই অ্যাম এ বেলজিয়ান, ডোন্ট শুট।'

মেশিনগানের বিলম্বিত শব্দ শুরু হলো। গুলিগুলো প্রথম দফায় মামুথ ভুনের পায়ের সামনে বিঁধল। তারপর পায়ের গোড়ালি বেয়ে উঠল পেট অবধি। ঝপ্ করে দু'পাশে নেমে এল হাত দুটো মামুথ ভুনের। ঢিলে হয়ে ঝুলতে থাকল। দাঁড়িয়ে পড়েছে দেহটা। দ্বিতীয়বার গর্জন হলো দুই সেকেন্ড পর। নির্দয়ভাবে নাড়া দিল মামুথ ভুনকে এক ঝাঁক বুলেট। ধাক্কা খেয়ে সবেগে পড়ল সে মাটিতে। মেশিনগানের দিকে লক্ষ্য স্থির করে ভয়ঙ্কর দাঁত চাপার শব্দের সঙ্গে একযোগে পরপর তিনবার গুলি করল রানা। আতাসী রাগে কেঁপে উঠল, 'শুয়োরগুলো বেচারাকে বুঝতেই দেয়নি।'

'আমাদের সময়ও ঘনিয়ে আসছে।' রানা বলল। রানার কথা প্রমাণ করার জন্যেই যেন ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল গোটা ওয়াগনটা। মেশিনগানের কভারে একজন সোলজার কাছে এগিয়ে এসে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছে। দরজার হাতখানেক ভিতরে পড়েছে বোমা। রানা যে বস্তার পিছনে শুয়ে ছিল সেটা ছিঁড়ে গিয়ে সব গম গড়িয়ে পড়ল ঝুর ঝুর করে। গমগুলো আটকানোর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতে লম্বা ওয়াটার পাইপের মত কি যেন একটা ঠেকল রানার হাতে। হাতলটা ধরে টান মারল ও। চলে এল ওটা বেশ খানিকটা দৃষ্টির মধ্যে।

মেশিনগানের লম্বা ব্যারেল একটা।

প্রৌঢ় দোকানদারের জেবে পাওয়া কাগজের নাম্বারগুলো মনে পড়ল রানার, '12 M.G. 42 6 B. Z. 20.000 C. A. 30. M.G. 42' কি বোকামি। বোঝা উচিত ছিল আরও আগেই রানার। জার্মান মেশিনগান। 6 B.Z. বিক্স বাজুকা। গমের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্রের চালান। জেনারেল ইয়াজদী যে এগুলো চাইবে

তাতে আর অবাক হবার কি আছে। আতাসীকে বলতেই কাজে লেগে গেল ও। দ্রুত বস্তাগুলোর মুখ খুলে ফেলা হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক জোড়া মেশিনগান ও কার্তুজের বাক্সের থাক সামনে নিয়ে বসল আতাসী। রানা তখন নিজের কাজে ব্যস্ত। আতাসী শত্রু পক্ষকে সাবধান করে দিয়ে পিস্তলটা খালি করল। পরের বস্তায় রকেট-শেল পাওয়া গেল। বাজুকাটা বের করেছে আগেই আতাসী।

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। গলার কাছে চারটে মেশিনগান বেল্ট রানার। আতাসীরও। শেল ফিট করল রানা বাজুকায়, 'রেডি। আমরা ব্যারাকের দিকে আক্রমণ করব আগে। ওদেরকে পিছু হটাতে হবে। ক্যাম্পের দিকে ট্রাক থাকা উচিত। না থাকলে পায়ে হেঁটে এগোব আমরা। ও. কে.?'

আতাসীও তৈরি। জীপের আউটলাইন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সতর্কভাবে লক্ষ্য স্থির করল রানা। মৃদু চাপ দিল ও ট্রিগারে। চোখ ঝলসানো শিখা আগুনের। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গোটা যুদ্ধক্ষেত্রটা আলোকিত হয়ে উঠল। পলকের জন্যে রানা দেখতে পেল ওয়াগনকে ঘিরে দুই গ্রুপ সোলজার। আতাসী অপেক্ষা করছিল! দেখতে পেয়েই মেশিনগান চালাল ও সেদিকে। বিরতিহীন পাঁচশো বুলেট পর পর ছুটে গেল। অনেক সোলজার পড়ল, ছত্রখান হয়ে পিছু হটল বাকি সবাই। একজন অফিসার চেঁচাচ্ছে, 'কীপ গোয়িং। ডোন্ট স্টপ।' জীপটায় আগুন ধরে গেছে।

উত্তর দিল আতাসীর মেশিনগান। রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'লেটস গো!' জাম্প করল রানা ওয়াগন থেকে। পাশে আতাসী। একশো গজের মত অতিক্রম করল ওরা। একটা গুলির শব্দও নেই। জ্বলন্ত জীপকে পাশ কাটিয়ে কয়েকটা সংলগ্ন বিল্ডিঙের সামনে এসে শুয়ে পড়ল ওরা সামনের আলোকিত ফাঁকা জায়গাটা পরীক্ষা করবার জন্যে। কাঠের বিল্ডিং দিয়ে ঘেরা প্যারেড গ্রাউন্ড সামনে। শত্রু পক্ষ অপর প্রান্তে। মেশিনগান উঁচিয়ে ধরল রানা। একজন অফিসার ছুটে আসছে পিছনে পনেরো-বিশ জন সোলজার নিয়ে। আতাসী দাবি করল, 'আমার।'

মেশিনগান গর্জন করে উঠল। ভূপাতিত হলো অফিসার। কয়েকটা লাশ রেখে অন্যান্যরা পিছু হটল দ্রুত। রানা উঠে দাঁড়াল, 'গাড়ি দরকার। এগিয়ে চলো।' রানার কথা শেষ হতেই গুলির শব্দ হলো পিছনে। দ্বিতীয় গ্রুপটা আবার শক্তি অর্জন করে ধাওয়া করার মতলব আঁটছে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেশিনগান চালাল রানা লক্ষ্যহীনভাবে। বেচারা মামু ভুন। লোকটার কথা মনে পড়ে যেতে দুঃখ হলো রানার।

কুঁজো হয়ে ছুটল ওরা একটা গলির শেষ মাথার ল্যাম্পপোস্টের দিকে। গার্ডরুম ওদিকটায়। রানা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'তুমি যাও। তোমার কভারে থাকছি।' রানা ঘুরে মেশিনগান উঁচিয়ে রাখল ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে। আতাসী ছুটল। বিল্ডিঙের পিছন দিকটায় জীপ আর ট্রাক দেখা গেল। আজ দুপুরে এসেছিল ওরা এখানে। রানাকে যেখানে রেখে এসেছে ও সেদিকে এক ঝলক আগুন দেখা গেল। গাড়িগুলোর কাছে চলে এল আতাসী। সেন্ট্রির নামগন্ধ নেই। জীপে লাফ মেরে উঠল। মেশিনগানটা বাঁ ধারে নামিয়ে রেখে স্টার্ট দিল গাড়িতে। আধ চক্কর মেরে গলির ভিতর দিয়ে জীপ চালিয়ে দিল আতাসী। গতি কমাল না মোটেও।

রানা জীপের সঙ্গে কয়েক গজ দৌড়ে এসে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে। বলল, 'লাস্ট বেল্টটা শেষ হতেই এসেছ।'

আতাসী ওর বাঁ দিকের মেশিনগানটা দেখিয়ে বলল, 'আমারটায় নতুন বেল্ট।' লাইট নিভিয়ে দিল জীপের আতাসী। ক্যাম্প ছাড়িয়ে গেটের দিকে ছুটল জীপ। সজোরে ব্রেক কষেই নেমে পড়ল আতাসী। গেট বন্ধ।

হুড়কো খুলে জীপ বাইরে আনল আতাসী। বাইরে থেকে গেট বন্ধ করে দিয়ে হাসল ও, 'এ যাত্রা সম্ভবত বেঁচেই গেলাম আমরা, কি বলো, ওস্তাদ?'

'কিন্তু একজন নিরীহ লোককে রেখে যাচ্ছি আমরা।' রানা বলল, 'মার্সিডিজটা জায়গা মত আছে···হয়তো। মিলিটারি জীপ তেহরানের রাস্তায় চোখে পড়বে অনেকের।'

মেন রোডের পাশেই কুঁড়ে ঘরটা। গাড়ি থামাল না আতাসী। রানা সময় হতেই আতাসীর মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করল ঘরটাকে লক্ষ্য করে। চক্কর মেরে ঘরটার পিছন দিকে জীপ থামাল আতাসী। লাফ মেরে নামল ওরা। জীপ আর মেশিনগান ফেলে মার্সিডিজে উঠল দু'জন। দশ সেকেন্ডের মধ্যে তীর বেগে ছুটল গাড়ি। রানা বলল, 'তেহরানে পৌঁছুনো দরকার আমাদের। এখানে থেকে কিছু করবার নেই। আজকের রাতের ঘটনার জন্যে অফিশিয়ালি কিছু করতে চাইবে না ওরা। অস্ত্রগুলোর কথা ফাঁস করার ইচ্ছা ওদের হবে না। ইয়াজদী আমাদেরকে গ্রেফতার করার কথা ভুলেও ভাবতে পারবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তেহরানে ফিরব আমরা শাহ-এর সাথে দেখা না করলেই নয় এখন।'

হোটেল ভ্যানাকে ফিরে ঘুমন্ত পোর্টারকে আশাতীত বকশিশ দিল রানা। তিনটে রুমের বিল মিটিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল নিজের আর আতাসীর ব্যাগগুলো সঙ্গে নিয়ে। আতাসী লবিতে অপেক্ষা করছিল।

রাত সাড়ে তিনটেয় মাঝপথে পেট্রল নিয়ে তীর বেগে ছুটল গাড়ি। আতাসী এখনও অক্লান্ত। এখনও সারাদিন গাড়ি চালাতে পারবে ও দরকার হলে।

সাত

অত্যুজ্জ্বল একটা লাল আগুন ঝলক দিয়ে জ্বলে উঠছে আর নিভছে, জ্বলে উঠছে আর নিভছে, এবং মাথা কামানো একজন প্রকাণ্ডদেহী ইরানী মেশিনগান বাগিয়ে ধরে দ্রুত তালে পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে। এগিয়ে আসছে সে প্রতি পদক্ষেপের সাথে, আর মুখ বাঁকা করে হাসছে, উল্লাসে ফেটে পড়ছে গুণ্ডাটা রানার অসহায় হাল দেখে, রুমের ভিতর নেচে কুঁদে সারা হচ্ছে সে নিজেই···

বিছানার উপর উঠে বসল রানা। ঘামছে ও। টেলিফোনটা বাজছে তো বাজছেই পরিপূর্ণ ঘুম হয়েছে রানার। হাতটা বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল ও, 'মাসুদ রানা স্পিকিং।'

'আপনি কি এক ঘণ্টার মধ্যে মিলিত হতে পারেন আমার সাথে? লবিতে?' অপরিচিত কণ্ঠ। রাশিয়ান, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার উচ্চারণ শুনে। রানা

প্রশ্ন করল, 'হু ইজ দিস?'

'আমার নামে কিছু যায় আসে না। তবে একই ব্যাপারে আমাদের দু'জনার সমান আগ্রহ আছে। সন্তুষ্ট?'

'যার সাথে কথা বলেছেন তাকে এত সামান্যতে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।'

রানার কথা শুনে অপর প্রান্তের বক্তা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, ''সব জানবেন সময়মত। আমি গমের ব্যাপারে আগ্রহী। আমি জানি, আপনিও।'

বিছানা থেকে নেমে শাওয়ার নিল রানা। বেচারা মামুথ ভুনের কথা মনে পড়ে গেল। সি.আই.এ-র ইনফরমেশন যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হত না এত তাড়াতাড়ি লোকটা না থাকলে। কোন সন্দেহ নেই জেনারেল ইয়াজদী আর জেনারেল ভ্যান জুড একটা ক্যু ঘটাবার ষড়যন্ত্র করছে। অন্তত ইয়াজদী এতে সরাসরি জড়িত। ভ্যান জুড ফলশ্রুতি জানার পরও এরকম কিছু করতে সাহস পাবে কিনা নিশ্চয় করে বুঝতে পারল না রানা। কিন্তু যদি সে-ও জড়িত থাকে তাহলে সাবধান বাণীতে কোন ফল হবে না। ভ্যান জুডের অফিসে ফোন করল রানা। পাওয়া গেল জেনারেলকে। 'এখনও টাকার খোঁজে ঘুরছেন বুঝি?' জেনারেল যেন ব্যঙ্গ করল। রানা জানাল তার সাথে জরুরী কথা আছে। অফিস শেষ হবার পর দেখা হবে, ঠিক হলো। এরপর রানা ফোন করল ডেইজী ইরানীকে। ইরানী খিলখিল করে হেসে উঠল, 'বেঁচে আছেন! গতকাল ডাকেননি বলে ভাবলাম বিদেশী ভদ্রলোকটি বোধহয় অক্কা পেয়েছেন।' ইরানীর গলা শুনে রোমাঞ্চিত হলো রানা। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গলা ওর। ঠিক হলো দেখা করবে ওরা পাঁচটার সময় বেঁলেজা-তে।

লবিতে বেশ ভিড়। আমেরিকান রিসেপশনিস্ট মেয়েটি হাসল রানার দিকে তাকিয়ে। হাসি ফিরিয়ে দিয়ে একটা সোফায় বসল রানা। ডান দিকে এগিয়ে এল, 'সুইমিং পুলের দিকে বসতে ভাল লাগবে বোধহয়।'

কথা না বলে উঠে দাঁড়াল রানা। বিচ্ছিন্ন একটা টেবিলের কাছে এসে বসল ওরা সুইমিং পুলের অদূরে। লোকটা সিগারেট অফার করল। প্রত্যাখ্যান করল রানা। তারপর লোকটাকে বলতে শুনল, 'পরিচয় করা যাক, মি. মাসুদ রানা। ভ্লাদিমির নিখহেলালেভ সেডেরেস্কা, থার্ড সেক্রেটারি, এমব্যাসী অভ দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন।'

লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। বত্রিশ-তেত্রিশ বয়েস, ছোট ছোট চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মোটা দেহ। রানা বলে উঠল, 'আপনি আমার নাম।'

'জানি। এও জানি কেন আপনি এখানে এসেছেন। ফ্যাসিস্ট ভ্যান জুড এবং টেরোরিস্ট ইয়াজদীর একটি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে চেক করতে আপনার আগমন।'

রানা বলল, 'আপনাকে অতি নিঃসন্দেহ মনে হচ্ছে।'

'গম, মি. রানা। শুরু থেকে অনুসরণ করছি যে আমরা। ওই লার্জ কোয়ান্টিটির আর্মস্ কি লুকিয়ে থাকতে পারে? শাহ-এর জন্যে নয় ওগুলো। আমেরিকানদের জন্যেও নয়। আর, আমাদের জন্যে তো নয়ই। তাহলে কাদের ওগুলো? আপনি এবং আপনার অ্যাকটিভিটি চোখ খুলে দিয়েছে আমাদের।'

রানা শুনে যাচ্ছে। থার্ড সেক্রেটারি বলে চলেছে, 'আমার সরকারের সাথে ইরান সরকার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি বজায় রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু জেনারেল ইয়াজদী যা করতে যাচ্ছে তা যদি সফল হয় তাহলে সারা দুনিয়ায় যে শক্তির ভারসাম্য রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। আমরা বসে থাকতে পারি না এক্ষেত্রে। কল্পনা করতে পারেন রাশিয়ান ট্যাঙ্ক তেহরানে প্রবেশ করলে কী ফলাফল দাঁড়াবে?'

'আমাকে বেছে নেবার কারণ কি আপনাদের? গভর্নমেন্ট লেভেলে আলাপ করুন।' রানা আপত্তি জানাল।

রাশিয়ান সেক্রেটারি বলল, 'গভর্নমেন্টের করার কিছুই নেই। অফিশিয়ালরা বিশ্বাস করে না আমাদেরকে।'

'আমার কাছ থেকে কি আশা করেন আপনারা?' সরাসরি জানতে চাইল রানা।

'সাবধান করে দিন শাহকে। ইয়াজদী আমাদের মতাবলম্বী পার্টিকে হত্যা করেছে এই ইরানে। আমাদের কথায় কান দেবে না, এমন কি শাহ স্বয়ংও। আমরা বেছে নিয়েছি তাই আপনাকে, মি. রানা। আপনার সম্পর্কে আমরা সবই জানি, স্যার। এই ভয়ঙ্কর বিশৃংখলা থেকে একটা সুশৃংখল সমাধানের পথ বের করে আনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন লোকের পক্ষেই মাত্র সম্ভব। সে আপনি।'

রানা খানিকক্ষণ চিন্তা করল, 'আপনি নিশ্চিত? ভ্যান জুড এতে জড়িয়ে পড়েছে?'

'ভ্যান জুডই হোতা। তারই পরামর্শ। শাহকে হত্যা করা হবে তারই নির্দেশে।'

'আর্মসগুলো কেন?'

রানার কথার উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি করল না থার্ড সেক্রেটারি। বলল, 'টু ডেস্ট্রয় পাবলিক অর্ডার। যার ফলে মার্শাল ল' জারী করার একটা সুযোগ হয়। দেখা করছেন শাহ-এর সাথে?'

'চেষ্টা করতে পারি।' রানাকে চিন্তিত দেখাল।

সোভিয়েট সেক্রেটারি উঠে দাঁড়াল, 'আমি যোগাযোগ করব। রিমেমবার, স্যার, ইউ মাস্ট অ্যাক্ট কুইকলি।'

লাঞ্চের পর এমব্যাসীতে না গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে ওয়াশিংটনে তার পাঠাল রানা। এমব্যাসীতে ভ্যান জুড শত্রুপক্ষ। বেঁলেজা-তে এল রানা ট্যাক্সি নিয়ে। এভিনিউ তখ্‌ত এ-জামশেদের কাছে।

ইরানী আধ-বসা আধ-শোয়া কায়দায় দেয়াল ঘেঁষে একটা সোফায় অপেক্ষা করছিল। সম্পূর্ণ নির্জন রুম দেখে অবাক হলো রানা। ইরানীর গলায় উষ্ণতা, 'আর একটু হলে ফিরে যেতাম আমি।' রানাকে পাশে বসতে দেখে বলল ও। রানা ডেইজী ইরানীর একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে আবার দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম তাহলে। ভেব না, পুষিয়ে নেয়া যাবে। তুমি ডিনার খাচ্ছ

আমার সাথে।' রানার কথা শেষ হতে ওয়েটার ভদকা রেখে অদৃশ্য হলো। ডেইজী বলল, 'অসম্ভব। তুমি অপরিচিত। একজন অপরিচিত লোকের সাথে…'

'কিন্তু পরিচিত হয়েছ তুমি আমার সাথে আগেই। তাছাড়া আজও তো এসেছ…'

'সে কথা আলাদা।'

'কেউ দেখবে না তোমাকে এখানে?'

'না। রুমটা এক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করেছি আমি।' ডেইজী ইরানী বলে চলল, 'কিন্তু পরশু দিন যদি তোমার হাতে সময় থাকে তাহলে দেখা হবে। আমার ক'জন বন্ধু পার্টি দিচ্ছে…'

'আসতে পারি, যদি এটা আমন্ত্রণ হয়। কিন্তু কার সাথে কথা বলবে তুমি? আমার সাথে না বন্ধুদের সাথে?'

'মানে?'

'মানে তুমি খুব সুন্দর।'

'তোমরা এমন ভেজাতে পারো তা জানা ছিল না। ঠিক আছে। পরশু দিন গাড়ি পাঠিয়ে দেব আমি। পাহাড়ের মাঝখানে তুমি খুঁজে পাবে না বাড়িটা।'

'আই সি, কিডন্যাপ করবে আমাকে!'

খিলখিল করে হেসে উঠল ইরানী। রানা বলল, 'ড্যান্স?'

নাচল ওরা। তারপর কখন যেন নাচ বন্ধ হয়ে গেল দু'জনারই অজান্তে। ইরানী আঁকড়ে ধরেছে রানাকে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এবার যাই আমি।' নিজেকে মুক্ত করল ও রানার বাহু থেকে। রানা ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হঠাৎ যে?'

'আবার দেখা হবে দু'জনার,' চোখের পাতা নামিয়ে নিল ইরানী, 'দুদিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।' রানার দিকে তাকাল ও। লাল হয়ে উঠেছে গাল দুটো। চোখে লজ্জা। কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও।

পিছন পিছন বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। বড় একটা কালো গাড়িতে চেপে বসল ইরানী। শোফারকে গাড়ি ছাড়ার ইঙ্গিত করে হাত নাড়াল ও রানার উদ্দেশে।

ট্যাক্সি নিল রানা। সাত মিনিট লাগল ট্যাক্সির আমেরিকান এমব্যাসীতে পৌঁছুতে।

জেনারেলকে উৎকণ্ঠিত দেখে অনেক কিছু বুঝে নিল রানা। বসতে ইঙ্গিত করল রানাকে। সিগার ধরাল। তারপর খুব আস্তে আস্তে শব্দ বেছে বেছে বলল, 'মি. রানা, আপনি এমন কাজ করেছেন, এমন কাজ…ভয়ঙ্কর বোকামির পরিচয় দেয়—এমন কাজ। বেলজিয়ান এমব্যাসীতে আপনি স্বয়ং মি. মামুথ ভুনের লাশটা পৌঁছে দিলেই পারতেন।'

অপেক্ষা করে রইল রানা। কিন্তু জেনারেল ভ্যান জুড উত্তরের জন্যে কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। উত্তর দিল রানা, 'নিয়ে আসতে পারতাম না তা নয়। ইরানিয়ান সোলজারদের খোশনাম গাইত সবাই তাহলে। এখন তবু তো অফিশিয়াল পর্যায়ে আলাপ করে ব্যাপারটা চাপা দেয়া যায়।'

'ইরানিয়ান সোলজার মামুথ ভুনকে মেরেছে—অলরাইট। আপনি ক'জন ইরানিয়ান সোলজারকে খুন করেছেন তার হিসেব রাখেন? তাছাড়া, রাত্রির ওই সময় ইরানিয়ান আর্মি ডিপোয় কী করছিলেন আপনারা?'

'খুন করেছি খুনের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে। ইনফরমেশন চেক করতে যেতে হয়েছিল। কি ইনফরমেশন? ওয়েল, এর উত্তর আমার মত আপনিও জানেন। গমের কারগো রূপান্তরিত হলো কারগো অভ আর্মসে। কারণ?'

'তাতে আপনার কি? ওটা আমাদের এলাকা, আমরা দেখব। সবচেয়ে আগে আমাদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল আপনার। জানতে চান আপনি এই ঘটনার পিছনে কি আছে? কিছুদিন আগে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাই বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টি ইরানে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করছে। তলে তলে খবর রাখতে শুরু করি আমরা। এবং বেলজিয়াম থেকে ফলো করে আসছি আমরা এই আর্মস কারগো। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে ট্রেটর ছিল, যারা আপনাকে বিপদে ফেলেছে।'

'লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী?'

'লোকটা কম্যুনিস্ট ছিল অবশ্যই। আর্মসের দাম দেবার জন্যে টাকাগুলো দরকার ছিল ওদের। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই সুযোগটা দিয়েছিলাম ওদেরকে। ওরা যাতে বুঝতে পারে আমরা কিছুই সন্দেহ করিনি। ওদের গোটা নেটওয়র্কে হাত দেবার বিনিময়ে টাকাটার গুরুত্ব নেহাত সামান্য। আর্মসগুলো আর্মি ডিপোতে পাঠিয়েছি যাতে করে জেনারেল ইয়াজদী দখল করতে পারে ওগুলো। প্রচণ্ড ঘা খাবে এর ফলে কম্যুনিস্টরা। ওরা সব দোষ সাপ্লাইয়ারদের ঘাড়ে চাপাবে।'

রানা কৈফিয়ৎ দাবি করল, 'খুন করার কুৎসিত প্রবণতা কেন সোলজারদের? মামুথ ভুনকে অকারণে মেরেছে ওরা।'

'আপনি জানেন না সব কথা। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদেরকে গ্রেফতার করার আগে খুন করাই জেনারেল ইয়াজদীর নীতি। পুরানো নীতি। সোলজারদের দোষ কী? ওরা ভেবেছিল কম্যুনিস্টরা মাল চুরি করতে এসেছে।'

রানা দ্রুত চিন্তা করছিল। সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে ভ্যান জুড়ের। আর একটা আশঙ্কা জাগল রানার মনে, দ্বিতীয় একটি ব্রাঞ্চ এ ব্যাপারে সব কথাই অবগত। দুই জেনারেলেরই জাত শত্রু তারা। তারাই হয়তো ষড়যন্ত্র করে বিপদে ফেলতে চাইছে ইয়াজদী আর ভ্যান জুডকে। সিগারেট ধরাল রানা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার থিওরি প্রমাণিত হচ্ছে না, জেনারেল। ওয়েল, স্বীকার করছি একাকী মাথা ঘামানো বোধহয় উচিত হয়নি আমার। আই গেস আই ওয়াজ রঙ।' রানা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল কথাটা বলে। এক সেকেন্ডের মধ্যে পরিবেশটা আমূল বদলে ফেলল ভ্যান জুড। গাম্ভীর্য টুটে গেল সারা মুখ থেকে। প্রায় স্নেহমাখা এক টুকরো মৃদু হাসি ফুটল বিরাটকায় মুখে, 'দ্যাটস অলরাইট, মাই বয়,' জেনারেল হাসল, 'কাজটা করেছেন, দুঃখ এই যে একজনের প্রাণ বাঁচাতে পারেননি।'

রানা বলে উঠল, 'এবার আমি ইরান ত্যাগ করার কথা ভাবছি। আজই বিদায় হতাম। কিন্তু একটি মেয়ের অজুহাতে দু'একদিন আমাকে থাকতে হচ্ছে।'

জেনারেল বিস্ফোরণ ঘটাল প্রচণ্ড হাসিতে উন্মাদ হয়ে উঠে। বলল, 'সাবধান! সাবধান! ওই সব ইরানী মেয়েদেরকে ওদের পুরুষ-বন্ধুগুলো শকুনের মত পাহারা

দিয়ে রাখে—বেঘোরে প্রাণটা যেন খুইয়ে বসবেন না। কিংবা শেষ পর্যন্ত মাথায় টোপর দিয়ে চির বন্ধনে আবদ্ধ যেন না করে ফেলে কেউ।'

'আমি সাবধানে থাকব।' জেনারেলকে পরীক্ষকের চোখে দেখতে দেখতে প্রতিজ্ঞা করল রানা।

'আর একটা কথা। ইরানিয়ান পাবলিক চেঁচামেচি শুরু করেছে ইতিমধ্যেই সোলজারগুলো নিহত হওয়াতে। এ ব্যাপারে ইয়াজদীকে বলেই রেখেছি আমি। সে কভার করবে অবশ্যই। কিন্তু মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আটকাতে পারে আপনাকে। ওরা চাইলে বাধা দিতে পারি না আমরা। কিন্তু সব কথা অস্বীকার করবেন আপনি। বেশি চাপাচাপি করা হবে না আপনাকে।' জেনারেল আসন ত্যাগ করল, 'বেশি লোকের সাথে মিশবেন না এখানে। বিশেষ করে অপরিচিত লোকের সাথে। যেমন লাঞ্চের সময় একজনের সাথে কথা বলছিলেন। ওরা সব সময় মিথ্যে আর খারাপ পরামর্শ দিতে অভ্যস্ত।'

বেরিয়ে এল রানা হ্যান্ডশেক করে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। হাজারো চিন্তা গিজগিজ করছে মাথার ভিতর। সিঁড়ির নিচে ধাক্কা লেগে গেল একজন আমেরিকানের সাথে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রানা। হেঁটে হেঁটেই তখন এ-জামশেদ এভিনিউয়ে পৌঁছে গেল ও। নিকটস্থ হোটেল সফেদ-এ ঢুকে ফোন করল আতাসীকে। আতাসী ডাকল রানাকে। খবর আছে।

দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গেল আতাসী নিজে রানাকে। বলল, 'খবর আছে, ওস্তাদ জবর খবর।'

'কি রকম—বিশ্বযুদ্ধ?'

'আরও জবর—বিপ্লব। সারাদিন বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। বড়সড় কিছু একটা সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে এবার। আপামর জনসাধারণ হরতাল ডেকেছে আগামীকাল। মোল্লাদের প্রতিপত্তি এখানে কল্পনার বাইরে। ওরা সমর্থন করেছে স্ট্রাইক। ওদের অভিযোগ, গভর্নমেন্ট এবং শাহ কম্যুনিজমকে মাথায় চড়াচ্ছে দিনে দিনে। কথাটা কিন্তু বানোয়াট। বড়জোর গুজব ছাড়া কিছু না। তবে এবার ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র।'

'কারা অর্গানাইজ করছে এসব?'

'নির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। গোলাগুলি শুরু হোক আগামীকাল, তখন বে ঝা যাবে।'

রানা বলল, 'তুমি না জানলেও আমি জানি।'

রানা ভ্যান জুডের সাথে ওর আলাপের সারমর্ম শোনাল। আতাসী গম্ভীরভাবে শুনল সব। কোন মন্তব্য করল না। খানিক পর বলল, 'আমরা কাল সকালে বাইরে চা খাব। ওদিকে আমার এক বন্ধু আছে। অ্যাকশনের জন্যে অপেক্ষা করব আমরা।'

রানা বলল, 'ও. কে.।'

আট

তেহরানের নীল আকাশকে জবরদখল করছে একনাগাড়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। উপর পানে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। নিচে, ঠিক মেহদী স্কয়ারের মাঝখানে, বাজারের উত্তর প্রান্তে, আর্মি ট্রাকটা। আটটা চাকা আকাশ পানে ট্রাকের। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন ট্রাকের গায়ে। টায়ার পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। সেই গন্ধকেও ছাড়িয়ে নাকে ঢুকছে মানুষের মাংস পোড়া দুর্গন্ধ। ড্রাইভারটি ড্রাইভিং সীটে আটকে গিয়ে দগ্ধ হচ্ছে। আগেই বুলেট বিদ্ধ হয়েছে লোকটা।

বাজারের মধ্যে থেকে পাশ-গলি দিয়ে খাইবান এভিনিউয়ে এসে দাঁড়াল ওরা। নো-ম্যানস ল্যান্ড জায়গাটা। এভিনিউয়ের সর্বশেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পুলিসের ব্লু ইউনিফর্ম। মেসডান স্কয়ার ওটা। পুলিস রাস্তা ব্লক করে গুলিস্তান প্যালেস আর রেডিও বিল্ডিং পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। খইয়াম এভিনিউয়ের বিদেশী দূতাবাসগুলো রক্ষার জন্যে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সক্রিয়তা ইমপেরিয়াল প্যালেস রক্ষায়।

খাইবান এভিনিউয়ের অপর প্রান্তে দাঙ্গাকারীরা জমায়েত হয়েছে। রোডের গোটা প্রশস্ততা জুড়ে অবস্থান ওদের। সাব-মেশিনগানধারী নিরাপত্তা বাহিনীর ভয়ে এগোতে পারছে না সাহস করে কেউ। কিন্তু দূর থেকে বোঝা যায় উত্তেজনায় টগবগ করে রক্ত ফুটছে গোটা দলটার দু'একজন জানের মায়া বর্জন করে সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখালেই এগিয়ে আসবে ওরা সবাই। দৌড় দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করল রানা আর আতাসী।

পাবলিক টেলিফোন বুদের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। বুদের গ্লাস ভেঙে পড়ে গেছে, ঝুলছে রিসিভারটা। রানা বলল, 'পুলিসদের দিকে এগোবার কোন ইচ্ছা নেই আমার। খামোকা গুলি করতে পারে ওরা। মব-এর দিকে যাওয়া যেতে পারে। দেখা যাবে বহু কিছু।' ওরা হাঁটতে শুরু করল আস্তে আস্তে, এভিনিউয়ের শেষ প্রান্তের দিকে।

হঠাৎ ওদের পিছন থেকে চোঙা মুখে নিয়ে একজন আর্মি বলে উঠল, 'গো ব্যাক। ফিরে যান। দাঁড়িয়ে থাকলে গ্রেফতার করা শুরু হবে। ফিরে যান সবাই।' দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশে বলা হচ্ছে কথাগুলো। আতাসী বলে উঠল, 'ওই যে জীপ স্টার্ট নিচ্ছে। দাঙ্গা লেগে গেলে বেঘোরে জানটা হারাতে হবে—দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে গেছি আমরা।' আতাসীর কথা শেষ হবার সাথে সাথে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। একটা অটোমেটিক। তারপর ঘন ঘন একনাগাড়ে গুলির শব্দ হলো কয়েক সেকেন্ড ধরে। রানার দেখাদেখি কালবিলম্ব না করে পেভমেন্টের উপর শুয়ে পড়েছে আতাসী। ও বলে উঠল, 'পুলিসরা খেপেছে এবার।'

আতাসী থামতে রানা বলল, 'আবার দেখো। পুলিস না, খেপেছে জনতা।'

আতাসী মুখটা তুলে পিছন দিকে করল। জীপগুলো পিছু হটছে একটু একটু করে। পুলিসদের মধ্যে ইতস্তত ভাব দেখা যাচ্ছে। এভিনিউয়ের মাঝখানে পুলিসের

লাশ কয়েকটা।

বিক্ষুব্ধ জনতার গুঞ্জন ধ্বনি গর্জনে পরিণত হলো মুহূর্তে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর ঝড় উঠল। এগিয়ে আসছে জনতার গোটা দলটা সবেগে গর্জন করতে করতে। এসে পড়ল প্রকাণ্ড ঢেউটা রানা আর আতাসীর উপর।

ওদের ভ্রূক্ষেপ না করে জনতার প্রথম ঢেউটা বয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল ওরা। ওদের চারদিকে জনতা স্লোগান দিচ্ছে, রোষে নাচছে-কুদছে, নির্দেশ জারী করছে, প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছে, ছুড়ছে ইঁটও, মেয়েগুলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। একটা দল শায়িত এক পুলিসকে লাথি মারার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। পুলিসটা যে মারা গেছে তা ওরা বুঝতে নারাজ। কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখল না রানা। কিন্তু একটা লোকের দিকে তখনই চোখে পড়ল ওর। পকেট থেকে যা বের করল সে সেটা একটা গ্রেনেড। পিন স্থানচ্যুত করে ছুঁড়ল লোকটা অদূরস্থ পুলিসবেষ্টনীর দিকে সেটা। ভিড়ের মধ্যে তখুনি হারিয়ে গেল লোকটা। মেশিনগানের ঠা ঠা ঠা শব্দ ভেসে এল দক্ষিণ দিক থেকে। ফেরদৌসি.এভিনিউয়েও একই অবস্থা সম্ভবত। রানা আতাসীকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এদিকে দেখার কিছুই নেই। নিরাপদও নয় এখানে থাকা। এগোনো যাক।' পা বাড়িয়ে দিল রানা আতাসীকে ইঙ্গিত করে। আতাসী ওর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে বলে উঠল, 'কি চায় এরা?'

যে পাশ-গলিটা দিয়ে বাজারের দিক থেকে এসেছিল এদিকে ওরা সেটা বেবাক খালি। রানা উত্তর দিল, 'জানি না। ইরানিয়ানরা সহজে উত্তেজিত হয় না। খুন-খারাবি পছন্দ করে না ওরা। তুমি তো জানোই। আর একটা কথা। ওদেরকে অস্ত্র ব্যবহার করতে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ জনসাধারণের লাইসেন্সই নেই আগ্নেয়াস্ত্রের। অথচ আজ ব্যবহার করছে ওরা। ব্যবহার করতে না দেখলেও শব্দ পেয়েছি অনেক আগেই। এসবের পিছনে ক্ষমতাবান কোন চক্র জড়িত। আমি নিঃসন্দেহ।'

'কিন্তু কোন্ চক্র?'

'নিশ্চয় করে জানি না। তবে জানব আমি।' গলি দিয়ে ছুটতে শুরু করল রানা। এখনও শূন্য গলিটা। বাজারের দিক থেকে ফায়ারিঙের গুঞ্জন ধ্বনি কানে ঢুকল। সিঙ্গেল শট। তার মানে অটোমেটিক। কিন্তু তারপরই বিস্ফোরণ কয়েকটা। রানা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ছুটতে শুরু করে বলে উঠল, 'বাজুকা!'

বাজারের দক্ষিণ দিকে কোন চঞ্চলতাই নেই। দুটো লাশ আর বিশ-তিরিশ জোড়া মালিকবিহীন জুতো পড়ে থাকায় বোঝা গেল সংঘর্ষ ঘটে গেছে খানিক আগে। কয়েকটা দোকানের জানালা ধ্বংসপ্রাপ্ত। আরও একটা পাবলিক বুদ নষ্ট হয়ে রয়েছে। আতাসী বলল, 'বাজারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ট্যাঙ্ক না পেলেই হয়। আরও উত্তর দিকে গেলে জুমেরি এভিনিউয়ে গিয়ে পড়ব কিন্তু আমরা।'

বাজারের গোলক ধাঁধায় কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। এই এলাকা তেহরানের মার্কেটিং সেন্টার। আয়রন শাটার নামানো সব দোকানপাটের। বেশ অনেকটা দূরের গোটা একটা ভিড়ের গর্জন খোলামেলা জায়গায় এসে পৌঁছুচ্ছে। বিশ গজ দূরে বেশ ক'জন ছেলে একজন পুলিসকে গাছে ফাঁসি লটকাতে ব্যস্ত।

পুলিসটা অর্ধমৃত, বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম করার ইচ্ছা বা শক্তি নেই তার। আতাসী বলল, 'কেটে পড়া দরকার। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ওরা।'

দূর থেকে গোলাগুলির শব্দ এখনও অবিরাম আসছে। ফেরদৌসি এভিনিউ লোকে লোকারণ্য। সবাই গুলির শব্দ শুনে ছুটছে সেদিকে। প্রায় সব লোকের হাতেই ইঁট বা পাথর। ছুটতে ছুটতে রানা আর আতাসী ফেরদৌসি আর শাহ রেজা এভিনিউয়ের ক্রসিঙের কাছে চলে এল। পশ্চিম দিকে দল বেঁধে ছুটছে সবাই। আতাসী বলে উঠল, 'পাবলিক এমন ভয়ঙ্করভাবে কখনও খেপেনি। শাহ নিশ্চয় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু জনতার বেশির ভাগই কি চায় তা নিজেরাই জানে না পরিষ্কার।'

রানা বলল, 'ধোঁকাবাজ নেতাদের সুবিধাবাদী মনোভাবের শিকার ওরা। অবশ্যই অভিযোগ আছে জনতার। বিংশ শতাব্দীর ক্ষুধার জ্বালা আর অত্যাচার সইতে না পেরে জনসাধারণ ত্যক্ত বিরক্ত। কিন্তু ওদেরকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে উত্তেজিত করেছে নেতারা। সাধারণ জনতার কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নেই অধিকার আদায়ের। ওরা সর্বদা শিকার। শোনো!'

বাজুকার বিস্ফোরণকে ছাড়িয়ে ঘড়ঘড় করে শব্দ হচ্ছে। বুঝতে পারল আতাসী, 'ট্যাঙ্ক!'

শাহ রেজা এভিনিউয়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আসছে ট্যাঙ্ক। রানা দৌড়ুল সেদিকেই। খানিকদূর যেতেই পাওয়া গেল তেহরান প্যালেস হোটেল। জনতা পিছু হটে ওখানটায় জমায়েত হয়েছে। রানা পিছনে আতাসীকে নিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল। সামনে একটা ব্যারিকেড। দু'জন লোক সেখান থেকে ফায়ার করছে। রানা বাজুকার টিউব আর মেশিনগানের ব্যারেল দেখাল আতাসীকে। তারপরই রানার চোখে পড়ল ট্যাঙ্ক। ভার্সিটির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বাজুকার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় একটা গাছে গিয়ে লাগল শেল। সাথে সাথে মেশিনগান চলতে শুরু করল। ট্যাঙ্ক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টির ফোঁটার মত বর্ষিত হলো বুলেট। দু'জন লোকই নিঃসাড় হয়ে গেল ব্যারিকেডের কাছে। আতাসীর হাত ধরে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল রানা হঠাৎ। তেহরান প্যালেসের লবিতে এসে দাঁড়াল ওরা। ট্যাঙ্কটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল। কেউ লক্ষ করল না ওদেরকে। গেস্ট ও স্টাফ সবাই শুয়ে পড়ছে মেঝেতে। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের শব্দ উঠল এবং দূরে মিলিয়ে গেল। দুটোই নাদেরী এভিনিউয়ের দিকে গেল। বেরিয়ে পড়ল রানা আবার আতাসীকে নিয়ে। শাহ রেজা এভিনিউ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। জীবিত একটা দলও নেই। পূর্ব আর উত্তর দিকে যুদ্ধক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু গান ফায়ারের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও। পেভমেন্ট ধরে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বাস আর মোটর দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড পেরোল রানা। মেশিনগান আঁকড়ে ধরে মরে পড়ে আছে দু'জন লোক। এদেরকে দেখে গিয়েছিল রানা। 12.7-মিলিমিটার শেল রিবন থেকে বিচ্যুত দেখল রানা। একটা লাশের উপর ঝুঁকে পড়ল ও। লোকটা ইরানিয়ান। জ্যাকেট ঝাঁঝরা করে ফেলেছে বুলেট, সবুজ রঙের কাগজ দেখা যাচ্ছে পকেটের কাছে। রানা হাতড়ে বের করে এনে দেখল সেগুলো। আতাসী সবিস্ময়ে বলে উঠল পাশ থেকে, 'হায় আল্লা!'

রানার হাতের সবুজ কাগজগুলো হান্ড্রেড ডলারের বিল। চোখ বুজে নাম্বারগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। সফল হলো ও। কোন সন্দেহ রইল না ওর মনে। এই ডলার রানার চুরি যাওয়া ব্রীফকেসের ডলারের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। আতাসী রানার হাত ধরল, 'উচিত হচ্ছে না, ওস্তাদ এখানে থাকা। হুস্ করে ট্যাঙ্ক এসে পড়বে হয়তো। লুটেরা মনে করে হাজতে চালান দিয়ে দিলেই সর্বনাশ!' আতাসীর কথা কানে গেল না রানার। দ্বিতীয় লাশটার উপর মনোযোগ ওর। একজন আমেরিকান। এই লোকটার সাথে আমেরিকান এমব্যাসীতে ধাক্কা খেয়েছিল রানা। লোকটার বুকে বুলেট নকশা তৈরি করেছে। মুখটা অক্ষত। একটা হাতে এখনও ধরা লেদার ব্রীফকেসের হাতলটা। অন্য হাতটা থেকে খসে পড়ে গেছে একটা ওয়ালথার। আতাসী পা বাড়াল। ব্রীফকেসটা নিয়ে অনুসরণ করল ওকে রানা নিঃশব্দে। উত্তর দিকে যাবার জন্যে একটা সরু গলিতে ঢুকল ওরা। ক'শো গজ যাবার পরই সামনে পড়ল মিলিটারি রোড ব্লক। ভয়ঙ্কর রকম শান্ত প্রকৃতির একজন অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ওদেরকে। আতাসী জানাল ব্যবসায়িক কাজে তেহরান প্যালেসে আটকা পড়েছিল ওরা, যেতে চায় হিলটনে। অফিসার বলল, 'পায়ে হাঁটা এখন নিরাপদ নয়। একটা জীপের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনাদের জন্যে,' জীপ এল একটা। ওরা চড়ে বসল। সর্বত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মদীনা এভিনিউয়ে পাশাপাশি দুটো প্যাটন ট্যাঙ্ক। কয়েকটা ট্রাক আর স্টীলের হেলমেটধারী সোলজার পাহলভি এভিনিউয়ে। দক্ষিণ দিক থেকে অস্পষ্ট ভাবে এখনও গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। বিদ্রোহীরা সর্বত্র পিছিয়ে গেছে। চূড়ান্ত পরাজয়, এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

হিলটনে জনসমুদ্র। লবি ভর্তি ঐতিহাসিক জনতা। আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী, সিংহলী, চীনা—সবদেশের লোক উপস্থিত। মিলিটারি জীপ থেকে ওদের দু'জনকে নেমে আসতে দেখে দলে দলে এগিয়ে আসতে শুরু করল সবাই প্রকৃত খবর শোনবার আগ্রহে। রানা চোখ তুলে কারও দিকে না তাকিয়ে গট গট করে এগিয়ে চলল। একই কায়দায় অনুসরণ করল ওকে আতাসী। ওদের হাবভাব দেখে দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল জনতা নিঃশব্দে। সুবিধে হবে না বুঝতে পেরেছে সবাই।

নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ব্রীফকেসটা খুলে ফেলল রানা। সামান্য কিছু ইউ.এস. কারেন্সি আর এক টুকরো ট্রেসিং পেপার, চার ভাঁজ করা। বিছানার উপর মেলে ধরল সেটা রানা।

একটা শহরের প্ল্যান আঁকা কাগজটায়। কেউ পরিষ্কার ভাবে লাল আর নীল রঙে সার্কেল নাম্বার এঁকেছে। নোট আর নামও লেখা। শহরের উত্তর দিকের নকশা। প্রধান প্রধান এভিনিউগুলোর ইন্টারসেকশনগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। খাইবান এভিনিউয়ের মাথায় একটা লাল বৃত্ত ও একটি নাম। ঘণ্টা দুই আগে ওই জায়গায় ছিল রানা আর আতাসী। পুলিসের উপর মেশিনগানের বুলেট ছোঁড়া হচ্ছিল এই জায়গাটা থেকে। যতক্ষণ না ট্যাঙ্কটা পরাজিত করে মেশিনগানধারী দু'জনকে। রানা মন্তব্য করল, 'বৃত্তগুলো আর্মড গ্রুপের পজিশন বোঝাচ্ছে।' বৃত্তগুলো গুনল রানা, 'তার মানে এক ডজন অটোমেটিক উইপন। নট হার্ড টু চেক।'

কাবার্ড থেকে বোতল আর গ্লাস বের করতে করতে আতাসী বলে উঠল, 'ব্যাপারটা কিন্তু বেখাপ্পা ঠেকছে। এটা ইয়াজদীর প্ল্যানের অংশ হলেও হতে পারে। কিন্তু মৌলিক ষড়যন্ত্রের পক্ষে এর দাম দাঁড়াবে না এক কড়িও। মেশিনগান আর বাজুকা নিয়ে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে যায়? আমার মনে হয় না ইয়াজদী খেপিয়ে দিয়েছে জনসাধারণকে। ইচ্ছে করলে নেতাদেরকে পটিয়ে পাটিয়ে তা সে পারে। হয়তো এই বিশৃংখলাটুকুই সে চাইছিল মাত্র। পরে এটাই কাজ দেবে। নিজস্ব পন্থা এটাই হয়তো তার। খবরের কাগজ পড়ে সব বোঝা যাবে—সবগুলো ওর পকেটে।'

'হয়তো।' রানা বলে উঠল, 'তবে একটা কথা পরিষ্কার। ইয়াজদী আর ভ্যান জুড একসাথে কাজ করছে। শাহ-এর বিরুদ্ধে।'

'কিছুই অসম্ভব নয় এদেশে।'

'বুঝলাম। আর দেরি না। আমাদেরকে যেতে হবে তাঁর কাছে। ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করে দিতে চাই শাহকে। চলো, তোমার গাড়িটার খোঁজ করা যাক।'

অনেক সাধনার পর একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রাজি করানো গেল। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে রোড ব্লকের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলো ওরা। আতাসী অফিসারদেরকে লাইসেন্স দেখিয়ে অসীম ধৈর্যের সাথে নিজের গাড়ির কথা বুঝিয়ে বলে চলল একের পর এক। ফেরদৌসি এভিনিউয়ে গিজগিজ করছে ট্রুপস্। লালেজার স্ট্রীটের মাঝখানে আগুন ধরে গেছে একটা প্যাটন ট্যাঙ্কে, একটা ট্যাঙ্কের উপর লাশের স্তূপ দেখল রানা। বাজারের সামনে ড্রাইভার নামিয়ে দিল ওদেরকে ট্যাক্সি থেকে। রেডিও বিল্ডিঙের বিপরীত দিকে জায়গাটা। আর এগোতে রাজি নয় ড্রাইভার। পায়ে হেঁটে চলল ওরা।

মার্সিডিজটা পুড়ে গেছে। অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ব্যারিয়ারের কাজে লাগানো হয়েছে সেটাকে। মেরামতের প্রশ্নই ওঠে না। সান্ত্বনা দিয়ে রানা বলল, 'চিন্তা কোরো না। আমেরিকানদের কাছ থেকে তোমার গাড়ির দাম আদায় করে দেব।' আতাসীর দিকে সরে এল রানা, 'প্যালেসের দিকে যেতে হবে এখুনি, আতাসী। চেনো কাউকে ওখানে?'

'রাফা PRO—কিন্তু পাজী লোক। এমব্যাসীর মাধ্যমে চেষ্টা করো না, মেজর?'

'আমেরিকান এমব্যাসী—না। আচ্ছা দেখি।' এগোল রানা। অদূরেই গুলশান-এ-বাওরা কাফে। ভিতরে ঢোকার জন্যে অনেক তদ্বির করতে হলো। পাকিস্তান এমব্যাসীতে ফোন করল রানা।

কিন্তু ও যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অ্যামব্যাসাডর বাইরে আটকা পড়ে গেছেন। ফেরবার কোন নির্দিষ্ট সময় পাওয়া গেল না।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল না একটাও। কুড়ি মিনিট লাগল প্যালেসে পৌঁছুতে ওদের। গোটা প্যালেসটা সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে। রাস্তা অতিক্রম করতে এত সময় জীবনে ব্যয় করেনি রানা। রাস্তার মাঝখানে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ছাউনি ফেলা। ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। আতাসী জানাল, 'জেনারেল নেশারীর সাথে

দেখা করতে চাই আমরা।' আতাসীর কথায় একজন অফিসার খোঁজ নিতে পাঠাল গার্ডকে দিয়ে। রানার কানে কানে আতাসী বলল, 'নেশারী ইমপেরিয়াল গার্ডের কমান্ডে আছে।'

খানিকপর গার্ড ফেরত এল। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো জেনারেল রাফা নেশারীর অফিসে। চশমার ভিতর ধারাল দুটো চোখ জেনারেলের। মাঝারি ওজনের দেহ। চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ধৈর্যের সাথে আতাসীর সব কথা শুনল সে। মাঝে মধ্যে নোট করল কিছু কথা। রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'প্রায় ইমেডিয়েটলি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারি আমি, কেননা আগামীকাল সকালে আমি নিজেই হিজ ম্যাজিস্টির সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। কিন্তু প্রস্তাবনা করার কি কারণ দেখাব আমি? আপনার তরফের?'

'কারণটা জরুরী। সিরিয়াস।' রানা একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল, 'গোপনীয়। আমি এখানে ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার স্পেশাল মিশন নিয়ে এসেছি,' রানা প্রেসিডেন্টের চিঠি হস্তান্তর করল। জেনারেল চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেরত দিল সেটা, 'ডিপলোম্যাটিক চ্যানেল কেন ব্যবহার করছেন না আপনি, মি. মাসুদ রানা?'

'কারণটা উহ্য রাখতে চাই আমি,' রানা বলল। রাফা কাত্ করে চোখে চশমা আঁটল। আলাপের মোড় ঘোরাল সে। চা এল। বলল, 'আগামীকাল তাহলে? সকাল বেলা ফোন করুন আমাকে। এগারোটার সময়। ইতিমধ্যে জেনে নেব আমি। হিলটন বললেন না?'

মাথা কাত করে হ্যাঁ বলল রানা। একজন অফিসার পথ দেখিয়ে বাইরে আনল ওদেরকে। অফিসার বিদায় হতে আতাসী বলে উঠল, 'শাহ-এর সাথে কালকে দেখা হলে আমার নাম বদলে ফেলব।'

রানাকেও চিন্তিত দেখাল। রাফা সন্তুষ্ট করতে পারেনি ওকে। বলল, 'হোটেলে ফিরব। ডকুমেন্ট আর ক্যাশগুলো নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই।'

'আমার একটা জায়গা আছে।' বলল আতাসী।

আধমাইল হেঁটে ট্যাক্সি পেল আতাসী একটা। শহরের দক্ষিণ দিকটা শান্তিময়। কিন্তু ট্রাকভর্তি সোলজার সর্বত্র দেখা গেল। এক কপি Ettaalat কিনল আতাসী। প্রথম পাতায় বড় বড় হেড লাইনে ছেপেছে: ATTEMPTED COUP BY COMMUNIST RIOTERS.

স্থানীয় একটি কম্যুনিস্ট পার্টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে খবরে। স্মাগলিং করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্টি মেম্বাররা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে একত্রে তেহরান পুলিস স্টেশনগুলো দখল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সামান্য সংঘর্ষ হয়েছে এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের কতিপয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর্মি বিশ্বস্ততার আর একটি প্রমাণ দিয়ে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে।

আতাসী মন্তব্য করল, 'নিখুঁত ভাবে সেরেছে ইয়াজদী কাজ। দুই পাখি ঘায়েল করেছে একটি ইঁটে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার প্ল্যান। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লোককে খেপিয়ে দিয়ে নিজের ক্যুর জন্যে ফিল্ড তৈরি করছে ব্যাটা। যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের সবাইকে এই সুযোগে জেলে ভরছে সে।'

হিলটনে ফিরে এল ওরা। মেশিনগানধারী সোলজার হোটেলের সামনে। সন্দেহের চোখে তাকাল ওরা ড্রাইভারের দিকে। রানা বলল, 'অপেক্ষা করো। আমি আসছি।'

যেমন রেখে গিয়েছিল রুম তেমনি রয়েছে। সুটকেস নিয়ে নিচে নেমে এল রানা তরতর করে। আতাসীর পাশে বসল ও। ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

আতাসীর বাঙলোর তিনশো গজ দূরে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা। বাকি পথটুকু হাঁটল দু'জন। বাড়ির ভিতর ঢুকে রানার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে অন্দরমহলের দিকে অদৃশ্য হলো আতাসী। দশ মিনিটের মধ্যে খালি হাতে ফিরল ও। বলল, 'আমার ওয়াটারট্যাঙ্কের গায়ে লুকানো গর্তে রেখেছি ওটা।' রেডিও অন করল আতাসী কথাটা বলে। রায়ট সম্পর্কে একনাগাড়ে রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে রেডিও স্টেশন। আরও কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ হয়েছে। টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে খানিকক্ষণ শুনে হুঁ-হ্যাঁ করে ইতি করল আতাসী। রানাকে বলল, 'বুলডোজার দিয়ে কবর খোঁড়ানো হচ্ছে। কত শত লোক যে নিহত হয়েছে আন্দাজ করা অসম্ভব।'

রাত দশটায় হোটেলে ফিরল রানা। জানালার পর্দার বাইরে আবছা লাল আভা ফুটে রয়েছে। তেহরানের উত্তর প্রান্তের ঘর-বাড়ি পুড়ছে। লাল আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। সেই সাথে চোখ বুজে এল রানার। নিবিড় ঘুমের আলিঙ্গনে ঢলে পড়ল দেহটা।

নয়

আবারও ঘুম ভাঙল ওর টেলিফোনের শব্দে। সকাল নয়টা। রাশিয়ান থার্ড সেক্রেটারির গলা। উদ্বিগ্ন। উপরে রানার রুমে আসতে চায় সে।

দ্রুত মাথা আঁচড়াল রানা। সেডেরেস্কো দরজায় টোকা মারল, তারপর ভিতরে ঢুকে টুপিটা খুলে রাখল টেবিলের উপর। সোফায় বসে প্রশ্ন করল দ্রুত গলায়, 'ভ্যান জুড কি বলল?'

'খুব খারাপ কথা! আপনাদের জন্যে, অবশ্য। আপনারা একটা ক্যুর ষড়যন্ত্র করছেন।'

'মিথ্যুক, মিথ্যুক! যাকগে। আর্জেন্ট একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই—তাই এসেছি। আপনি জানেন শাহ গত পরশু প্রায় খুন হতে গিয়ে বেঁচে গেছেন?'

'না। কি ব্যাপার?'

রাশিয়ান সিগারেট ধরিয়ে নিল। তারপরই টোকা পড়ল দরজায়। লাফ দিয়ে উঠল সেডেরেস্কো, 'আমার ডাক।' দরজার দিকে এগোতে এগোতে আবার বলল রহস্যময় ভাবে, 'কিন্তু আপনার জন্যে আসলে।' দরজাটা ফাঁক করে বাইরে হাত বের করে দিল সোভিয়েট ইউনিয়ন এসব্যাসীর থার্ড সেক্রেটারি সেডেরেস্কো। একজন লোক করিডরে। তার হাতে বড় একটা পার্সেল। পার্সেলটা নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে বসল সেডেরেস্কো, 'আমার তরফ থেকে—একটি উপহার। ওপেন ইট।'

উপরের কাগজটা ছিঁড়ল রানা। ভিতরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ। ভিতরে উজ্জ্বল সাদা পাউডারের মত—বোধহয় ময়দা। মুখটা খুলে নিঃসন্দেহ হলো রানা। ময়দাই।

থার্ড সেক্রেটারি ঘোষণা করল, 'এই সেই আপনার বিখ্যাত গমের রূপান্তর। ওটুকুই বাগাতে পেরেছি আমরা।'

'এখানে নিয়ে এসেছেন কেন?' রানা ভুরু কুঞ্চিত করল।

থার্ড সেক্রেটারি সবজান্তার মত হাসল, 'মি. রানা, আমার হয়ে ছোট একটা এক্সপেরিমেন্ট করবেন কি? এক টুকরো কাগজ নিন। আর কাগজে রাখুন এক চিমটি ময়দা। তারপর উইন্ডো-সিলে কাগজটা আলগোছে রেখে এক প্রান্তে আগুন ধরিয়ে দিন লাইটার দিয়ে।'

রানা কথামত করল কাজটা। আগুন ধরিয়ে পিছিয়ে এল ও।

আগুনের শিখা ময়দাটুকুর কাছে পৌঁছুতেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জানালাটা। এক পা পিছিয়ে এল রানা অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। থার্ড সেক্রেটারি হাসছে। রানা ফিরল তার দিকে, 'আপনি বলতে চান রেলওয়ে ওয়াগনে আমরা য গমগুলো দেখে এসেছি এগুলো তারই গুঁড়ো?'

'হ্যাঁ। তবে সব নয়। কিন্তু মামুথ ভুনের গমের একটা সামান্য অংশ ভীষণ রকম বিস্ফোরক দ্রব্য। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো আমেরিকার তৈরি।'

রানার চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে থার্ড সেক্রেটারি আবার মুখ খুলল, 'গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস গেস্টাপোকে ফাঁকি দেবার জন্যে ময়দার মত দেখতে এই বারুদই ব্যবহার করেছিল। বড় প্রচণ্ড ক্ষমতা এর। এই হোটেলটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার জন্যে এই ব্যাগের দুই তৃতীয়াংশই যথেষ্ট।'

'কিন্তু আমার কাছে কেন এনেছেন? কোথা থেকে এল এ জিনিস?'

'মিউচ্যুয়াল কনফিডেন্স পাকা করার ইচ্ছে আমার। কোথা থেকে এল? দুঃখিত, জানা নেই। সম্ভবত পরিত্যক্ত আর্মস ডিপোয় ছিল অবশিষ্টটুকু, ইউরোপের কোথাও। হয়তো অস্ত্রশস্ত্রগুলো যে পাঠিয়েছে সে ভরে দিয়েছে এটুকু সঙ্গে। অবশ্য কোথায় পৌঁছুবার কথা অর্থাৎ কোথায় পৌঁছেছিল তা আমি জানি। জায়গা মতই পৌঁছেছিল।' থার্ড সেক্রেটারি সিগারেটে আগুন ধরাল আর একবার, 'শাহ-এর ডেস্কে, গত পরশু। নর্দার্ন প্রভিন্সের নতুন গম থেকে কি চমৎকার ময়দা তৈরি হয়েছে তার নমুনা দেখাবার কথা ছিল শাহকে। যথাসময়ে সতর্কবাণী পাঠাতে সমর্থ হই আমরা। এবং ব্যাগটা হস্তগত করি একই সাথে। আমরা টেরোরিস্ট নই, আমরা এ জিনিস চাই না। আপনাকে উপহার স্বরূপ দিচ্ছি—ভবিষ্যতে কাজে লাগবে হয়তো। অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু থাকে আপনার।'

'আসল কথা বলতে দেরি করছেন কেন? বলে ফেলুন কি বলতে এসেছেন।'

'সাবধান হোন, মি. মাসুদ রানা। ইয়াজদী পানিতে হাঙর, ডাঙায় কুমীর। তার সিকিউরিটির পক্ষে আপনি ফণা তোলা গোখরোর মত প্রকাণ্ড এক হুমকি। গত পরশুর ব্যর্থ ষড়যন্ত্র তার প্ল্যানের একটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অংশও এই একই উদ্দেশ্যে পরিচালনা করবে সে—শাহ-এর মৃতদেহ দেখার জন্যে। শাহ খতম মানে ইয়াজদীর সামনে খোলা রাস্তা। একমাত্র পথের কাঁটা তার

একজন, আপনি।'

'থ্যাঙ্কস। আমি এখন একটা কাজই করতে পারি। পরবর্তী প্লেনে ওয়াশিংটন গিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলি।' রানা পরীক্ষা করতে চায় সেডেরেস্কোকে। লোকটা কি সত্যিই সিরিয়াস?

'দেরি হয়ে যাবে। পলিটিশিয়ানদের চিনি আমি। ওয়াশিংটনে ইয়াজদীর অনেক সাপোর্টার আছে। আপনার প্রমাণ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধভূমিকা পরিষ্কার করতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবে। ইতিমধ্যে দেরি হয়ে যাবে অনেক। যা করবার এখানেই করতে হবে আপনাকে—ইমেডিয়েটলি। গো অ্যান্ড সি দ্য শাহ। কিংবা নিষ্ক্রিয় করুন ইয়াজদীকে। আপনি স্বয়ং। এবং আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি একই সাথে। আমাদের সিক্সথ আর্মি ইরানিয়ান বর্ডারে উপস্থিত। প্রয়োজন হলেই ঢুকব আমরা ব্যাপক ক্ষমতা নিয়ে।' উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলল থার্ড সেক্রেটারি। নবে হাত রেখে রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমরা গোটা ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছি, মি. মাসুদ রানা!' থার্ড সেক্রেটারির পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রথম কাজ রাশিয়ানের উপহারটা নষ্ট করা। ব্যাগটার ওজন দেখল হাতে নিয়ে রানা। বিশতলা একটা বিল্ডিং উড়িয়ে দেবে বলে কল্পনা করা যায় না। বলাও যায় না। বাথরুমে এল রানা ব্যাগটা নিয়ে। কমোডের মধ্যে খানিকটা ময়দা ফেলে পানি ঢালল আস্তে আস্তে। নরম হয়ে উঠল জিনিসটা। পানির স্রোতে ভেসে অদৃশ্য হলো ড্রেনের ভিতর। গোটা ব্যাগটা খালি করল রানা এভাবে। খালি ব্যাগটা নিজের ব্রীফকেসে ভরে রাখল ও। কেমিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করানো যাবে ওটা। ব্রেকফাস্ট সেরে নিল ও দ্রুত। সময় কাটাবার কথা ভাবতে গিয়ে বারের কথা মনে পড়ল রানার। নিচে নেমে এসে বসল ও। ভদকার অর্ডার দেবার পরপরই একজন ওয়েটার কাছে এল, 'মি. মাসুদ রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। ওয়েটার জানাল ফোন এসেছে। উঠে গিয়ে রিসিভার নিল রানা। কথা বলছে সেই রাশিয়ান থার্ড সেক্রেটারি সেডেরেস্কো, 'মাফ করবেন। ওই ''ময়দার'' ব্যাপারে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। টয়লেটের মধ্যে দিয়ে কোন ভাবেই নষ্ট করবার চেষ্টা করবেন না ওগুলো। আমরা ওটা করে সাজা পেয়েছি।'

'কেমন?' ঘাড়ের পিছনকার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে রানার।

'স্যুইয়ারের অরগ্যানিক ম্যাটার জিনিসটার সাথে মিশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। পাইপগুলো ফেটে গিয়ে গোটা বিল্ডিংটা ভূপাতিত হবে।'

'থ্যাঙ্ক! কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছেন আপনি।'

রাশিয়ানের হাসির শব্দ শুনল রানা। রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে বলল, 'সেক্ষেত্রে আমার অনুরোধ পালান। হোটেল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যান।'

নিজের টেবিলে ফিরে এল রানা। ভদকার স্বাদ তেমন নেই আর। প্যালেসে যাবে ঠিক করল ও।

রাফার অফিসে ঢুকতে এবার বেশি অসুবিধে হলো না। বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। সেনাবাহিনী সংখ্যায় অল্প। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুল রানা। রাফা

তেমনি চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বসতে অনুরোধ করল ওকে। চা এল। কবি হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল রাফা বেশ খানিকক্ষণ। তারপর প্রসঙ্গ বদলে ফেলে হঠাৎ বলে উঠল, 'ভাল কথা, হিজ ম্যাজিস্টির সাথে আজ সকালে দেখা করেছি। আপনার কথা উল্লেখ করতে ভুলিনি।'

রানা প্রতীক্ষা করছে।

'হিজ ম্যাজিস্টি আপনাকে স্বাগতম জানাতে পারলে খুশি হবেন।'

'কখন?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' রাফা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল মৃদু হেসে, 'আপনি আর ক'দিন থাকতে চাইছেন তেহরানে, মি. রানা?'

'অপ্রয়োজনীয় তথ্যে আপনার কোন কাজ হবে না। শাহকে আমি আগামী সপ্তাহে চাই না। দুদিন পরও না, এমন কি আগামীকালও না। এখন, সম্ভব হলে দশ মিনিটের মধ্যে দেখতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে,' রাফার চোখে কৌতুক, 'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে আমাকে আপনার জন্যে। বেশ, চেষ্টা করব আমি। আজ সন্ধেয় আবার মিলিত হচ্ছি শাহ-এর সাথে—আপনার কথা বলব সব।'

'থ্যাঙ্কু। আগামীকাল একই সময়ে আসব আমি। সম্ভবত খারাপ খবর শোনাবেন না।'

প্যালেসের গেট থেকে বেরিয়ে কয়েকটা দৈনিক কিনল রানা। কাগজগুলো দেখতে দেখতে পৌঁছুল বিদেশী এমব্যাসীতে। প্রতিটি দৈনিকে বড় বড় করে ছাঁপা হয়েছে জেনারেল ইয়াজদীর ছবি। কম্যুনিস্ট বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ইউনিভার্সিটি। টেন পি.এম. থেকে সিক্স এ.এম. অবধি কারফিউ জারী থাকবে। কম্যুনিস্ট পার্টি গোটা হাঙ্গামার জন্যে দায়ী। সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সন্তুষ্ট ছিল না রানা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জেরার পর জেরা করল ও। অ্যামব্যাসাডর প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন অসীম ধৈর্যের সাথে। প্রতিটি উত্তরের শেষে জুড়ে দিলেন, 'আমি দুঃখিত।'

সন্তুষ্ট হলো রানা। অ্যামব্যাসাডর প্রতিটি ব্যাপারেই যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত ছিল না। ব্যাপারটা ঘটনাচক্র মাত্র। রানা সরাসরি প্রশ্ন করল, 'শাহ-এর সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?'

'সাধারণ উপায় রাফার মাধ্যমে! দেখা তো করেছেন আপনি। আর একজন আছে—মিনিস্টার অভ দ্য কোর্ট। কিন্তু আমি চেষ্টা করে ওদের সাথে মিলিত হতে পারিনি। আপনার সাথে দেখা না হলেও আপনার খবর পেয়ে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে শাহ-এর সাথে দেখা করবার কথা আপনি বোধহয় ভাবছেন। তাই পরোক্ষভাবে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলাম আমি। জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে শাহ-এর সাথে দেখা করা। জেনারেল ইয়াজদী নিজে চেষ্টা না করলে কিছু করার নেই। দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে বলেই এত অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। কোনকিছুই বোঝানো এখন মুশকিল। মিনিস্টাররা নিজেরাই উদ্বিগ্ন। তবু, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। দেখি কি করা যায়। আগামীকাল কল করবেন একবার দয়া করে।' অ্যামব্যাসাডরকে

অসহায় দেখাল।

বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল রানা। আমেরিকান এমব্যাসীতে অ্যামব্যাসাডর জনস্টনকে পাওয়া গেল আজ। আধঘণ্টার মত কথা কাটাকাটি করল রানা। প্রেসিডেন্টের চিঠিটা দাখিল করল। জনস্টন একটু থমকাল। কিন্তু নিজের কথায় অটল রইল সে, 'আপনি ভ্যান জুডের সাহায্য নিতে চাইছেন না কেন? সেই-ই পারে অনায়াসে শাহ-এর সাথে আপনার দেখা করিয়ে দিতে।'

রেগে উঠল রানা, 'আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, মি. অ্যামব্যাসাডর। মনে রাখবেন, ওয়াশিংটনে অক্ষত দেহ নিয়েই ফিরব আমি। ওখানে আমার প্রথম কাজ হবে আপনার চাকরি খাওয়া।' কথাটা বলে দাঁড়াল না রানা। পিছন পিছন শুকনো মুখে এল জনস্টন। ট্যাক্সিতে চড়ে বসে সুরাইয়া এভিনিউয়ের নাম বলল রানা ড্রাইভারকে।

বাঙলোর দরজা খুলল আতাসী নিজেই। রানাকে দেখেই প্রশ্ন করল ও, 'পরশু তার পাঠিয়েছিলে একটা, মেজর?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'পাঠানো হয়নি জায়গামত। "উপর তলার" হুকুম। পোস্ট অফিসের এক বন্ধু আমাকে জানাল।'

দশ

রাফাকে পাওয়া গেল না প্যালেসে বিকেলে। তারই এক সহকারীর সাথে দেখা করল রানা। লোকটা অস্বাভাবিক রকম খাতির করে বসাল রানাকে। জানাল তার বস্ হিজ ম্যাজিস্টির সাথে রানার সাক্ষাৎ ঘটাবার একটা পাকা ব্যবস্থা না করে বিশ্রাম নেবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন। আগামীকালের মধ্যেই সম্ভবত।

আগামীকালের কথা শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। ফিরে এল ও হোটেলে নিষ্ফল আক্রোশে। আতাসীকে ফোনে পাওয়া গেল না। সারাটা দিন রূমের ভিতর বন্দী বাঘের মত পায়চারি করে বেড়াল রানা। সবকিছু ঘটছে ওর ইচ্ছার প্রতিকূলে।

রাত নেমে এল। ঘণ্টাদুয়েক আর বাকি ডেইজী ইরানীর গাড়ি পৌঁছুতে। তার আগে কয়েকটা কাজ সারা উচিত। পোশাক পরা শেষ হতেই ফোন বাজল। আতাসী?

তিন মিনিট পর রূমে ঢুকল আতাসী, 'ইনফরমেশন, মেজর। মামুথ ভুনের অস্ত্রশস্ত্র চমৎকার ঠাঁই পেয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'ইস্পাহান থেকে এই মাত্র ফিরেছে আমার ক'জন বন্ধু। ওখানে উপজাতীয়দের সাথে ওদের যোগাযোগ আছে। উপজাতীয়রা অস্ত্রগুলো ডেলিভারী নিয়েছে।'

'ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কি হলো? কোথাও না কোথাও হস্তান্তরিত হতই। ইস্পাহানের উপজাতীয়দের অস্ত্র পাওয়াতে ইরানের রাজধানীর

লাভ-লোকসান কোথায় দেখলে?'

'লাভ-লোকসান আছে, মেজর। এক, যে উপজাতীয়দের কথা বলছি তাদেরই গোত্রভুক্ত ইয়াজদী। ওরা জেনারেলের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ দুই. শাহ একবার ওদেরকে নিরস্ত্র করেছিলেন জাতিগত সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে সেই থেকে ওই উপজাতীয়রা শাহ-এর এক নম্বর শত্রু। ইয়াজদীর ষড়যন্ত্রে সানন্দে সাহায্য করতে প্রস্তুত ওরা। অন্যান্য উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবার। অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে সেজন্যেই। আরও একটা খবর আছে

রানা শুনছে।

'জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে শাহ নিহত হতে যাচ্ছেন আগামী দু'দিন পর জিমন্যাস্টিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজাফিয়া স্টেডিয়ামে। সচরাচর জনসাধারণের সামনে আত্ম প্রকাশ করেন না শাহ। সুতরাং এই সুযোগে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হলে আশ্চর্য হব না আমি।'

'এক্সট্রা অর্ডিনারী সিচুয়েশন, সন্দেহ নেই। শাহও নিশ্চয় এ গুজব শুনেছেন। কিন্তু গ্রাহ্য করবেন বলে মনে হয় না। কেন না সপ্তায় দু'তিন বার এরকম গুজব তিনি শুনতে অভ্যস্ত।'

'মজার ব্যাপার হলো এই যে, যে বন্ধুটি খবরটা শোনাল আমাকে সে বউ ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইউরোপে। তার মানে গুজবটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সে।'

'আশ্চর্য হচ্ছি না আমি। শোনো আজ কি ঘটেছে।' রানা রাশিয়ান থার্ড সেক্রেটারির সাথে ওর আলাপের কথা বলল আতাসীকে।

চিন্তিত দেখাল ওকে, 'আগামীকাল আমাকে সঙ্গে নিয়ো, ওস্তাদ। রাফার সাথে দু'জনে এক সাথে দেখা করব। আমার হাতে একটা অস্ত্র আছে। মুভি। অবশ্যই বিশেষ ধরনের নীল চলচ্চিত্র। মাঝে মধ্যে নিজেও অংশগ্রহণ করে ও প্রমাণ আছে আমার হাতে।'

রানাকে অনুপ্রাণিত করতে পারল না আতাসীর কথা। বিদায় নিয়ে চলে গেল আতাসী নিজের কাজে। তারপরই ফোন বাজল। ইরানীর গাড়ি এসেছে।

গাড়ির শোফার বোবা। কালা কিনা বুঝতে পারল না রানা। এদিক ওদিক না তাকিয়ে রোবটের মত সিধে গাড়ি চালাতে লাগল সে। চওড়া রোড ধরে আধ ঘন্টা ছুটল গাড়িটা। তারপরই অপরিচিত এলাকায় প্রবেশ করল। দু'ধারে তেপান্তরী মাঠ, মাঝে মধ্যে দু'একটা ভিলা। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে এর পরের পাহাড়ী রাস্তা। স্বচ্ছন্দে উঠে যেতে লাগল গাড়ি। তারপর প্রাইভেট রোডের একটা গেট অতিক্রম করে মোড় নিল। এবার বাড়িটার আলো নজরে পড়ল রানার।

বারান্দার সিঁড়ির ধাপে অপেক্ষা করছিল ডেইজী ইরানী। শাড়ি পরেছে ও। কলাপাতা রঙের জর্জেটের শাড়িতে অসম্ভব মানিয়েছে ওকে। গাড়ি থেকে নেমে ইরানীর হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিল রানা। কাঁপা কাঁপা চোখ দুটো নামিয়ে নিল ইরানী। রানার মনে হলো লজ্জাবতী লতা মেয়েটি।

চোখ তুলে মৃদু গলায় ইরানী বলল, 'এতদূরে আসতে বিরক্ত বোধ করোনি তো?'

'করেছি। সারাটা পথ পাশে তোমার অভাব খোঁচা মেরেছে বুকে।' বুকে

আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল রানা। ইরানী লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ভিতরে চলো। গেস্টদের সাথে দেখা করা দরকার এবার। পরে কথা বলব তোমার সাথে।'

ভিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল রানা। বিরাটদেহী এক মহিলা যেচে আলাপ করল ওর সাথে। ইরানীর বোন বলে আত্মপরিচয় দিল এবং প্রস্তাব করল চারদিক দেখাবার।

আধো আঁধারে বহু লোককে পাশ কাটিয়ে যুবতীর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াল রানা। হলরুমে এল ওরা সবশেষে। ইরানীর বোন সোফায় হেলান দেয়া এক যুবতীর উদ্দেশে কথা বলে উঠতে রানা চকিতে সেদিকে তাকাল। যুবতী বলছে. 'তুমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছ মি. মাসুদ রানার সাথে, তাই না মালকা?'

স্ট্যান্ডার্ড লাইটের আবছা আলোয় মালকাকে সামনে ঝুঁকে পড়তে দেখল রানা। 'অফকোর্স। হাউ আর ইউ, মি. রানা?' মালকা হাতটা বাড়িয়ে দিল আলগোছে সেটা করায়ত্ত করে মৃদুভাবে উল্টো পিঠে চুমু খেল রানা। মালকা বলে উঠল, 'কেমন দেখলেন এই ক'দিনে ইরান?'

'সব কিছুই আশ্চর্যজনক দেখলাম,' রানা হাসতে হাসতে জানাল. 'দুর্ভাগ্য এই যে শেষ ক'টা দিন ধ্বংস কাণ্ড দেখতে হলো।' রানা মালকার হাতটা ছাড়ল না। মালকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুঃখিত, সত্যি বলছি। ওসব কিছুই না। সব দেশেই ট্রাবলমেকার কিছু মানুষ থাকে—তাদেরই কারসাজি।'

রানা ওর হাত ধরে একটু টানল, যেন গাইড করতে চায়. 'কিন্তু অনেক লোক মারা গেছে শুনলাম।'

'প্রোপাগান্ডা—কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডা। সামান্য গুলি চলেছে বটে. কিন্তু সৈন্যরা ওদেরকে তাড়াবার জন্যে ফাঁকা শব্দ করেছিল।'

'আমি কিন্তু ট্যাঙ্কও দেখেছি।'

'সে-ও ওদেরকে ভয় দেখাবার জন্যে আনা হয়েছিল।'

রানা ভাবল হয় মালকা ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নয় বাপের চেয়েও বড় মিথ্যুক। মুখে এসব কথা বলল না রানা. 'কোথা থেকে তোমার পোশাক তৈরি করাও বলো তো? এত সুন্দর দেখায় তোমাকে সব সময়?'

মালকা গর্বিত ভাবে হাসল. 'বছরে দু'বার প্যারিসে যাই আমি। আমার ড্রেস পছন্দ তোমার?'

'খুব।' হলরুমের লোকজন কেউ লক্ষ্য করছে না ওদেরকে। ইরানীর বোন ওদের দু'জনার অজান্তে অদৃশ্য হয়েছে এক সময়। কাছাকাছি থেকে ইরানীর গলা কানে ঢুকল রানার. 'ভাবলাম তোমাকে বুঝি আমি হারিয়েই ফেলেছি।' ইরানী আরও কাছে এসে দাঁড়াল। নাচতে যাচ্ছিল রানা। ইরানী বলে উঠল. 'আরে শুরু করো তুমি নিঃসঙ্গ মনে করে খোঁজ নিতে এলাম আমি।' একটু থেমে ও আবার বলল. 'মালকার সাথে সময় কাটাও. পরে আসছি আমি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু পদক্ষেপে হলরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো ইরানী। রানা মালকাকে বলল. 'ড্রিঙ্ক?'

'গুড আইডিয়া ও হাসল. 'আমার পছন্দ অরেঞ্জ জুস. প্লীজ।' রানা বার-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। ইরানীর দেখা পেল রানা বারে. বক্তা প্রকৃতির ক'জন প্রৌঢ় ঘিরে রয়েছে ওকে সাধারণ ভাবে চোখ ঘুরিয়ে দেখল ও রানাকে। সামান্য

একটু হাসল। ভদকা আর অরেঞ্জ জুসের অর্ডার দিয়ে হলরুমে ফিরে এসে রানা দেখল দু'জন লোককে নিয়ে মডার্ন আর্ট সম্পর্কে আলাপ জুড়ে দিয়েছে মালকা পানীয় শেষ করেই বারে ফিরে এল রানা।

রানা সামনে এসে দাঁড়াতে মুখ তুলে তাকাল ইরানী। প্রৌঢ় গেস্টদেরকে অগ্রাহ্য করে রানা চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, 'আমার সাথে নাচবে, ডেইজী?'

উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই ইরানীর বাহু আঁকড়ে টেনে এনে বাজনার তালে তালে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে রানা। অগত্যা তাল বজায় রাখতে হলো ইরানীকে কানের কাছে ঠোঁট এনে কথা বলল রানা, 'এই সব লোক কখন বিদায় হবে? একা হতে পারব না আমরা?'

'কাদের কথা বলছ।' ইরানী উৎকণ্ঠিত, 'তোমার মতই এখানে সবাই আমার গেস্ট।'

'কী রূঢ় সত্যি কথা!' রানা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অথচ আমি ভেবেছিলাম আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ থাকবে না।'

'পাগল লোক!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল ইরানী 'সবাই বিদায় নেবেন খানিক পর। আমরাও বেরুব।'

'কোথায় আবার যাব আমরা?'

'ছোট একটা বাড়ি আছে। এখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে।' ত্রস্তে হাঁটা দিল ইরানী

দশ মিনিট। ফেরত এল ইরানী। বলল, 'আমাকে অনুসরণ করো দূর থেকে।' হল-রুম থেকে বেরিয়ে করিডরে চলে এল ইরানী সিঁড়ির ধাপ কটা টপকে উঁচু কংক্রিটের সরু রাস্তা ধরে বাগানের দিকে পা বাড়াল ধীরে ধীরে। ক্রমশ গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

গাছপালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা অসহায় ভাবে তার পরই পদশব্দ কানে ঢুকল। দ্রুত কয়েক পা এগোল ও শব্দ লক্ষ্য করে আর কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকার বাগান নিস্তব্ধ কাছ থেকে শোনা গেল ইরানীর কৌতুকময় গলা, 'পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?'

ইরানীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল ওকে রানা বাগানের শেষপ্রান্তে আবার কংক্রিটের সরু উঁচু পথ বাড়িটা দূর থেকেই দেখা গেল।

ল্যাম্প-অয়েলের গন্ধময় একটা রুমে নিয়ে এল ইরানী রানাকে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও আলো জ্বালি।' ল্যাম্প জ্বালল ও পাণ্ডুর রোগাক্রান্ত আলো ছড়িয়ে পড়ল রুমের ভিতর। ল্যাম্পের সবুজ শেড। রুমটা ছোট মস্ত একটা ডিভান, দুটো কাঠের চেয়ার, নিচু একটা টেবিল ছাড়া কিছু নেই

'নিখুঁত পরিবেশ,' ফিসফিস করে উঠল ইরানী, 'কেউ বিরক্ত করবে না এখানে।'

সম্মোহিতের মত এগোল রানা তারপর একটা শব্দ ঘাড় ফেরাবার আগেই ছাদটা যেন ভেঙে পড়ল চাঁদির উপর। নিঃশব্দ বিস্ফোরণ হলো যেন কোথাও ল্যাম্পটা শতধাবিভক্ত হয়ে জ্বলতে লাগল চোখের সামনে। একে একে নিভছে

ওগুলো। বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, না ভাসমান অবস্থায় রয়েছে বুঝতে পারল না রানা। মনে হলো ইরানী হাসছে খিলখিল করে। কিন্তু ভাল করে কিছু দেখাও গেল না, বোঝাও গেল না শত টুকরো আলোগুলো হঠাৎ পালিয়ে গেল। অন্ধকার, অটুট গাঢ় অন্ধকার

এগারো

নিজের চেষ্টায় ফাঁক হলো চোখের পাতাগুলো। দেখা গেল একটি কালো দেহ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে রানা বুঝতে পারল সে চোখ মেলেছে মুখ হাঁ করে চিৎকার করতে চাইল ও। কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। কব্জিতে ব্যথাবোধ করল কি যেন আটকে গেছে ওখানে শক্তভাবে। আলোর দিকে মাথা ঘোরাতে লাগল রানা একচুল একচুল করে। গলায় ব্যথা লাগছে। আধখোলা দরজা দিয়ে নীল আকাশ উঁকি মারছে রুমের ভিতর। রাত কেটে গেছে।

বেডের পাশে মূর্তিটার দিকে মাথা ঘোরাল রানা। গলাটা এবারও ব্যথা করে উঠল উজ্জ্বল কাপড় পরা লোকটা একজন পারসিয়ান। বড় বড় দাঁত বের করে হাসছে কালো সিল্কের পায়জামার মত অদ্ভুত এক ঢিলে পোশাক লোকটার সারা গায়ে গলার কাছে বোতাম আঁটা। কোমরের বেল্টে লটকানো একটা পিস্তল। ধূমপান করছে লোকটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে দাঁড়িয়ে।

নড়াচড়া করা যায় কিনা দেখলে হয়। চেষ্টা করল রানা। মাথাটা তুলতে পারল কিন্তু বেশি তুলতে গেলে ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকে আসে। হাত দুটোর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে নড়ানো গেল না। ডিভানের সাথে আঁট করে বাঁধা। ডিভানেরই তলা থেকে সরু একটা দড়ি উঠে এসে পা দুটোকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে নীরব সংগ্রাম শুরু করল রানা। হাঁপিয়ে উঠল। ঘামল দরদর করে। কিন্তু একচুলও ঢিলে হলো না বাঁধন হাঁপাতে হাঁপাতে কাহিল হয়ে পড়ছে রানা। চোখ দুটো বুজে আসছে কোথাও যেন যাচ্ছে ও, নেমে যাচ্ছে, নিচে, আরও নিচে

ভয়ঙ্করভাবে ধাক্কা খেয়ে চোখ মেলল রানা। কালো পোশাকী লোকটা একটা এলুমিনিয়ামের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের বাঁধন খুলে দিল লোকটা। শক্তি দরকার, খেতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। হয়তো মুক্ত হবার একটা সুযোগও এসে যাবে কিন্তু না লোকটা চতুর। বাঁধন খুলল না। নুয়ে পড়ল সে। রানাকে মাথা উঁচু করতে হলো অগত্যা। শিশুর মত পাত্রে মুখ ঠেকিয়ে সেমাই খেল রানা। এভাবে পানি পান করিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল অভদ্র লোকটা। অভদ্রই মনে হলো লোকটাকে রানার।

ডেইজী ইরানী। ভাবতে শুরু করল রানা ওর কথা। লাফ দিয়ে চিন্তাটা টেনে আনল স্বপথে আর একজন মেয়েকে মালকা। ইয়াজদীর মেয়ে। এই সামার লাউঞ্জে মালকাকে দেখে সন্দেহ করা উচিত ছিল ওর। সতর্ক থাকা উচিত ছিল। সোহানীর কথা ভাবল রানা। ও হয়তো ভাববে ইরানীর সাথে ক'দিন সঘন আনন্দে কাটাতে গেছে কোথাও রানা।

পাশ ফেরার চেষ্টা করল রানা। ব্যর্থ হলো মাত্র ইঞ্চি দুয়েক কাত হতে পারল ও। দরজাটার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি দিয়ে মাপার চেষ্টা করল ও দূরত্বটুকু তিন গজের বেশি হবে না। রুমটার চারদিকে দেখল বহু চেষ্টা করে সাহায্যকারী কিছু চোখে পড়ল না। পড়লেই বা কি, হাতে কে তুলে দেবে?

দরজাটা খুলে গেল মৃদু শব্দে।

'কেমন অবস্থা তোমার?' ইরানী দাঁড়িয়ে আছে দরজার গোড়ায়। ভিতরে ঢুকল ও মৃদু পায়ে। চোখে মুখে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। কিন্তু হাসার চেষ্টা করছে তবু, 'মাথাটা ব্যথা করছে বুঝি? টিপে দেব?' এগিয়ে এসে ডিভানের পাশে দাঁড়াল ইরানী। রানা একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল, 'তোমার সবটুকুই তাহলে অভিনয় ছিল?'

'অভিনয়?' চমকে উঠল ইরানী।

রানার ভুরু কুঁচকে উঠল, 'নাকি ঠাট্টা?'

'অভিনয় কেন বলছ, রানা!'

'বেশ আর বলব না। কিন্তু এসব যদি ঠাট্টাই হয় তাহলে বাঁধন খোলো আমার। আর ব্যাখ্যা করো সব।'

ইরানী ডিভানে রানার পাশে বসল। কিন্তু বাঁধন খোলার কোন আগ্রহ দেখা গেল না ওর মধ্যে। হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে, 'রানা, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'ভালবাসার কথা বলার জন্যে বাঁধার দরকার হয় বুঝি?'

'না। আমি তোমাকে বাঁধিনি। তবে এই তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছে, রানা।'

চড়া হলো রানার মেজাজ, 'কেন এমন জঘন্যভাবে খেলছ, ইরানী? তোমার প্রশংসা না করে উপায় নেই। তোমার পাতা ফাঁদে বোকার মত পা দিয়েছি আমি।'

ইরানী নুয়ে পড়ে বলল, 'ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি। সত্যি তোমাকে আমি ভালবাসি। ওরা ফাঁদ পাতার আদেশ দিয়েছিল আমাকে, কিন্তু আমি ওদের দলের কেউ নই। একাজ আমি করেছি শুধুমাত্র তোমার স্বার্থে, রানা। আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার এই অবস্থার জন্য ওরা খুব খুশি। আর সেই কারণেই ওরা তোমাকে কোনরকম আঘাত করবে না। হ্যাঁ, আমাকে কথা দিয়েছে ওরা। দেরিও হবে না, আগামীকালই তোমার বাঁধন খুলে দেব আমি। গাড়ি করে কারাজে বেড়াতে যাব ঠিক করেছি, জানো রানা?'

'কারাজে? আমাকে লেকে ডুবিয়ে মারার প্ল্যান তোমাদের?'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝবার জন্যে গোঁ ধরে আছ।' ইরানী করুণভাবে হাসল, 'ওখানে বেড়াতে যাব আমরা, বুঝলে? বছরের এই সময়টা বড় মধুর লাগবে ওদিকটায়। গোটা একটা সপ্তাহ কাটাব আমরা দু'জনা। স্রেফ আমরা দু'জন। আর কেউ না।'

'তুমি জানো তোমার ভিতর চেতনা বোধ বলে কোন জিনিস নেই?' রানা বলে উঠল।

'ও কথা কেন বলছ? তুমি চাওনি আমার সঙ্গ? নাকি মিছে অভিনয় করেছিলে তখন?' ইরানীর গলায় ব্যথা।

'তা নয় কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম তার মধ্যে কি এই বন্দীত্ব ছিল?'

'তা ঠিক কিন্তু আমি কি তোমাকে বাঁধতে চেয়েছি? ওরা বলল, তাই সাহায্য করতে হলো। সেতো তোমারই মঙ্গল কামনা করে। ওরা হয়তো খুনই করে ফেলত তোমাকে। চোখের সামনে আমি তা দেখি কেমন করে! এ কি তার চেয়ে ভাল হয়নি? হাজার হোক, এখনও তুমি বেঁচে আছ।'

'দয়াময়ী তুমি, তাই। আচ্ছা "ওরা" কারা? তারা বুঝি এই ষড়যন্ত্রে তোমার পার্টনার? মালকা?'

'জানোই যখন জিজ্ঞেস কর কেন।'

'বুঝলাম। আমার নিরাপত্তার জন্যে এত দরদ তোমার। ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছ কেন তবে?'

ইরানী হাসল কৌতুক বোধ করে। বলল, 'তুমি জানো মালকা কার মেয়ে, নয় কি? ও যখন কোন কাজ করে দিতে বলে তখন তা করতেই হয়, বুঝলে? গতবছর ওর এক বান্ধবী কথা শোনেনি, একটা কাজ করে দিতে অস্বীকার করেছিল। পাহাড়ে পাওয়া গেল তারপর তাকে। টুকরো টুকরো করে কাটা।'

'তাহলে আমার সাথে তোমার প্রথম দিককার আচরণ আগে থেকে প্ল্যান করা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে দেখে তোমায়…তোমায় ভাল লেগে যায় আমার।'

'তারপর?'

'মালকার বাবা স্বয়ং আমার সাথে দেখা করে। সে বলল তোমাকে এখানে দু'দিন আটকে রাখতে হবে। ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়। অবশ্য তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।'

রানা চিন্তা করছিল। ইরানী থামতে বলল, 'তুমি বুঝতে ভুল করেছ, ইরানী। অন্তত আমার বাঁধনগুলো ঢিলে করে দাও। তাহলে দোষী ভাববে না কেউ তোমাকে। বাকিটা আমি একা সেরে নিতে পারব।'

'না। ও আমি পারব না, রানা। কোন লাভও নেই তাতে। লোকটাকে দেখছ তো? ওরা তিনজন পালা করে দরজা পাহারা দিচ্ছে। সন্দেহ হলেই গুলি করে আহত করার হুকুম আছে ওদের। ওরা গুলি না করলেও পার্কের ভিতরের কুকুরগুলো রেহাই দেবে না তোমাকে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। ওদেরকে ফাঁকি দিয়েও কোন লাভ নেই। গেটে পাহারাদার আছে। বাইরে পাহাড়। সরু রাস্তা, দু'পাশে খাদ। তুমি এদিককার পথও চেনো না। ওরা চেনে। তিন মিনিটে ওরা তোমাকে আবার ধরে ফেলবে। রানা, আমাকে বিশ্বাস করো তুমি। বাইরের চেয়ে এখানেই তুমি নিরাপদে আছ। তাছাড়া দেরি হবে না তোমার মুক্তি পেতে!'

রানা অসহায়ভাবে চোখ বুজল। এই মেয়েকে সত্যি কথাটা বোঝাতে পারছে না ভেবে নিজের উপরই ধিক্কার জন্মেছে ওর। ইয়াজদী অত্যন্ত সাবধানী লোক। ব্যবস্থাপনা নিখুঁত ভাবেই করেছে সে।

রানা নরম গলায় নতুন করে বোঝাতে শুরু করল ইরানীকে, 'শোনো, তুমি

জানো আমি কে?'

'তুমি মাসুদ রানা—পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছ। ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ। আমি বাঙালী তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আমি বেড়াতে আসিনি তুমি জানো কেন এখানে এসেছি?'

'কেন? জানি না।'

'জানবার আগ্রহ হয়নি তোমার কখনও?'

'হ্যাঁ—তা হয়েছে, কিন্তু আমি ধরে নিয়েছিলাম পলিটিক্সের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক হয়তো আছে। কেননা তুমি ইয়াজদীকে চেনো।'

'না, আমি পলিটিক্সে নেই। ইরানী, তুমি জানো সিক্রেট সার্ভিস কাকে বলে?'

'স্পাই?'

'তাও বলতে পারো। শোনো, আমি আমেরিকান সরকারের হয়ে কাজ করছি। সেই কাজেই ইরানে এসেছি। আমার বস্ তোমাদের এই জেনারেল ইয়াজদীর মত। ইরানী, তুমি জানো আমেরিকা ইরান বন্ধুরাষ্ট্র?'

শুকনো হাসি দেখা দিল ইরানীর ঠোঁটে. 'একশোবার জানি। ওরা কত ডলার দিয়েছে আমাদেরকে!'

'ফাইন। তা সত্ত্বেও তুমি বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা? ইয়াজদী যে আমাকে খুন করতে চাইবে এটা কি পানির মত পরিষ্কার নয়?'

'কিন্তু—তুমি জানো আমি সামান্য একটি মেয়ে—পলিটিক্স বুঝব কেমন করে!'

'শোনো সব ব্যাখ্যা করে বলছি। জেনারেল ইয়াজদী তোমাদের দেশের একজন বিশ্বাসঘাতক। সে শাহকে হত্যার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ক্ষমতা দখল করার ইচ্ছা তার নিজের। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার অভিযানে পাঠানো হয়েছে আমাকে!'

ইরানীকে কৌতূহলী দেখাল, 'সত্যি? তুমি যা বলছ তা সত্যি?'

'আমাকে বিশ্বাস করো।'

অকস্মাৎ ছোট বাচ্চার মত হাততালি দিয়ে উঠল ইরানী, 'কী মজা! কী মজা হবে তাহলে। রানা, তুমি একটা পাগল। জেনারেল যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে কিন্তু বড় ভাল হয়।'

'কী বলছ? কেন?'

'জানো না! মালকা যে আমার বন্ধু। আমার জন্যে ব্যাপারটা খুব ভাল হবে।'

'কিন্তু শাহকে যদি জেনারেল খুন করে?'

'শাহকে খুন করার কত চেষ্টাই তো হয়েছে—আরও হবে। শাহ তো একদিন নিহত হবেনই—সবাই তা জানে। কিন্তু রানা, তুমি যাই বলো, জেনারেল জিতলে খুব ভাল হয়।'

'তুমি একেবারে কচি খুকি।'

'কচি খুকি মানে?'

'কিছু না। স্রেফ বাঁধনটা খুলে দাও আমার।'

'অনুরোধ করছি রানা—ও কথা আমাকে বোলো না।'

'তুমি জানো ওরা আমাকে খুন করবে। তার কারণ অনেক বেশি জানি আমি সচেতনভাবে আমাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছ তুমি।'

'ওরা অমন কিছু করবে না। তাছাড়া আমি করতে দিলে তো

'ইরানী তোমার মত বোকা মেয়ে দুনিয়ায় আর একটিও নেই।'

'তাই-ই। বোকামি করে তোমাকে যদি আঘাত থেকে বাঁচাতে পারি তবে বোকা মেয়ে হতে একটুও আপত্তি নেই আমার

'অন্তত আমার একটা মেসেজ ডেলিভারী দেবার ব্যবস্থা করো

'রানা—না। জেনারেল জানলে খুন করবে আমাকে। শোনো, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি। অফিসে না গেলে নয় আগামীকাল ছুটির দিন—সারাটা বেলা তোমার পাশে থাকব।'

পিছু ডাকার আগেই ইরানী রানার রুম থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত

দুপুর অতিক্রান্ত। বিকেল নামল। ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙল একটা হাতের মৃদু নাড়া খেয়ে। জেনারেল ইয়াজদী উপস্থিত ডিভানের পাশে।

'হাউ আর ইউ, ইওর হাইনেস প্রিন্স মাসুদ রানা?' ইয়াজদীর গলায় ইরানীর মতই স্বাভাবিকতা।

'অবস্থার উন্নতি হবে বাঁধনগুলো খুলে দিলে।' যথাসম্ভব শান্ত, উদ্বেগহীন গলায় উত্তর দিল রানা, 'আমার, তোমারও। আমি জানি তুমি দুশ্চিন্তায় ভুগছ। দুটি দেশের সিটিজেন আমি। দু'দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছি এখানে আমি এর জন্যে তোমাকে জবাবদিহি দিতে হবে।'

ব্রেস্ট পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বালকের মত হেসে উঠল ইয়াজদী, 'দারুণ হিউমার বোধ তোমার।' সিগার বের করে ধরাল ইয়াজদী, 'বাঁধন তোমার খুলব বৈকি, এখন নয়। যখন তোমার পালাবার কোন উপায় থাকবে না, তখন।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানার মাথার এক হাত উপরে, 'অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে কম অ্যাকশন দেখাওনি।'

'থ্যাঙ্ক।' কোনরকম উত্তেজনা নেই রানার গলায়।

'কিন্তু আমেরিকান অ্যামব্যাসাডরটা যদি একটু চালাক হত তাহলে তোমাকে বাঁচাতে পারত হয়তো।'

রানা পাল্টা খোঁচা মারল, 'কিন্তু তোমার এজেন্টরা যদি কাজের লোক হত তাহলে ময়দার ব্যাগ বার্স্ট করাতে ব্যর্থ হত না।'

ইয়াজদী আরও জোরে হেসে উঠল, 'ব্রেভো! মাই ডিয়ায় ফেলো। প্রশংসা ছাড়া করার কিছুই নেই। উপযুক্ত সময়েই তোমাকে অক্ষম করে দিয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে।'

'বাজে কথা না হয় নাই বললে। উদ্দেশ্য কি তোমার বলতে পারো?'

'তোমাকে খুন করা, অফকোর্স।'

'বেড়ে বলেছ।' হাসল রানা চেষ্টা করে, 'নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস তোমার। কিন্তু জানো…'

'আমাকে বলতে দাও,' ইয়াজদী সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা রানার দিকে ধরে

প্রফেসরের মত বুঝিয়ে বলার ধরনে কথা বলছে, 'তোমাকে খুন করব এ কারণে নয় যে তুমি বহু কিছু জানো। কয়েক ঘণ্টা পর আমিই হব এই সম্পদশালী দেশের আইনসম্মত মাথা। তুমি জানো না আমি অসম্ভব সাবধানী লোক। আমি তোমার শত্রু, তুমি আমার শত্রু। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখে বোকারা। আমি বোকা নই। আমার আয়ুকে দীর্ঘ করার জন্যেই শত্রুদেরকে খুন করে থাকি আমি। তাছাড়া ছোট একটা গোপন খবর তোমাকে জানাই,' ইয়াজদী রানার দিকে নুয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় কথাটা বলল, 'আমি মানুষ খুন করে চরম আনন্দ পাই।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল দৈত্যদেহী জেনারেল, 'আজকাল, তুমি জানো, আমার কাজ প্রশাসনিক আওতায় পড়ে। বহু বছর আগে আমি ছিলাম হিউম্যান সাইকোলজির উগ্রবাদী ছাত্র। রাজনৈতিক বন্দীদেরকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে আনন্দ বোধ করতাম। ওটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলতে পারো।' আবার গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে রানার উপর ঝুঁকে পড়ল ইয়াজদী, 'এখানে আর কেউ নেই, তুমি আমি ছাড়া। প্রত্যেকটা বন্দীর হাড়-গোড় ভাঙতাম আমি। কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি সময় দেয়নি কেউ আমাকে। তার আগেই হেরে যেত। মানে বেঁচে থাকতে পারত না।'

'আমি নিঃসন্দেহ, তোমার মত পাষণ্ড দেশের মাথা হলে দেশ রসাতলে যাবে অবশ্য তুমি যদি মাথা হতে পারো কোনদিন।'

'পারব আমি,' আশ্বাস দিল ইয়াজদী, 'বিশ্বাস করো তুমি আমাকে। বলছি তোমাকে আমার প্ল্যান।'

রানা মন্তব্য করল না দেখে বলতে শুরু করল ইয়াজদী, 'আমি অনেক ভেবেছি। দেখলাম এক ঘায়ে শাহকে আর তার ঘনিষ্ঠ সহচরদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলে সব দিক দিয়ে সেটা ভাল হয়। টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল বেছে নিতে পারতাম আমি। কিন্তু যথেষ্ট পাকা লোক আমার নেই ওকাজের জন্যে। তাছাড়া উপায়টা বড় রিস্কি। কোন একটা ভুল হয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা। আমি ঠিক করেছি অন্য একটি উপায়ে শাহকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব আমি।'

'শাহকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে তুমি?' নিরুদ্বেগ গলায় কথাটা আওড়াল রানা।

'ঠিক তাই। আগামীকাল প্যারেড গ্রাউন্ডে শাহ তার জন্মবার্ষিকীতে সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করবে। অবশ্যই তাকে কড়া ভাবে গার্ড দিয়ে রাখা হবে। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। রেডিও কন্ট্রোলড্ একটা এরোপ্লেন আছে আমার। হান্ড্রেড কিলো ডিনামাইট লোড করা। শাহ প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়াবার পরই সবেগে গিয়ে তার পায়ের কাছে বিস্ফোরিত হবে। সেন্টিমেন্টাল কারণে আমি বেছে নিইনি এই উপায়টা। ইচ্ছা করলে সাধারণ প্লেনও ব্যবহার করতে পারতাম বটে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাইলট তার বিবেক দ্বারা চালিত হতে পারে ভেবে এই উপায়টাকেই সর্বোত্তম বলে মেনে নিয়েছি আমি। রেডিওর তো আর বুদ্ধি-বিবেচনা বলতে কিছু নেই। বন্ধুবর জেনারেল ভ্যান জুড আমাকে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে বাধিত করেছে। মহড়া পর্ব খতম হয়েছে ইতিমধ্যে। টার্গেটের এক গজের মধ্যে পৌঁছাতে পারা সম্ভব হয়েছে প্লেনটাকে। ইনোসেন্ট

ট্যুরিস্ট প্লেনটাকে বিমান বাহিনীর কোন প্লেন ধাওয়া করবে না সে ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত। তাছাড়া ধাওয়া করলেই বা কি, কাজ সারতে তো মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে। কিছু বুঝতে পারার আগেই সব খতম হয়ে যাবে।'

'তুমি নিশ্চয় উপস্থিত থাকবে না শাহ-এর সাথে?'

'হেভী ট্রাফিকের জন্যে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে আমার।'

'আর সব দোষ নিশ্চয় কম্যুনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপবে?'

'বুদ্ধিমান লোক তুমি, আর একবার স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই। এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টির বিলি করা প্রচারপত্রও পাবে জনসাধারণ। তাতে শাহকে হত্যা করার স্পষ্ট হুমকি লিপিবদ্ধ থাকবে। শাহ নিহত হলেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে এ কাজ কম্যুনিস্টদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ওদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমি স্বহস্তে ক্ষমতা নেব। অবশ্যই কমান্ডাররা অনুরোধ জানাবে আমাকে...'

'এবং যদি দরকার পড়ে তাহলে নির্দিষ্ট একটি উপজাতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার সাহায্যে।'

'গুড হেভেনস্! তাও জানো তুমি?'

'বাট টেল মি, জেনারেল ইয়াজদী,' নিজেকে রানার প্রেস কনফারেন্সের একজন রিপোর্টার বলে মনে হচ্ছে, 'রাশিয়ানরা পরিষ্কার জানে যে তাদের বন্ধুরা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত নয়। সাইবেরিয়ান অঞ্চলে ওদের যে সেনা মোতায়েন আছে তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে নাও থাকতে পারে। তখন?'

শ্রাগ করল বৃষস্কন্ধ ইয়াজদী। সিগার ধরাল নতুন একটা। বলল, 'হোয়াইট হাউজ চায় না ইরানে রাশিয়ান ফ্ল্যাগ উড়ুক। জেনারেল ভ্যান জুড রিপোর্ট করবে ইউ.এস. গভর্নমেন্টকে। কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক শাহকে নিহত করার বিশদ বিবরণ থাকবে তাতে। ওর রিপোর্টই মেনে নিতে হবে। আর কেউ উচ্চপদস্থ থাকবে না রিপোর্ট করার জন্যে। তুমিও না।'

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। কিন্তু এটাই তোমার দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। আমি যার সৌভাগ্য কামনা করি তাকে দুর্ভাগ্যের শিকার হতেই হয়। বহুবার দেখেছি আমি।'

'তাই যদি সত্যি হয় তাহলে এবার ব্যতিক্রম সৃষ্টি হবে একটা। আমি জিতব।' কথাটা শেষ করে প্রকাণ্ড হাঁ করে হাসল নিঃশব্দে দৈত্যদেহী জেনারেল। দরজার দিকে মুখ করে ডাকল, 'আরা!' ডাকের সাথে সাথে একজন জোব্বা পরা পারসিয়ান যন্ত্রচালিতের মত তিন হাত দূরে এসে দাঁড়াল। রানা নিরুদ্বেগ প্রকাশ করার জন্যে চেষ্টাকৃত হাসিটুকু লটকে রেখেছে ঠোঁটে। হাসতে হাসতেই ও শুনল ইয়াজদী একটা কবর খোঁড়ার হুকুম দিল লোকটাকে।

লোকটা বেরিয়ে গিয়ে দুমিনিট পর আবার ফিরে এল রুমে, হাতে একটা কাঠমিস্ত্রির রুল নিয়ে। রানাকে মাপতে চায় সে।

'ছয় ফুট,' রানা বলল, 'আর হাত পা মেলে আরাম করে শুতে অভ্যস্ত আমি।' হাসি উবে গেছে রানার ঠোঁট থেকে।

মৃত্যু উপস্থিত। ভয় পাচ্ছে না ও। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে দুটি কারণে। এক,

ইয়াজদীর মত খবিশের হাতে মরার ইচ্ছা নেই ওর। দুই, কর্তব্য শেষ না করে মরতে হচ্ছে ওকে।

'ইওর হাইনেস মিস্টার মাসুদ রানা, পার্কে আমার লোক তোমার কবর খুঁড়ছে। সামান্য সময় এখন তোমার হাতে। বলো, শেষ ইচ্ছা তোমার কি?'

রানা যেন জানত এই প্রস্তাব পাবে ও ইয়াজদীর কাছ থেকে উত্তর দিতে দেরি হলো না ওর, 'একটি ঘণ্টা নিশ্চিন্তে কাটাতে চাই আমার বান্ধবী ইরানীর সাথে।'

জেনারেল হাসল বত্রিশপাটি দাঁত বের করে, 'তোমার মত লোকই আমার পছন্দ। তাদেরকে আমি ঘৃণা করি যারা বাদশার মত বাঁচে আর কুকুরের মত মরে। তোমাকে আমি দাম দিই। কথা দিচ্ছি, তোমার দেহ পাঠানো হবে জেনারেল রাহাত খানের সমীপে। সঙ্গে সহানুভূতিসূচক দীর্ঘ একটি পত্রও থাকবে।' ইয়াজদী পদশব্দ শুনে দরজার দিকে ফিরল। পেশাদারী কবর খুঁড়িয়ারা ফেরত এসেছে। ওদের সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। ইয়াজদীর শোফার বলে মনে হয়। বেল্ট থেকে বেয়োনেট টেনে বের করল ইয়াজদী এবার। ডিভানের দিকে এগিয়ে এল। হাত ইশারা করতেই লোক তিনজন ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

রানা লক্ষ করছে ইয়াজদীকে। হলুদ চোখ দুটো চকচক করছে তৃষ্ণায় নদীতে ল্যাম্পের প্রতিফলন যেমন দেখায় ঠিক তেমনি আলো ওর চোখে। রক্তপিপাসু লোকের এই কুৎসিত চেহারা আগেও অন্যত্র দেখেছে রানা।

ইয়াজদী ডিভানের উপর রানার বুকের কাছে সন্তর্পণে বসল ধীরে ধীরে, অতি যত্নসহকারে রানার জ্যাকেটের বোতাম খুলল একটা একটা করে তারপর বেয়োনেটের নখ দিয়ে আঁচড়ে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল। বেয়োনেট-ব্লেডের বরফের মত ঠাণ্ডা স্পর্শ বুকের চামড়ায় অনুভব করল রানা। নিজের অজান্তেই শিহরণ বয়ে গেল একবার ওর গোটা দেহ জুড়ে।

'আমার উপজাতীয় সংস্কারে, বহু যুগ আগে, অসৎ সন্দেহে মুরুব্বীরা যে কোন লোকের বুকে ড্যাগার গাঁথত। সেই লোক অসৎ হলে মারা যেত, সৎ হলে বেঁচে যেত। মিস্টার মাসুদ রানা, তুমি কি সৎ?' ইয়াজদী দু'হাত দিয়ে মুঠো করে ধরল বেয়োনেট। তারপর সূচাল মাথাটা স্থাপন করল রানার প্রশস্ত বুকের উপর। এরপর চাপ।

আস্তে আস্তে ব্লেড ঢুকে যাচ্ছে বুকের চামড়া ভেদ করে মাংসে। অসুস্থবোধ করতে শুরু করল রানা। দেহের প্রতিটি লোমকূপ সিক্ত হয়ে উঠেছে। ধারাল ব্লেড। আধইঞ্চির মত ইতোমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে বুকের ভেতর। লাল রক্ত দেখা যাচ্ছে ব্লেডে গাঁথা অংশের উপরেই। রক্ষা নেই জেনেও হাত-পা টান করল রানা। বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছা ওর।

আবার চাপ পড়ল। ব্লেড গেঁথে যাচ্ছে আরও ভিতর পানে। মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে রানা। নিজে কি করছে তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ওর। শোঁ শোঁ করে প্রবল বাতাসের মত একটানা একটা শব্দ বাজছে কানে মৃত্যুর সন্নিকটে এলে এমন হয় বুঝি। তারপর কি যেন শুনল ও। মৃদু, স্থূল একটা শব্দ। চোখ বুজে গিয়েছিল অসহ্য

যন্ত্রণায়। শব্দটা শোনবার আগেই চোখের পাতা খুলে গেল। তারপরই মৃদু, স্থূল শব্দটা কানে ঢুকল। একই সাথে পাখা গজাল যেন ইয়াজদীর হাতের বেয়োনেটটার। সবেগে উড়ে গেল সেটা দেয়ালের দিকে। দেয়ালে গিয়ে আছাড় খেয়ে সশব্দে পড়ল মেঝের উপর। ইয়াজদী তড়াক করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বেল্টে হাত ঠেকাল।

'হাত ওপরে তোলো,' আতাসীর গলা, 'একচুলও নড়বে না।'

আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হয়ে গেল রানার মধ্যে থেকে। ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ও। দু'হাতে দুটো কোল্ট-৩৮ নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে আতাসী। দুটো গানেই সাইলেন্সার। আবার কথা বলল ও, 'হাঁটো, দৈত্য। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও গিয়ে।' আতাসী এগিয়ে এসে রানার বাঁধন কেটে দিল বেয়োনেট দিয়ে। কথা বলল রানা, 'হাতে হাতকড়া। কিন্তু তুমি কেমন করে এসে পৌঁছুলে?'

'পরে। চাবি নিশ্চয় অন্য রুমের লোক দু'জনের কাছে আছে।' জেনারেলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল আতাসী, 'তুমি আগে যাও এক পা এক পা করে।'

তিন মিনিট পর ফিরে এল জেনারেল ইয়াজদী আর আতাসী। আতাসীর হাতে পিস্তল এখন একটা। অন্য হাতে চাবির গোছা। সেটা বিছানার উপর ফেলে হুকুম করল ও, 'ওর হাতকড়া খোলো।'

হুকুম শুনে চোখ রাঙিয়ে তাকাল ইয়াজদী। আতাসী হাতের পিস্তলটা দেখিয়ে দিল চোখ মটকে। ইতস্তত করল আরও ক'সেকেন্ড ইয়াজদী। তারপর তার দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে গিয়ে চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে খুলে দিল সে রানার হাতকড়া।

উঠে দাঁড়াল রানা। দীর্ঘ করে একটা শ্বাস নিল ও।

আতাসীর হুকুমে আবার দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ইয়াজদী। দ্বিতীয় পিস্তলটা রানা বের করে নিয়েছে আতাসীর পকেট থেকে। আতাসী কথা বলে উঠল, 'ভিতরে ঢুকে তিনজনকে সাবাড় করতে হয়েছে। মোট ক'জন ওরা?'

'আর বোধহয় একজন। আমার কবর খুঁড়ছে পার্কে।'

'তার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। মাসুদ রানার জন্যে যখন খোঁড়া হচ্ছে তখন অসাধারণ একটা কবর হবে সেটা। ব্যবহার না করে ফেরা চলে না।' পিস্তলের ইঙ্গিতে ইয়াজদীকে এক কোণায় নিয়ে গেল আতাসী। ফিরে এল ও দরজার পাল্লার পাশে। রানা ইয়াজদীর কাছাকাছি রইল।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর ভারী পদশব্দ শোনা গেল। দরজার পাল্লায় ঠেলা লাগতেই খুলে গেল।

'জেনারেল…' লোকটার গলা শোনা গেল, খালি বিছানা দেখেই হতবাক হয়ে গেছে সে। এক সেকেন্ডের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়। তারপরই ঢুকে পড়ল ভিতরে, বেল্ট থেকে রিভলভার টেনে বের করতে করতে। আতাসীর কোল্ট ভোঁতা একটা শব্দ করে উঠল। লোকটা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'সেকেন্ড। অকস্মাৎ যেন মর্মর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে গোটা দেহটা। পর-মুহূর্তেই কাটা গাছ ঢলে পড়ার মত আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নড়ল চড়ল না

আর।

'চলো যাই,' রানা কথা বলল, 'আবার ক'জনের সাথে মোকাবিলা হবে কে জানে!'

'মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকেছে, ওস্তাদ।' আতাসী বৈঠকী মেজাজে কথা বলে উঠল, 'বলদটার গাড়ি আছে বাইরে। বলদকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতে পারি আমরা। চালাব আমি। তুমি পিছনে বসবে। টুঁ শব্দ করলেই সাবাড় করে দেবে।'

রানা উত্তর দেবার আগেই শ্রাগ করে জেনারেল কথা বলল, 'তোমরা দু'জনেই গাধা। আমাকে মেরে পালাতে পারবে না তোমরা। কথা শোনো বরং। শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাদেরকে। দিয়ে দাও পিস্তল দুটো। প্রতিজ্ঞা করছি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না আমি। তবে কয়েকদিন আটকে রাখব তোমাদেরকে। কোন কষ্ট হবে না, সবরকম আরাম আয়েশ ভোগ করতে পারবে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ আতাসী,' রানা না বলে পারল না কথাটা, 'এ ব্যাটা স্রেফ একটা বলদ।'

ইয়াজদীকে গার্ড দিয়ে বাইরে নিয়ে এল ওরা। পরিচিত গাড়িটায় উঠল। সামনের সীটে আতাসী একা। ইয়াজদী ব্যাক সীটে উঠল আগে। এক কোণায় বসবার ইশারা করল ওকে রানা। তারপর রানা চড়ে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল আতাসী। ভিলাটা জনশূন্য বলে মনে হলো রানার। ছোট ছোট ফুল গাছের মাঝখানে কংক্রিটের সরু রাস্তা দিয়ে সাবলীল বেগে এগিয়ে চলেছে সশস্ত্রগাড়ি। দূর থেকেই পার্কের গেট বন্ধ দেখল আতাসী। গার্ডটাও চোখের আড়ালে নয়।

'জেনারেল বলদকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাকে দেখেই গেট খুলে দেবে গার্ড। কোনরকম গোলমাল করার চেষ্টা কোরো না। লাভ নেই কোন।'

ইয়াজদী কথা বলল না। মুখ দেখে বোঝাও গেল না কিছু। গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াল। গার্ড কথা বলার জন্যে আতাসীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এগিয়ে আসছে। সাব-মেশিনগান ঝুলছে কাঁধে। আতাসী আগে-ভাগে বলে উঠল, 'জেনারেল ব্যস্ত,' গলায় ভর্ৎসনা, 'গাধার মত দেরি কোরো না। গেট খোলো।'

ইয়াজদী চেঁচাল, 'খুলো না! শুট, শুট!'

এক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরই চোখের পলকে ঘটে গেল একসাথে কয়েকটা ব্যাপার। ইয়াজদী ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল চকিতে। লাফ মারল। মাঠে গিয়ে পড়েই গড়িয়ে দিয়েছে দেহটাকে। আতাসীর একটা হাত পিস্তল বের করার জন্যে ঢুকে পড়ল পকেটে। রানা পরপর দু'বার ফায়ার করল। গার্ড ফায়ার করল ওর সাথে একই সময়ে। রানার দুটো গুলি গার্ডের বুকে লেগেছে। ভূপাতিত হলো গার্ড। তারই নিক্ষিপ্ত গুলি বর্ষিত হয়েছে গোটা গাড়ির শরীরে। গুঙিয়ে উঠেছে আতাসী।

গুলি করল আবার রানা। ইয়াজদী অনেকটা দূরে। হ্যামার শূন্য চেম্বারে আঘাত করায় ক্লিক করে শব্দ উঠল। দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে দৈত্যদেহী জেনারেল সাহায্যের জন্যে গাল হাঁ করে আকাশ ফাটাচ্ছে সে। প্রকাণ্ড দেহটা আর ত্রাহি চিৎকার দূরে মিলিয়ে গেল। গার্ড-রুম থেকে দ্বিতীয় গার্ডটি বেরিয়ে

পড়ল। চোখে ঘুম ঘুম ভাব। আতাসী নুয়ে পড়ল পিস্তলের উপর। তারপর ফায়ার করল পরপর দু'বার। একটা গুলি কণ্ঠনালীতে বিঁধল। লোকটা বিস্ফারিত চোখ দুটো আকাশ পানে তুলল। রানা বা আতাসী সেদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না আর। গেট খুলল রানা নেমে গিয়ে। উঠল সামনের সীটে আতাসীর শার্টের একধারে লাল গর্ত। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে

'মারাত্মক নাকি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। কাঁধের কাছেও বিঁধেছে একটা ঘাড় ফেরাতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছি। গাড়ি আমি চালাই।'

'না, ওস্তাদ। তুমি রাস্তা চেনো না ইয়াজদী জাল ফেলবার আগেই শহরে পৌঁছুতে হবে যেমন করেই হোক। সৌভাগ্য আমাদের যে, এখানে রেডিও কার নেই।' গাড়ি ছেড়ে দিল আতাসী।

'কোথায় যেতে চাইছ তুমি?'

'আন্ডার গ্রাউন্ড। সবচেয়ে আগে কভার দরকার আমাদের জেনারেল যে কোন মূল্যে আমাদের লাশ চাইবে এখন।'

রানা বলল, 'তুমি গোটা ষড়যন্ত্রের খবর জানো না। শোনো।' ইয়াজদীর প্ল্যান ব্যাখ্যা করল রানা। গাড়ি পৌঁছুল উপশহরে। তারপর পড়ল ডারবান হোটেল পাহলভি এভিনিউয়ে এসে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল আতাসী বলল, 'সেক্ষেত্রে শহর ত্যাগ করতেই হবে, মেজর। ইয়াজদী ক্ষমতায় যাবার আগেই। ভায়া কাস্পিয়ান হয়ে রাশিয়ায় ঢুকে পড়লে সবচেয়ে ভাল হয় তুমি ইয়াজদীকে চেনো না, মেজর।'

'না। চিনি না হয়তো। কিন্তু পালাব না ইয়াজদী ক্ষমতায় যেতে পারে না অন্তত আমি ইরানে থাকতে।'

আতাসী ব্যথার প্রকোপে কেশে উঠল বলল, 'খোদার কসম, এমন কলকল করে রক্ত পড়তে থাকলে বাঁচব কিনা সন্দেহ বিছানায় থাকতে হবে, বস্। আমি অসহায়, দুঃখিত। কিন্তু আমি জানি না তোমার কি প্ল্যান ইয়াজদীর প্ল্যান আন্দাজ করতে পারছি। আজ রাতের মধ্যেই তেহরানের সব ক'জন পুলিস বেরিয়ে পড়বে তোমার খোঁজে। ফটো থাকবে ওদের সবার কাছে '

উত্তর দিল না রানা আতাসীর কথা মিথ্যে নয় ইয়াজদী আর ভ্যান জুডকে কেউ সন্দেহ করবে না। দ্রুত চিন্তা বয়ে যাচ্ছে মাথার ভিতর ট্রাফিক পুলিসরা সারা রাস্তায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে জেনালের ইয়াজদীর গাড়িকে আতাসীর কথায় সংবিৎ ফিরল রানার, 'যে কোন মুহূর্তে কয়েক জোড়া মোটর সাইকেল পিছু লাগতে পারে, মেজর ' মোড় নিল ও সরু একটা গলিতে খানিকটা গিয়ে সজোরে ব্রেক করল 'গাড়িটাকে এখানে রেখে যাওয়াই ভাল।' নেমে পড়ল ও রানা নেমে অনুসরণ করল ওকে। দশ-বারো হাত এগিয়েই হোঁচট খেল আতাসী রানার হাত দুটো আতাসীর পতনোন্মুখ দেহটাকে পিছন থেকে বিদ্যুৎবেগে ধরে ফেলল। ওর বাহু ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল রানা। আতাসী বলল, 'আমার অবস্থা ভাল ঠেকছে না, বস্।' শ'খানেক গজ হাঁটার পর চোখের ইশারায় একটা ডাস্টবিনের দিকে ইঙ্গিত

করল আতাসী। ডাস্টবিনের পার্শেই রঙছুট কাঠের ছোট একটা দরজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা আতাসীকে সাথে নিয়ে। হাত উঠিয়ে আতাসী টোকা মারল প্রথমবার দু'বার, তারপর পাঁচবার। ক'মিনিট পর দরজা প্রায় নিঃশব্দে সামান্য একটু ফাঁক হলো। ভিতর থেকে মাঝ বয়েসী একজন মহিলা মুখে উড়নি চাপা দিয়ে উঁকি মারল। আতাসী কষ্টেসৃষ্টে উচ্চারণ করল, 'ডাক্তার আছে?'

মহিলা মাথা নেড়ে সরে গেল দরজা ছেড়ে। আতাসী পায়ের ধাক্কায় দরজা ফাঁক করে ভিতরে ঢোকার জন্যে রানার দিকে তাকাল। ভিতরে ঢুকল রানা আতাসীকে নিয়ে। পাশ থেকে সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিল মহিলা। এতক্ষণে দেখল রানা ওকে ভাল করে। অসম্ভব লম্বা শরীর। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল সে ভিতর পানে। উঠান পেরিয়ে মেঝে চটা একটা রুমে গিয়ে আতাসীকে দেখল রানা মহিলা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরপরই ক্ষুদ্রকায় ডাক্তার রুমে ঢুকল রানার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে আতাসীকে পরীক্ষা করে বলে উঠল, 'খুব খারাপ এখনই অপারেশন করতে হবে।' রানার দিকে না তাকিয়েই যোগ করল, 'আমাকে সাহায্য করুন।' টেবিলটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ডাক্তার। টেবিলের পায়ার নিচে একটা রিঙ ছিল। সেটা ধরে টান দিতেই ঘড় ঘড় করে শব্দ উঠল। কৌতুকবোধ করল রানা শব্দটার উৎস বোঝা গেল পরমুহূর্তেই। দ্বিতীয় টেবিলটা সরিয়ে ফেলল ডাক্তার। দেখা গেল টেবিলের নিচের ট্র্যাপডোরটা মুখ হাঁ করে রয়েছে। লোহার একটা সিঁড়ি নেমে গেছে গর্তের মুখ থেকে। অনেক কায়দা করে নামাল আতাসীকে ডাক্তার আর রানা। নিচে নামার আগেই ওষুধপত্রের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে।

সুসজ্জিত অপারেশন রুম নিচে। ডাক্তার হাইপোডারমিক নিড্ল নিয়ে আতাসীর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'মরফিন ইঞ্জেকশন না দিলে চলছে না।' ইঞ্জেকশন দেয়া হতে বলল, 'রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অ্যান্টিবায়োটিক আনতে হবে বাইরে থেকে ' অস্থায়ী ব্যান্ডেজ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হলো ডাক্তার। রানা জানতে চাইল, 'লোকটা কে?'

'নিরাপদ লোক। পুলিস-টুলিসকে দেখতে পারে না। বেআইনী অস্ত্রোপচারে ওস্তাদ লোক। বছরে দুশো গর্ভপাত ঘটে ওর হাতে।'

মরফিনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কথা বলবার সুযোগটা ছাড়ল না রানা, 'বলো, আতাসী। পৌছেছিলে কিভাবে তুমি।'

'বড় অদ্ভুত যোগাযোগ, বস্। ইরানে আমি আন্ডার ওয়র্ক করছি তা তো জানো আজ সকালের দিকে হঠাৎ নির্দেশ পেলাম ইরান ত্যাগ করে গ্রীসে রওনা হতে হবে বিদায় নেবার জন্যে ছুটলাম তোমার হোটেলে ওরা বলল তুমি ফেরোনি তুমি একটি মেয়ের পার্টিতে গেছ তা তো আমি জানতামই আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে মেয়েটির সন্ধান নিয়ে ওর অফিসে পৌছুলাম লাঞ্চের সময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে মিস ডেইজী ইরানী বলল তুমি নাকি আজ ভোরবেলা বিদায় নিয়েছ পার্টি থেকে কিন্তু সন্দেহ হলো। পার্টির ঠিকানা জানা হয়ে গিয়েছিল আগেই পিস্তল নিয়ে ঢুঁ মারার ইচ্ছা হতেই রওনা দিলাম গেটে সাব-মেশিনগানধারী সেন্ট্রি বাধা দিতেই বুঝলাম ডাল মে কালা তুমি বিপদে পড়েছ

ভাগ্য ভাল যে সবাই একসাথে বাধা দেয়নি আমাকে, সেক্ষেত্রে তোমাকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, আমিই রক্ষা পেতাম না।'

'তারপর কি হলো?'

'তারপর আর কি হবার থাকে। সাব-মেশিনগান গর্জে ওঠার আগেই সাইলেন্সার-পিস্তল তার কাজ গুছিয়ে নিল।'

লোহার সিঁড়ি কেঁপে উঠল। নেমে আসছে ডাক্তার। বগলে বাক্স আর বোতল। রানা বলল, 'অপারেশনের সময়টা আমি বরং উপরের রুমে অপেক্ষা করি।' উঠে এল রানা।

আধঘণ্টা পর ডাক্তার এল রুমে। আস্তিন গুটানো, সারা মুখে ঘাম। বলল, 'শেষ।' রানার দিকে এই প্রথমবার তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে, 'ঠিক হয়ে যাবে ও। কিন্তু সপ্তাহখানেক বিছানা ছাড়তে দিতে পারব না আমি। নিচেই থাকবে ও। আপনি এখন একবার দেখে আসতে পারেন।'

রানা সিঁড়ি বেয়ে নামল আবার অপারেশন রুমে। আতাসী স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল, 'লোকটা কাজের। টেরই পাইনি মোটে।' মুখ শুকিয়ে গেল হঠাৎ ওর, 'যদ্দূর মনে হয়, ইরান তলিয়ে গেল তাহলে!'

রানা বলল, 'কিন্তু আমি এখনও তলিয়ে যাইনি। অ্যামব্যাসাডরের সাথে শেষবার দেখা করব আমি।'

'লাভ নেই, বস্। ইয়াজদী সর্বত্র ফাঁদ পেতে রেখেছে ইতিমধ্যে।'

'কিন্তু এ আমাকে করতে হবে। আমি ছাড়া শাহ-এর প্রাণ বাঁচানো আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক। কেউ পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে কেউ যদি পারে তবে সে লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। যাকগে, আজ রাতটা বিশ্রাম নাও, বস্।'

মেনে নিল রানা আতাসীর কথাটা। কাপড়-চোপড় না খুলেই সোফায় লম্বা করে দিল ও শরীরটা। নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

বারো

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বিদেশের একটি ফুটপাথ ধরে হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা তিক্ত ঠেকল রানার। সারা শরীরে অবসাদ। নিজের চেহারা দেখল ও ফার্নিচারের একটা দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটার সময়। নোংরা ঠেকল বড়। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। স্যুটের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে।

রাস্তায় বিদেশী লোক বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। ভয়ের ব্যাপার। সহজেই চিহ্নিত হয়ে পড়ার আশঙ্কাটা উড়িয়ে দিতে পারল না ও। ইয়াজদী ইতোমধ্যে সবরকম ব্যবস্থা করেছে ওর সন্ধান চালাবার।

আর্মডফোর্স ভর্তি একটা জীপ সগর্জনে ছুটে গেল। কিন্তু রানার দিকে কেউ তাকাল না। ফেরদৌসি আর শাহ রেজা এভিনিউয়ে শাহ-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিরাটকায় সব ব্যানার টাঙানো হয়েছে আজাফিরা স্টেডিয়ামে প্যারেডের কর্মসূচী বর্ণিত শাহ-এর ছবির নিচে

ছবির মত পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। ইয়াজদী আর ভ্যান জুডের প্ল্যানকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। সহজ প্ল্যান। শাহ ও শাহ-এর পার্শ্বচররা সকলেই বিস্ফোরণের ফলে নিহত হবেন। ক্ষমতা হস্তগত করাটা নিছক ফর্মালিটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তারপর। আর স্থূল ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে রানাকে. ইরান ত্যাগ করার আগেই।

ঘড়ি দেখল রানা। বেলা বারোটা। দুটোয় প্যারেড শুরু। ষড়যন্ত্র কার্যকরী হবে নিশ্চয়ই প্রথম দিকে। আড়াইটার সময় হয়তো। মনে মনে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতে আরম্ভ করল রানা। গাড়ি: একটা সমস্যা।

পার্ক হোটেল অতিক্রম করে পিছন দিকের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ছুটির দিন আজ। ব্যবসায়ীরা অবকাশ কাটাতে বারে এসেছে। অনেক গাড়ি। ধীরে পায়ে আবার ফিরে এল রানা সামনের দিকে। হোটেল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি অকারণে হাসল ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা।

'জনস্টন স্পীকিং.' ইউ.এস-এর ইরানস্থ অ্যামব্যাসাডরের কণ্ঠস্বর চিনতে অসুবিধা হলো না রানার।

'আর্জেন্ট ব্যাপার। এই মুহূর্তে আপনার সাথে কথা বলতে চাই নির্জনে'

অ্যামব্যাসাডর জনস্টন একমুহূর্ত নীরব রইল। তারপর বলল. 'কিন্তু দুঃখিত। শাহ-এর রিসেপশনে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি পাঁচ মিনিট পর। আপনার সাথে ঠিক এই ব্যস্ততার মুহূর্তে কথা বলা সম্ভবপর নয় বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। আমি জানি আপনি বিপদে পড়েছেন. এবং এও জানি যে নিজের দোষেই পড়েছেন বিপদে জেনারেল ইয়াজদী আপনার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন. যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে তাঁর এই পদক্ষেপ নেবার ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে খুন করতে যাওয়াটা উচিত হয়নি আপনার। এদেশের আইনের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার কোন ক্ষমতা আমার নেই। বিশেষত জেনারেল ভ্যান জুডও যেক্ষেত্রে আপনার প্রতি রুষ্ট'

রানা চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কত ডলার?'

'কিসের ডলার? কি বলছেন আপনি, মি. মাসুদ রানা?' উষ্মা ও বিস্ময় জনস্টনের কণ্ঠে।

'ইয়াজদী কত ঘুষ দিয়েছে জানতে চাইছি।'

অপরপ্রান্তে নিস্তব্ধতা।

রানা বলল আবার, 'আমি যদি আজকের দিনের পরও বেঁচে থাকি তাহলে ঘুষের টাকা ভোগ করতে পারবে না তুমি। আমি তোমার চাকরি খাব। আইন তোমার সম্মান খাবে। জেল তোমার স্বাস্থ্য খাবে।' কথাগুলো বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ক্রাডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি এখনও হাসছে রানার দিকে তাকিয়ে। হাসি ফিরিয়ে দেবার মত মেজাজ নেই এখন রানার। ডায়াল করল ও। বিদেশী এমব্যাসী থেকে ফার্স্ট সেক্রেটারি উত্তর দিল, 'মি. অ্যামব্যাসাডর শাহ-এর রিসেপশনে বেরিয়ে গেলেন এইমাত্র।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের গরজে রিসেপশনিস্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। মেয়েটি বলল, 'আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, মি.…?'

নিজের নাম বলল না রানা, 'ইউনাইটেড স্টেটসে সরাসরি ফোন করতে চাই আমি।'

'ওয়েট এ মিনিট, প্লীজ? লাইন কখন পাওয়া যাবে দেখি।' সুইচ বোর্ডের দিকে মিনিট দুয়েক মন নিবদ্ধ রাখল মেয়েটি। এক্সচেঞ্জের সাথে আলাপ করল মিনিটখানেক। তারপর শুকনো হেসে বলল, 'দুঃখিত। আজ কোন লাইন নেই। আগামীকাল সকালে সম্ভবত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কোথায় আছেন আপনি?'

'নো নীড,' বেরিয়ে আসতে আসতে বলল রানা, 'ফরগেট ইট, থ্যাঙ্কস এনিওয়ে।'

লবি পেরিয়েই মার্সিডিজটা চোখে পড়ল। ড্রাইভার পেপার পড়ছে। দ্রুত, ব্যস্তসমস্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, 'ভাড়া যাবে?'

'ইয়েস, স্যার।' কাগজ ভাঁজ করতে করতে দরজা খুলে নিচে নামল ড্রাইভার। রানা বলে উঠল; 'গুড। আমার ব্যাগেজগুলো পোর্টারের কাছ থেকে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

ড্রাইভার লবি পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। চাবি ঝুলছে ইগনিশনে। ড্রাইভার যখন খালি হাতে ফিরে এল রানা তখন মোড় নিচ্ছে হাফিজ এভিনিউয়ের দিকে। থ মেরে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল ড্রাইভার। পার্ক হোটেলে আজগুবী ঘটনা কম ঘটেনি। কিন্তু কোন কাস্টমার গাড়ি চুরি করল এই প্রথম। ড্রাইভার চেঁচিয়ে ওঠার আগেই চোখের আড়ালে চলে গেল মার্সিডিজটা।

ট্রাফিক খুব একটা বেশি নয়। সেমিরান রোড ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল মার্সিডিজ। বাঁ দিকে টার্ন নিল খানিকপর। সরু গলি দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এল গাড়ি আরেকটা বড় রাস্তায়। তখ্ত-এ জামসেদ-এর পাশে দাঁড় করাল রানা গাড়ি। সিগারেট ধরাল একটা। শোফারের জন্যে গাড়ির ভিতর বসে বসে অপেক্ষা করছে যেন। ষাট সেকেন্ডের মধ্যে শাহ-এর রাজকীয় বাহিনীকে দেখা গেল। শাহ-এর রোলস রয়েস মাঝখানে। স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছে শোভাযাত্রা।

রোলস রয়েসের দু'পাশে ছটা করে বারোটা মোটর সাইকেল। হেলমেট পরা মিলিটারি পুলিসগুলোর মুখ কর্কশ, ভাবলেশহীন। সামনে চলে গেছে সাইরেন বাজিয়ে আটটা জীপ। অয়্যারলেস ফিট করা দুটো গাড়ি রোলস রয়েসের আগে পিছে। পিছে চারটে মিলিটারি পুলিস কার। তারপর মোটর কয়েকটা। শাহ-এর মূর্তি এক সেকেন্ডের জন্য আবছাভাবে দেখতে পেল রানা। রাণী ফারাহ দিবা তাঁর পাশে।

ভেবেছিল কোনমতে হয়তো শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, কিন্তু হতাশ হতে হলো রানাকে। এত কড়া প্রহরার মধ্যে কিছুতেই রোলস রয়েসের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

শোভাযাত্রা চলে গেল সামনে দিয়ে।

*

তেহরানের দিকে ফিরতে হলো রানাকে। এছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবতে পারছে না ও। স্টেডিয়ামের দিকে লোক চলেছে পিঁপড়ের মত হাজারে হাজারে। শাহকে সচরাচর সাধারণ মানুষ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পায় না। স্টেডিয়াম বেশি দূরে নয়। আকাশে হাওয়াই ছোঁড়া হচ্ছে। উপর পানে মুখ তুলে তাকাল একবার রানা। কিছু একটা করতে হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। উপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়েই আবার চোখ তুলল রানা। চিকচিক করছে দক্ষিণ আকাশে কি ওটা?

একটা এরোপ্লেন উড়ে আসছে মেহেরাবাদ এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ওটা। খানিকপরই আইডেনটিফিকেশন চিহ্ন দেখতে পেল রানা। বি.আই.এ. বোয়িং—707

মার্সিডিজ রাস্তার পাশ ছেড়ে মাঝখানে চলে গেছে। চোখ নামিয়েই আঁতকে উঠল রানা। সগর্জনে কি যেন বয়ে গেল পাশ দিয়ে। বেগবান বাতাস বয়ে আনল অপমানকর একটা ইরানী খিস্তি। ওপেলটা মার্সিডিজকে আধ ইঞ্চির জন্যে ধাক্কা মারেনি। এগিয়ে গেছে সেটা অনেকটা। কিন্তু দু'সেকেন্ড আগে বিদ্যুৎ বয়ে গেছে রানার মাথার ভিতরে। রাইট সাইডে গাড়ি আনল ও। তারপর নড়েচড়ে বসল। ওপেলকে ওভারটেক করল রানা আধমিনিটের মধ্যে। রাস্তায় লোকজন নেই, গাড়িও দু-একটা। স্টেডিয়ামের দিকে ভিড় আজ। তুফানের গতি তুলল রানা গাড়িতে। যেমন করেই হোক পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছুতে হবে মেহেরাবাদে। পাইলটকে ধরতে হবে নেমে পড়ার আগে।

রাস্তার সব ক'টা গাড়িকে ওভারটেক করল রানা। ট্রাফিক পুলিসের হুইসেলকে বুড়ো আঙুল দেখাল। লাল আলোগুলো দেখেও না দেখার ভান করে উড়িয়ে নিয়ে চলল মার্সিডিজকে। ওর কানের পাশে বাতাসের হুঙ্কার। মাথার চুলে বাতাসের পাগলামি। মেহরাবাদ রোডে পৌঁছুল ও। আর মাত্র সাড়ে তিন মিনিট সময় হাতে। পাঁচ মাইল রাস্তা এখনও। ভাগ্য ভাল, রাস্তা ফাঁকা।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি ব্রেক করতে প্রকট একটা শব্দ উঠল টায়ারের সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে। এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল রানা বাইরে। রানওয়েতে ঢোকার সরু পথটা দেখা যাচ্ছে। মুখে একজন সেন্ট্রি। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে পা ফেলে পাশ কাটাল রানা লোকটাকে।

পারকিং সারকেলের বিপরীত দিকে এসে দাঁড়াল রানা। 707 ওখানেই দাঁড়ানো। প্যাসেঞ্জাররা ধীরস্থির ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে। ফুয়েল ট্যাঙ্কারগুলো চাকার নিচে জায়গা মতই রয়েছে দেখল ও। লাগেজ খালাস করা হচ্ছে।

শেষ প্যাসেঞ্জারটি নেমে অনুসরণ করল গোটা দলটাকে। রোদ মাড়িয়ে সিঁড়ির পাদদেশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। এয়ারপোর্ট কর্মচারীরা কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে খোলা দরজা পথে প্লেনের ভিতরে ঢুকে চোখ দুটো কুঁচকে উঠল ওর। বাইরে প্রখর রোদ। ভিতরে বাল্‌বগুলো অফ করে দেয়া হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ইংরেজীতে কে একজন বলে উঠল, 'আপনি?' পরবর্তী উচ্চারণে বিস্ময়, 'কোথা থেকে এলেন? কে আপনি?' গলাটা কোন মেয়ের।

বাঁ দিকে তাকিয়ে এয়ারহোস্টেসকে দেখতে পেল রানা আবছাভাবে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও ভারী গলায়, 'তোমাদের ক্যাপ্টেন কোথায়?' বাঙলায় বলল রানা।

'বাঙালী।' মেয়েটি হতচকিত, 'কেন, ক্যাপ্টেনের সাথে কি দরকার আপনার?' এবার বাঙলায় জানতে চাইল এয়ারহোস্টেস।

দ্রুত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রানা, 'ব্যাখ্যা করার সময় নেই। ক্যাপ্টেন কোথায়?'

'ককপিটে। ল্যান্ডিং চেক করছে। এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল ব্যস্তসমস্ত হয়ে। রানা প্রায় ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল ওর। 'Crew Only'—লেখা দরজা ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল ও ঝড়ের বেগে।

ক্যাপ্টেন সীটের উপর বসে ছিল নুয়ে পড়ে। সিগারেট ধরিয়ে সেকেন্ড পাইলট ক্যাপ্টেনের চেকিং লক্ষ করছিল। ক্যাপ্টেন মুখ তুলে স্বচ্ছন্দভাবে হাসল। ও মনে করেছে একজন প্যাসেঞ্জার কলকব্জা দেখার শখ পূরণ করতে ঢুকে পড়েছে ভিতরে।

'আপনিই ক্যাপ্টেন?'

'দ্যাটস মি।' ক্যাপ্টেন নিজের ভুল বুঝতে পারল রানার কণ্ঠস্বর শুনে।

'আমি মাসুদ রানা। ফ্রম পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আপনার সাহায্য ছাড়া এটাকে রোধ করতে পারব না। প্লীজ, টেক অফ। এখুনি।'

'কি!' ক্যাপ্টেনের পিঠ সোজা হয়ে উঠল এক পলকে। রানার উষ্কখুষ্ক মাথার দিকে তাকাল। দ্রুত মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিল ভুরুর উপর ভাঁজ তুলে। বলল, 'কে উঠতে দিল আপনাকে প্লেনে?' সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ইরানিয়ান এরোড্রামে গার্ডের ব্যবস্থা নেই নাকি! এসব পাগলরা ঢোকে কিভাবে?'

রানা বাঁ পকেটে হাত দিল, 'সময় বড় কম, ক্যাপ্টেন। দয়া করে টেক অফ করার প্রস্তুতি নিন। ফ্লাইট ক্রুদের সঙ্গে রাখুন। হোস্টেসদেরকে বাদ দিন। ইট কুড বি রিস্কি।'

সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে ঘাড় ফেরাল ক্যাপ্টেন, 'কথা শোনো, এ যেন মামার বাড়ির আবদার! লোকটার ঘাড় ধরে ঠেলে ফেলে দাও।' রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন, 'এ কোন্ দেশের নিয়ম, সাহেব? ভাল উপায় ঠাউরেছেন। বাংলায় কথা বললেই হলো? এমব্যাসীতে গিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা রোধ করার চেষ্টা করুন। যান।'

রানা পকেট থেকে রাহাত খান আর ইউ.এস গভর্নমেন্টের চিঠি দুটো বের করে বাড়িয়ে ধরল, 'এ দুটো পড়ুন।'

'আবার পাগলামি! শুধু কথায় কাজ হবে না বুঝি?'

রানা শান্ত গলাতেই বলে উঠল, 'পাগলামি করবেন না। পড়ুন।'

একরকম চমকেই উঠল ক্যাপ্টেন রানার গলা শুনে। এতসব অপমানকর কথা শোনার পরও কণ্ঠস্বর শান্ত হয় কি করে লোকটার? পাগল-টাগল নয়তো? সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ও। চিঠি দুটো রানার হাত থেকে নিতে নিতে বলে

উঠল, 'যত্তোসব বিরক্তিকর ব্যাপার!'

কাগজ দুটোয় মন দিল ক্যাপ্টেন। ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে তার মুখভাব। রানা দেখে নিচ্ছে ভাল করে। পঞ্চাশের মত বয়েস। বিস্তর ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। কোন সন্দেহ নেই মিলিটারি পাইলট ছিল কম বয়েসে। কপালে মননশীলতার রেখা।

চিঠি দুটো পড়া হতে মুখ তুলল ক্যাপ্টেন। সাথে সাথে কথা বলে উঠল রানা, 'প্রতিটি সেকেন্ডই দামী এখন। তাড়াতাড়ি করুন এবার।'

ক্যাপ্টেন রানার দিকে না তাকিয়ে সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল, 'তোমাকে উঠতেই হচ্ছে, বুঝলে?' রানার দিকে তাকাল তারপর, 'কোথা থেকে জোগাড় হলো চিঠি দুটো? কুড়িয়ে পাওয়া বুঝি? ঘুরে দাঁড়িয়ে সিধে হন হন করে কেটে পড়ো এবার। তা না হলে দুই রান ধরে ছিঁড়ে ফেলে একটা পাঠিয়ে দেব প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে অন্যটা রাহাত খানের টেবিলে।'

'বিশ্বাস হলো না বুঝি? বেশ, আরও প্রমাণ আছে আমার কাছে।' ডান পকেটে হাত ঢোকাল রানা। ঝট্ করে বেরিয়ে এল ওর কোল্ট পিস্তল ধরা হাতটা, 'পাগল হলেও ভাত ফেলি না। নাও ইট মাস্ট টেক অফ। এটা আমার হুকুম। দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি আমি।' সেকেন্ড ও থার্ড পাইলটের উদ্দেশে বলল রানা, 'আপনা-দেরকে দশ সেকেন্ড দিচ্ছি। হাইজ্যাক করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখন করছি।'

কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের কপালের মাঝখানে চেয়ে আছে ব্যারেলের মণিহীন চোখটা। নীরবতা ভাঙল ক্যাপ্টেনই, 'অসম্ভব! মারা পড়ব আমি! সিক্স মিলিয়ন ডলার দাম এই বোয়িঙের—কে নেবে এর দায়িত্ব? আমি পারব না! তাছাড়া এরোড্রাম কন্ট্রোল পারমিশনও দেবে না।'

'পারমিশন ছাড়াই তাহলে কাজটা করতে হবে? সিক্স মিলিয়নের দায়িত্ব আমার।'

উত্তেজনায় কয়েকটি সেকেন্ড কেটে গেল। পিস্তলটা আধইঞ্চি বাড়িয়ে ধরল রানা। তারপর ক্যাপ্টেন বলল, 'ও. কে। ইউ আর দ্য বস্, বলুন?'

'গ্যাসের অবস্থা কেমন? ঘণ্টাখানেক চলবে?'

'শিওর।'

'অলরাইট—টেক অফের জন্য প্রস্তুতি নিন।'

'কন্ট্রোলকে কি বলব?'

'নাথিং।'

'কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করবে ওরা।'

'বলুন ব্রেক টেস্ট করছেন আপনি।'

'ও. কে.। সাখাওয়াৎ, সেলের লোকগুলোকে বলো হুক খুলতে। জেনারেটর ক্রুদেরকে জানিয়ে দাও উড়তে যাচ্ছি আমরা।' রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। 'আপনি ভাগ্যবান। ইঞ্জিনে কোন ট্রাবল নেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হওয়া যাবে।'

সেকেন্ড পাইলট বেরিয়ে গেল বাইরে। গ্রাউন্ড ক্রুদের সাথে কথা বলতে

দেখল তাকে রানা। যে লোকটা জেনারেটরের চার্জে তাকে বুঝাতে একটু সময় লাগল। ইতোমধ্যে BOAC-র একটা বোয়িং ল্যান্ড করাতে 707-এর প্রতি নজর নেই কারও।

সেকেন্ড পাইলট উপরে উঠে ক্লিনারদের নামিয়ে দিল। হেভী এয়ার টাইট ডোর বন্ধ করে দিল সে। চেকলিস্টে চোখ বুলিয়ে নিজের সীটে বসে বলল, 'ও. কে. টু টেক অফ, ক্যাপ।'

'ও. কে.। স্টার্ট ওয়ান।'

পোর্ট অডিটার ইঞ্জিন শিস দিয়ে উঠল। তারপর গর্জনে পরিণত হলো শব্দটা।

'স্টার্ট টু।'

পোর্ট ইনার

'থ্রী অ্যান্ড ফোর।' গর্জন ধ্বনি সহনীয় হয়ে এল এবার। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের লাল নীল বালবগুলো জ্বলছে আর নিভছে। জেনারেটর ক্রুরা নিজেদের ট্র্যাকটরে উঠে বসে কাজে হাত লাগিয়েছে। ঘড়ি দেখল রানা।

রেডিও ক্যারক্যার করে উঠল। তারপর শোনা গেল কণ্ঠস্বর, 'কন্ট্রোল টু N-BHGE, ব্যাপার কি? ইঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছ কেন?'

মাইক্রোফোন তুলে নিল ক্যাপ্টেন, 'N-BHGE টু কন্ট্রোল, রিকোয়েস্ট পারমিশন টু ট্যাক্সি। ব্রেকে গোলমাল দেখা দিয়েছে। চেক করা দরকার। ওভার।'

ক্যারক্যার শব্দটা আবার শোনা গেল। তারপর, 'পারমিশন গ্র্যানটেড, N-BHGE, কিন্তু ট্যাক্সি রানওয়ের বাইরে যেয়ো না।'

'ও. কে. কন্ট্রোল। আউট।' ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে আস্তে করে থ্রটল খুলে দিল। ভারী বোয়িং ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল রানওয়েতে।

ক্রমশ স্পীড বাড়ছে। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং ছুটে চলে গেল পিছনে। ক্যাপ্টেনের পিছনে দাঁড়িয়ে রানা। সামনে রানওয়ের দিকে দৃষ্টি ওর। কাগজ ছেঁড়ার মত করে রেডিওর ক্যারক্যার শব্দটা আবার হলো। রানা বিরক্ত হয়ে বলল, 'বন্ধ করো ওটা!' রেডিও অপারেটর থাবা মেরে সুইচ অফ করে দিল। বোয়িং টেক অফ রানওয়ের ইন্টারসেকশনের কাছে এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেন চেঁচাল, 'এবার কি?'

'ফোরটি ফাইভ ডিগ্রীতে পরিচালনা করুন।'

চারটে থ্রটল-লিভার টানল ক্যাপ্টেন। এয়ারক্রাফট কাঁপতে শুরু করল। ব্রেকের বিরুদ্ধে শক্তির খেলা চলেছে। অকস্মাৎ রেডিও অপারেটর কথা বলে উঠল চিৎকার করে, 'লুক, ক্যাপ্টেন, রানওয়েতে ওটা...'

রানওয়ের সুদূর প্রান্তে একই সাথে চোখ ফেলল ক্যাপ্টেন আর রানা। একটা জীপ আসছে প্লেনের দিকে। ধুলো উড়তে দেখে বোঝা গেল ফুল স্পীডে আসছে ওটা। রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কন্ট্রোল নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

রানা চাপা স্বরে বলল, 'এখনও সময় আছে আপনার হাতে।'

'কিন্তু ফুল স্পীডে আসছে ওটা।'

'তাহলে আগেই টেক অফ করতে হবে।' রানা কোল্টটার মুখ উঁচিয়ে ধরল। ইঞ্জিনের শব্দ উগ্র হয়ে উঠল। সাথে সাথে যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল প্লেনটা।

জীপটা এখনও ক্ষুদ্রাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু হু হু করে কমে যাচ্ছে মাঝখানের ব্যবধান।

'ওটার সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছি আমরা।' বিমূঢ় গলা ক্যাপ্টেনের।

'থামবেন না। কীপ গোয়িং।'

রানওয়ের মাঝখানে চলে এসেছে জীপটা। লোকগুলো হাত নাড়ছে ঘন ঘন, দেখতে পেল রানা। ক্যাপ্টেন উত্তেজিত, 'ওটা যদি রানওয়ের মাঝখান থেকে সরে না যায় তাহলে সবাই মরব আমরা।'

'কীপ গোয়িং।' রানার গলা নির্মম শোনাল।

আবার কাঁপল বোয়িং। একটু পাশে সরে গেল মুহূর্তে। জীপটা বড়জোর আধ মাইল দূরে এখন।

'টেক অফের জন্য কতটা দরকার আর?'

'হয়তো ছয়শো গজ।'

জীপটার সাথে ধাক্কা লাগছেই। লোকগুলো ভাবছে প্লেন দাঁড়িয়ে পড়বে। ফোর্স চেঞ্জ করার কোন লক্ষণ নেই জীপটার।

'ফুল পাওয়ার!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। কন্ট্রোল কলাম ধরে পিছন দিকে টান মারল সে দু'হাত দিয়ে। 707-এর গর্জন অসহ্য হয়ে উঠল পলকের মধ্যে। বিদ্যুৎবেগে এসে পড়ল জীপটা নিচে। প্রচণ্ড কম্পন উঠল একটা। রানওয়ের বাঁ দিকে কাটল প্লেন, এক সেকেন্ড পরই সোজা হলো। ছিটকে পড়ল রানা। সামলে ওঠার আগে আবার গড়াল দেহটা চেয়ারের পায়াগুলোর পাশে।

রানা উঠে দাঁড়িয়ে দেখল ক্যাপ্টেন আর সেকেন্ড পাইলটের চারটে হাত জলতরঙ্গ বাজাবার মত সবেগে ব্যস্ত ইনস্ট্রুমেন্টস আর কন্ট্রোল সামলাতে। তীরবেগে খাড়া হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল বোয়িং। লেভেলে এল ক'সেকেন্ড পর। ক্যাপ্টেন ঘর্মাক্ত মুখ ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। এই প্রথম হাসল সে, 'আপনি ভাগ্যবান। উইদাউট পে-লোডে ছিলাম বলে এটা সম্ভব হলো। এর আগে এত শর্ট ডিসট্যান্টে উড়িনি আমি। কিন্তু রাডার ইমেডিয়েটলি পাকড়াও করবে আমাদেরকে। ফাইটার পিছু নেবে খানিক পরই।'

'বি.আই. এ-র একটি বোয়িংকে গুলি করে ধ্বংস করার ইচ্ছা ওদের হবে না।'

'তা হবে না। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করে নামতে বাধ্য করবে।'

'তার আগে কিছু ঘটতে পারে।'

রুমাল বের করে ঘাম মুছল ক্যাপ্টেন। রানা তার দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'কতটা নিচে দিয়ে উড়তে পারেন?'

'এইট, কিংবা সিক্স থাউজেন্ড ফিট। কিন্তু সে বড় বিপজ্জনক।'

'গতি কি হবে?'

'টু-হান্ড্রেড প্লাস।'

'ওই স্পীডে প্লেনকে যথেচ্ছ খেলানো যায়?'

'যায়। টোয়েন্টি ডিগ্রী ফ্ল্যাট টার্ন হচ্ছে লিমিট।'

'আই সি,' রানাকে চিন্তা করতে দেখা গেল একমুহূর্ত, 'ক্যাপ্টেন, যুদ্ধে ছিলেন

নাকি আপনি?'

'শিওর। কেন?'

'কোথায়?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ইউরোপে। বমবারে ছিলাম আমি।'

'জার্মান ফ্লাইং বমের কথা মনে আছে? V-1s?'

'শিওর।'

'মনে আছে ইংলিশ ফাইটার পাইলটরা কিভাবে ওগুলোকে থামাত? অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট স্ক্রিনকে যখন তখন ফাঁকি দিতে পারত বমগুলো?'

'হ্যাঁ, ওরা পাশে গিয়ে হাজির হত। বমের গায়ে ধাক্কা দিত ডানার শেষ প্রান্ত দিয়ে। এসব বলার মানে কি আপনার? পঁচিশ বছরের বেশি হলো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আর ইরানের কোথাও ফ্লাইং বম নেই। তাছাড়া এটা ফাইটারও নয়। এটা হাড্রেড অ্যান্ড ফিফটি টন লাক্সারী লাইনার।'

'বাজে কথা।' বলল রানা, 'যুদ্ধ পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছে একথা কেউ বলবে না। আর ফ্লাইং বম ইরানে আছে। অন্তত একটা নিশ্চয়ই আছে।' রানা দ্রুত সংক্ষেপে বলে গেল শাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শেষে বলল, 'ওটাকে গুলি করে ধ্বংস করতে পারছি না আমরা ধাক্কা মেরেই কুপোকাৎ করতে হবে।'

'এ তো বড় মজা। এতই সহজ! আপনি দেখছি সবকিছুতে মিরাকল চান।' তিক্ত গলা ক্যাপ্টেনের।

'সহজ তো বলছি না আমি। বলছি এছাড়া কোন উপায় নেই আর।'

'বেশ। পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। কোথা থেকে উড়ছে সেটা?'

'সঠিক জানা নেই। তবে স্টেডিয়ামের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকেই হবে। রেডিও কন্ট্রোলের আওতায় থাকার কথা। তেহরানের উত্তর দিকে স্টেডিয়াম। পাহাড় আর শহরের মাঝখানে। সুতরাং ওটার টেক অফ করার জায়গা পুব বা পশ্চিম দিকে কোথাও হতে পারে। পুব দিকেই আমার সন্দেহ।'

শহরের পাঁচ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ছে বোয়িং। পরিষ্কার আকাশ। রাস্তাগুলোকে স্কেলের মত দেখাচ্ছে। রানা বলল, 'সময় নেই হাতে বেশি। স্টেডিয়ামের দিকে চলুন। আরও নিচু দিয়ে। দেখা যাক কোন্ দিক দিয়ে উদয় হন তিনি।'

ডাইভ দিয়ে এক হাজার পাঁচশো ফিটে নেমে এল বোয়িং। স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে যান্ত্রিক পাখিটা উড়ে যাচ্ছে। স্যালুট গ্রহণ করছেন শাহ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব রানা। মাঠের বাকি অংশে ড্রিল হচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। শারীরিক কসরৎ দেখাচ্ছে সৌখিন ক্লাবগুলোর হাজার হাজার মেম্বার। কেউ তাকাল না উপর পানে। লং ডিসট্যান্স এয়ার লাইনগুলো মেহেরাবাদে ল্যান্ড করার আগে প্রায়ই শহর প্রদক্ষিণ করে নেয়। রানা ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল, 'ফিরে চলুন। কোর্স ইস্ট সেট করে নিন।'

কাত হয়ে গিয়ে উচ্চতা কমাল বোয়িং। দ্বিতীয়বার স্টেডিয়াম ক্রস করার

সময় দর্শকরা অনেকে উপর পানে চোখ তুলল। ব্যান্ডের শব্দ চাপা পড়ে গেছে বোয়িঙের গর্জনে। মরুভূমির দিকে তাকাল রানা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখার আশায়। সূর্য-স্নাত মাটির ঘরগুলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না ও।

শহর বহু পিছনে পড়ে গেছে। মোড় নেবার নির্দেশ দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু সেকেন্ড পাইলট ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠল, 'ওদিকে, ওই যে!' ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল হলুদ রঙের ছোট একটা এরোপ্লেন দৌড়ুচ্ছে ধীরে ধীরে মরুভূমির মাঝখানে।

'ওটাই নিশ্চয়।' রানা বলে উঠল। কিন্তু বোয়িং ইতোমধ্যে ওটাকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে বহুদূর। পাইলট অসম্ভব দ্রুততার সাথে টাইট টার্নের জন্যে যন্ত্রপাতি টেনে ধরল শক্ত মুঠোয়। উইং-টিপ্ মাটি ছুঁয়ে ফেলবে বলে মনে হলো একবার। তারপর সমান্তরাল হলো বোয়িং। মরুভূমির চলনসই একটা রানওয়ের কাছে ফিরে এল ওরা। দু'মিনিট সময় গেছে মাত্র এর মধ্যে। কিন্তু রানওয়ে ফাঁকা। অসংখ্য খালি পেট্রলের ড্রাম আর স্টেশনারী কার একটা, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

দু'মিনিট ওড়ার পর আবার চিৎকার করে উঠল সেকেন্ড পাইলট। হলুদ পোকাটাকে এবার দেখল রানা আকাশে। বেশ নিচু দিয়ে উড়ছে। সোজা স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছে।

'আমাদেরকে ওর কাছে পৌঁছুতে হবে।' অস্বাভাবিক শান্ত অথচ দৃঢ় শোনাল রানার গলা, 'হাইট কম করুন আরও।'

'ভয় হচ্ছিল, এই কথাই বলবেন এবার আপনি।' ক্যাপ্টেন অসহায় গলায় বলল। নিচে নেমে এল বোয়িং পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'অ্যালার্ম দ্য সাইরেন। অত্যন্ত নিচু দিয়ে যাচ্ছি। বিপদ থেকে সাবধান থাকার চেষ্টা করা উচিত।'

হলুদ প্লেনটা শ'দুয়েক গজ দূরে আর।

সেকেন্ড পাইলট বলল, 'এ কি!'

প্রায় একই সময়ে রানা আর ক্যাপ্টেন পরস্পরের দিকে তাকাল নিঃশব্দে। কেউ বলল না কিছু। হলুদ প্লেনের পাশে পৌঁছে গেছে বোয়িং। ওরা দেখল ককপিটে কেউ নেই। শূন্য।

আড়াল থেকে তিন মিনিটের মধ্যে হলুদ প্লেনটা স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাবে।

ক্যাপ্টেন সরে গেল খানিকটা। পিছিয়ে পড়ল একটু। নেমে গেল আরও নিচে। স্পীড বাড়ল তারপর। থ্রটল সরিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন পিছন দিকে। তিনশো ফিট নিচে মুখ হাঁ করে লোকজন তাকিয়ে আছে উপরের অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দিকে।

সিলভারের লম্বিত ডানা হলুদ প্লেনটার দিকে ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। বোয়িং নামছে, উঠছে। রানা দেখল ক্যাপ্টেনের কন্ট্রোলে ধরা হাতের আঙুলগুলো রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে। এক সেকেন্ডের জন্যে বধির হয়ে গেল রানা। অবিশ্বাস্য বিস্ফোরণ অবশেষে ঘটে গেল। আকস্মিক ঝাঁকুনিতে উল্টেপাল্টে ছিটকে পড়ল রানা।

দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে মোড় নিচ্ছে বোয়িং। কাঁপছে আর লাফ মারছে মুহুর্মুহু। কয়েক সেকেন্ড পর দক্ষ পাইলট সমান্তরাল পর্যায়ে নিয়ে এল প্লেনকে। উঠে দাঁড়াল রানা মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে। ফ্লাইট ডেকে ফিরে এসে বাঁ দিকের জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়ার খাড়া পাহাড় দেখতে পেল রানা। ধোঁয়াটা টাওয়ারের মত হয়ে প্রায় আধমাইল উপরে উঠে এসেছে। প্লেনটার কোন অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না নির্জন মরুভূমিতে।

বিদ্যুৎবেগে ছুটছে বোয়িং। বেশি কিছু দেখা গেল না। একশো ফিট নিচে দিয়ে উড়তে উড়তে স্টেডিয়াম ক্রস করল ওরা। স্যালুটিং প্লাটফর্মে পলকের জন্য দেখা গেল শাহকে। প্রত্যেকে তাকিয়ে আছে চোখ তুলে উপর পানে। ভীত এবং বিস্মিত।

উঁচুতে ওঠার প্রয়াস চালাতে চালাতে ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'পিস্তলধারী লোক দেখলেই সন্দেহ করা উচিত নয়। নতুন অভিজ্ঞতা হলো আমার। হোয়াট নাউ, মি. মাসুদ রানা?'

'হোম। রেডিওর সাথে যোগাযোগ করুন।' কথাটা বলেই রানার চোখ পড়ল আকাশে। ইরানিয়ান এয়ারফোর্সের চারটে বিমান তীরবেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে। সী-গালের মত ঘিরে ফেলল মিরেজগুলো বোয়িংটাকে। সিগন্যাল দিচ্ছে ল্যান্ড করার জন্যে।

রানা ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল, 'কন্ট্রোলকে ডাকুন। বলুন, একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছি আমরা এই মাত্র। আর অ্যামব্যাসাডরের পার্সোনাল প্রোটেকশন ছাড়া আমরা ল্যান্ড করব না। অ্যামব্যাসাডরকে স্টেডিয়ামে পাওয়া যাবে।'

'সে কি! এতসবের পর ফুলের মালা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করবে সবাই রানওয়েতে, এই রকম হওয়া উচিত নয়? আমরা ভিলেন নই—হিরো।'

রানা ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'নট নেসেসারিলি। আপনি হয়তো জেনারেল ইয়াজদী হাতামীর নাম শুনে থাকবেন। বমটা তারই ষড়যন্ত্র। লোকটা সিক্রেট পুলিসের চীফ। আমার লাশ দেখার জন্য ছটফট করছে সে।'

আন্ডার ক্যারেজ ডাউন। ফ্ল্যাপস্। একশো ফিট, পঞ্চাশ ফিট, ঘর্ষণ, টায়ারের শব্দ—তারপর দ্রুত বেগে সাবলীল ভঙ্গিতে গড়িয়ে চলল রানওয়ে ধরে বিরাটকায় 707.

রেডিও ক্যারক্যার করে উঠল। তারপর অবোধ্য চিৎকার আর চিৎকার। প্লেন দাঁড়াল। চারটে জীপ প্লেনের সামনে ব্রেক কষল। লাফ দিয়ে নেমে স্টেনগানধারী সোলজাররা ঘিরে ফেলল চতুর্দিক থেকে বোয়িংকে। রেডিওর তর্জন গর্জন ঢিমে হয়ে এল খানিকপর।

সোলজাররা দাঁড়িয়েই থাকল। দরজা ভাঙার নির্দেশ পায়নি ওরা, বুঝতে পারল রানা। ককপিটে রানা, ক্যাপ্টেন আর পাইলটরা অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে। কেউ কোন কথা বলছে না।

বিশ মিনিট পর একটা ফোর্ডকে চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্ল্যাগ উড়িয়ে গ্যাঙওয়ের ভিতর ঢুকে পড়তে দেখল রানা। গাড়িটা এসে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল

মিলিটারি ব্যুহের বাইরে। গাড়ি থেকে নামলেন অ্যামব্যাসাডর।

রানা হাসল না। ইউনাইটেড স্টেটস-এর ফ্ল্যাগ উড়িয়ে একটা ক্যাডিলাক সবেগে এসে থামল ফোর্ডের পাশে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নামছে জনস্টন গাড়ি থেকে।

তেরো

অ্যামব্যাসাডর দেখলেন রানার ওয়েস্টব্যান্ডে লটকানো রয়েছে পিস্তলটা। রানা কথা বলতে দিল না. 'মি. অ্যামব্যাসাডর,' শান্ত গলায় বলল ও. 'এমব্যাসীতে নিয়ে চলুন আমাকে। আপনার পার্সোনাল প্রোটেকশনে। হোয়াইট হাউজের সাথে কথা বলতে চাই আমি।' রানার কথা শেষ হতেই হন্তদন্ত হয়ে দরজা দিয়ে ঢুকল জনস্টন। রানা মুখ খুলতে দিল না তাকেও, 'তোমার প্রতি আমার হুকুম হচ্ছে জেনারেল ভ্যান জুডকে অ্যারেস্ট করো। এমব্যাসীতেই আটকে রাখা হয় যেন তাকে। তোমার জানা উচিত যে তোমাদেরই এজেন্সির লোকের দ্বারা শাহকে হত্যা করার একটা মারাত্মক চক্রান্ত করা হয়েছিল। এবং কয়েক মিনিট আগে তা নস্যাৎ করে দিয়েছি আমি।'

জনস্টন সুবোধ বালকের মত মাথা নাড়ল। কথা বলার চেষ্টা করতেই রানা বলে উঠল. 'কোন কথা শোনবার মত মেজাজ নেই আমার।' অ্যামব্যাসাডরের পিছন পিছন বেরিয়ে এল রানা।

রাস্তায় কোন কথা বলল না রানা।

এমব্যাসীতে ঢুকেই অ্যামব্যাসাডরের অফিস রুমে যেতে চাইল রানা। অফিস রুমে এসে ডেস্কে বসে একটা মেসেজ কম্পোজ করল ও। বলল, 'এটা টেলেক্স করার ব্যবস্থা করুন। এই মুহূর্তে।'

কাগজের টুকরোটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন অ্যামব্যাসাডর। দশ মিনিট পর তিনি ফিরে আসতে রানা বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে সোফায় বিশ্রাম নিতে চাই খানিকক্ষণ। টেলেক্সের রিপ্লাই এলেই আমাকে ডাকবেন। এবং ইতিমধ্যে শাহ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করুন।' অ্যামব্যাসাডর রুম ত্যাগ করার পর লম্বা করে বিছিয়ে দিল দেহটা সোফার উপর রানা। কোল্টটা রাখল পাশে। জুতো জোড়াও খুলল না।

পাঁচ মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

'ইওর হাইনেস, ইওর হাইনেস।' বিড়বিড় করে উঠল রানা। তারপরই ভেঙে গেল রাজ্যটা

স্বপ্নের দেশ থেকে জাগরণের দেশে ফেরত আসার সাথে সাথে চোখ মেলে তাকাল রানা। অ্যামব্যাসাডর নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। হাতে টেলেক্স পেপারের একটা শীট। উঠে এসে ওটা নিল রানা। ওয়াশিংটনের উত্তর এসেছে। জনস্টনকে অন্তরীণ রাখার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে রানাকে। এ ব্যাপারে ইরানিয়ান

বাহিনীর নিরাপত্তা সাহায্য চাইতে পারে রানা।

ফোন করল রানা জনস্টনকে, 'ভ্যান জুডের খবর বলো।'

'এখনও তিনি এমব্যাসীতে আসেননি।' নীরস কণ্ঠস্বর জনস্টনের। রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার তুলল রানা। ডায়াল করল শাহ-এর পার্সোনাল সেক্রেটারিদের একজনের নাম্বারে। জনস্টনের ব্যাপারে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিল।

রানা মুখ তুলে তাকাতেই অ্যামব্যাসাডর বলে উঠলেন, 'হিজ ম্যাজিস্টি প্যালেসে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে, স্যার। ইটস এ স্পেশাল অডিয়েন্স।'

অস্পষ্ট একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রানার ঠোঁট থেকে।

ফোর্ডটা অপেক্ষা করছিল বাইরে। ওরা উঠে বসতেই শোফার গাড়ি ছেড়ে দিল। সারাটা রাস্তা কোন কথা বলল না রানা। শাহ-এর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ও। কিন্তু সারাক্ষণ মনে পড়ছে ইরানীর মুখটা।

গাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতেই ইমপেরিয়াল গার্ডের জেনারেল সবেগে সামনে এসে দাঁড়াল, 'জেনারেল নেশারী,' মৃদু কণ্ঠে বললেন অ্যামব্যাসাডর, 'কমান্ডার অভ দ্য শাহস্ পার্সোনাল ট্রুপস।'

মারবেল প্যালেসের পার্ক পেরোল ওরা ইরানিয়ান জেনারেলের পিছন পিছন। সারাটা পথে পাঁচ ফুট পর পর একজন করে সেন্ট্রি। হাতে সাব-মেশিনগান। পাথরমুখো সবাই। তীক্ষ্নচোখা দু'জন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে শাহ-এর রুমের বাইরে। ভিতরে যাবার রাস্তা দেখাল তারা রানাকে। ওর নাম ঘোষণা করল। তারপর প্রস্থান করল স্বস্থানে।

উজ্জ্বল একটা প্রশস্ত রুম। অফিস নয়, কিন্তু একটা ডেস্ক বর্তমান। ডেস্কের উপর চারটে সোনার অ্যাশট্রে। একধারে একটা লাল টেলিফোন।

'প্লীজ সীট ডাউন, জেন্টলমেন,' শাহ বললেন। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো বুলিয়ে নিলেন পলকের মধ্যে রানার আপাদমস্তকে। পরিপাটি কাঁচা পাকা মাথার চুল। রুমের দুই প্রান্তে অনড়মূর্তির মতই সুসজ্জিত দু'জন বডিগার্ড দাঁড়িয়ে।

অ্যামব্যাসাডর পরিচয় করিয়ে দিলেন রানার সাথে শাহ হাসলেন মিষ্টি করে। বললেন, 'জন্মাবার পর মৃত্যু একটা রুটিনসম্মত কাজ। মরতে হয়ই মানুষকে। কিন্তু সময় আর অসময় বলে একটা কথা আছে। আপনি আমাকে অসময়ে মরার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ঋণী থাকব।' শাহ-এর কথাগুলো অদ্ভুত ভাল লাগল রানার। জ্ঞানী মানুষদের মধ্যে শাহও একজন বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না ওর। মাথা নুইয়ে বাউ করল রানা। কথা বলল না।

শাহ বললেন, 'আমি শুনতে আগ্রহবোধ করছি সব কথা।'

'সবটুকু?'

'অবশ্যই, যদি নিজেকে ক্লান্ত মনে না করেন।'

সব কথা বলে গেল রানা, বাদ দিল না কিছুই। শাহ-এর ভুরু জোড়া একটু নড়ে উঠল যখন ইরানীর গল্প বলে গেল রানা। কিন্তু শাহ সব কথা শুনতে চান। সব শুনে গেলেন তিনি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলেন, নোট নিলেন। মাঝখানে

একবার নোটটা তুলে ইঙ্গিত করতে একপ্রান্ত থেকে একজন অফিসার এগিয়ে এল। নোটটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

রানার গল্প শেষ হতে হতে সন্ধে নামল। রাজকীয় বাহিনীর একজন এসে ঝাড়-বাতিগুলো জ্বেলে দিয়ে গেল। শাহ নিঃশব্দ রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, 'আপনার কথা বিশ্বাস করছি। জেনারেল ইয়াজদীকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। সত্যি যদি সে দোষী হয় তাহলে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে তার বিচার হবে। ভ্যান জুডের ব্যাপারটা সামলাবেন আপনি। এদিকে আপনার নির্দেশে মি. জনস্টন হাউজ-অ্যারেস্ট। আপনিই ইউনাইটেড স্টেটস-এর প্রতিনিধি বর্তমানে।' শাহ উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন সারলেন।

বাইরে বেরিয়ে অ্যামব্যাসাডর বললেন, 'শাহ খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'আমি এখন চাই একটি মাত্র কাজ। জেনারেলরা ধরা পড়ুক যত তাড়াতাড়ি হয়। আমার হোটেলে পৌঁছে দিন আমাকে। শাওয়ার না নিলেই নয়।'

গাড়ি হিলটনের পথে ছুটে চলল। মাঝ রাস্তায় একটা নীল ক্রাইসলার ওভারটেক করে গেল ওদেরকে দ্রুত। ফোর্ড থেকে হিলটনের সামনে নামতেই জেনারেল নেশারীকে সামনে দেখা গেল। রানা নামতে নামতে দেখল জেনারেল নেশারী রিসেপশন রুমে ঢুকে পড়েছে।

রিসেপশন রুম পেরোবার সময় রানা দেখল জেনারেল নিচু গলায় অবিরাম কি যেন বলে চলেছে রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে। চাবি নিয়ে নিজের রুমের সামনে এসে দাঁড়াতেই রানাকে সম্মান দেখাল হিলটনের ম্যানেজার মাথা নুইয়ে ইরানিয়ান কায়দায়।

শাওয়ার নিল রানা। নতুন শার্ট আর ট্রপিক্যালের স্যুট পরল ও। তারপর করিডরে পা রাখল।

পরমুহূর্তে পিছিয়ে রুমের ভিতর ফিরে এল রানা। দু'জন সোলজার সাব-মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দু'পাশে। ইয়াজদীর লোক? কিন্তু রুমের ভিতর ঢোকার লক্ষণ নেই ওদের দু'জনার কারও মধ্যে। কান পাতল রানা। না, কোন শব্দ নেই। শ্রাগ করে পা বাড়াল ও। দৃঢ়ভাবে অ্যাটেনশন হলো, গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে শব্দ করল ওরা। বিস্ময়ে ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। পাথরমুখো সোলজার দু'জন। চোখের পাতা দুটোও পাথরের। অনড়। সোজা চেয়ে আছে। কিন্তু কিছু দেখছে কিনা জোর করে বলা মুশকিল রানার পক্ষে। আর একবার শ্রাগ করে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল ও।

অ্যাটেনড্যান্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল রানা কিছু বলার আগেই। অন্যান্য ফ্লোরের আলো চোখ টিপছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে। এলিভেটর থেকে নামতেই ম্যানেজার হাত কচলাতে কচলাতে সামনে আবির্ভূত হলো, 'আপনি আজ সন্ধ্যায় হিজ ম্যাজিস্টির সম্মানিত গেস্ট, ইওর হাইনেস। হিজ ম্যাজিস্টি বিশেষ ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার আরাম আয়েশের। আপনি কি প্রাইভেট রুমে ডিনার খাওয়া পছন্দ করবেন?'

রেস্টুরেন্টেই ডিনার খাবে বলে জানিয়ে দিল রানা। জানালার ধারে একটা টেবিল দেয়া হলো ওকে। কোন মেনু আনা হলো না। বদলে হোটেলের যাবতীয়

খাদ্য সম্ভারের নমুনা বিপুল পরিমাণে সাজিয়ে দেয়া হলো টেবিলের উপর। কমপক্ষে পঁচিশজন খাইয়ে লোকও হিমসিম খেয়ে যাবে সব খাবার নিঃশেষ করতে হলে। সব শেষে এল একাধিক কাঁচের জার।

'এগুলো উপহার হিজ ম্যাজিস্টির,' পানীয়গুলোর দিকে ইশারা করল ম্যানেজার, 'white caviar এক্সট্রিমলি রেয়ার।'

টোস্টের তিননম্বর পিস শেষ করার পর পরাক্রমশালী দু'জন লোককে চুপচাপ একটা ছোট টেবিলে বসে থাকতে দেখল রানা। উপরের করিডরের সোলজারের মত পাথর-মুখো এ দু'জনও। মনে মনে হেসে ফেলে রানা নিজেকে বলল বাইরে বোধহয় দু'একটা ট্যাঙ্কও মজুদ রাখা হয়েছে আমার নিরাপত্তার জন্যে।

উপরে উঠে এসে বিছানায় গা মেলে দিয়ে রিসিভারটা হাত বাড়িয়েই তুলে নিল রানা। ইরানীকে পাওয়া যাবে না এখন অফিসে। ওলুনা কি এসেছে তেহরানে? ডায়াল করল রানা প্যান-অ্যামে। কাল আসবে ওলুনা। শুয়ে শুয়ে টার্কির কফি পান করে চোখ বুজল রানা। মেজর জেনারেলের মুখাবয়ব মানসপটে ভেসে উঠল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুম টুটে গেল ওর।

'দিস ইজ অ্যামব্যাসাডর,' বিদেশী দূত নরম গলায় বলছেন অপর-প্রান্তে, 'খবর আছে আপনার, স্যার।'

'রাশিয়ানরা আক্রমণ শুরু করেছে?' রানা ঝরঝরে কণ্ঠে বলল

'না, স্যার। ঠাট্টা নয়। জেনারেল ইয়াজদী হাতামি একটু হলেই অ্যারেস্ট হতেন আজ সকালে।'

'আজ সকালে? পালিয়েছে? এখন ক'টা বাজে?'

'বারোটা। জেনারেল দু'জন অফিসারকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন। ওরা অ্যারেস্ট করতে গিয়েছিল। জেনারেল ইয়াজদী আটকা পড়েছেন। কোথায় জানেন, স্যার? ব্যাঙ্ক মেলির ভল্টে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।'

'একা?'

'না। ভ্যান জুড আছেন তাঁর সাথে। দু'জন ইউনাইটেড স্টেটস্-এর লোক আর একজন ইয়াজদীর সহকারী। সবাই সশস্ত্র। পুলিস ব্যাঙ্ক সিল করে দিয়েছে ওরা বেরোতে পারছে না। বিশ্বাস করুন, এ জীবনে আর পারবেও না। ওখানে যাচ্ছি আমি। আপনি যাবেন?'

'সম্ভবত।'

শাওয়ার না নিয়েই পোশাক পরে নিল রানা। পিস্তল না নিয়েই করিডরে বেরিয়ে এল ও। লবিতে ওকে দেখেই গতরাতের পরাক্রমশালী সেই লোক দু'জন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল। পিছু নিল ওরা। প্রবেশ মুখে তৃতীয় একজন এগিয়ে গেল আচমকা, 'গাড়ি তৈরি ওদিকে, স্যার।' নিরতিশয় সমীহ গলায়।

হালকা নীল রঙের ক্রাইসলার গাড়িটা। উইদাউট নাম্বার প্লেট। ইউনিফর্ম পরা শোফার। হুকুম দেবার আগেই ব্যাঙ্ক মেলি অভিমুখে স্টার্ট নিল গাড়ি। রানা বসেছে পিছনে। পরাক্রমশালীদ্বয় সামনের সীটে। শোফার সাইরেনের সুইচ অন করে দিল। বিশ মিনিটের রাস্তা পেরোল গাড়ি দশ মিনিটে। গাড়ি থামল মিলিটারি রোড

ব্লকের সামনে। একশো গজ দূরে ব্যাঙ্ক । রানা নেমে দাঁড়িয়ে দেখল অ্যামব্যাসাডর দ্রুতপায়ে কাছে আসছেন।

'এসেছেন! শাহ অপেক্ষা করছেন আপনার সাথে দুটো কথা বলার জন্যে।'

'কোথায়?'

'ওদিকে, ওই যে। গাড়িতে আছেন শাহ। গ্রেফতার কাজ নিজের চোখে দেখার জন্যে এসেছেন। এখন অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

গ্রে রঙের রোলসটা ব্যাঙ্কের বিপরীত দিকে পার্ক করা। ঘিরে রেখেছে সেনারা

পা বাড়িয়ে রানা প্রশ্ন করল, 'এসব কতক্ষণ ধরে ঘটছে?'

'তিন ঘন্টার কম হবে না। আরও অনেকক্ষণ কাটবে সুসমাপ্তিতে পৌঁছুতে। ভল্ট-ভাঙার প্রশ্ন ওঠে না। আনব্রেকেবল। আন্ডার গ্রাউন্ডে, স্টীলের কামরা। দরজাগুলো চার ইঞ্চি পুরু স্টীলের।'

রোলসের পিছনের সীটে শাহ বসে রয়েছেন। সিগারেট টানছেন। বিমর্ষ দেখাচ্ছে একটু। মাথা নেড়ে ডাকলেন তিনি ভিতরে। বললেন, 'ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি রাইট, মি. মাসুদ রানা।' রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন শাহ। রানার কাঁধ থেকে হাতটা প্রত্যাহার না করেই বললেন, 'জেনারেল ইয়াজদী আমার বিশ্বাসের মূল্য দিতে পারেনি। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই,' শাহ মৃদু কণ্ঠে বলে চললেন, 'আমার সামান্য ক্ষমতায় যা সম্ভব তা আমি করব আপনার সম্মানে।' চিন্তিত দেখাল মুহূর্তের জন্যে শাহকে, 'আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদও নিন আপনি সরকারী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে যথাসময়ে।' রানার কাঁধ থেকে হাত প্রত্যাহার করলেন শাহ। করমর্দন করল রানা। শাহ হাত ছাড়লেন না রানার। মুখের কাছে তুলে আলতোভাবে রানার হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। 'প্যালেসে ফিরব আমি। গুড মর্নিং, মি. মাসুদ রানা।'

'কিন্তু···কিন্তু জেনারেলদের ব্যাপারে কি হবে?' না জিজ্ঞেস করে পারল না রানা।

সামান্য একটু হাসলেন শাহ, 'সে-সমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধান হয়েছে সকলের সুবিধানুযায়ী।'

রানা নেমে পড়ল। বিরাট দরজাটা মৃদু একটা ক্লিক শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। অ্যামব্যাসাডর অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে এসে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দে রোলস গড়িয়ে চলল। একটু পরই সেনাবাহিনীর লোকজন প্রস্তুতি নিতে শুরু করল প্রস্থানের।

'কি বুঝলেন?' অ্যামব্যাসাডর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না।

'জানি না। শাহ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। দেখুন।' ওদের চারপাশের সোলজাররা প্রস্থান করতে শুরু করেছে সুশৃংখলভাবে। কয়েকটা জীপ স্টার্ট নিল একসাথে। খানিকপর ওরা দু'জন ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না আশপাশে। রানা ব্যাঙ্কের দরজার দিকে পা বাড়াল। পিছু নিলেন অ্যামব্যাসাডর।

দরজার গায়ে পিন দিয়ে আঁটা কাগজে লাল কালিতে লেখা—'Closed for repairs.'

গাড়ির কাছে ফিরে এলে মনে পড়ল রানার আতাসীর কথা।

স্মরণ থাকা সত্ত্বেও জায়গাটা খুঁজে পেতে মাথা ঘামাতে হলো ওকে। নক করতে সেই মহিলা দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকল রানা। ডাক্তার অনুপস্থিত। টেবিল সরিয়ে ট্র্যাপডোরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ও।

কয়েকটা সিঁড়ি থাকতে মেঝেতে লাফ দিয়ে পড়ল রানা। কানের পাশে আচমকা ধাতুর শীতল স্পর্শ পেল ও। কোল্টটা সরিয়ে নিয়ে আতাসী হেসে ফেলল। বলল, 'সাড়া দিয়ে আসতে হয়, বস্। গুলি করে বসতাম হয়তো। খবর ভাল, মেজর?'

'মন্দ বলব না।' বিছানার কিনারায় বসল রানা। যা যা ঘটেছে সব বলল ও আতাসীকে।

'দুঃসাহসিক সৎপথে চালিত হলে জয় অবশ্যম্ভাবী, ওস্তাদ এ ধরনের উপকার মহামান্য শাহ কখনও ভুলে যান না। কপালে তোমার অনেক ভোগ আছে, মেজর।'

আতাসীকে নিয়ে উপরে উঠে এল রানা।

ড্রাইভিং সীটে বসল রানা। আতাসী পাশ থেকে জানতে চাইল, 'কিন্তু জেনারেলদের চূড়ান্ত অবস্থাটা কি করলেন শাহ?'

'হয়তো মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন ওদেরকে।'

লালেজার স্ট্রীট ধরে ক্রাইসলার ছুটছে। রানা দেখল একজন হকার 'তেহরান জার্নাল'-এর স্পেশাল ইস্যু বিক্রি করছে গলা ফাটিয়ে। জানালার কাঁচ সরিয়ে একটা কাগজ নিল রানা।

একটি মাত্র হেড লাইন স্পেশাল ইস্যুতে:

DISASTER AT BANK MELLI.

জেনারেল ইয়াজদী, হেড অভ ইরানিয়ান সিক্যুরিটি, অ্যাকমপ্যানিড বাই দ্যা আমেরিকান জেনারেল ভ্যান জুড অ্যান্ড সেভারেল কলিগস্, অ্যাকসিডেন্টালি ড্রাউন্ড টু ডেথ ডিউরিং এ ভিজিট টু দ্য ট্রেজার রুম অভ দ্য ব্যাঙ্ক।

নিচের আর্টিকেলে ব্যাখ্যা করেছে ঘটনা। সিকিউরিটি সিস্টেম একত্রীকরণের স্বার্থে ব্যাঙ্কের ভল্টগুলো অস্বাভাবিক ভাবে তৈরি করা ছিল। দুর্ঘটনাবশত দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে রুমগুলো ডুবে গেছে পানিতে। এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যাতে পালাবার চেষ্টা করতে না পারে সেই কথা ভেবে।

এরপর আছে দুই জেনারেলের প্রতিভা আর মেধার গুণগান। শাহ ব্যক্তিগতভাবে দুই বিধবার কাছে শোকবাণী পাঠিয়েছেন। জেনারেল ভ্যান জুডকে ভূষিত করা হয়েছে সম্মানিত খেতাবে। সর্বোচ্চ পারশিয়ান খেতাব এটা। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ধরনের কোন খেতাব জেনারেল ইয়াজদী হাতামি পাননি। কেননা এর আগেই তিনি সব খেতাব অর্জন করেছিলেন।

পরের দিন সমাধিস্থ হবেন জেনারেলদ্বয়। ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে গোটা দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। শাহ স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন শোকানুষ্ঠানে।

'স্মার্ট—দারুণ স্মার্ট মহামান্য শাহ,' আতাসী মন্তব্য করল, 'ইঁদুরের মত

দমবন্ধ করে মেরে, কবর দিচ্ছেন প্রিন্সের মত সম্মান দেখিয়ে। রসিক শাহ কৌশল জানেন।'

আতাসীকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা। আরও কাজ বাকি ওর।

ওর গার্ড দু'জন এখনও হাজির। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে একই রকম শব্দ করল। রূমে ঢুকে রানা শুনল টেলিফোন বাজছে।

ডেইজি ইরানী।

'আমি কি খুশি যে হয়েছি, রানা! ইয়াজদী গেছে, ভাল হয়েছে। তুমি বেঁচে আছ···তোমার জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি, রানা।'

রানা শুধু হাসল মৃদুশব্দে।

ইরানী বলে চলেছে, 'কারাজ লেকে যাবার ব্যাপারে ভেবেছ কিছু, রানা? চলো না এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইছে ইরানীর কণ্ঠ। 'তোমার জন্যে স্পেশাল সাজে সাজব আমি। যাবে? চলো না রওনা হই কাল?'

'কারাজে যাচ্ছি আমি, ইরানী। কিন্তু দুঃখিত, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে আমার সাথে। ওকে কথা দিয়ে ফেলেছি আমি।'

'ঠিক আছে।' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলল ইরানী। 'কবে ফিরবে কারাজ থেকে? তখন না হয় যোগাযোগ করব।'

'বেশ, জানাব।' ফোন ছেড়ে দিল রানা।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ওলুনা। 'কি ব্যাপার, রানা! আর ইউ অল রাইট? তোমার দরজার দু'পাশে সেন্ট্রি কেন?'

'আমাকে পাহারা দিচ্ছে।'

'বন্দী?'

'তাহলে তোমাকে ঢুকতে দিত না ওরা।'

'আর একটা ব্যাপার। আমাকে প্রিন্সেসের মত সম্মান দেখাচ্ছে হোটেলের প্রত্যেকটা লোক। ম্যানেজার থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত। কথায় কথায় হাসছে আর মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করছে। কি হয়েছে, রানা?'

সংক্ষেপে বলল রানা এ ক'দিনের ঘটনা। সব শেষে বলল রাজকীয় সম্বর্ধনার কথা। সব শুনে লজ্জা পেয়ে গেল ওলুনা। 'কিন্তু তোমার জয়ে আমাকে সম্মান দেখাচ্ছে কেন ব্যাটারা? তোমার সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্কই নেই।'

'যদি বলি আছে?' মুচকি হেসে বলল রানা।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ওলুনার গাল।

'কারাজে যাবে? চলো বেড়িয়ে আসি ক'দিন। ছুটি নিতে পারবে না?'

'পাঁচ ছ'দিন থাকতে হচ্ছে এমনিতেই। ইঞ্জিন ট্রাবল্। চলো, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে এল ওরা ঘর থেকে। খটাস্ করে দুই জোড়া বুটের শব্দ হলো। নেমে এল ওরা লিফটে করে। আবার খটাস্—আরও দুই জোড়া। ওদের ওপর চোখ পড়তেই হাত কচলাতে শুরু করল ম্যানেজার। বাইরে বেরোতেই শোফার চালিত

নীল ক্রাইসলার এসে দাঁড়াল, খুলে গেল দরজা।

ছুটল গাড়ি কারাজের উদ্দেশে।

ছুটি। গায়ের কাছে সরে এল ওলুনা, কানে কানে বলল, 'তুমি যাদুকর।'

তারপর?

তারপর রানা জানে না। একজন হয়তো জানেন। তিনি পি. সি. আই চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান।

মৃত্যুর ঠিকানা

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

এক

সোহানা চৌধুরী কথা দিয়েছিল: অফুরন্ত অবসর যদি কোনদিন সংগ্রহ করতে পারো, তখন বললে তোমার সঙ্গে একমাস না হয় ঘুরেই বেড়াব ইচ্ছে মত। বলা যায় না, প্রেমেও পড়ে যেতে পারি।

তেহরান থেকে ফোনে কথা শেষ করল রানা মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে। জেনারেল নিজস্ব কায়দায় কনগ্রাচুলেট করলেন। বললেন, 'কাজটা অবশ্যি তেমন কিছু নয়, তবু…আই কনগ্রাচুলেট ইউ।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'দেশে কি আজই ফিরছ?'

'দেশে…' এক সেকেন্ড ভাবল রানা। ওটাকে ঠিক দেশ বলা যায় কিনা। পশ্চিম পাকিস্তানকে দেশ বলে ভাবতে পারছে না সে ইদানীং। বলল, 'না স্যার, করাচী আজই ফিরব। কিন্তু…স্যার, শরীরটা…'

'দেন টেক ফিফটিন ডেজ লিভ। ছুটি পাওনা আছে তো?'

'আছে… ঠিক হিসেবটা জানা নেই।'

'উচিত ছিল।' বুড়ো ফোন ছেড়ে দিতেই সোহানার কথা মনে পড়ল রানার। 'এক ঢিলে দু'পাখি' মারার চিন্তা করতে লাগল ও। এবং করাচী পৌঁছেই টেলিগ্রাম করল সোহানার নামে।

'মেজর মাসুদ রানার পনেরো দিন ছুটি সোহানা চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করা হলো। আগামীকাল এয়ারপোর্টে থাকব। মাসুদ রানা।'

সোহানা যদি আসে বুড়ো কানা হয়ে যাবে। একটু টাইট করা দরকার বুড়োকে।

কিন্তু এল না সোহানা।

ঘুঘু মেয়ে। চান্স পেলেই মিষ্টি কথা। অথচ আসল ব্যাপারে ঠিক আছে। রাগের মাথায় এয়ার ফ্রান্সের এক হোস্টেসের সাথে লাউঞ্জেই আলাপ জমিয়ে ফেলল রানা। মেয়েটাকে চায়ের দাওয়াত করল পোর্ট রেস্তোরাঁয়। 'তুমি দেখতে ঠিক আমাদের দেশের এলেন ডিলোনের মত,' চায়ে প্রথম চুমুক দিয়েই বলল মেয়েটা।

'তোমাকে ঠিক রমি স্নাইডারের মত লাগছে,' রানাও বলে ফেলল।

'স্নাইডার?' চোখ কপালে তুলে ঠকাশ করে পিরিচে কাপ নামিয়ে রাখল সুজান। 'অফকোর্স নট। স্নাইডার জার্মান এবং ব্লন্ড। আমি. কোনটাই না.' বলল

ও।

'সরি।' রানা হাসল সুজানের কালো চুলের দিকে তাকিয়ে, 'পাকিস্তানে অন্ধের সংখ্যা বেশি। পুরো দেশটাই প্রোটিনের অভাবে ভুগছে।'

'তোমার চোখ খারাপ!' চোখ গোল করল মেয়েটা, তারপর হেসে ফেলল, 'ডিলোন অন্ধ হলেও আমি তার প্রেমিকা।'

'তুমি মহাভারত পড়েছ বুঝি?'

'মহাভারত?' আবার চোখ কপালে তুলল সুজান। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না।' কণ্ঠে অপরাধী সুর।

'মহাভারতে একটা চরিত্র আছে, ধৃতরাষ্ট্র। আর তার স্ত্রী গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্র ছিল অন্ধ। সেজন্যে তার স্ত্রীও অন্ধ সেজে থাকত চোখে রুমাল বেঁধে।'

'কেন?' বিপুল বিস্ময় সুজানের কণ্ঠে।

'কারণ, প্রেমিক স্বামী যা দেখে না, আমিও তা দেখব না, এই ছিল গান্ধারীর প্রতিজ্ঞা।'

'ফ্যান্টাস্টিক!' বলল সুজান। 'তুমি সুন্দর গল্প জানো, রানা।' একটু থেমে বলল, 'আজ আমার হল্টেজ। চলো, আমার হোটেলে তোমাদের এনশিয়েন্ট লিটারেচারের গল্প শুনব।' উঠে দাঁড়াল সুজান। 'আমি এই সাবকন্টিনেন্টের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী।'

প্রমাদ গুনল রানা। সাহিত্যের পাঠ দিতে হবে শেষ পর্যন্ত! বিদ্যে ফাঁস হয়ে গেলে···ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের লিটারেচারে তোমার পড়াশুনা আছে কিছু?'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে হাসল মেয়েটি। রানার কনুই ধরে বলল, 'হুঁ, পড়েছি। ফরাসী অনুবাদ। ইলাস্ট্রেটেড। ওটা আমার সঙ্গেই থাকে সব সময়। চলো, তোমাকে দেখাব, ডিলোন অব ইস্ট।' একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল দুজন।

'কি বই জিজ্ঞেস করলে না?' অন্ধকার গাড়িতে রানার গা ঘেঁষে বসল সুজান। ওর হাতটা টেনে মিনি স্কার্টের হেমে রাখল। আজকাল হেম-লাইনে হাত রাখা কোমরে হাত রাখা প্রায় এক।

মৃদু হেসে হাত টেনে নিল রানা। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে ধরল সুজানের সামনে। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটে লাগাল সুজান। রনসন গ্যাস লাইটার জ্বালাতেই ওর মৃদু আলোকিত মুখ দেখল রানা। চোখে হাসি, ভেজা ভেজা ভাব।

'কি বই?' নিজের সিগারেট ধরাবার সময় কৌতূহল প্রকাশ করল রানা।

সুজানের দু'বাহু উঠে গেল রানার দু'কানের পাশ দিয়ে। 'কিস মি, ডিলোন,' ফিস ফিস করে বলল মেয়েটি। পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর ওর কাঁধে মাথা রেখে 'ভ্যু যাভায় লাই···' কি সব বিড় বিড় করে ওর গলায় নাক ঘষতে ঘষতে ইংরেজীতে বলল, 'তোমাদের কামসূত্র বইটা সত্যি আশ্চর্য জিনিস, তাই না? আমার কাছে ফরাসী এডিশন আছে। ছবিসহ। ডেনমার্কের পর্ণো-শো থেকে কিনেছি।'

সকাল এগারোটা ছাব্বিশ মিনিটে হোটেলে নিজের স্যুটে ফিরে শাওয়ারের নিচে

দাঁড়িয়েছে রানা, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। নিশ্চয়ই সুজান। করাচীর পরিচিত কেউ তার আসার খবর পায়নি। ছ'বার রিং হবার পর কোমরে তোয়ালেটা জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রিসিভার তুলল রানা, 'হ্যালো!'

'মাসুদ রানা?' মেয়েলী গলা জিজ্ঞেস করল, 'রানা বলছ?'

সোহানা!

খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিল রানা। 'বলছি,' গম্ভীর গলায় বলল ও। 'তা ট্রাঙ্ক-কলের কি প্রয়োজন? এখন আমি ছুটিতে।'

'আমি…করাচী এয়ার-পোর্ট থেকে বলছি।'

'কিন্তু…আমার ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?' কথাটা হঠাৎ খেয়াল হলো রানার।

'তোমার মনে রাখা উচিত, মেজর, আমি একজন অপারেটর,' মুহূর্তে ছলকে উঠেই গম্ভীর হলো সোহানার কণ্ঠ। গলা নামিয়ে বলল, 'এটা অফিশিয়াল কল। আই এ্যাম হিয়ার উইথ দ্য ডিরেক্টর।'

'বুড়ো?'

'হাঁ। বুড়োর মেসেজটা টুকে নাও: সি মি এ্যাট ওরিয়েন্টাল কর্পোরেশন। টাইম: টুয়েলভ নুন। …রানা, এখন কথা বলতে পারছি না, বুড়ো পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে। তিনবার এদিকে তাকিয়েছেন। নিশ্চয়ই সন্দেহ করছেন।'

'হঠাৎ ঢাকা ছাড়ল কেন?'

'জানি না। পরে কথা বলব। খোদা…' বাকিটা শোনা গেল না। লাইন কেটে দিয়েছে সোহানা।

ওরিয়েন্টাল কর্পোরেশন, অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্সের পশ্চিম পাকিস্তানের দপ্তর।

ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে এগারো।

ওয়ার্ডরোব থেকে একটা গ্রে স্যুট বের করল ও। তোয়ালেটা কোমর থেকে নামিয়ে পোশাক পরতে লাগল।

ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। গম্ভীর। কিছু একটা ভাবছে।

কিছু একটা ঘটেছেই। নইলে…আর কে-কে ঢাকা ত্যাগ করতে দেখা যায় না সহজে।

টাই-এর নট ঠিক করে প্রিয় সঙ্গী ওয়ালথার পি. পি. কে-র চেম্বার দেখে নিল রানা। ক্যাচ নামিয়ে আবার উঠিয়ে দিল। তারপর শোল্ডার হোলস্টারে রেখে দিয়ে একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন পকেটে পুরল।

দু'জন উর্দি পরা গার্ড ভাবলেশহীন মুখে পায়চারি করছে ওরিয়েন্টাল কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজারের তালাভাঙা ঘরের সামনে। প্রথম ঘরটা খালি। পরের ঘরে তিন-চারজন লোক চারদিকে ঘুরে ফিরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি সব দেখছে। জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ারে বসা মেজর জেনারেল রাহাত খান। হাতে বাঁকা পাইপ। রোগাটে মুখের বলিরেখায় আরও ভাঁজ পড়েছে। কাউকে দেখছেন না তিনি। একনাগাড়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন—যেন পৃথিবীতে ওটাই তাঁর একমাত্র কাজ।

তাঁর সামনে একটা প্লাস্টিকের বাস্কেটে কতগুলো পোড়া কাগজ। মাঝে মাঝে

ওই বাস্কেটটার উপরই আটকে যাচ্ছে তাঁর চোখ।

'টেলিফোন পেয়েই আপনি রওনা দিয়েছেন। আপনার কাছে অনেক কিছু বলবার ছিল মেজর জেনারেল ওয়াসিমের। অথচ এই নির্বোধের মত কাজটা আপনি পৌঁছবার আগেই করে বসলেন তিনি। স্ট্রেঞ্জ! এছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, স্যার,' গোল্ড লিফের প্যাকেটের উপর সিগারেটের মাথা ঠুকতে ঠুকতে কথাগুলো বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর করাচী অফিসের ডেপুটি চীফ।

তারিক আখতারের দিকে একবার তাকালেন মেজর জেনারেল। নির্বিকার ভাবে ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। তারপর ভারী কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'ইয়েস, স্ট্রেঞ্জ। হি লাভড্ হিজ জব। এই তো কয়েকদিন আগেই প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাকে কনগ্রাচুলেট করেছিলেন আফগানিস্তানের স্পাই রিং সম্পর্কে তার স্কীমের সাফল্যের জন্যে।' রাহাত খানকে সাধারণত এত কথা এক সঙ্গে বলতে শোনা যায় না। স্বগতোক্তির মত বলে চললেন তিনি, 'সাকসেসফুল ম্যান। আত্মহত্যার প্রশ্নই ওঠে না। কেন আত্মহত্যা করল ভাববার বিষয়।'

'নার্ভাস ব্রেক ডাউন?' ঘরের কোণ থেকে প্রশ্ন করল একজন। এবার সোজা হয়ে বসলেন রাহাত খান। চোখের দৃষ্টি বিদ্ধ করলেন প্রশ্নকারীকে। 'তুমি আজ তিন বছর জেনারেল ওয়াসিমের সঙ্গে কাজ করে এরকম কথা ভাবছ, শেখ? না, নার্ভাস ব্রেক ডাউন, জন্ডিস, বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করার মত মানুষ ওয়াসিম ছিলেন না।' আবার হেলান দিয়ে বসে পাইপে টান দিলেন জেনারেল, 'ডাক্তার সাদেককে ডাকো।'

একসময় ঢাকা অফিসে ছিল কর্নেল শেখ। এখন করাচীর অপারেশন চীফ। রাহাত খানকে ভালভাবেই চেনে। রিসিভার কানে তুলে ডায়াল করল সে। 'ডক্টর? ব্রিং মি জেনারেল ওয়াসিমস্ ফাইল।...ইয়েস, জেনারেলস্ অফিস।'

ডাক্তার সাদেক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিকিৎসক।

ঘরে নীরবতা নামল এক মুহূর্তের জন্যে।

সবাই অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্যে। ব্রিগেডিয়ার আখতার পাশের ড্রয়ারগুলো খুলে সাবধানে এটা ওটা নাড়ছে। কিছু নেই। কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না কেন আত্মহত্যা করলেন মেজর জেনারেল ওয়াসিম।

দরজায় নক হলো। তারপরই খুলে গেল। একটা সবুজ ফাইল হাতে ঢুকলেন ডা. সাদেক। রোগা, লম্বাটে। পোড় খাওয়া চেহারা। রাহাত খান প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাতেই সম্ভাষণসূচক হাসিটা উবে গেল ভদ্রলোকের। 'মেজর জেনারেল ওয়াসিম সামান্য ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন,' ফাইল খুলে পড়লেন তিনি। 'খুবই সামান্য। ছ'মাস আগে আমিই পরীক্ষা করে বলেছিলাম।'

'ডায়াবেটিস!' ভুরু কুঁচকে গেল রাহাত খানের। 'অন্য কিছু?'

'না, স্যার। চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তাঁর।'

কোন কথা বললেন না মেজর জেনারেল।

কিন্তু সবাই তাকাল তাঁর দিকে। কথাটা যেন শোনেননি তিনি, অন্যমনস্ক হয়ে

গেছেন। সবার মাঝে একটা প্রশ্ন দেখা গেল: কেন আত্মহত্যা করলেন মেজর জেনারেল ওয়াসিমের মত ক্ষমতাশালী লোক? কেউ তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করার অবসর পাচ্ছে না। একটা বিস্ময় সবার ভেতর ক্রমেই সংক্রমিত হচ্ছে।

কেন আত্মহত্যা? কি ভুল করেছিলেন জেনারেল?

ঘরের কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না জেনারেল ওয়াসিমও ভুল করতে পারেন। শুধু একভাবে ভাবছেন রাহাত খান।

রিপোর্টের ফাইলটা এগিয়ে দিতে গেল সাদেক। ইশারা করলেন আর. কে, দরকার নেই। ডাক্তার নিঃশব্দে ঘর ছাড়ার উদ্যোগ নিতেই প্রশ্ন করল ইফতিখার হায়দার, 'মানসিক দিকটা সম্পর্কে ভেবেছেন?' হায়দার পি. সি. আই-র প্ল্যানিং বিভাগের ডিরেক্টর।

'আমি জানি,' উত্তর দিলেন রাহাত খান। ভারী ভুরু জোড়া, আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। কপালের পাশে তিরতির কাঁপছে একটা শিরা। 'ওয়াসিম খানের মানসিক দিক সম্পর্কে আমি বলতে পারি—মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও তোমাদের যে কারও চেয়ে সুস্থ ছিল সে।'

দরজায় মৃদু নক করে ঢুকল একটি মেয়ে। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সুন্দরী। চোখ-মুখের উত্তেজনায় ঢাকা পড়েছে বিষণ্ণতা। 'স্যার,' জেনারেল ওয়াসিমের স্টেনো বলল রাহাত খানকে, 'আপনার টেলিফোন। মিনিস্ট্রী অব ডিফেন্স।'

সোজা হয়ে বসলেন রাহাত খান। 'বলো, মেজর জেনারেল এখন কনফারেন্স রুমে, আধ ঘণ্টার মধ্যে কারও টেলিফোন রিসিভ করবেন না,' বললেন তিনি।

আরও কি বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে বের হয়ে গেল মেয়েটি।

'স্যার,' বলল কর্নেল শেখ, 'আধঘণ্টা পর…?'

'প্রেস জানবে,' বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার। 'কাল হেডিং বেরুবে…

'অমুক ট্রেডিং কর্পোরেশনের ডিরেক্টর আত্মহত্যা করেছেন। তাতে কার কি?' বিরুক্তির সুরে বললেন রাহাত খান।

'কিছুদিন আগে ''হুরিয়াতে'' কর্পোরেশন সম্পর্কে রিপোর্ট বের হয়েছে। এবার…'

'ওরা এই আত্মহত্যা নিয়ে রিসার্চ শুরু করবে… কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে,' কর্নেল শেখের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন রাহাত খান। 'সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ, অফিস তুলে দাও।' আবার কয়েকবার পাইপে টান দিলেন তিনি। নিভে গেছে, নতুন করে ধরালেন না আর।

একজন নীরবে সমস্ত ঘর খুঁজছিল। সিকান্দার বিল্লাহ, সিকিউরিটি ডিরেক্টর। হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সে। 'পারসোনাল ডোশিয়েটা পেয়েছেন?' ওকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

আঙুল তুলে কার্পেটের গুটিয়ে তোলা কোণটা দেখাল সিকান্দার বিল্লাহ। কিছু ছাই-এর আভাস।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন আর. কে. জ্যা মুক্ত ধনুকের মত। 'আপনি কি বলতে চান ওয়াসিম খান আত্মহত্যার আগে পারসোনাল সিকিউরিটি ডোশিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছেন?'

'গতকাল সকালে আমার কাছে ওটা চেয়েছিলেন তিনি। আমি ডিপার্টমেন্টকে ফাইলটা পাঠিয়ে দিতে বলি। ওটাই খুঁজছিলাম এতক্ষণ।' একটা চেয়ারে বসে পড়ল বিল্লাহ।

'কিন্তু এ ফাইল আপনার অফিস থেকে রিমুভ করা হলো কেন?'

'মেজর জেনারেল অর্ডার দিয়েছিলেন।'

ঘরের মধ্যে আবার নীরবতা নামল।

'স্যার,' হঠাৎ বলল কর্নেল শেখ, 'মেজর জেনারেল কি কোন শত্রু চক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন? ডোশিয়ে পোড়ালেন কেন তিনি?'

উত্তর দিল সিকিউরিটি ডিরেক্টর বিল্লাহ। 'অনুমানও করতে পারছি না আমি। তাঁর পারিবারিক বৃত্তান্ত ছাড়া কিছুই ছিল না এটায়। পুরানো ফাইল। সাম্প্রতিক কোন তথ্য যোগ হয়নি। ফলে, কি যে ছিল ওই ফাইলে পুরো মনেও নেই আমার।'

'তবু কতটুকু জানেন আপনি?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'আপনি জানেন, তিনি বিপত্নীক। একা বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন নার্সারী সোসাইটিতে। নারী সম্পর্কে উৎসাহ ছিল না, পরিমিত মদ পান করতেন, জুয়া খেলতেন না। লোকের সঙ্গে মেলামেশা খুবই কম ছিল। দিনে গড়ে পনেরো-ষোলো ঘন্টা কাজ করতেন,' গড় গড় করে বলে গেল সিকান্দার বিল্লাহ। একটু নীরবতার পর আবার বলল, 'শত্রু চক্রের সঙ্গে জেনারেল ওয়াসিমের কোন যোগাযোগ বিশ্বাস করতে পারি না আমি। ভীষণ সাবধানী লোক ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে এবং সিকিউরিটি দিক থেকেও। আমি ভাবছি, কি এমন ছিল যার জন্যে আত্মহত্যা ছাড়া উপায় ছিল না।

'ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি হিসেবে তোমার দায়িত্ব ছিল তাকে রক্ষা করার,' কথাটা বলল বন্ধু তারিক আখতার।

'সকাল নটা দশে আমার টেপ অফ করে দিয়েছিলেন জেনারেল। সোয়া নটায় ব্যাপারটা জানতে পারি আমি। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানিয়েছি, তারিক।'

'এর আগে কোনদিন বন্ধ হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'এই মাসে দু'একবার হয়েছে। তার আগে কোনদিন হয়নি।'

'এ মাসে দু'একবার বন্ধ করেছিলেন কেন?' প্রশ্ন করলেন আর. কে.।

'ধরে নিয়েছিলাম একক ভাবে তিনি কিছু করছেন।'

'একক ভাবে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একটা কাজই করেছেন—আত্মহত্যা,' বলল ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার।

'কিন্তু একটা নোট রেখে গেলেন না কেন? কেন তাঁর কোন বন্ধুকে বলে গেলেন না মৃত্যুর কারণ...' স্বগতোক্তি মত করল সিকান্দার বিল্লাহ।

'মৃত্যুর চেয়ে বড় বন্ধু আর কাউকে হয়তো ভাবতে পারেনি ওয়াসিম।' জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠ আরও ভারী মনে হলো। 'এবং মৃত্যুই হয়তো তার শেষ নোট সবার জন্যে: স্টপ ইট হিয়ার।'

ইন্টারকমে সিগন্যাল শোনা গেল। ঘড়ি দেখে রাহাত খান তাকালেন সবার দিকে। 'দেয়ারস এ ভিজিটর।' ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন তিনি। 'ইয়েস, জেনারেল স্পিকিং।'

'মিস্টার মাসুদ রানা অ্যান্ড সোহানা চৌধুরী...'

'সেন্ড রানা,' সুইচ অফ করে দিলেন রাহাত খান।

কর্নেল শেখের চোখ একটু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, 'রানা? রানা—এখানে?'

'রানা কে?' প্রশ্ন করল ইফতিখার হায়দার।

'নামে না চিনলেও সিক্রেট নাম্বারে নিশ্চয়ই চিনবে। হেড অফিসের সবচেয়ে দামী অপারেটর,' বলল শেখ।

'এম. আর. নাইন?'

দরজা নক হলো। পরক্ষণেই জেনারেল ওয়াসিমের রিসেপশনিস্ট মেয়েটি দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ওকে নড করে ঘরে এসে দাঁড়াল রানা।

'রানা, তুমি জেনারেল ওয়াসিমকে চিনতে?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

বেশ জাঁকিয়ে বসেছে বুড়ো, দেখল রানা। ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গিয়েও...আরও অনেক কিছু ভাবতে গিয়েও জেনারেল এবং অন্যদের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল ও। কর্নেল শেখের সাথে কতদিন পর দেখা অথচ ও একটুও হাসছে না।

'স্যার, জেনারেল ওয়াসিম করাচী ব্যুরো ইনচার্জ অব কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স,' হঠাৎ বলতে শুরু করল রানা, '১৯৬৯ সালে করাচী ইন্টারকনে আলাপ হয়েছিল। পরিচয়টা অবিশ্যি এইমাত্র অনুমান করে নিলাম। উনি ওরিয়েন্ট কর্পোরেশনের বস্। ভদ্রলোক কথা খুব কম বলতেন...'

'হি কমিটেড সুইসাইড। তিন ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট আগে।' রানাকে অথৈ পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাহাত খান।

'কেন?' শুধু এ প্রশ্নটাই রানার মুখ থেকে বেরুল শেষ পর্যন্ত।

'আমরা এখনও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি,' বললেন রাহাত খান। আবার পুরো এক মিনিট নীরবতা। আপন মনে পাইপ টানছেন জেনারেল। রানার কাছে এগিয়ে এল কর্নেল শেখ। তারিক আখতার এগিয়ে গেল সিকান্দার বিল্লার কাছে। সবাই মৃদু কণ্ঠে আলোচনা শুরু করল।

'রানা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে,' হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান। 'এই এখন থেকে তোমার নাম জেনারেল ওয়াসিম। চীফ অব করাচী ব্যুরো অব কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।' কেউ কিছু বলা বা ভাবার আগেই রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। 'প্লীজ, গিভ মি দ্য লাইন অব প্রেসিডেনশিয়াল সেক্রেটারিয়েট, পিন্ডি। ইয়েস, সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার।' রিসিভার কানে রেখেই বললেন, 'তারিক, হায়দার, শেখ, সিকান্দার, রানা টেক ইয়োর সীট। তোমাদের সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চাই।...উইথ হুম অ্যাম আই স্পীকিং...ও। আর. কে. বলছি। তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট আগে মেজর জেনারেল ওয়াসিম আত্মহত্যা করেছেন। হ্যাঁ, শকিং। খবরটা এখন চাপা দিতে চাই আমি। আই ওয়ান্ট প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার। ইয়েস, আমার একটা পরিকল্পনা আছে এবং সেটা কাজে লাগাতে চাই। থ্যাঙ্ক ইউ!' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানাকে বললেন রাহাত খান, 'আজ থেকেই অফিস শুরু করতে চাও তুমি?'

'স্যার,' বলল শেখ, 'খবর আপনি চাপা দিতে পারেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি কোন ফোন আসে তখন ধরা পড়ে যাবে রানা!'

'না, পড়বে না। আমরা হলোগ্রাম ব্যবহার করব।'

'সেটা, কি জিনিস?' জিজ্ঞেস করল তারিক আখতার।

'নাম শোনোনি?' বললেন জেনারেল, 'প্ল্যানিং ডিভিশনে খোঁজ নিলেই পাবে। টেপ রেকর্ডার ও সাউন্ড মিক্সচার ক্রস করে তৈরি হয়েছে রাশিয়ায়। আমরাও এনেছি। যে কোন কণ্ঠস্বর নকল করার জন্যে চমৎকার জিনিস। এ জন্যেই সেনাবাহিনীকে এখন নির্দেশ দেয়া হয় কারও ভয়েস যেন মান্য না করে কোড ছাড়া। মেজর জেনারেল ওয়াসিমের কণ্ঠস্বর প্রচুর রেকর্ড হয়ে গেছে সিকিউরিটিতে। রানার ভয়েসের সঙ্গে ওসব মিক্স করলে কেউ ধরতে পারবে না এদিকের বদলটা, অন্তত টেলিফোনে।'

'তাতে লাভ?'

'লাভ?' জেনারেল তাকালেন ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতারের দিকে। 'এটা কি স্টক মার্কেট, ব্রিগেডিয়ার তারিক?'

ঘরটা সাউন্ড প্রুফ। নির্জনতা এবং নৈঃশব্দ্য চারদিক থেকে গ্রাস করতে লাগল রানাকে। মেজর জেনারেল ওয়াসিমের ভেলভেট মোড়া রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিজেকে তাঁর মৃত আত্মা মনে হতে লাগল ওর। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে একটা গানের কলি উচ্চারণ করতে গিয়েও সব কিছুকে মনে হলো মেকি।

ঘরের বাইরে বসা মেয়েটির নাম লায়লা-কি-যেন!

সকালে আলাপ হয়েছে। ওকে ডেকে গল্প করা যায়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, নির্জন একাকিত্বের জন্যে এ মেয়ে বিপজ্জনক। শরীরের কার্ভগুলো রমনার রাস্তাগুলোকে হার মানায়। না, ওর কথা ভাববে না রানা। ভাবা যাক পাজী মেয়েটার কথা। হ্যাঁ, সোহানার কথা। কিন্তু সোহানা জানল না তার পদোন্নতির কথা। গতকালের পর আর দেখাই নেই। গতরাতেই বুড়োর অর্ডারে পিল পিল করে গিয়ে নিশ্চয়ই ঢাকার প্লেনে উঠেছে। বুড়োও কিছু বলবে না। করবে নাকি ঢাকা অফিসে একটা টেলিফোন। বুড়ো করাচী ইন্টারকনে। অথবা হয়তো এ অফিসের সিকিউরিটিতে বসে।

ঘড়ি দেখল রানা, মাত্র দু'ঘণ্টা হয়েছে। ইন্টারকমের সুইচে চাপ দিল ও, 'কফি, প্লীজ।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দরজায় নক করে ঢুকল লায়লা-কি-যেন মেয়েটি, রমনা কার্ভ নিয়ে। আবার বেল বটম সালোয়ার। মেজর জেনারেল ওয়াসিম লোকটা নাকি সাত্ত্বিক বামুন ছিল, কিন্তু তার পার্সোন্যাল অ্যাসিসটেন্ট একেবারে লেটেস্ট মডেলের। শরীরে যত কার্ভ হোক না কেন, মেয়েটির ঠোঁটে মৃদু কাঁপুনিও দেখা গেল না। হয়তো দাঁত খারাপ। চোখ দুটি তেমনি। ওর পিছনে ট্রে নিয়ে ঢুকল নীল ইউনিফর্ম পরা এক লোক। তার মুখ নির্বিকার। লায়লা-কি-যেনকে বসতে বলল রানা। লোকটাকে ইশারায় যেতে বলে কফি বানাতে লাগল লায়লা।

'মেজর জেনারেল ওয়াসিমকে কতদিন ধরে চিনতেন আপনি?' খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটি। মুখে কোন ভাষা ফুটল না। চামচ দিয়ে কফি নাড়ল। চমৎকার কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এ অফিস সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, দুঃখিত।'

'তবে কে দেবে?'

'সিকিউরিটি আর রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।'

'এটা কার নির্দেশ?' রানা কাপটা নিতে গিয়েও নিল না। 'মেজর জেনারেল রাহাত খানের?'

'জানি না,' বলল মেয়েটি। 'এ প্রশ্নেরও আওতার বাইরে রয়েছি আমি।'

'তবে আপনার সঙ্গে কি ধরনের আলাপ হতে পারে আমার এ চেয়ারে বসে?' হালকা ভাবে প্রশ্নটা করে কফিতে চুমুক দিল রানা। 'ব্যক্তিগত?'

'উত্তর দিতে পারি যদি...'

'যদি আপনার বয়স জিজ্ঞেস না করা হয়?' রানা হাসল। 'কফি নিন।'

একটু ভেবে আরেক কাপ কফি বানাতে লাগল মেয়েটি। 'আসলে এ ঘরে বেশিক্ষণ থাকাও উচিত নয় আমার,' বলল ও। 'হয়তো গোপন টেলিফোন আসতে পারে।'

'সেজন্যেই তো বসে আছি। কিন্তু এ ঘরে নিজেকে বড় অনাহূত মনে হচ্ছে। একে বিদেশী...'

'বিদেশী?' চোখ বড় বড় করল মেয়েটি।

'ওই হলো। এক হাজার মাইল দূরে তো বটে,' বলল রানা।

'কিন্তু আপনি তো দেশে থাকেনই না বলতে গেলে।'

'আমাদের বুড়োর জন্যে সম্ভব হয় না সেটা।'

মেয়েটি হাসল প্রথমবারের মত। না, দাঁত খারাপ নয়। রানার সন্দেহ অমূলক।

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল লায়লা-কি-যেন।

'আবার একা বসে থাকব?' বলল রানা।

আবার হাসল মেয়েটা। 'থাকতেই হবে। বরং অন্য সময়...'

'আজ সন্ধ্যায়?'

'হুঁ, আমার অবসর।'

'ঠিকানা জানলে নিয়ে আসতে পারতাম আপনাকে।'

মেয়েটি কিছু বলার আগেই ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। দুজনের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। হাত বাড়িয়ে হলোগ্রাম-এর সুইচ অন করল রানা। ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল মেয়েটি। হ্যাঁ, ডিরেক্ট লাইনের টেলিফোনই বেজেছে। রাহাত খানের অনুমান ঠিক পথেই এগুচ্ছে।

আরাম করে বসল রানা। ছ'বার রিং হলো। সাত বারের মাথায় রিসিভারে হাত রাখল ও। তুলে নিয়ে নিচু স্বরেই বলল, 'হ্যালো!'

'ওয়াসিম?' একটা চাপা মেয়েলী সুর ভেসে এল।

একটু সামলে নিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বলল রানা, 'এ নাম্বারে দ্বিতীয় কেউ ফোন রিসিভ করে না।'

'আপনি কথা রাখেননি!' ওপাশের কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার কিছু না বলে আসল কথায়

চলে গেল। ও যে জেনারেল ওয়াসিম নয় ধরতে পারেনি ওরা। চট করে উত্তর দিল না রানা। ওপাশের গলা আবার বলল, 'আপনাকে শেষ সুযোগ দিয়েছিলাম আমি।'

'সুযোগটা গ্রহণ করতে পারিনি আমি,' বলল রানা। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে জরুরী মীটিং ছিল।' উত্তেজনা বোধ করছে ও। কি এমন সুযোগ ছিল যা গ্রহণ করার চেয়ে জেনারেল ওয়াসিম মৃত্যুকে পছন্দ করলেন? কে এই মেয়ে? কে এই ব্ল্যাকমেইলার?

'আপনার অসুবিধা আমার বিবেচ্য নয়।' এবার একটু রুক্ষ শোনাল নারী কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কোন কথা উদ্ধার করতে পারল না রানা, যা দিয়ে আরও কিছু কথা বের করা যায়। 'আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারি। যা যা জানতে চেয়েছি সব নিয়ে আজ সন্ধ্যায় না এলে আগামীকাল কারও জন্যে কেউ বসে থাকবে না।'

রানার শিরদাঁড়া বেয়ে সড় সড় করে নেমে গেল একটা শীতল স্রোত।

'শুনতে পেয়েছেন আমার কথা?' আবার প্রশ্ন করল নারী কণ্ঠ।

'সন্ধ্যা কটায়?'

'সেম টাইম। সেম প্লেস।'

ভাবার সময় নেই। দ্রুত বলল রানা, 'জায়গাটা বদল করলে ভাল হয়, আমার সেফটির জন্যে।'

'কেন?' নারী কণ্ঠে বিস্ময়।

'কারণ আমার নিরাপত্তা। রিস্ক নিতে পারি না আমি।'

'আপনি রিস্ক নিচ্ছেন না। কেউ সন্দেহও করবে না। আমরা জানি, আপনার সহযোগীরা জানে, আপনি মাঝে মাঝে একা সিনেমা দেখতে যান।'

'বিপদে পড়েছি আমি। সেটা আর বাড়াতে চাই না। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুন,' বলল রানা। 'অন্য হলে।'

ওপাশের মহিলা উত্তর দিল না কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। 'ঠিক আছে,' বলল নারী কণ্ঠ, 'ব্যাম্বিনো সিনেমা হল। আগামীকাল সন্ধে সাড়ে ছটা।'

রানার উত্তর না শুনেই লাইন কেটে দিল মেয়েটা। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রানা। সত্যি তবে জেনারেল ওয়াসিম খানের মত মানুষ পরাজিত হয়েই আত্মহত্যা করেছে। অবিশ্বাস্য.

এ অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে হলো না রানাকে। ঘরের ভেতর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্নেল শেখ, ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার আর সিকান্দার বিল্লাহ। উত্তেজনায় ফুটছে শেখ। যেন এই মুহূর্তে শুনতে পেয়েছে অ্যাটম বোমা নিয়ে ত্রিশটা প্লেন করাচী বম্বিং করার জন্যে ছুটে আসছে। তারিক আখতার বলল, 'তথ্য উদ্ধারের জন্যে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না আমি।'

আগামীকালের কথাই ভাবল রানা। মেয়েটি কে?

সব শুনে শেখ বলল, 'আমাদের এত শক্তিশালী অর্গানাইজেশনের কাছে এই ব্ল্যাকমেইলের কথা চেপে গেলেন কেন জেনারেল ওয়াসিম?'

কঠিন প্রশ্ন। কেউ উত্তর দিতে পারল না।

সদর রোডে নামল রানা, ব্যাম্বিনো ও লিরিক সিনেমার মাঝামাঝি জায়গায়। ঠিক

সোয়া ছ'টায় ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিয়ন সাইন আর পোস্টার দেখতে দেখতে এগুলো। ভাবখানা, স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে মা বাপের কাছে গেছে, স্বামী বেচারা কোন কাজ পাচ্ছে না। বই-এর দোকানটা একবার দেখল ও, তারপর গিয়ে দাঁড়াল লাউঞ্জে। শো কার্ডগুলো দেখল। ছবির নামটা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না—স্পাই ছবি। বেশ ভিড়। কারণ নিঃসন্দেহে বিকিনি পরা মেয়েটির হাতের বিশাল মাউজার। কড়ি কোমলের সমন্বয়ে অদ্ভুত অ্যারোটিক মনে হচ্ছে। আপার ক্লাস কাউন্টারের কাছাকাছি থাকল রানা। মেয়েটিকে চেনার কোন উপায় নেই। একমাত্র ভরসা ওর কণ্ঠস্বর। অথচ এর উপর ভরসা করাই উচিত নয়। মেয়েটিকে মেজর জেনারেল ওয়াসিম চেনেন অথবা মেয়েটি জেনারেলকে চেনে, অনুমান করল ও।

মেয়েরা দু'একজন আসছে, কিন্তু সন্ধ্যার শোতে একা কাউকে দেখা গেল না। একা আসাই উচিত মেয়েটির। অবশ্য, সাঙ্গপাঙ্গরা আশে-পাশেই থাকবে আশা করা যায়। হলের আশে-পাশে এবং ভেতরে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কয়েকজন হোমরা চোমরাও আছে। শেখ, তারিক আখতার ইত্যাদি।

ঘড়ি দেখল রানা, সাড়ে ছটা হতে তিন মিনিট বাকি। ভিড় কমে আসছে। যারা ছবি দেখবে তারা ভেতরে চলে গেছে। হঠাৎ কাউন্টারে এগিয়ে গিয়ে দুটো টিকিট চাইল ও। দাম দিতে এবং সীট চয়েজ করতে সময় নিল। একশো টাকার খুচরো বেশ গুণে-টুনে নিয়ে পকেটে রাখল।

আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল।

মহিলা এসে মেজর জেনারেল ওয়াসিমকে না দেখে চলে গেছে, অনুমান করল রানা।

হঠাৎ বিকিনি পরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ আটকে গেল ওর। একটি মেয়ে আসছে। সঙ্গের লোকটা দূরত্ব রেখে আসছে। মেয়েটির চোখ ভিড়ের মধ্যে লোকগুলোকে দেখল মুহূর্তে। একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কাউন্টারে এসে ত্রিশ সেকেন্ডের মত দাঁড়িয়ে মত বদল করে গেটের দিকে এগুলো।

হ্যাঁ, এই হবে। মেয়েটির ইংরেজী উচ্চারণে ত-এর প্রভাব ছিল, স্মরণ করল রানা। মেয়েটির পরনে কালো স্ল্যাক্স, নীল পুল ওভার। কাঁধে বড় ফিতায় ঝুলছে বড় একটা চামড়ার নীল ব্যাগ। বয়স ত্রিশের উপরেই। ভরাট শরীর। কালো চুল মুখের দুপাশে ফ্রেম করা। উচ্চতা পাঁচ ফুট এক অথবা দেড় ইঞ্চি, নাক চোখের গড়ন বলে পূর্ব বাংলার পুবদিক থেকে জাপানের যেকোন অংশে জন্ম হতে পারে।

চলে যাচ্ছে মেয়েটি। পিছু নিল রানা। মেয়েটি একটা ফোক্স ওয়াগনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সিগারেট লাগাল ঠোঁটে। জ্বালাল রনসন লাইটার। তাকাল মেয়েটি। চোখা-চোখি হতেই চোখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু রানার চোখ স্থির। আবার তাকাল মেয়েটি। চোখে চোখ পড়তেই আগুন নিভিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল রানা, 'মিস্টার খান আসতে পারলেন না, বিশেষ কাজে আটকে গেছেন। এটাই জানাতে এসেছি আমি।'

চমকে গেল মেয়েটি, ভয় ফুটে উঠল চোখে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, 'কি বলছেন আবোল তাবোল?'

·কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভিড়ে দ্রুত নেমে গেল ও। রানাও পিছু নিল একই গতিতে।

মেয়েটিকে লক্ষ করে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। হাঁটতে হাঁটতে জেব্রা-স্ট্রাইপের উপর দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গাড়ির ভিড়ে ঢুকে পড়ল সে। গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে এগুলো। চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করবে মেয়েটি এবার। দূরত্ব কমিয়ে আনল রানা।

হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকে পড়ল মেয়েটি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। প্রমাদ গুনল রানা। প্রায় দৌড়ে পিছু নিল। দেখল একটি অ্যাংলো সেলস্ গার্লের সঙ্গে কথা বলে 'উইমেন্স-ওয়্যার' ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে মেয়েটি। রানা পিছু নিতেই বাধা দিল সেলস্ গার্ল, 'ওনলি ফর...'

'মাই ওয়াইফ। আমার পার্স ওর কাছে রয়ে গেছে...ট্যাক্সি ভাড়া...' বলতে বলতে অ্যাংলো মেয়েটিকে সরিয়ে এগিয়ে গেল রানা! পাশের ঘরে মেয়েটি একটা কাউন্টারের পাশ দিয়ে মোড় নিল। একটু অবাক হয়ে পাশের দরজা দিয়ে অন্য ঘরে চলে এল রানা। অনুসরণ করেই বুঝল এটা সিঁড়ি। অন্ধকার। দেখা গেল না মেয়েটিকে। রানা থমকে দাঁড়াতেই একটা মৃদু শব্দ হলো উপরে। উপরে উঠে যাচ্ছে মেয়েটি। নিঃশব্দে উপরে উঠতে শুরু করল রানা, একটু নিচু হয়ে। উপরে হাই হিলের মৃদু খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'ডোন্ট মুভ। অর আই উইল শুট।'

কথাটা কানে যেতেই সিঁড়ির উপর একটু সরে গিয়ে বসে পড়ল রানা। নীরবতা। নিচে একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। উঠে আসছে উপরে।

'ডোন্ট মুভ!' নারী কণ্ঠের হুঁশিয়ারী শোনা গেল আবার।

'ড্রপ ইয়োর গান।' শোনা গেল শেখের গলা।

উপর থেকে কোন উত্তর এল না। কিন্তু মৃদু পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। জুতো খুলে রেখে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে মেয়েটি।

নিঃশব্দে উপরে উঠতে লাগল রানা। চিলে কোঠা। ছাদের দরজা খোলা। ছাদের দিকেই গেছে মেয়েটি। রানা একটু অপেক্ষা করে হোলস্টার থেকে বের করল ওয়ালথার পি.পি.কে.। তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাদে। না, কেউ গুলি করল না। উঠে দাঁড়াল রানা। কেউ নেই ছাদে। অন্ধকার ছাদের এক কোণে একটা পানির ট্যাঙ্ক, অন্য দিকে তিনটে টেলিভিশন অ্যানটেনা রাতের রাজপথ থেকে প্রতিফলিত আলোয় কঙ্কালের পাঁজরার মত লাগছে।

আর কারও ছায়া নেই। অথচ, জানে রানা, মেয়েটা যখন অশরীরি নয়, তখন উবে যায়নি। আশেপাশেই কোথাও আছে। ভুল হয়ে গেছে ওর। এই মুহূর্তে অন্ধকারের গায়ে মিশে থেকে হয়তো তাকে টার্গেট করছে সে। কোন আড়াল নেই ওর।

নড়ল না রানা। আরও প্রখর করে তুলল কানজোড়া। নামিয়ে দিল ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ।

গুলির শব্দ।

পায়ের শব্দ।

চিৎকার।

সিঁড়িতে। এক লাফে সিঁড়িতে পড়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল রানা। অন্ধকার। মেয়েটির খুলে রাখা একপাটি জুতো পড়ল পায়ের নিচে। প্রথম তাক পার হতেই দেখল কর্নেল শেখ বাঁ হাতে পিস্তল তুলে ধরে সিঁড়ির নিচের দিকে তাক করেছে।

'ডোন্ট শুট,' চিৎকার করে উঠল রানা। দেখল গুলি লেগেছে শেখের ডান হাতে। কিন্তু দাঁড়াল না ও, ছুটে নামল নিচের দিকে। মেয়েটিও দৌড়ে নামছে। নিঃশব্দে। হাতে পিস্তল। দরজা খুলে দুজন লোক উঁকি দিয়েই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। মেয়েটি দোকানের দরজা দিয়ে না ঢুকে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে আসছে। উপর থেকে রানা দেখল গুলির শব্দে অনেক লোক জড়ো হয়েছে নিচে। নেমে গেল মেয়েটি। লোকজন ছিটকে পড়ল চারদিকে। খুনে পিস্তল সবাই চেনে।

খাকি পোশাক পরা এক পুলিস চেঁচিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করেই তাকাল ছুটে আসা মেয়েটির পিস্তলের দিকে। মুহূর্তে তার হাত চলে গেল রিভলভারে। কিন্তু বের করতে পারল না। তার আগেই মেয়েটির হাতের ছোট বেরেটা থেকে আগুনের ঝলকের সঙ্গে বেরিয়ে এল তপ্ত সীসা। ককিয়ে উঠেই বসে পড়ল পুলিসটা।

মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। খালি পায়ে।

পিস্তলটা পকেটে ফেলে রাস্তায় বেরুল রানা। মিশে গেল ভিড়ে। মেয়েটি ছুটছে।

লম্বা বয়স্ক এক পুলিস সার্জেন্ট রিভলভার বের করে তাক করেছে মেয়েটিকে। রানা নিষেধ করতে গেল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মেয়েটি। ওর কাছে গেল না সার্জেন্ট, পালস দেখার জন্যে আহত পুলিসের হাতটা তুলে ধরল। ছুটে গেল রানা। ব্যথায় বাঁকা হয়ে গিয়ে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। ওকে উঁচু করে ধরল রানা, 'কে আপনি? কে পাঠিয়েছিল?'

উত্তর দিল না মেয়েটি। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে জ্বল জ্বল করে উঠল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

লাশটা কংক্রিটে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ভিড় জমে গেছে আশপাশে। ভিড়ের ভেতর সার্জেন্টকেও দেখতে পেল ও। উঠে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে বাইরে এল রানা। চারদিকে চোখ মেলে খুঁজতে লাগল ব্যাগটা। ওই মেয়েটির হাতে একটা ব্যাগ ছিল। পিস্তলটা দেখল ফুটপাথে। ব্যাগটা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। একটা পার্ক করা গাড়ির পাশে পড়ে আছে।

ব্যাগটা তুলেই খুলে ফেলল রানা। ভেতরটা দেখল। কিছু টাকা আর মেয়েলী জিনিসের সঙ্গে পাসপোর্টটাও রয়েছে। বের করল সেটা। না দেখেই পকেটে ফেলল। তারপর ব্যাগটা ফেলে দিল রাস্তায়। মিশে গেল ভিড়ে। কেউ লক্ষ করার আগেই পালাতে হবে।

প্রচণ্ড শব্দে স্কীড করে একটা কালো মার্সিডিজ থামল ঠিক ওর সামনে। হাতটা হোলস্টারে পাঠিয়ে দেবার আগেই রানা দেখল: লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভিং সীটে বসা ড্রাইভার একজন মহিলা। বোরখা পড়া কালো নেকাবে মুখ ঢাকা। খুলে গেল

দরজা।

'উঠে আসুন,' পরিষ্কার বাংলায় বলল বোরখা পরা মহিলা। কণ্ঠস্বরে চেনা যায় তাকে।

সীট থেকে ডানদিকে সরে গেল সোহানা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রানা। সশব্দে দরজা বন্ধ করে একসিলারেটরে চাপ দিল ও। গাড়ি ছুটে চলল নেপিয়ার রোডের দিকে।

'হুঁ, তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'এ পোশাকে কেন সুন্দরী?'

'ফলো করছিলাম আপনাকে,' বলল সোহানা।

দ্বিতীয়বার আপনি বলতে শুনে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। সোহানা তো তুমি করেই কথা বলে ওকে।

'সোজা হেডকোয়ার্টারে চলে যাও।'

ব্যাক সীট থেকে ভেসে এল অতি পরিচিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। মেজর জেনারেল রাহাত খান। একটু বিভ্রান্ত হয়েই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। আড়চোখে তাকাল পাশে। নেকাবে ঢাকা মুখ। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। উপচে পড়ছে হাসি। ভাবখানা, কেমন জব্দ!

দুই

সারা ঘরে থম থমে নীরবতা।

মেজর জেনারেল রাহাত খান, ব্রিগেডিয়ার তারিক আখতার এবং রানা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সাদা অ্যাপ্রন পরা ল্যাবরেটরি চীফ পরীক্ষা করছে ডিটেকটর দিয়ে। দু'মিনিট রশ্মি ফেলে দেখে বলল, 'না, বিস্ফোরক জাতীয় কিছু নয়।'

চৌকা ছোট একটা বাক্স—সিগারেটের প্যাকেটের আকার। হলদে কাগজে মোড়া। এসেছে ব্যাঙ্কক থেকে, একটা ঠিকানা আছে প্রেরকের—প্রাপক মেজর জেনারেল ওয়াসিম খান। বাক্সটা দু'ঘণ্টা আগে এসেছে তার বাড়ির ঠিকানায়।

বাক্সটার চেহারা দেখলে মনে হয় নববর্ষের উপহার-টুপহার গোছের কিছু হবে একটা।

কিন্তু এসেছে ব্যাঙ্কক থেকে। সে জন্যে এটাকে সাধারণ কিছু মনে করতে পারছে না ওরা। যে মেয়েটি পুলিসের গুলিতে মারা গেছে, পাসপোর্টে তার নাম মোনিকা দোজাই। দশ দিন আগে ব্যাঙ্কক থেকে এসেছে থাই-এয়ারে। বয়স ৩৩। সিঙ্গাপুরের মেয়ে। জাপানে বিয়ে করেছিল, বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন থাইল্যান্ডের সিটিজেন। ব্যাঙ্ককে একটা আর্ট গ্যালারি পরিচালনা করে। প্রচুর ছবি বিক্রি হয় সেখানে। ক্রেতা আমেরিকান ও দূরপ্রাচ্যের রাজ পরিবার। বিভিন্ন এশিয়ান দেশগুলো ঘুরে শিল্পীদের কাছ থেকে ছবি সংগ্রহ করে। এসব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে এখানকার এক খ্যাতনামা শিল্পীর কাছ থেকে। শিল্পী কিছুদিন আগে ওই মহিলার সঙ্গে আর. সি. ডি. দেশগুলো সফর করেছে গাড়িতে।

ওই শিল্পী এখন পুলিসের পাল্লায় পড়ে হাজত বাস করছে।

মেয়েটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি তখনও। এই বাক্সটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল তার অস্তিত্ব।

'রানা, সাবধান,' বলল ব্রিগেডিয়ার আতিক।

খুব সাবধানে এলুমিনিয়াম নির্মিত বাক্সের মোড়ক খুলল রানা। তাকাল জেনারেলের দিকে। ইশারা করলেন তিনি। হুক আলগা করে দিয়ে ঢাকনাটা খুলে ফেলল ও।

সবার শ্বাস পড়ল এক সাথে। এবং এক সঙ্গেই ঝুঁকে পড়ল সবাই। বাক্সের ভেতর একটা সাদা প্লাস্টিকের মোড়ক। মোড়কটা বের করল রানা। মোড়কের দু'পাশ সেলাই করে দেয়া। কাঁচি এগিয়ে দিল ল্যাবরেটরি চীফ। রানা কাটল একটা দিক। স্টেনলেস স্টীলের কিডনী ও ট্রেটা এগিয়ে দিল ব্রিগেডিয়ার তারিক। মোড়কটা কাত করল রানা।

চমকে উঠল ও। রি রি করে উঠল সমস্ত শরীর।

'স্ট্রেঞ্জ!' সিধে হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল।

একটা মানুষের কড়ে আঙুল। কোন মেয়ের। রক্ত লেগে আছে, প্রায় কাঁচা। নখে রঙ নেই। হাজারটা সদ্য প্রসূত ইঁদুরের বাচ্চা ছুটে বেড়াতে লাগল রানার সারা গায়ে।

'কল ডক্টর সাদেক,' বললেন রাহাত খান। রানা তাকাল তাঁর দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। সাদা কালো চুল, বলিরেখা ভরা মুখের ভেতর সদা জাগ্রত দুটো চোখ। কিন্তু এতদিন একসাথে থেকেও ওই চোখ জোড়াকে এমন বিভ্রান্ত হতে আর কখনও দেখেনি রানা। জেনারেলকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার তারিক ফোনে ডাকল ডাক্তার সাদেককে।

তিন মিনিট পর ডা: সাদেক আসতেই কাটা আঙুলটাকে দেখিয়ে বললেন জেনারেল, 'টেল আস হোয়াট ইজ দ্যাট, ডক্টর। কুইক।'

ঝুঁকে পড়ে আঙুলটা একবার দেখে নিয়েই সবার দিকে তাকাল ডাক্তার। আবার মনোনিবেশ করল কাজে। একটা গ্লোভ পরে দু'আঙুলে ওটা ধরে গন্ধ শুঁকল, চেপে দেখে রেখে দিল টেবিলে। 'এটা একটা মেয়ের হাতের কড়ে বা কেনি আঙুল,' বললেন তিনি। 'মেয়েটির বয়স বেশি নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই কাটা হয়েছে। জীবন্ত মানুষের হাত থেকেই। কেটেছে ধারাল অস্ত্রে এবং যে কেটেছে সে একজন সার্জন। এটা কোথেকে এল, স্যার?'

'ব্যাঙ্কক,' বললেন রাহাত খান, 'আর কিছু তথ্য দিতে পারেন, ডক্টর সাদেক?'

'চোখে দেখে আর কিছু বলা সম্ভব নয়। কেমিক্যাল অ্যানালাইসিসে হয়তো আরও কিছু বেরবে।'

'ঠিক তাই করুন। যতটা সম্ভব জানতে চাই আমরা,' কথা কটা বলেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন আর. কে.।

রানা ও ব্রিগেডিয়ার আতিক পিছন পিছন এগুলো। রাহাত খান সোজা গিয়ে ঢুকলেন মেজর জেনারেল ওয়াসিমের ঘরে। বসলেন কোণের সোফায়।

'আঙুলটা কার, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার আতিক।

'কার?' রাহাত খান তাকালেন ব্রিগেডিয়ারের দিকে। সেই চোখ। 'আঙুলটা কার নিঃসন্দেহে বলতে পারতেন একমাত্র মেজর জেনারেল ওয়াসিম,' বললেন তিনি।

নীরবতা নামল ঘরে।

বাইরে রাত। নিয়নের নীলাভ আলোয় ঘরটা ভরে আছে। তিনজন বসে আছে একভাবে। রাহাত খান ধোঁয়া ছাড়ছেন পাইপের।

'স্যার,' ব্রিগেডিয়ার তারিক আবার নীরবতা ভাঙল, 'মেজর জেনারেল ওয়াসিম কি নারী ঘটিত সমস্যায় পড়ে…'

'এর উত্তর আপনারই জানা উচিত। ওয়াসিমের সঙ্গে আমি কাজ করেছি উনত্রিশ বছর আগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। আমি তখন মেজর। ও ক্যাপ্টেন। আপনারা ছিলেন ওর বর্তমান কালের সঙ্গী।'

ব্রিগেডিয়ার তারিক বলল, 'তাঁর রেকর্ড যা এদিক সেদিক পেয়েছি তাতে মেয়েঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। তাঁর সঙ্গে ক্লাবে যারা মিশেছে তারা রসিকতা করে বলে স্ত্রী মারা যাবার পর মেজর জেনারেলের অ্যাপার্টমেন্টে কোন মেয়ে ঢোকেনি।'

'তবে আঙুলটা কার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি কি ভাবছ এ সম্পর্কে?' পরীক্ষকের মত জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'আমার ধারণা এ আঙুল যার তার সঙ্গে মেজর জেনারেল ওয়াসিমের নিকট সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক,' বলল রানা। 'জেনারেল যেদিন প্রথমে ওদের ডেট মিস করেন সেদিনই ওই আঙুলটা কাটা হয়েছে তাঁকে ভয় দেখানোর জন্যে। কাটা হবে সে কথা জানতেন জেনারেল। সে জন্যেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

'হুঁ।' রানাকে থামিয়ে পাইপে টান দিলেন রাহাত খান। এখন আমরা কি করতে পারি?'

'ওদের থামাবার জন্যে চেষ্টা…

'একটি মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে পুরো ডিপার্টমেন্টই স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়বে,' ব্রিগেডিয়ার বলল।

'স্ক্যান্ডাল?' একটু ভেবে রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়াসিম সাধারণত কোথায় কাটাত সন্ধেটা?'

'বাড়িতে।'

'বেস্ট ফ্রেন্ড কে ছিল?'

'করাচী ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক।' একটু ভেবে তারিক আখতার বলল, 'নাম আশেক আনোয়ার।'

'রানা,' বললেন রাহাত খান, 'তুমি নাম ঠিকানাটা নাও। আমাদের জানতে হবে কার জীবন রক্ষার জন্যে ওয়াসিম নিজের জীবন দিল। কে তার কাছে এমন মূল্যবান ছিল?'

ড. আশেক আনোয়ার ছোটখাট মানুষ, কিন্তু ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা। দিল্লির লোক। বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি বলেন। তাঁর ড্রইং রুমটা সাজানো গোছানো।

দেয়ালে সাদেকীনের পেইন্টিং। বাড়িটা একেবারে নির্জন স্বাভাবিক ভদ্রলোক অবিবাহিত।

নিজের পরিচয় দিল রানা সি. আই. ডি-র লোক বলে

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন ডক্টর আশেক।

'ডক্টর,' বলল রানা, 'আপনার কাছে এসেছি কয়েকটা তথ্য জানতে।'

'বলুন কি করতে পারি?' হাতের বইটা পাশের টেবিলে রাখলেন অধ্যাপক।

'আপনি মেজর জেনারেল ওয়াসিমের বন্ধু। ওঁর সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে, কথাগুলো একান্তই গোপনীয়।

কোন কথা বললেন না ডক্টর। শুধু দুই ভুরুতে একটা গিট পড়ল

'আপনার সঙ্গে মেজর জেনারেলের আলাপ কত দিনের?'

রানার দিকে একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ডক্টর আশেক। তারপর বললেন, 'আমাদের আলাপ ছেলেবেলা থেকে। দুজনেই দিল্লির লোক। মাঝখানে দেখা কম হত, কারণ ও ছিল আর্মিতে। তারপর ও করাচীতে সেটল করার পর আবার নতুন করে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। তারও প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

ডক্টরের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না রানা। কিছুটা সময় নিয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'সম্প্রতি, মানে স্ত্রী মারা যাবার পর, জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবনে কোন নারী…'

'নারী!' বিস্মিতভাবে তাকালেন ড. আশেক। তারপর চোখ দুটো ছোট করে দেখলেন রানাকে। লাফ দিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে। 'কি সব নোংরা প্রশ্ন করছেন? আপনি কে, আমি এখুনি ফোন করব ওয়াসিমকে।' রিসিভারটা সত্যি সত্যি তুলে নিলেন তিনি।

'উনি এ মুহূর্তে এখানে নেই,' বলল রানা। 'মেজর জেনারেল ওয়াসিমের জন্যেই প্রশ্নটা করছি আপনাকে।'

'কিন্তু ওয়াসিমকে জিজ্ঞেস না করে তার সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না,' বললেন ড. আশেক। 'টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে'

'যেহেতু তিনি সিক্রেট সার্ভিসের লোক?'

চমকে তাকালেন ডক্টর আশেক। 'আপনি কে?'

'একই ডিপার্টমেন্টের লোক,' বলল রানা। 'এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?'

'আপনাদের ডিপার্টমেন্ট চীফের বিরুদ্ধে স্পাইং করাচ্ছে?' নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল ডক্টর আশেকের গলায়। 'কি হয়েছে ওয়াসিমের?'

'মেজর জেনারেল ওয়াসিম মারা গেছেন,' বলল রানা।

'কী!' থমকে তাকালেন অধ্যাপক। মুখ থেকে সব রক্ত যেন সরে গেল। 'কি বললেন?'

'হি ইজ ডেড,' আবার বলল রানা। 'ডক্টর আশেক, এই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আর কিছু জানাতে পারছি না। ব্যাপারটা এখন স্টেট-সিক্রেট আপনি এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না। তাঁর মৃত্যুটা দুঃখজনক এই ব্যাপারে

আমরা তদন্ত করছি। সেজন্যেই আপনার কাছে আসা। আশা করছি এবার আমার প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন আপনি?'

'ওয়াসিমের মৃত্যু কি স্বাভাবিক ভাবে হয়নি?'

'কিছু বলতে পারছি না, দুঃখিত।' রানা জিজ্ঞেস করল, 'মেজর জেনারেলের জীবনে এমন কোন মহিলা ছিলেন কি যার জন্য তিনি সব কিছুকে তুচ্ছ ভাবতে পারেন?'

'নারী!' বিভ্রান্ত ভাবে শব্দটা উচ্চারণ করলেন ডক্টর আশেক 'না, কোনো নারী ওয়াসিমের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ লোককে সব কিছু তুচ্ছ করতে উৎসাহিত করতে পারত না ও ছিল আদর্শবাদী মানুষ। একটু পুরানো ধরনের আদর্শবাদী বলতে পারেন। ওর স্ত্রী সাঈদা ক্যান্সারে মারা গিয়ে ওর প্রেম-জীবনও শেষ করে দেয়। আবার বিয়ে করার কথা বলেছি। কিন্তু ও কান দেয়নি।'

'এমন তো হতে পারে গোপনে তাঁর কেউ ছিল?' বলল রানা

'অসম্ভব। করাচীতে আমরা নিয়মিত মিশেছি বিশ বছর এর মাঝে আর কোন মেয়ে সম্পর্কে ভাবতে দেখিনি তাঁকে।'

'কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই ছিল, ডক্টর,' হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল রানা। 'হয় আপনি লুকাচ্ছেন, অথবা জানেন না। কিন্তু কেউ একজন ছিলই

রানার মুখের দিকে তাকালেন অধ্যাপক রানা দেখল তাঁর চোখ দুটো ভেজা, অসহায়।

'মিস্টার মাসুদ,'...কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেলেন তিনি।

'ব্যাঙ্ককে কে আছে তাঁর?' আচমকা জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যাঙ্ককে?' এবার ভীষণ চমকে উঠলেন ডক্টর আশেক।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'মেয়েটি কে?'

'মেয়েটি...' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ডক্টর আশেক, 'মেয়েটি অন্য কে নয়, ওয়াসিমের একমাত্র কন্যা সাকী!'

এবার যেন সমস্ত ঘটনা থেকে ছিটকে পড়ল রানা। 'তাঁর মেয়ে?' কোনমতে বলল ও। 'কিন্তু তাঁর মেয়ে তো দশ বছর আগে রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে!'

মাথা নাড়লেন ডক্টর আশেক, 'না, মারা যায় নি। ওয়াসিম সবাইকে মৃত্যুর খবর দিলেও মারা যায় নি ও। আমরা কয়েকজনই মাত্র আসল ঘটনাটা জানি। এখনও বেঁচে আছে সাকী।'

'কিন্তু কি ভাবে এবং কেন চাপা দেয়া হলো ব্যাপারটা?'

'তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি বউকে চিকিৎসার জন্যে টোকিও নিয়ে গিয়েছিল ওয়াসিম। তার মৃত্যুর পর দশ বছরের সাকীকে নিয়ে ফারইস্টের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় সে। আপনি হয়তো জানেন, মোটর অ্যাকসিডেন্টটা ঘটে থাইল্যান্ডে। চানথাবারি থেকে গাড়িতে ফিরছিল ওয়াসিম। নিজেই ড্রাইভ করছিল। পাহাড়ি অঞ্চল, হঠাৎ গাড়ি উল্টে যায়। গাড়িতে সাকী ছিল। কিন্তু সে মরেনি। মাথায় আঘাত পায়। চানথাবারি অঞ্চলের একটা হাসপাতালে সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু দেখা গেল মানসিক দিক থেকে ঠিক হলো না সাকী।'

'পাগল?'

'না। আরও খারাপ। শিশুর মত হয়ে গেল ও। স্মৃতিশক্তিহীন। কিন্তু শারীরিক দিক থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে উঠল।'

'এখন তার বয়স কত?'

'আঠারো উনিশ হবে।'

'এখন কোথায় আছে ও?'

'থাইল্যান্ডের একটি আমেরিকান হোমে। ওখানে তাকে নানা ধরনের চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু লাভ হয়নি। ওয়াসিম সারা জীবন নিজেকেই এর জন্য দায়ী করেছে। বছরে একবার ব্যাঙ্কক গেছে, কিন্তু মেয়ের এই অবস্থা সহ্য করতে পারত না ও। মেয়েও তাকে চিনতো না অথচ ওয়াসিম মনে করত তার মেয়ে একদিন ভাল হয়ে উঠবেই।'

'হোমের ঠিকানাটা জানেন আপনি?'

'না ঠিকানার প্রয়োজন আমার কোনদিন হয়নি।'

'এই চিকিৎসার খরচ চালাত কে?'

'অফকোর্স, ওয়াসিম। তার ব্যাঙ্ক রেগুলার টাকা পাঠাত।' অধ্যাপকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গেল ফোনের কাছে ডায়াল করল একটা নাম্বারে ওপাশে শুনতে পেল মেজর জেনারেল রাহাত খানের জলদ কণ্ঠস্বর।

'স্যার,' বলল ও, 'উই নিড জেনারেল ওয়াসিমস ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমি আসছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডক্টর আশেককে বলল রানা, 'ধন্যবাদ। পরে দেখা হবে।' উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল বাইরে।

'আমরা এখন কি করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার তারিক

'সাকীকে উদ্ধার করব,' বললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'এই ঘটনার পেছনের চক্রান্তকে ভাঙতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা জানতে হবে কেন ওয়াসিম আত্মহত্যা করল।'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন যাতে তাঁর মেয়ের কোন ক্ষতি না হয়। যারা তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছে তাদের এখন আর কিছু করার নাই,' বলল তারিক আখতার।

'কিন্তু ওরা জানে এখনও বেঁচে আছে মেজর জেনারেল ওয়াসিম,' বলল রানা। 'আমরা দুটো কাজ করতে পারি। এক, প্রেসের কাছে জানিয়ে দেয়া জেনারেলের মৃত্যু খবর। তারপর অপেক্ষা করা—কোথাকার পানি কোথায় যায়। কিন্তু এব্যাপারে পুরো নিয়তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। দুই, অ্যাকশান। সাকীকে উদ্ধারের জন্যে পুরো শক্তি নিয়োগ।'

'কিন্তু তাতে লাভ?' প্রশ্ন করল ব্রিগেডিয়ার তারিক। 'ওরা মেরে ফেলবে সাকীকে।'

'যাই ঘটুক,' রাহাত খান তাকালেন সবার দিকে, 'উই উইল সেন্ড এ মিশন। এটা ব্ল্যাকমেইলের সাধারণ ঘটনা নয়। যাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল তার টাকা

নেই। ছিল শুধু কিছু সিক্রেট। জেনারেল ওয়াসিমের কাউকে কিছু দেয়ার থাকলে দিতে পারত শুধু অফিসিয়াল সিক্রেট। আর তা দিতে চায়নি বলেই আত্মহত্যা করেছে ও।'

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল সায়লা। 'টেলিফোন। ব্যাঙ্ক থেকে,' বলল ও

রানাকে ইশারায় বললেন জেনারেল। টেবিল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে রানা বলল, 'কিছু জরুরী ইনফর্মেশনের জন্য আপনাকে খবর দিয়েছি। আমি স্টেট সিকিউরিটি থেকে বলছি।' একটু থেমে বলল, 'জেনারেল ওয়াসিম খানের মেয়ে সাকীর ঠিকানা কি?'

ওপাশে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এ বিষয়ে আমি জেনারেল ওয়াসিম ছাড়া আর কারও সাথে আলাপ করতে পারি না।'

'কিন্তু স্টেট সিকিউরিটি থেকে আপনাকে তুলে আনার জন্যে এখনই দুজন আর্মড পুলিস পাঠানো হলে?' হুমকি দিল রানা।

আবার নীরবতা। তারপর শোনা গেল, 'বলুন কি জানতে চান?'

'ঠিকানা।'

'ব্যাঙ্কক থেকে ৭৫ মাইল উত্তরে ফম দানগ্রাক অঞ্চলের আমেরিকান হোম। পরিচালক ড. স্টুয়ার্ট রেগান। ওটা রেগান ক্লিনিক বলে পরিচিত।'

'ওখান থেকে সম্প্রতি কোন খবর পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' বলল ম্যানেজার। 'আমি ডক্টর রেগানের সঙ্গে যোগাযোগ করি না কখনও, টাকা পাঠানো ছাড়া।'

'মাসে কত টাকা?'

'তিন হাজার। অবশ্য ডলারেই দিতে হয়।'

'শেষবার টাকা কবে পাঠিয়েছেন?'

'বারো দিন আগে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনি দৃঢ় চরিত্রের লোক বলেই জেনারেল আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন। এখন আমার অনুরোধ আমাদের এই আলোচনাটা একান্ত গোপনীয় বলে ধরবেন।'

নিজেকে দায়িত্বশীল বলেই দাবি করল ব্যাঙ্কার। রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বলল, 'অল রাইট, স্যার।'

'তোমরা বোধহয় একটু চিন্তায় পড়েছ,' ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল, 'বাট আই উইল সেন্ড মাই মিশন!'

'ফ্রম ঢাকা?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার।

'নো।' বললেন রাহাত খান। 'এখান থেকেই যাবে। রানা, তুমি তৈরি?'

বুড়ো ভুলে গেছে ছুটির কথা। 'ইয়েস, স্যার,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'গুড।' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল।

'ওয়ান ম্যান মিশন?' জিজ্ঞেস করল ব্রিগেডিয়ার তারিক।

উত্তর দিলেন না রাহাত খান। খুলে রাখা কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে নিয়ে বাম হাতের ওপর ফেলে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে।

তিন

সাউথ ইস্ট এশিয়ার বৃহত্তম শহর ব্যাঙ্কক। ৩৫ লক্ষ লোকের বাস। ১৭৮২ সাল থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। ছবির মত করে সাজানো চারদিক। প্রকৃতি একে সারা বছর বর্ণিল করে রাখে। এর মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত মেনাম চাওফিয়াও-এর স্রোত।

'অ্যাটেনশন প্লীজ,' মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেনের গলা শুনে একটা কান খাড়া করল রানা। গাইড বইটা রেখে দিল। 'ব্যাঙ্কক এসে গেছে। এখন প্লেন থাইল্যান্ডের মাটি স্পর্শ করবে,' ঘোষণা শেষ হলো।

প্লেন ল্যান্ড করল দনসুয়াং এয়ারপোর্টে।

এক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছে ওকে। এর ভেতর উদ্ধার করতে হবে সাকীকে। এক সপ্তাহ পর সরকারী ভাবে মেজর জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করা হবে। প্লেন থেকে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রানা। তার সামনে এয়ারপোর্টের কালো চত্বরে সার বেঁধে নেমে যাওয়া লোকের সারিতে ছাই রঙের স্যুট পরা লোকটাকে চেনা মনে হচ্ছে। লিউ ফু-চুং। চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের কোলকাতা ব্যুরো চীফ। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসও এখানে মিশন পাঠিয়েছে। লিউ ওর পুরানো বন্ধু। কিন্তু এখন নয়। দুজনই এখন ছদ্ম পরিচয়ে আছে। এখানে রানার পরিচয় জুট ম্যাগনেট।

মিষ্টি কণ্ঠ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে থাই এয়ারের সুন্দরীকে দেখল রানা। 'দুঃখিত' বলে এগিয়ে গেল ও। সময় থাকলে সুন্দরীকে খুশি করা যেত।

ঠিক ছিল হোটেল হিলটনে উঠবে রানা। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল গাড়িতে উঠে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল 'হোটেল এরাওয়ান।'

দনসুয়াং এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ছুটে চলল শহরের দিকে। বিকেল সাড়ে চারটা।

হোটেল রুম থেকে পরেরদিন নটায় বেরুল রানা। সোজা নেমে গেল নিচে। একটা গাড়ি ভাড়া করল সোফার ছাড়া। সিক্সটি সেভেন মডেল শেভ।

পনেরো মিনিটের মধ্যে রানাকে দেখা গেল বিজয় স্তম্ভের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে উত্তরে। ত্রাচাথিপাত রোডে উঠে গাড়ির স্পীড মিটারের কাঁটা ষাট মাইলের কোঠায় নিয়ে এল ও। রাস্তার মাইল স্টোন দেখল; ফম দনগ্রাক ৬৫ মাইল।

এক ঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল রানা। পাহাড়ী অঞ্চল। হাইওয়ে থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে এল রানা। এগিয়ে গেল আধ মাইলের মত। তারপর ব্রেক করল। গাড়িটা রেখে কিছুদূর পায়ে হেঁটে এগুলো ও। 'ডক্টর রেগানস ক্লিনিক।' তীর চিহ্নিত সাইনবোর্ড ধরে এগিয়ে গেল রানা। দেখতে পেল পাহাড়ের গায়ে আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। সাদা ধবধবে কতগুলো একতলা বাড়ি। চারদিকে তারকাঁটার বেড়া।

গেটের দিকে পা চালাল ও।

কেউ নেই গেটে। বাগানটা সুন্দর করে সাজানো। তারপরেই গাড়ি-বারান্দা গেট খুলে গাড়ি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল রানা। বারান্দাও খালি

হঠাৎ কোলাহল শুনে চারপাশে তাকাল ও। একদল ছেলেমেয়ে আসছে। তাদের সামনে সাদা পোশাক পরা একটি মেয়ে মেয়েটির চোখ রানার উপর। ছেলেমেয়ের দলটা ভেতরে চলে গেল। মেয়েটি দাঁড়াল ওর সামনে। 'ড. রেগানের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি.' ইংরেজিতে বলল রানা

'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কটায় ছিল?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট—না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময় পাইনি। আমি এসেছি—'

'দুঃখিত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া ডক্টর কারও সঙ্গে দেখা করেন না.' বলে মেয়েটি আর দাঁড়াল না ওখানে।

বেগতিক দেখে এগিয়ে গিয়ে ওর পথ আটকে দাঁড়াল রানা। বলল, 'আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে করাচী থেকে এসেছি ' নিজের কার্ডটা বের করে মেয়েটির হাতে দিল ও। 'ডক্টরকে বলুন. জীবন-মরণ সমস্যাই আমার আসার কারণ। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি এক পাও নড়ছি না

কার্ডটা ধরে মেয়েটি রানার দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করল যেন। তারপর ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে চলে গেল ভিতরে

সব কিছু রহস্যময় মনে হচ্ছে। অথচ গতকাল ব্যাঙ্কক থেকে পাওয়া খবর থেকে জানা গেছে. ইনি বেশ নামকরা ডাক্তার। গত তেইশ বছর ধরে এই হোম গড়ে তুলেছেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের টাকায়। কোন স্পাই রিং বা ব্ল্যাক মেইলারদের সঙ্গে এই লোকের জড়িত থাকা অসম্ভব না হলেও ভাবতে হোঁচট খেতে হয়। সাকী যে এখানে নেই. তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও এখান থেকেই শুরু করতে হবে কাজ। ডক্টর রেগান আগে থেকে টের পেয়ে থাকতে পারেন কিছু একটা হয়েছে সাকীর।

দরজা আবার খুলল।

মেয়েটি তেমনি স্থির মুখে রানাকে দেখে নির্বিকার ভাবে বলল, 'আসুন।' ওর গলার স্বর আর চেহারা থেকে অনুমান করা যায় হুকুম হলে এভাবেই বলত সে. 'নো, গেট আউট।'

সাদা করিডর ধরে মেয়েটিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রানা। একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। কপাটে লেখা: ডক্টর স্টুয়ার্ট রেগান।

দরজা খুলে ধরে আবার বলল মেয়েটি, 'আসুন।'

সুন্দর করে সাজানো, আলোকিত বিরাট ঘরের একটা দিকে ভারী পর্দা ঝুলছে। বিশাল এক টেবিল। তার ওপাশে একটু কাত হয়ে বসা এক বৃদ্ধ। সাদা চুল। ফ্রয়েডের মত দাড়ি। হাতে রানার কার্ড।

'আপনার নাম মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।' বলল রানা। লক্ষ করল মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। মেয়েটিকে দেখিয়ে ডাক্তারকে বলল ও, 'আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই—শুধু আপনাকেই।'

অবাক হয়ে তাকালেন ডাক্তার। রানা শুনল পেছনের দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। বেরিয়ে গেল মেয়েটি। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা।

'বলুন,' বলল রেগান।

'করাচী থেকে এসেছি, ওয়াসিম খানের কন্যা সাকী সম্পর্কে কিছু জানতে.' বলার সময়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল রানা।

রেগান কেবল একবার চোখ তুলে তাকালেন। 'আপনি কি অথরাইজড্ পার্সন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না,' বলল রানা মৃদু কণ্ঠে।

'তবে আপনি একটু ভুল করে এতদূর চলে এসেছেন, মিস্টার মাসুদ,' বললেন ডা. রেগান। 'চিকিৎসা চলাকালে একমাত্র অথরাইজড্ পার্সন ছাড়া আর কারও সঙ্গে রোগীকে নিয়ে আলোচনা বা তার সম্পর্কে তথ্য দেই না আমরা। আপনার কাছে কোন চিঠি আছে?'

'না, নেই।' ব্রীফকেস খুলে তার ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করল রানা। বলল, 'তবে আমি এসেছি একটা খবর পেয়ে। আমরা খবর পেয়েছি এখন সাকী এখানে নেই। হ্যাঁ, আপনিও জানেন কথাটা, সাকীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এখান থেকেই।'

'স্ট্রেঞ্জ!' উঠে দাঁড়ালেন রেগান, 'কিন্তু আপনার গল্প শোনার সময় আমার নেই।'

'ডক্টর,' রানাও উঠে দাঁড়াল, 'আপনার মত আমিও ঘটনাটা আপাতত গোপন রাখতে চাই ইনভেস্টিগেশনের জন্যে। আপনি জানেন মিস্টার ওয়াসিম খান একজন পদস্থ সরকারি কর্মচারী। তিনি এ ব্যাপারটা এখনও জানেন না। আপনি প্রশ্নের উত্তর না দিলে কালই থাই পুলিস আমাদের সরকারের অনুরোধে তল্লাশি চালাবে। তার ফলাফল আপনি জানেন—ইন্টারন্যাশনাল স্ক্যান্ডাল!'

এবার দেখা গেল রেগান কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। রানার কার্ডটা আবার দেখলেন তিনি। বুঝলেন, জুট ম্যাগনেট সাধারণ কেউ নয়। আঙুলের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল বৃদ্ধ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। রানাকে একবার দেখেই বললেন, 'মিস্টার খানকে আমি আজই জানাব তার কন্যাকে আর এখানে রাখা সম্ভব নয়...আমি...'

'সাকী কোথায়?' কেটে কেটে বলল রানা, 'এটুকুই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমি।'

কার্ডটা নামিয়ে রাখলেন বৃদ্ধ। 'এখানে নেই,' বললেন তিনি। 'কিন্তু আগামী সোমবারেই ফিরে আসবে।'

'আগামী সোমবার?' শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল রানা। 'সোমবার কেন?'

চেয়ারটায় বসে পড়ে এক মিনিট চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন, 'ওকে সমুদ্র পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সঙ্গে একজন রয়েছে। এটা মিস্টার খানের অনুরোধেই করা হয়েছে।'

'ডক্টর রেগান,' বলল রানা, 'আমি এখানে এসেছি সাকীর খোঁজে। এবং

আমাদের হাতে প্রমাণ আছে সাকীকে এখান থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এখন, ডক্টর, আপনি যদি পুরো সহযোগিতা না করেন আমি পুলিসের সাহায্য নিতে বাধ্য হব। প্রেস কনফারেন্স ডাকব।'

'মিস্টার মাসুদ, ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না,' বললেন রেগান 'আপনার গল্প যদি সত্যি হয়, তবে মিস্টার ওয়াসিম খান নিজেই আসতেন। আমি···'

'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কিনা সেটাই বলুন,' স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করল রানা।

উত্তর দিলেন না রেগান। এক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থেকে এগিয়ে গেলেন কালো মেহগনি কেবিনেটের দিকে। কেবিনেট থেকে একটা ফাইল বের করে দেখলেন উল্টেপাল্টে। তারপর এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে। একটা কাগজের টুকরো ফাইল থেকে বের করে এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এটা চানথাবারির ঠিকানা। এখানে মিস খানকে পেতে পারেন।'

'ডক্টর,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল রানা, 'আপনি ওখানে একটা টেলিফোন করুন।'

'কিন্তু···'

'দেখুন ওখানে সাকী সত্যি সত্যি আছে কি না,' রানা সহজ ভাবেই বলল, 'আপনার মত নিশ্চিত আমি নই।'

দুজন কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রেগান রিসিভার তুলে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট লাইন চেয়ে নাম্বারটা বললেন। একটু পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। বললেন, 'এ নাম্বারে কোন রিসিভার নেই।' তাঁর চাউনি ফ্যাকাসে।

'এখন দেখুন ও নামে কোন ক্লিনিক আছে কি না।'

অন্য নাম্বারে ডায়াল করে সিয়ামিজ ভাষায় তিন মিনিট কথা বললেন রেগান। রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার মাথা নাড়লেন, 'নেই।'

'তবে?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিস্টার মাসুদ।' দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। 'ওরা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছিল, ডাক্তার নার্স সহ। জাপানী ডাক্তার মিস্টার ওয়াসিম খানের নিজের হাতে লেখা অথরাইজেশন লেটারও দেখিয়েছিল, আমাকে দিয়েছিল। আমি আপনাকে সেটা দেখাচ্ছি!'

ডা. রেগান ফাইল থেকে আরেকটা কাগজ বের করলেন। এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। রানা পড়ল টাইপ করা চিঠি, নিচে মেজর জেনারেল ওয়াসিমের স্বাক্ষর। নিঃসন্দেহে বলা যায় নকল সই। ওতে বলা হয়েছে পত্র বাহকের হাতে সাকীকে যেন তুলে দেয়া হয়।

'এর একটা কথাও মিস্টার ওয়াসিম খানের নয়—এটুকু বলতে পারি,' বলল রানা। 'এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন কোন ঘটনা চেপে না রেখে।'

'বলুন,' আত্মসমর্পণ করলেন রেগান।

'এ চিঠিকে এতখানি বিশ্বাস করলেন কেন?'

'অবিশ্বাস করার কিছু দেখিনি। আগে তিনবার এমনি বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে তাকে নেয়া হয়েছে।'

'যেমন?'

'একবার টোকিও, এই কিছুদিন আগে ক্যালিফর্নিয়া—আমি নির্দেশ পেলেই পাঠিয়ে দিয়েছি,' বললেন রেগান। 'আমি জানি সাকী কোনদিন ভাল হবে না। কিন্তু মিস্টার খান সব সময় আশাবাদী। তিনি কোনখানে কারও কথা শুনলেই আমাকে লিখে জানিয়েছেন।'

একটু ভাবল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, নকল ডাক্তারের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'হ্যাঁ। মধ্যবয়স্ক, ছোটখাট মাপের জাপানী। ভদ্রলোক নকল ডাক্তার নন আমি তাঁর সঙ্গে অনেক জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি অনেক কিছু জানেন। নিজের নাম বলেছিলেন মাসুিমো আকিহিতো।'

'সাকী যেতে আপত্তি করেনি?'

'না। ওকে আদর করলেই সব ভুলে যায়, একেবারে শিশুর মত।'

'ওদের চিনতে পারবে ও?'

'না। ও এইমাত্র যাকে দেখে পর মুহূর্তেই তাকে ভুলে যায়।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন রেগান, 'মিস্টার মাসুদ, আমার এখন কি করা উচিত, পুলিসে খবর দেয়া?'

'পুলিসের আওতায় এটা আর নেই। বেশ ঘোরাল হয়ে গেছে ব্যাপারটা ভাল করে বসে একটা সিনিয়ার সার্ভিস ধরাল রানা। 'পুরো ঘটনা একটু গুছিয়ে বলুন আমাকে,' বলল ও।

'ওরা এসেছিল ঠিক সকাল নটার দিকে,' বলতে লাগলেন রেগান। 'তার আগে অবশ্য ডা. আকিহিতো আমার সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন। নটার সময় আমাকে আকিহিতো মিস্টার খানের চিঠি দেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাকী প্রসঙ্গে আলাপ তুলি। এ বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হয় আমাদের মাঝে। তারপর আমরা সাকীকে দেখতে যাই। ওকে একজন আমেরিকান নার্স অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যায়, আমি ডক্টর আকিহিতোকে নিয়ে অ্যাকাউন্টস্ অফিসে যাই।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ক্লিনিকে নিয়ম, কেউ এখান থেকে বেরুতে হলে অ্যাকাউন্টস থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগে এখানে বেশিক্ষণ লাগেনি—আকাহিতো সঙ্গে সঙ্গে একটা চেক দেন।'

'চেক।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'কোথায় সে চেক?'

'নেই। কিন্তু ওটার ফটোকফি আছে। অ্যাকাউন্টস অফিস যে কোন মোটা অঙ্কের চেক জমা দেবার আগেই ফটোকপি করে রাখে। দাঁড়ান, আমি অ্যাকাউন্টস ক্লার্ককে ডাকছি।' রিসিভার তুলে সিয়ামিজে কাউকে কিছু নির্দেশ দিলেন রেগান।

তিন মিনিট পর অ্যাকাউন্টের লোক এল ফটোকপি নিয়ে। রানা দেখল চেকে কোনো স্বাক্ষর নেই। স্বাক্ষরের জায়গায় বসানো শুধু একটা নাম্বার: 394201. ও বুঝল, এটা গোপন নাম্বার অ্যাকাউন্টের চেক। ব্যাঙ্কের নাম-ঠিকানা দেখে নিল রানা। সুখোথাই ব্যাঙ্ক। ৩৯ বামরাংমুয়াং রোড, ব্যাঙ্কক।

'কিছু বোঝার উপায় নেই,' বললেন রেগান, 'নাম্বার ও অ্যাকাউন্ট আমিও

একটা খুলেছি। ব্যাঙ্ক থেকে এ নাম্বারের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।'

রানা জানে হয়, পুলিস ইচ্ছে করলে নাম বের করতে পারে। সুইজারল্যান্ডের মত এদেশে আইন পাস করা সম্ভব হয়নি। 'আপনার কাছে সাকীর ছবি আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

ড্রয়ার খুলল রেগান, 'এখুনি দেখাতে পারি। আমি প্রায়ই ছবি তুলে পাঠাতাম মিস্টার খানকে।' আরেকটা ফাইল বের করে তার ভেতর থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ছবি বের করে ওকে দিলেন তিনি। একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ, স্বাস্থ্য-জ্বলজ্বলে চেহারা। মুখের দু'পাশ দিয়ে বেয়ে নেমেছে রেশমের মত কালো চুল, বিশাল দুটো চোখ। মৃদু হাসছে, গালে গভীর টোল পড়েছে।

'অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে তো!'

'নিঃসন্দেহে। শরীরে এর কোন খুঁত নেই। শুধু যদি...'

'ছবিটা আমি নিতে পারি?'

'নিন।'

রানা ব্যাগে রাখল ওটা। 'আপনি আপাতত একটা কথাও কাউকে বলবেন না,' বলল ও। 'পুলিসকেও না। পুলিস জানা মাত্র সাকীকে হত্যা করবে ওরা।'

'হত্যা!' মাথা নাড়ল ডক্টর। 'না, এত সহজে ওকে হত্যা করবে না ওরা। মনের দিক থেকে সাকী চার বছরের হলেও শরীরে আঠারো বছরের যুবতী। এবং অদ্ভুত একটা জিনিস, বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলেও যৌনানুভূতি তার মধ্যে স্বাভাবিক আছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একটি সাধারণ মেয়ের মতই এসবের অনুভব তার। এবং বুদ্ধি কম থাকায় প্রকাশটা ঘটে একটু দ্রুত ভাবে। ওরা সহজে ওকে মারবে না। আমি কি বলতে চাই আশা করি বুঝতে পারছেন।'

'আসলে ওকে শুধু জীবিতই দেখতে চাই আমি,' বলল রানা। 'আবার দেখা হবে ডক্টর।'

রানা বের হয়ে এল রেগানস ক্লিনিক থেকে। শেভটা তেতে উঠেছে রোদে।

ব্যাঙ্ককের দিকে গাড়ি ছুটে চলল তীব্র গতিতে। চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে সাকীর মুখ। ইনোসেন্ট, নির্বোধ। ওর মনে এক অস্বস্তি বাসা বাঁধল। গাড়ির গতি আরও বাড়ল। একটা আক্রোশ রানার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা ইচ্ছেই তার হচ্ছে—খুনের।

কিন্তু কাকে?

চার

ব্যাঙ্ককে ঢুকল রানা বেলা আড়াইটায়।

গাঢ় নীল শেভ এগিয়ে চলল শহরের পশ্চিম দিকে। যত পশ্চিমে যেতে লাগল ততই প্রকাশ পেতে থাকল ব্যাঙ্ককের আসল রূপ। বর্তমান মিশেছে ইতিহাসের সঙ্গে। মনটা অন্য রকম হয়ে গেল রানার।

লাংলয়াং রোড থেকে একটা ট্রাফিক-জ্যাম পেরিয়ে বাঁক নিয়ে বামরাংমুয়াং

রোডের উপর এসে পড়ল ও। এখানেই কোথাও পাওয়া যাবে সুখোথাই ব্যাঙ্ক।

গাড়িটা একটা সিনেমা হলের সামনে পার্ক করল রানা। একটি মেয়ে হাসছে বিরাট দাঁত বের করে। প্ল্যাকার্ডটা দেখতে দেখতে গাড়ি থেকে নেমে কালো অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে দরজায় চাবি লাগাল রানা।

দুটো বাড়ির নাম্বার মিলিয়ে দেখল কোন দিকে যেতে হবে, আপ না ডাউন।

ফুটপাথ ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল ও। শো কেস, শো কেসের ম্যানিকিন আর স্ল্যাকস পরা পাঁচ ফুট অ্যাভারেজ উচ্চতা বিশিষ্ট থাই মেয়েগুলোকে দেখতে দেখতে। স্ল্যাকস এরা বেশি পরে।

নাম্বারটা পেয়ে গেল ও। কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরে কোন সাইন বোর্ড নেই। তবে বিল্ডিংয়ে তিন-চার তলার কাছাকাছি দেখা গেল একটা ছোট সাইন বোর্ড: সুখোথাই ব্যাঙ্ক। নতলা বিল্ডিংটার সিঁড়ি ও লিফটের সামনে নিশানা পেল, 'সুখোথাই ব্যাঙ্ক, সেকেন্ড ফ্লোর।' তিনতলায় উঠতে সিঁড়িটাই নির্বাচন করল রানা। পা বাড়াতেই দেখল লিফট গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসেছে। চারজন স্যুট পরা লোক নামল। একজন ইউরোপীয়। ওরা রাস্তায় নেমে গেল রানা উঠল লিফটে লিফট বয় দরজা টেনে দিতে গিয়েও থমকে গেল।

হুড়মুড় করে লিফটে ঢুকল লাল হলদে জাতীয় কিছু রানা দেখল জিনিসটা আনুমানিক একশো পাঁচ পাউন্ড ওজন এবং পাঁচ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটা ডিনামাইট বিশেষ।

থাই-বিউটি। গোলাকার মুখ, ভারী ঠোঁট, ছোট নাক। হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি বলল 'সরি!' একটু লজ্জা পেয়েছে যেন। ভারী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আলোড়িত হচ্ছে বুক। অরেঞ্জ কালারের শার্ট যেন ছিঁড়ে যাবে। মিনি স্কার্ট পরেছে। কোমরে কালো চওড়া বেল্ট ভরা শরীর—না উরু না, এরপর গলার নিচে তাকানো রীতিমত কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। তেমনি চোখ ফেরানোও!

ফেরাতে হলো না চোখ। লিফট বয়কে মেয়েটি কি সব বলতেই থেমে গেল লিফট। দরজা খুলতেই নেমে গেল সে। লিফট বয় জিজ্ঞেস করল ইংরেজিতে, 'কোন ফ্লোর, স্যার?'

'সেকেন্ড,' বলল রানা।

'এটাই।'

রানা এগিয়ে গেল সামনে। মেয়েটির গমন পথেই। মেয়েটি পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। রানা ভাবল কোন দিকে যাই মেয়েটাতো ভেবে বসে আছে তাকেই ফলো করছে সে—নিতম্বের দোল দেখে তাই মনে হচ্ছে।

বিরাট বাড়ি। টানা করিডর। দু'পাশে বিভিন্ন অফিসের সাইনবোর্ড। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা যেত, অথবা লিফট বয়কে। লিফট বয় নেই, ফিরে দেখল ও। মেয়েটিও থেমে পড়ল একটা লোহার দরজার সামনে। দরজা খুলে দিচ্ছে দারওয়ান, দারওয়ানের পিঠে রাইফেল। পিতলের ফলকের দিকে তাকাল রানা। সিয়ামিজে বড় বড় লেখা অক্ষরগুলোর নিচে ছোট করে লেখা ইংরেজিতে: সুখোথাই ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কক।

তিন লাফে এগিয়ে গেল রানা। মেয়েটি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লোহার গেট

টেনে দিচ্ছে দারওয়ান। রানা ভেতরে ঢুকতে গেল। বাধা দিল লোকটা। কি যেন বলল. হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকাল রানা। লোকটা এবার ঘড়ি দেখিয়ে আঙুলটা আরেক দিকে নির্দেশ করল। রানা দেখল একটা কাঠের ফলক ঝুলছে ভেতরের কাঁচের দ্বিতীয় দরজাটার সঙ্গে ক্লোজড।'

লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করল ও সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আবার সিয়ামিজে কি সব বলল দারওয়ান। রানা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দেখল ভেতরটা। প্রায় নির্জন। দু'একজন এক মনে কাজ করছে। কাউন্টারের ওদিকে মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়েছে। ও অনুমান করল মেয়েটি ধরে নিয়েছে. লোকটা তাকেই ফলো করছে যেমন সব সুন্দরীরাই মনে করে থাকে। চোখে চোখ পড়তেই বেশ রাজরাণীর মতই ভেতরে চলে গেল মেয়েটা। চোখে নিক্ষেপ করল বিচিত্র হাসি।

ভেতরে থেকে প্রায় ছুটে বের হয়ে এল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক তরুণ। তার চোখেও হাসি। বুঝল মেয়েটি এ হাসি সংক্রমিত করেছে। 'এ ব্যাঙ্ক দুটোর পর বন্ধ হয়ে যায়. আপনি কি চান?' জিজ্ঞেস করল তরুণ

এ ব্যাঙ্কের যথেষ্ট খ্যাতি আমার দেশেও আছে কিন্তু...' একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলল রানা 'এই দারওয়ানের কথা আমাদের জানা ছিল না পকেটে হাত দিয়ে দামী ভিজিটিং কার্ডটা বের করল ও তরুণের হাতে দিয়ে বলল. 'আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মিস্টার রামাধিবাদীর সঙ্গে?' থতমত খেয়ে তরুণ জিজ্ঞেস করল।

'এ ব্যাঙ্কে কজন ম্যানেজার?' তেতে উঠল রানা। পকেট থেকে বের করল সিনিয়র সার্ভিসের প্যাকেট। সিগারেট ঠোঁটে লাগাল। 'মিস্টার রামাধিবাদীকে বলুন আমার সময় খুব কম। আজকে কিছুক্ষণ আগের ফ্লাইটে এসেছি. পরের ফ্লাইটে ফিরে যাব।'

'মানে. স্যার. আসুন। মিস্টার রামাধিবাদী একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছেন।' ওকে নিয়ে ভিজিটর্স রুমে বসাল লোকটা। বলল. 'স্যার. যদি কিছু মনে না করেন একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার ব্যস্ততার কথা মিস্টার রামাধিবাদীকে বলছি।'

বেরিয়ে গেল লোকটা। রানা মুখের স্টিফ করে রাখা মাসলগুলো আলগা করে দেয়ালে টাঙানো থাই রাজা-রাণী ভুম আর সিরিকেটের যুগল ছবিটি দেখতে লাগল। সিয়ামিজদের রাণী সুন্দরী হওয়াতে বেশ সুবিধে হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাখি।

ঘরের দরজায় পদশব্দ শুনে রানা আবার স্টিফ করে ফেলল মুখের মাসল্। ঘরে এল ফিলিপিনো প্রেসিডেন্ট মারকোসের ট্রু কপি। গোলগাল দিব্যি সুখে থাকা চেহারা।

'মিস্টার মাসুদ রানা, আমি দুঃখিত আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্যে।' ট্রু কপি হাতে বাড়িয়ে আবার টেনে নিল রানার ভাবসাব দেখে। বলল, 'আমি রামাধিবাদী।'

লোকটা আসন গ্রহণ করলে রানা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা বলতে চাই।' ও জানে গোপনীয়তার প্রতি এধরনের ব্যাঙ্কারদের অসীম দুর্বলতা।

'গোপনীয়তাই আমাদের বিজনেস, স্যার।' লোকটার হাতে রানার কার্ড। ওটা আবার দেখল সে।

'আমার কথাগুলো আপনি ছাড়া আর কেউ জানুক আমি চাই না।' চারদিকে তাকাল রানা, 'এ ঘরটা কি…'

উঠে দাঁড়াল রামাধিবাদী। 'আপনি আমার চেম্বারে আসুন। আপনি কোনরকম অস্বস্তি বোধ করেন, আমি চাই না,' সবিনয়ে বলল সে।

রানা উঠল। হাতে অ্যাটাচি কেসটা নিল।

করিডরে একজন পিয়ন ছাড়া কেউ নেই। চারদিকটা দেখতে দেখতে এগুলো রানা। রামাধিবাদী একটা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল ও। ঘরের ভেতর অনেক কিছুর মধ্যে বসে আছে সেই "ডিনামাইট'। ওর চেহারা দেখে বুঝল মেয়েটার প্রদর্শনবাদ আপাতত নেই। চোখের কটাক্ষও উধাও।

রানাকে পথ দেখিয়ে রামাধিবাদী আরও ভেতরের ঘরটায় বসল। মেয়েটি ম্যানেজারেরই পি. এ.। অর্থাৎ বিনয়ের অবতার মহাশয় রসিক লোক।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দুদিকে বসল দুজন। আরেকটা সিনিয়র সার্ভিস ধরাল রানা। কোন কথা বলল না। ব্যাঙ্কার মিষ্টি হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলল, 'বলুন, আপনাকে কি সাহায্য…'

'একাউন্ট নাম্বার 394201 'হ্যাঁ, আপনার একজন ক্লায়েন্ট, তার সঙ্গে আমার একটা বিজনেস ডিল আছে। তার সঙ্গে আজই দেখা হওয়া দরকার আমার। কেন তা আপনাকে বলতে পারছি না, কিন্তু খুবই জরুরী। এদিকে তার ঠিকনা আমার জানা নাই,' বলল রানা। 'আমাকে আপনি এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পারেন?'

একটু হতাশ হলো রামাধিবাদী। একাউন্ট নাম্বার 394201 চোখ কপালে তুলে একটু ভাবল ও, 'আমার ক্লায়েন্ট হলে আমি তাকে সাহায্য করবই। আপনি একটা নোট লিখে দিন আমাকে, আমি জানিয়ে দিচ্ছি তাকে।'

ধড়িবাজ লোক। রানা বাঁ কনুই একটু চেপে ওয়ালথারের অস্তিত্ব দেখে ঘরের চারদিকটা দেখল। বেশ নির্জন। পাশের ঘরে অবশ্যি ডিনামাইটটা হাউ মাউ করে উঠলেই পুরো ব্যাঙ্ক হুমড়ি খেয়ে পড়বে। না, ওয়ালথার অচল। ভয় দেখিয়ে এর কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না। যদি যেত তবে এ ব্যবসা এতদিনে লাটে উঠত।

'আমি যে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই সেটা হয়তো আপনার মারফতে জানানো সম্ভব নয়।' একটু সোজা হয়ে বসল রানা। 'টু স্পীক ফ্রাঙ্কলি, আমি তার কাছ থেকে আপনার ব্যাঙ্কের পরিচয় পেয়েছি—অবশ্যি একটু ইনডাইরেক্ট ভাবে। আমি জুটের ব্যবসা করি। তা ছাড়াও দেশ-বিদেশে কিছু অন্য ব্যবসাও আছে।' রহস্য মিশিয়ে হাসল রানা, 'আর আমি চাই স্ট্যান্ডার্ড কারেন্সী। ওসব টাকা-ফাকায় কিছু হবে না। চাই ডলার, চাই স্টার্লিং।' চক চক করে উঠল রামাধিবাদীর চোখ। একটু থেমে স্বগতোক্তির মত বলল রানা, 'এবং যা চাই তা পেয়েও যাই। মিস্টার রামাধিবাদী, আমাদের দেশের থ্রী নট থ্রীর কথা শুনেছেন আপনি?'

'শুনেছি।' হাসল রামাধিবাদী. ওদের মধ্যে দু'একজনের একাউন্ট হয়তো আমার এখানেও আছে আমি অবশ্যি ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ভাবি না।'

'এদের কয়েকজন আমারও ক্লায়েন্ট' বেমালুম মিথ্যে কথা বলল রানা। 'অবাক হবেন না. আমাদের ওখানে এসব আমলাদের গ্রুপিং আছে.। গ্রুপিংটা হয় আমাদেরই ঘিরে। আমার গ্রুপের সাহায্যে কিছু দেশী টাকাকে ডলার করেছিলাম আমি। এখন সেগুলো বিদেশী ব্যাঙ্কেই আছে। কিন্তু আমি সিক্রেসির প্রয়োজন অনুভব করছি ওরা কেউ কেউ ধরা পড়াতে। গ্রুপিং অনুসারে আমাদের পেছনেও লোক লাগাতে পারে: অ্যান্টিকরাপশনের লোক।'

'আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন' রামাধিবাদী বলল, 'কেবল বিদেশী লোকই না, বিদেশী সরকারও আমাদের মারফত অনেক গোপন পেমেন্ট করে থাকে।'

'যেমন সি আই. এ. বা কে জি. বি?'

'হতে পারে, রামাধিবাদী বলল, 'আমরা বাছ-বিচার করি না। আপনার ডলার আমাদের...'

'নিশ্চিন্তে থাকবে বুঝতে পারছি,' বলল রানা 'কিন্তু, রামাধিবাদী, আমি ব্যবসায়ী এবং ধর্মযুগের সততায়ও বিশ্বাস নেই আপনার সঙ্গেও বিজনেস করতে চাই আমি

'যেমন?' অবাক হলো লোকটা।

'আমি আপনার এখানে ডলার রাখব.' রানা বলল. 'কিন্তু একাউন্ট নাম্বার 394201-এর নাম আমার প্রয়োজন।'

'মিস্টার মাসুদ আপনি আমাদের ব্যাঙ্কের পুরো আইন জানেন না বলেই এ প্রস্তাব করছেন,' প্রতিবাদ করল ম্যানেজার। 'আমাদের এখানে প্রায় প্রত্যেকটা মিনিস্টার, রাজ পরিবারের লোক, এমন কি কুইনেরও ব্যক্তিগত গোপন অ্যাকাউন্ট আছে যাঁরা গোপনীয়তার কথা জানেন তাঁরা অন্যের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেন না'।

উঠে দাঁড়াল রামাধিবাদী। রানা তাকাল লোকটার চোখে। একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই ডলারের পরিমাণ যদি বিশ লক্ষ হয়?'

চমকে গেল রামাধিবাদী। একটু সময় নিয়ে বলল, 'তবুও না।' ঘুরে দাঁড়াল আয়রন চেস্টের সামনে।

'যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার আপনাকে দেই?'

রামাধিবাদী প্রতিবাদ করতে গিয়ে থমকে গেল।

'এক লাখ?' জেদী কণ্ঠে বলল রানা। অ্যাটাচিটা কাছে টানল ও। ব্যাঙ্কারের চোখ অ্যাটাচির উপর একটু থামল। আবার ঘুরে দাঁড়াল সে।

রামাধিবাদীর হাত উঠে গেল চেস্টের ডালায়। নাম্বার মিলিয়ে হঠাৎ ডালাটা খুলে ফেলল সে। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল ভিতরের ড্রয়ার। ড্রয়ারের ভিতর উঁকি মেরে একটা খাতা উল্টিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি আমার নিয়ম মেনে চলি মিস্টার মাসুদ।'

'ভেবে দেখুন—একলক্ষ ডলার। পুরো ডলার আপনার হাতে দিয়ে নামটা নেব,

তার আগে নয়। অথচ আপনার ক্লায়েন্ট কোনদিন জানবে না।'

কাগজ উল্টাল রামাধিবাদী। হঠাৎ থেমে গেল লোকটা। দড়াম করে বন্ধ করে দিল ড্রয়ার। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। 'এক কোটি দিলেও না। অসম্ভব!' বলল সে।

অবাক হয়ে গেল রানা। লোকটা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে, যেন ভূত দেখেছে। বন্ধ করছে ড্রয়ার। টেনে দিতে গেল ভারী কপাট—মুহূর্তে রানার হাত থেকে ছুটে গেল অ্যাটাচিটা। বলল, 'টেক ইট।' উঠে দাঁড়িয়েছে ও। হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার পি. পি. কে।

অ্যাটাচির ধাক্কায় সরে গেছে ব্যাঙ্কার।

'রামাধিবাদী,' সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘুরে দু'পা এগিয়ে গেল রানা, 'আপনি একলাখ ডলার এবং জীবন দুটোই এক সঙ্গে হারাতে চান! অ্যাটাচিটা খুলে দেখুন।'

রক্ত শূন্য মুখে বিস্ময় আর দ্বিধা ছাড়া কোন কথা বেরুল না। শুধু দেখল কালো অ্যাটাচিটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। আবার চোখটা রানার ওয়ালথারের দিকে স্থির হলো। সময় নষ্ট করল না রানা—লোকটার কাছে গিয়ে পড়ল। পিস্তল একটুও না সরিয়ে বাঁ হাতটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে মারল ওর গলার পাশে। উক্ করে উঠল রামাধিবাদী। চোখটা একটু বিস্ফারিত হলো, এবং হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইল। ধরে ফেলল রানা। কোন শব্দ হলো না। শুইয়ে দিল কার্পেটে। ওয়ালথার যথাস্থানে চালান করে কপাটটা পুরোপুরি খুলে ফেলে চাবি লাগানো ড্রয়ার টানল ও।

লাল রঙের সাধারণ খাতা। বের করল রানা। পৃষ্ঠা উল্টে গেল।··· ত্রিশ হাজার, বত্রিশ, আটত্রিশ··· বের করল পাতাটা। হ্যাঁ, এই তো নাম্বারের পাশে নাম, ঠিকানা। ছিঁড়ে ফেলল পুরো পাতাটা। বন্ধ করল ড্রয়ার। বন্ধ করল কপাট।

রানার কপালে ঘামের বিন্দু।

ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেবিলের টেলিফোন।

কাগজটা পকেটে রাখল রানা।

পরপর আরও দুবার বাজল। রিসিভারটা তুলল ও। পাশে নামিয়ে রেখে দিল। কালো অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো। একলাখ ডলার!

দরজায় নকের শব্দে থমকে দাঁড়াল রানা এক মুহূর্তে। কে? কেউ নবে হাত দেবার আগেই দরজাটা খুলে ফেলল ও অ্যাটাচি ধরা হাতে। ডান হাত শোলডার হোলস্টারে ওয়ালথারের বাটে রেখে।

সেই মেয়েটি। তার চোখে উদ্বেগ। রানা ওকে একটু সরিয়ে দরজাটা টেনে দিল।

'মিস্টার রামাধিবাদী টেলিফোনে কথা বলছেন না কেন?' বলল মেয়েটি। 'প্রিন্সের ফোন···'

'বলছেন। আমার জন্যে একটু সঙ্কুচিত ছিলেন,' বলল রানা। 'এ ধরনের গোপনীয় টেলিফোন আপনি রিসিভ করেন?'

'আমি···'

'রামাধিবাদীর পি. এ.' বলল রানা, 'আপনার মত পি. এ. যদি টেলিফোন রিসিভ করে তবে মাসুদ রানার দৈনিক দশটা কল রিসিভ করতে হবে। আমি এ ব্যাঙ্কের নতুন ক্লায়েন্ট। অবশ্য এটা হঠাৎ করে ঘটল। যদি আজ লিফটে আপনার সঙ্গে দেখা না হত তবে হয়তো···হ্যাঁ,' মৃদু হাসল রানা, 'আপনাকে একটা কমপ্লিমেন্ট দিতে চাই, মিস্টার রামাধিবাদীকেও বলেছি, এ ব্যাঙ্কে সবচেয়ে দামী ডিপোজিট আপনি!'

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।' দরজার দিকে যেতে চাইল ও। রানা একটু সরে বাধা দিল ওকে। বলল, 'আমি ব্যাঙ্ককে একেবারে নতুন এবং একা। আপনি আজ সন্ধ্যায় কি করছেন?' ওকে ব্যস্ত রাখতে চায় রানা।

'সন্ধ্যায়?' মেয়েটি এবার হাসল মুখ তুলে, বলল, 'আমার বাড়িতেই কিছু কাজ···'

'তবে হিলটনে ডিনার খেতে পারি একসঙ্গে?' প্রস্তাব দিল রানা।

'মানে···' ইতস্তত করল মেয়েটি, খপ করে ওর হাত ধরে বসল রানা। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে নিল বুকে। চুম্বন করল মেয়েটির লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটে।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করল মেয়েটি। হাতটা উঠে আসতে গিয়েছিল রানার গালে। খপ করে ধরে ফেলল ও। তাকিয়ে দেখল মেয়েটির মুখ। না, চোখের রাগ আক্রোশ দেখার আগ্রহ রানার নেই। দেখল লিপস্টিকে মাখামাখি, সারা গালে, কপালে।

হাতটাও ছাড়াল মেয়েটি রাগে। রানার দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলল প্রায়। 'আপনি একজন বিবাহিতা মহিলাকে অপমান করছেন,' বলল সে।

'বিবাহিতা!' ওকে আবার দেখল রানা, কারও পি. এ. যে বিবাহিতা হয় এই প্রথম শুনল ও। 'সরি' বলল। 'আমি ভাবতে পারিনি···' রানা পকেট থেকে রুমালটা বের করে হাতে দিতে গেলে হাতটা সরিয়ে দিল ডিনামাইট। রামাধিবাদীর দরজা দেখিয়ে বলল 'আমি এক্ষুণি যদি আমার স্বামীকে বলি?'

'রামাধিবাদী?' অবাক হয়ে প্রশ্নটা করেই হাসল রানা। 'বলতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে আমার অজ্ঞানতার কথাটাও বলবেন। আর হ্যাঁ, ঘরে যাবার আগে মুখটা মুছে নেবেন। শুনেছি সুন্দরী স্ত্রীর স্বামীরা সাধারণত একটু বেশি সন্দেহপ্রবণ আর জেলাস হয়ে থাকে।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না রানা।

দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করতে করতে ভাবল, আচ্ছা ধড়িবাজ লোক। বউটাকে বানিয়েছে পি. এ.। কাউকে বিশ্বাস করে না।

অথবা পি. এ-টাকে বউ বানিয়েছে। কে জানে!

রানা বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল নিজের টেবিলের কাছে। রানাকে চলে যেতে দেখল দৃঢ় পদক্ষেপে, এতকিছু করে গেল একটা মেয়ের সঙ্গে বোঝার কোন উপায় নেই লোকটা কেমন।

ডেস্ক থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে নিয়ে ছোট আয়নায় দেখল নিজের মুখ। ঠোঁট থেকে লিপস্টিক সারা গালে লেগেছে।

লালের দিকে তাকিয়ে থেকে মেয়েটির গালে আরও লাল এসে জমল। চোখ গেল চুলে—হাত তুলে দেখল কাঁটা খসিয়ে দিয়েছে! মেঝে থেকে কাঁটাটা খুঁজে বের করে লাগাল ও। শার্টের দুটো বোতাম খোলা। একটা ছিঁড়েই গেছে। ডাকাত।

নিজেকে মেরামত করে মেয়েটি রামাধিবাদীর ঘরের দরজা খুলল। ভিতরে গেল। তারপর চিৎকার করে উঠল। সবাই ছুটে এল। ওর বর্ণনার পর একজন ছুটল বাইরে—দারওয়ান বলল সাহেব কখন বেরিয়ে গেছে!

জ্ঞান ফিরে এল রামাধিবাদীর। জ্ঞান ফিরতেই খুলল ড্রয়ার। দেখল পাতাটা ছেঁড়া। ফ্যাকাসে মুখে চিৎকার করে উঠল, 'গেট আউট, সবাই বেরিয়ে যাও।'

টেলিফোন ডায়াল করল ও। কাঁপছে রামাধিবাদী। ত্রিশ সেকেন্ড পর ওপাশ থেকে কেউ ফোন তুলল। কম্পিত কণ্ঠে বলল ব্যাঙ্কার, 'হিজ হাইনেস, প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই...'

রানার স্যুইট। ছিঁড়ে রাখা কাগজটা পকেট থেকে বের করে কোটটা ঝুলিয়ে দিল চেয়ারের হাতলে। খুলল কাগজটা। অ্যাকাউন্ট নাম্বারের পাশের ঘরে লেখা নামটা আবার দেখল: প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ আদিব-অর-রহমান অব মালয়েশিয়া। থাইল্যান্ডের ঠিকানা মেকং ভিলা, চিয়েনমাই।

চিয়েনমাই থাইল্যান্ডের ৭১টা চাওয়াট (প্রদেশ)-এর সর্ব উত্তরে পাহাড়ী শহর। ট্যুরিস্ট গাইডে শহরটির লোভনীয় নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। শিকারের জন্যে লোকে ওদিকে যায়। মালয়েশিয়ান প্রিন্সের এখানে কাঠের ব্যবসা আছে, অথবা সে শিকার ভক্ত। প্রিন্সের নাম আগে কোথাও শুনেছে রানা। কিন্তু কোথায় মনে করতে পারল না।

টাইটা আলগা করে ফোনটা কানে তুলে নিয়ে ডায়াল করে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ডায়াল করেছে থাই এয়ারের ডোমেস্টিক সার্ভিসে।

জানতে চাইল চিয়েনমাই নেক্সট প্লেন কটায়। এক নারী কণ্ঠ মুখস্থ আবৃত্তি করল, 'এই মুহূর্তে একটা ছেড়ে যাচ্ছে, আরেকটা যাবে আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায়।'

অর্থাৎ ওর হাতে এখন পাক্কা ১৪ ঘণ্টা সময়। ফু-চুং ব্যাটার দেখা পেলেও হত! অথবা ব্যাঙ্কের সেই মেয়েটা!

সন্ধ্যা নেমে আসছে চিনেমাই শহরে।

নির্জন এয়ারপোর্টের ধারে এগিয়ে যাচ্ছে একটা আলফারোমিও গাড়ি। এয়ারপোর্টের মেন বিল্ডিঙের পোর্টিকোয় থামল গাড়িটা। এয়ারপোর্টের একজন অফিসার এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ। জনৈক অফিসার প্রিন্সকে রিসিভ করল। প্রিন্সের সঙ্গে নামল মার্কিন মেয়ে লিন্ডা ও তার বয় ফ্রেন্ড ট্রয়।

'শিকার মিলল?' অফিসার জিজ্ঞেস করল আমেরিকান দুজনকে। প্রিন্সকে বলল, 'প্রোগ্রাম বদলে ফেললেন, ইয়োর হাইনেস?'

একটু গম্ভীর মনে হলো প্রিন্সকে। উত্তর দিল না। আলফারোমিওর পেছনে এসে

দাঁড়াল একটা ফোর্ড। সেটা থেকে নামানো হলো কয়েকটি রাইফেল, গলফ-ব্যাগ, এবং একটা স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় বাক্স।

একটা লোক তদারক করছে বাক্সের গায়ে একটা আঁচড় না লাগে, কাঁচা রঙ না ওঠে।

প্রিন্স তাঁর বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে এগিয়ে গেল ভি আই পি লাউঞ্জের দিকে। লাউঞ্জে আগেই একজন সিয়ামিজ পুলিস গার্ড দিচ্ছিল। প্রিন্স বাইরে গেলে সব সময় সে দেশের পুলিসের সাহায্য নিয়ে থাকে। দূরপ্রাচ্যের প্রায় প্রত্যেকটা দেশেই স্টেট গেস্টের সম্মান পায় সে। তার জীবনের উপর নাকি কয়েকবার হুমকি এসেছে।

লাউঞ্জে দাঁড়াতেই অফিসার আবার দৌড়ে এল। সঙ্গে কাস্টমসের একজন লোক। কাস্টমসের লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাজ ইয়োর এক্সেলেন্সি এনিথিং টু ডিকলেয়ার?'

'নো,' অফিসারের দিকে না তাকিয়েই বলল প্রিন্স।

অফিসার সবিনয়ে একটা স্বাক্ষরিত কাগজ প্রিন্সের তদারককারী লোকটার হাতে দিয়ে প্রিন্সের উদ্দেশে বলল, 'বন ভয়েজ, ইয়োর এক্সেলেন্সি!'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে প্রিন্সের নিজস্ব হলুদ ডাকোটায় মালপত্র তোলা হলো।

এমন সময় পোর্টে তৃতীয় গাড়িটা দেখা গেল। সেটা থেকে নামল কালো স্যুট আর টুপি পরা এক লোক প্রিন্স তাকে দেখেই এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, ডক্টর কোথায়?'

'ডক্টর বদ্ধ মাতাল হয়ে পাগলামি করছে। কাছে গেলে গাল দেয়, চিৎকার করে। ওকে আনা বিপজ্জনক।'

সূর্যাস্ত দেখছিল লিন্ডা। ঘুরে দাঁড়াল সে। সোনালী চুল, নীল চোখ। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'ওকে গুলি করা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল নবাগত, 'না।'

লিন্ডা কিছু না বলে এগিয়ে গেল ট্রয়ের পাশে। তার হাতটা ধরে বলল, 'আরও দুদিন এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

'ওকে নিয়ে আসব?' লোকটা জিজ্ঞেস করল প্রিন্সকে।

'না,' ধমকে উঠল প্রিন্স। তারপরই হাসল, 'থাক, ও ফাঁদের কাজ করবে। স্পাই কুত্তাটা এলে এক সঙ্গে...'

কথাটা শেষ না করেই প্রিন্স ডাকোটার দিকে এগুলো।

দশ মিনিটের মধ্যে প্রিন্সের ডাকোটা আকাশে উড়ল। পাক খেয়ে উড়ে গেল দক্ষিণে।

সিয়ামিজ ড্রাইভার চিয়েনমাই এয়ারপোর্ট থেকে ছয় মাইল পেরিয়ে নিয়ে এল গাড়িটা এক নির্জন লেকের কাছে। সকালের রোদে ছুটে চলল গাড়িটা লেকের সাইড রোড ধরে। তখনই রানার চোখে পড়ল একটা টিলার উপর, প্যাগোডার মত বাড়ি।

ড্রাইভার দাঁত বের করে বলল, 'ওই দেখছেন, ওটাই মেকং ভিলা।'

ড্রাইভারটা ভাঙা ইংরেজি জানে বলে বেশি কথা বলার চেষ্টা করে। এয়ারপোর্টে রানাকে প্রায় বগলদাবা করে গাড়িতে তুলেছে অন্যদের কাঁচকলা দেখিয়ে।

ভিলার গেটে গিয়ে ড্রাইভার তার বিদঘুটে হর্নটা চেপে ধরল। গেটের পাশে অচেনা গাছটায় বিভিন্ন রঙের কতগুলো অচেনা পাখি আর্তনাদ করে উঠল।

'কেউ নেই স্যার,' বলল ড্রাইভার। 'দেখে আসব?'

'না।' গাড়ি থেকে নামল রানা। ব্যাগটা হাতে নিল। 'তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আবার ফিরে যাব,' বলল ও।

ভিলার গেট খুলে ভিতরে দাঁড়াল রানা। কেউ নেই কোথাও। গেট থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে উপরে উঠে গেল ও। ভিলার বারান্দা নেট দিয়ে ঘেরা, কতগুলো ডেক চেয়ার পাতা রয়েছে—কিন্তু কারও সাড়া শব্দ নেই। পাখির ডাক আর দূরে গাড়ির হর্ন ছাড়া সব কিছুর মধ্যে এক অদ্ভুত নীরবতা।

'কাকে চাই?'

পিছন ফিরে তাকাল রানা। একটি মহিলা দাঁড়িয়ে—এ দেশী। দেখলে মনে হয় দারওয়ানের বউ হবে। 'প্রিন্স কুয়ানটাং-এর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল,' বলল রানা।

'কে আপনি?'

'বন্ধু।'

'প্রিন্স গতকাল বিকেলে এখান থেকে চলে গেছেন,' মহিলা কথাটা বেশ থেমে থেমে বলল ভাঙা ইংরেজিতে।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি জানি না,' একই ভাবে বলল সিয়ামিজ।

'এখানে আর কেউ থাকে না?'

'আমি আর আমার স্বামী থাকি। ও বাজারে গেছে।'

'আর কেউ?' বলল রানা। 'মানে…'

'আছে…এক পাগলা ডাক্তার।'

'আকিহিতো?'

'হ্যাঁ।'

'তার সঙ্গেই দেখা করতে চাই আমি।'

একটু ভেবে বলল মহিলা, 'আপনি ডানদিক দিয়ে পেছনে চলে যান।'

ফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল রানা। বাংলোর পিছনে গিয়ে দেখল টিলা এখানে প্রায় খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। নিচে, বেশ নিচে একটা ছোট পুকুরের মত। তার পারে বসা সাদা স্যুট পরা একটা লোক। লোকটা কি যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে পানিতে ফেলছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে রানা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। পুকুরটা কুমীরে ভরা। লোকটা ওদের খেতে দিচ্ছে।

নেমে গেল রানা। লোকটা একবার তাকাল। ওকে দেখেও দেখল না। পায়ে পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দেখল: লোকটার হাতে মরা ব্যাঙ, ছোট মাছ, ইঁদুর।

পাশে পড়ে আছে আধ খাওয়া ব্ল্যাকডগের একটা বোতল।

ভারী গলায় লোকটা বলল, 'কি সুন্দর দেখতে, না? ওরা আমার বন্ধু। এরই মধ্যে আমাকে চিনে ফেলেছে। আমার পায়ের শব্দ পেলেই পানি থেকে উঁকি মারে।'

'ডক্টর আকিহিতো?' রানা জিজ্ঞেস করল কোনো কথায় কান না দিয়ে।

রানার দিকে এবার তাকাল জাপানী। তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

'ডক্টর মাস্নিমো আকিহিতো?' আবার বলল রানা।

এতক্ষণে লোকটা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। ভাল করে রানাকে দেখল, 'প্রিন্সের কাছে এসেছেন?'

'না,' বলল রানা, 'আপনাকেই আমার প্রয়োজন।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডা. আকিহিতো। চিৎকার করে বলল, 'গেট আউট! আই সে গেট আউট!'

আকিহিতোর দিকে দু'পা এগিয়ে গেল রানা। ঘাবড়ে গেল মাতাল লোকটা। একটু পিছনে সরল। চিৎকার করে উঠল, 'স্টপ! আর এক পা এগুলে আমি পানিতে লাফিয়ে পড়ব!' পানি দেখাল আকিহিতো। 'ওদের আমি মাছ খেতে দি। কিন্তু আমাকে পেলে খুব খুশি হয়েই টুকরো টুকরো করে খাবে। আমি কোথাও যাব না। গেট আউট ফ্রম হিয়ার।'

এবার রানার ঘাবড়াবার পালা। দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বলল, 'সাকী কোথায়?'

'সাকী?' অবাক হলো ডাক্তার। জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'সাকী?' রানাকে ভাল করে দেখে মাতাল চেঁচিয়ে উঠল, 'হু আর ইউ?'

পাঁচ

'ড. আকিহিতো, সাকীকে আপনি চেনেন। যার একটা আঙুল বিচ্ছিন্ন করেছেন কয়েকদিন আগে। যাকে আপনি ড. রেগানের ক্লিনিক থেকে নিয়ে এসেছিলেন।' বলল রানা।

'ওহ!' একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল আকিহিতো। 'আপনিই তবে সেই স্পাই,' বলল সে। 'সাকীকে নিতে এসেছেন। কিন্তু সাকী নেই।'

'কোথায় গেছে?'

একটু চুপ করে থেকে আকিহিতো ব্ল্যাক-ডগের বোতল থেকে ঢক ঢক করে পান করে বলল, 'প্রিন্স আর আমেরিকান কুত্তা আর কুত্তিটা চলে গেছে। অথচ লিন্ডা আমাকে প্রেমের কথা বলে সিঙ্গাপুর থেকে নিয়ে এসেছিল। আর এখানে এসে প্রিন্স আর ট্রয়ের সঙ্গে আমার সামনেই···সেজন্যেই আমি যাইনি। আমি মাতাল হয়েছি।'

কথা কটা বলে চুপ করে থাকল আকিহিতো। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, করুণ হাসি।

'সাকী কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর দিল না আকিহিতো। খেপেও উঠল না।

কিন্তু রানা গরম হয়ে উঠল আরও দুবার প্রশ্ন করে। বের করল ওয়ালথার পি. পি. কে।

চমকে তাকাল আকিহিতো। এবং যেন খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'আমি আপনাকে বলব। কিন্তু বিনিময়ে একটা উপকার করতে হবে, স্যার।'

'বলুন।'

'আমি কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি এ পুকুরে লাফিয়ে পড়তে। কিন্তু সাহস পাই না। সত্যি বলতে কি ওদের আমি ভয় পাই।' কুমীরগুলো দেখাল ডাক্তার, 'আপনি একটা গুলি করুন আমার মাথার ভেতর।'

'মানে?'

'সাকীর খবর পেতে হলে গুলি করতেই হবে!'

রানা লোকটার চোখ দেখে বুঝল মিথ্যে বলছে না। সত্যি সত্যি মরতে চায় ডাক্তার।

'সাকীর আঙুল আপনি কেটেছিলেন?'

'উত্তর দেব না।'

'ঠিক আছে। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী,' রানা বলল। 'বলুন, অপারেশন কে করেছিল?'

'সামান্য অপারেশন। দশ মিনিটের ব্যাপার।'

'এখন সাকী কোথায়?'

'মালয়েশিয়া। তাইপিং বীচে, ওখানেই প্রিন্সের স্টেট।'

'মালয়েশিয়া,' উত্তেজিত হয়ে রানা বলল, 'কিভাবে ওকে নিল?'

'একটা ট্রাঙ্কে। ট্রয়ের বুদ্ধি এটা।'

'ট্রয়?'

'ট্রয় রুজভেল্ট। শালা নিজেকে রুজভেল্টের বংশধর বলে দাবি করে। আসলে লিডার···' কথাটা শেষ না করে এক গাদা থুথু ফেলল আকিহিতো।

'আমেরিকান দুজন কি প্রিন্সের বন্ধু?'

'বন্ধু।' আরেকবার থুথু ফেলল ডাক্তার, 'ওরা সি. আই-এর লোক এবং রোগগ্রস্ত স্যাডিস্ট। সেজন্যেই প্রিন্সের সঙ্গে খাতির।'

আবার সি. আই. এ! মেজর জেনারেল দু দুবার সি. আই. এ-র সঙ্গে কাজ করতে পাঠিয়েছে ওদের কর্মপদ্ধতি জানতে। কিন্তু আবার! মনে পড়ল এয়ারপোর্টে দেখা চীনা ইন্টেলিজেন্সের কোলকাতা ব্যুরো চীফ ফু-চুং এর কথা। সি. আই. এ. সাকীকে দিয়ে কি করবে? ফু-চুংই বা এখানে কেন?

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা। হাতের আঁকড়ে ধরা ওয়ালথারটা পড়ে গেল মাটিতে। ধাক্কা দিয়েছে আকিহিতো। চিৎকার করল সে, 'ওরা গুলি করছে।'

উপরের দিকে তাকাল রানা। টিলার উপরে দাঁড়িয়ে সেই ট্যাক্সী ড্রাইভারটা। তার মাথার উপর সূর্যটা জ্বলছে। হাতে রাইফেল। ডক্টর শুয়ে পড়তে গিয়ে আবার

উঠে এগিয়ে গেল ওয়ালথারের দিকে। দ্বিতীয়বার ফায়ার হলো। চিৎকার করে কুঁকড়ে গেল আকিহিতো। গুলি এসে লেগেছে ওর মাথায়। আবার গুলি করল লোকটা কুঁকড়ে যাওয়া ডাক্তারকে। রানা গড়িয়ে গিয়ে পড়ল পিস্তলের কাছে। পিস্তলটা নিয়ে চিতার মত ছিটকে পড়ল পাথরের বসার টুলের আড়ালে। থতমত খেয়ে গেল রাইফেলধারী। বসে পড়ল।

উপরে গুলি করল রানা আন্দাজ করে। উত্তর হলো না তার।

কেউ নেই ওখানে।

ঝপাৎ করে শব্দ হলো একটা। ফিরে তাকাল রানা। পানিতে মহা উৎসব লেগে গেছে। ক্ষুধার্ত কুমীরগুলো লাফাচ্ছে। আকিহিতোকে দেখতে পেল না রানা। দেখতে চেষ্টাও করল না। আস্তে আস্তে হটতে লাগল পেছনে। হঠাৎ উঠে দৌড়াতে শুরু করল জঙ্গলের দিকে। একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল। খুব সাবধানে পিছন দিকে সরতে লাগল ও। আধঘন্টা পর হঠাৎ দেখতে পেল একটা রাস্তা।

কোন্ দিকে যাবে? রানা জানে আজকে বিকেলে ব্যাঙ্ককের প্লেন ধরা যাবে না। এয়ারপোর্টের কোথাও লুকিয়ে থাকবে মৃত্যুদূত। এরা প্রস্তুত হয়ে গেছে। পালিয়ে যাবার আগে লোক রেখে গেছে। মনে মনে হিসেব করল ও। এখন বেলা দশটা পনেরো। চিয়েনমাই ব্যাঙ্কক ফ্লাইট নন স্টপ নয়। মাঝপথে তাক-এ দশ মিনিটের জন্যে প্লেন নামে।

একটা অটো-রিকশায় করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এল রানা। ভাড়া করল ট্যাক্সী। একশো বাহ্‌ত এর বিনিময়ে।

একশো বাহ্‌ত খুব বেশি নয়, পঁচিশ টাকার মত।

তাক থেকেই ব্যাঙ্ককগামী প্লেন ধরবে রানা।

ব্যাঙ্ককে প্লেন ল্যান্ড করল পাঁচটা পাঁচে। এয়ারপোর্টেই খোঁজ নিল রানা কুয়ালালামপুরগামী পরবর্তী প্লেন কটায় ছাড়বে।

'গারুডা'র একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আছে আর দু'ঘন্টা পর; কিন্তু কুয়ালালামপুর নয়, সিঙ্গাপুর যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সীট বুক করল ও। গারুডার কাউন্টারেই মালয়েশিয়ান এয়ারে সিঙ্গাপুর জর্জ টাউনের সীট বুক করল পরদিন সকালের ফ্লাইটে।

জর্জ টাউন থেকে ট্যাক্সিতে আধঘন্টা লাগল তাইপিং বীচে পৌঁছাতে। রানার ড্রাইভারটা ভারতীয় শিখ। যদিও দুপুরুষ যাবৎ এখানে আছে। এখানে বেশ কয়েকজন শিখ ড্রাইভার দেখে বেশ অদ্ভুত লাগল ওর।

ড্রাইভারটা বলল মালয়ের এই দেনাং প্রদেশে পাক-ভারতীয় সংখ্যা গত সেন্সাসে দেখা গেছে শতকরা পনেরো ভাগ। ইংরেজরা এদেশ দখল করে রবার চাষ শুরু করে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে। তখনই সাউথ ইন্ডিয়া থেকে অনেক উপজাতীয় কর্মঠ লোকদের ধরে এনেছিল। এই রবারই মালয়েশিয়ার অর্থনীতির ভিত্তি।

রানা ভাবছিল প্রিন্সের কথা। প্রিন্স, সি. আই. এ জুটি; ফু-চুং, করাচীর সেই মেয়েটি, এদের মধ্যে যোগসূত্রটা কি! মাতাল আকিহিতো হয়তো উত্তর দিতে পারত। কিন্তু উত্তর দেবার জন্যে মাতালকে ওরা বাঁচিয়ে রাখেনি। রেখেছিল ফাঁদ হিসেবে রানাকে ধরতে।

'কোন্ হোটেলে উঠবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল শিখ।

'প্রিন্স হোটেলে।'

'ভাল্ হোটেল…' শিখ বলল, 'যদি শুধু অবসর কাটাতে এসে থাকেন তবে বেস্ট হচ্ছে হোটেল…'

'প্রিন্সে আমার স্যুইট বুক করা হয়েছে।' রানা বলল।

'প্রিন্স হোটেল। চমৎকার। ওখানে বীচটা বেশ নির্জন। প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজের এলাকা। তার ইচ্ছেতেই ওটা তৈরি হয়েছে। হোটেলের কাছেই প্রিন্সের প্যালেস,' বলল শিখ। 'অবশ্য, স্যার, প্রিন্স হোটেলটা টু মাচ এক্সপেনসিভ।'

উত্তর দিল না রানা। ভাবল: মেজর জেনারেল রাহাত খান অপ্রয়োজনে এক্সপেনসিভ হতে নিষেধ করেন।

লাক্সারী স্যুইট। নাম্বার ৬৩৬।

আরাম করে অনেকক্ষণ ধরে বাথটাবের সুরভিত ফেনায় ডুবে এয়ারপোর্ট থেকে কেনা তাইপিং-এর ট্যুরিস্ট গাইডটা পড়ল রানা। পড়তে পড়তে চোখ লেগে এল ঘুমে। ঘুম নয় তন্দ্রা। তন্দ্রার ঘোর হঠাৎ একটা শব্দে কেটে গেল। কে যেন নক করছে দরজায়। রুম সার্ভিস? না। রানা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যেই কেউ এসেছে! টবের পাশে রাখা ওয়ালথার পি.পি.কে উঠে এল হাতে।'

'ডোন্ট শুট, ফ্রেন্ড।' ভেসে এল কণ্ঠস্বর।

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে পুরানো বন্ধু ফু-চুং। ফু-চুং এর হাতেও পিস্তল। ওটা জ্যাকেটের ভেতর চালান করে দাঁত বের করে হাসল ও। বলল, 'আগে শুনেছিলাম, এবার কথাটার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। হাতে ওয়ালথার থাকুক আর কামান থাকুক, কাপড় না থাকলে পুরুষ মানুষকে অসহায় আর বোকা বোকা লাগে। নে, শালা, তোয়ালেটা জড়িয়ে নে।' দরজাটা বন্ধ করে দিল ফু-চুং। চমৎকার বাংলা বলে ও। আফটার অল কোলকাতা চীফ।

রানার তন্দ্রা-ফন্দ্রা মুহূর্তে উধাও হলো। মনে হলো একেবারে অসহায় সে নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে একা লড়া যায়, কিন্তু যেখানে হাজারটা চোরাগুলি ওৎ পেতে আছে?

না, রানা একা নয়।

বাইরে এসে দেখল রুম সার্ভিসের দিয়ে যাওয়া ডিম্পলের বোতলটা প্রায় অর্ধেক বানিয়ে ফেলেছে ফু-চুং। দরজা খোলে নি সে। কোন্ দিক দিয়ে এল তবে? ব্যালকনির দরজাও বন্ধ।.

জানালা।

ফু-চুং হাসল, 'ঘাবড়াস নে, পাশের ঘরেই আছি।'

'কো-ইন্সিডেন্স?' রানার সন্দেহ ঘটনাটা অন্যরকম।

'অনেকটা। আমি এসেছি গতরাতে। আমাদের এজেন্ট জর্জ টাউন এয়ারপোর্ট থেকে তোর খবর দিয়েছে। আমিই তোর জন্যে এ স্যুইটটা ঠিক করে দিয়েছি। নইলে আজ কিছুতেই প্রিন্সে জায়গা হত না।'

'ডাঁট রাখ,' ডিম্পলের বোতল থেকে গ্লাসে কিছুটা নিয়ে বলল রানা। 'তুই এখানে কেন?'

'সিক্রেট।' ফু-চুং হাসল, 'তুই?'

'সিক্রেট।'

দুইজন হো হো করে হেসে উঠল। সারা দুপুর গল্প করে কাটাল ওরা। কিন্তু কেউ আসল ব্যাপারে আর প্রশ্ন করল না, ধারে কাছ দিয়েও গেল না।

চারটার সময় ঘড়ি দেখে রানা বলল, 'আমি একটু বাইরে বেরুব রে।'

'ঘুরতে?'

'প্রিন্স কুয়ানটাং-এর প্রাসাদটা দেখে আসি।' কথাটা বলে ফু-চুং-এর মুখের ভাব দেখল রানা। 'শুনেছি প্রাচ্যস্থাপত্যের এমন নিদর্শন আর পাওয়া যায় না।'

'স্থাপত্যের উপর ডক্টরেট করার ইচ্ছে আছে বুঝি?' ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল ফু-চুং। হেসে বলল, 'আবার দেখা হবে, দোস্ত। আর হ্যাঁ ডোন্ট আন্ডারএস্টিমেন্ট প্রিন্স কুয়ানটাং। একটু সাবধানে থাকিস।' উত্তরের জন্যে দাঁড়াল না ও।

হোটেল থেকে ভাড়া করা ফিয়াট রাখল রানা প্রাসাদের গেটে। প্রিন্সের নিজস্ব পুলিস বাহিনী আছে। তাদের পোশাক অদ্ভুত। দেখলে মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জার্মান জেনারেল।

রাইফেলধারী পুলিস রানার দিকে তাকাল।

রানা বলল, 'আমার সঙ্গে প্রিন্সের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঠিক পাঁচটায়।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট?' লোকটা অবাক হলো, 'আমি কোন ফোন পাইনি।'

'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি,' বলল রানা। 'বিদেশী।'

'বিদেশী?' গেট খুলে দিল গার্ড। কিন্তু রানা গাড়িটা বাইরে রেখেই বিরাট ফুলে ভরা বাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। পানির ফোয়ারা আর মার্বেল পাথরের নগ্ন মূর্তি সাজানো পথের দুপাশে। বাগানের ফাঁকে ফাঁকে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। কেউ থাকে বলে মনে হলো না। গেস্ট হাউজ হবে হয়তো।

প্রাসাদের সিঁড়ির নিচে দাঁড়াতেই জেনারেল মার্কা পোশাক পরা গার্ড ছুটে এল রাইফেল টার্গেট করে। 'আমি প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল রানা।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রাইফেলের মাথার বেয়নেট দিয়ে লোকটা ইশারা করল ওকে সিঁড়ির নিচে গার্ড হাউজের দিকে যেতে। রানা সুবোধ বালকের মত আর নির্দেশ মত এগিয়ে গেল।

গার্ড হাউজে যে ঘরটাতে হাজির করা হলো ওকে সেখানে সাদা পোশাক পরা এক মালয়েশিয়ানকে দেখতে পেল রানা। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে কি যেন লিখছে। ওকে কি সব বোঝাল গার্ড। লোকটা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি

কোত্থেকে এসেছেন?'

ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে রানা বলল, 'আমি হিজ এক্সেলেন্সি প্রিন্সের কাছে গোপন খবর পৌঁছাতে চাই। এটা খুবই জরুরী।' ভিজিটিং কার্ডটা বের করে লোকটার হাতে দিল ও, 'প্রিন্স আমাকে জানেন। এটা দিলেই তিনি বুঝবেন।'

লোকটা কার্ডটা দেখতে দেখতে বের হয়ে গেল। ফিরে এল সাড়ে তিন মিনিট পরেই। দাঁত বের করে বলল, 'হিজ এক্সেলেন্সি আপনার সঙ্গে দেখা হয়তো করবেন। কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। আসুন।'

লোকটা রানাকে নিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। উপরের বারান্দা পেরিয়ে ঢুকল বিরাট ঘরে। ঘরটার পুরো মেঝে কার্পেটে মোড়া, বিচিত্র আকারের লাইট শেড আর পেইন্টিংএ সাজানো দেয়াল।

বসে রইল রানা একা। কারুকাজ করা ফার্নিচারগুলো অদ্ভুত। ঘরের একটা দেয়ালে অনেকগুলো ঢাল তরবারী ঝুলছে। অদ্ভুত নকশা করা ঢাল। এগুলো হয়তো প্রিন্সের পূর্বপুরুষরা ব্যবহার করত।

মৃদু কাশির শব্দে ফিরে তাকাল রানা।

দরজায় দাঁড়িয়ে বেঁটে মত একটা মানুষ। স্যুট পরা, মাথায় টুপি। অথচ চেহারা দেখলে মনে হয় সিঙ্গাপুরে এর কাঁচা গোল্লার দোকান আছে। লোকটা কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আমার নাম আহমেদ। সেক্রেটারি টু হিজ এক্সেলেন্সি।'

প্রত্যেকটা কথা বের হলো থেমে থেমে, মেপে মেপে। উঠে দাঁড়াল রানা। লোকটার চোখের পাতা একবারও পড়ল না। 'প্রিন্স এমুহূর্তে কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। এখন তাঁর ঘুমাবার সময়। রাতে তাঁকে অনেক গেস্ট রিসিভ করতে হয়। সপ্তাহে দু'বার ২৬ জনের ডিনার পার্টি দেন। ২৬ তাঁর প্রিয় নাম্বার, লাকী নাম্বার।' রানাকে সোফায় বসতে বলে নিজেও একটা সোফায় বসতে গেল লোকটা, কিন্তু বসতে পারল না। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। রানা দেখল আহমদের মুখ ফ্যাকাসে। কিছু বোঝার আগেই লোকটা ফ্যাঁশফ্যাঁশে কণ্ঠে বলল, 'হিজ এক্সেলেন্সি প্রিন্স…'

রানা তাকিয়ে দেখল তার থেকে দশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ আবিদ-অর-রহমান।

প্রিন্সের মোহনীয় ফোলা ফোলা চোখ রানার উপর স্থির।

রানা দেখল এই লোক সাকী নামে নির্বোধ মেয়ের জীবন নিয়ে খেলছে। এই লোকই দায়ী মেজর জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যুর জন্যে। এই লোকই তাকে হত্যা করতে চায়। অথচ লোকটা দেখতে সাধারণ। পরনে লুঙ্গি, শার্ট। মাথায় বাঁধা স্কার্ফ। এ মানুষটার নাম চেনা মনে হয়েছিল। চেহারা আরও চেনা মনে হলো। হ্যাঁ, একে ঢাকায় দেখেছে সে, স্টেট গেস্ট হিসেবে গিয়েছিল। এ লোক ইউনিসেফের কি এক ফান্ডের প্রেসিডেন্ট না চেয়ারম্যান যেন।

'বসুন,' বলল প্রিন্স। আহমেদকে ইশারা করতেই সে বেরিয়ে গেল। রানা বসলে প্রিন্সও একটা সোফায় পা এলিয়ে দিল। 'আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?' উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল, 'ইউ উইল লাইক ইট। মোস্ট বিউটিফুল বীচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই তো কয়েক দিন আগে প্রিন্সেস সুরাইয়া বেড়িয়ে

গেল। লোনলি উওম্যান। রিয়েল উওম্যান…'

'আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে,' প্রিন্সের কথায় বাধা দিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল রানা।

হাসল প্রিন্স। 'এখানে যারা আসে সবাই আমার গেস্ট। প্রিন্সেস সুরাইয়াও আমার গেস্ট ছিলেন। আরও কিছুদিন কাটাবার ইচ্ছে তার ছিল কিন্তু দুনিয়ার সাংবাদিকরা এসে হাজির হলো। সাংবাদিকের মত নিকৃষ্ট জীবন পৃথিবীতে দেখেছেন? কে কাকে নিয়ে বিছানায় যায়…'

'ইয়োর এক্সেলেন্সি।' রানা আবার বাধা দিল, 'আমি আপনার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করতে চাই।'

এবার চুপ করে তাকাল প্রিন্স।

'বিষয়টা একটু অপ্রিয়…'

'অপ্রিয়?' প্রিন্স বলল, 'বুঝলাম না।'

'ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি একটি বিরাট ভুল করেছেন। আমি সেটা একটু সহজ করতে চাই।'

'ভুল করেছি?'

'আমি এখানে এসেছি সাকীর খোঁজে। হ্যাঁ, মিস্টার ওয়াসিম খান নামে জনৈক ব্যক্তির কন্যা সাকী। আমি জানি তাকে আপনি অপহরণ করে এনেছেন এখানে।' অপহরণ শব্দটার উপর কথাটায় জোর দিল রানা।

প্রিন্স রানার মুখের দিকে ত্রিশ সেকেন্ড একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হু আর ইউ?'

'সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করি। নাম মাসুদ রানা।'

'আপনার মাথা ঠিক আছে তো?'

'শতকরা একশো ভাগ,' বলল রানা। 'সাকীর একটা আঙুল কাটার পর তাকে কি করেছেন?'

'কি ভয়ঙ্কর,' বলল প্রিন্স।

'সে কথাই আমরা ভাবছি,' বলল রানা।

পর্দাটা কাঁপল। মৃদু শব্দ। রানা আড়চোখে দেখল। বুঝতে অসুবিধে হয় না পর্দার আড়ালেই কেউ দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। হয়তো হাতে রয়েছে উদ্ধত পিস্তল।

উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিন্স। রানা উঠল না। বাঁ কনুইটা চেপে শুধু অনুভব করল পিস্তলের অস্তিত্ব।

'আমি এ মুহূর্তে আপনাকে এখানে থেকে, তাইপিং থেকে বের করে দিতে চাই,' বলল প্রিন্স। 'আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মালয়েশিয়া ত্যাগ করুন।'

'ওটা কি খুব শোভন হবে?' উঠে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'কি চান আপনি মিস্টার ওয়াসিমের কাছে? যা-ই চান না কেন—আর লাভ নাই।' একটু থেমে ও বলল, 'মিস্টার ওয়াসিম মারা গেছেন।'

'গেট আউট,' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল প্রিন্স।

'ইয়োর এক্সেলেন্সি,' উগ্র, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রানা, 'আপনি ভয়ে কাতর

স্নেহশীল পিতার সঙ্গে কথা বলছেন না, যিনি মেয়ের জন্য নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, কথা বলছেন একজন সিক্রেট এজেন্টের সঙ্গে। আপনার ভাবার একটা বিষয় দিচ্ছি: এখন আপনার বিরুদ্ধে শুধু আমি নই আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট দাঁড়িয়েছে। আমাকে কিছু করলে ওরা আরও চারশো এজেন্ট পাঠাবে। তাদের প্রত্যেকের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আপনাকে খুন করার। এরা ভয়ঙ্কর। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এরা আপনাকে খুঁজে বের করে হত্যা করবেই।' রানা বলে চলল, 'তারচে আসুন, সাকীকে ফেরত দিয়ে দিন, সবাই পুরানো কথা ভুলে যাব।'

'আপনার মাথা খারাপ,' প্রিন্স দ্রুত উচ্চারণ করল।

'আমার ধারণা আপনার মত শিগগিরই বদল হবে,' রানা বলল, 'যদি হয়, আমাকে খবর দেবেন হোটেল প্রিন্সে। আমি আবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই: আমরা সাকীকে ফেরত চাই। মিস্টার ওয়াসিম খান এখন মৃত। দু'এক দিনের মধ্যে খবরটা উঠবে কাগজে। সাকী আপনাদের কাছে এখন অপ্রয়োজনীয় জিনিস। সাকীকে পেলে আমরা সব ভুলে যাব।'

দরজায় দাঁড়িয়ে কালো এক বিশালকায় দানব। রানা তাকে পার হয়ে এগিয়ে গেল বাইরের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে। গাড়ির কাছে এসে পেশীতে ঢিল পড়ল ওর। প্রাসাদের দিকে তাকাল। এখান থেকে কিভাবে সাকীকে বের করা সম্ভব! ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল রানা।

পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এল ট্রয়। হাতে তখনও পয়েন্ট থারটি সিক্স ব্রাউনিং পিস্তলটা রয়েছে। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল সে। প্রিন্স হাসল না।

'ইয়োর এক্সেলেন্সিকে একটু সিরিয়াস মনে হচ্ছে?'

'দে ওয়ান্ট টু কিল মি?' প্রিন্স বলল, 'ওরা আমাকে বিপদে ফেলবে সাকীকে না ছাড়লে।'

'ওরা কি আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?' জিজ্ঞেস করল ট্রয় রুজভেল্ট।

'কিন্তু আমাকে দিয়ে এ কাজ কেন করাচ্ছেন, মিস্টার রুজভেল্ট?' বলল প্রিন্স। 'ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।'

'ওরা মানে ওই ভেতো বাঙালীটা?' ব্রাউনিংটা পকেটে রাখল ট্রয়। 'আমি তো ওকে এক ফুঁয়ে শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাসাদে নয়। ওকে আন্দামান সাগরে ডুবিয়ে মারাই নিরাপদ।'

'কিন্তু ওয়াসিম খান তো মারা গেছে,' বলল প্রিন্স। 'সাকীকে রেখে আর কি লাভ?'

'ওয়াসিম খান সুন্দর স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক। উনি এত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন না,' বলল ট্রয়। 'আরেকটা আঙুল পাঠালেই সোজা ভাবে কথা বলবে ব্যাটা। আপনি যা চান পেয়ে যাবেন ওয়াসিম খানের কাছ থেকে।'

'আমি?'

'আমরা।' ট্রয় হাসল। 'ভাববেন না, মালয়েশিয়ান সরকার আপনার স্টীল মিলের প্রোজেক্ট আর আটকে রাখবে না। যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে ফরেন এক্সচেঞ্জ দেবে।'

লোভে চক চক করে উঠল প্রিন্সের চোখ।

ঘরে ঢুকল লিন্ডা। পরনে সংক্ষিপ্ত বিকিনি, হাতে ব্যাগ। ট্রয়কে বলল, 'হানি, তোমাকে খুঁজছি তখন থেকে। প্রিন্সের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটব। হারি।'

ট্রয় লিন্ডার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে প্রিন্স সোফায় বসে পড়ল। অদ্ভুত মেয়ে এই লিন্ডা। লিন্ডা বিজেল। ফ্রেঞ্চ অরিজিন, আমেরিকান। ও-ই সিঙ্গাপুরে এক পার্টি শেষে প্রস্তাব দিয়েছিল। দিয়েছিল বিছানায় শুয়ে। চাদরটা লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল। তারপর প্রিন্সের মুখ থেকে সিগারেট নিয়ে মৃদু টান দিচ্ছিল তাতে। প্রিন্স তখন ওর মসৃণ কোমর আর নিতম্বে হাত বুলোচ্ছিল। লিন্ডা আরও কাছে সরে এসে কথাগুলো বলেছিল প্রেম নিবেদনের মত করে। ওর কথা শুনে হাত থেমে যায় প্রিন্সের। উঠে বসে বিছানায়। 'কিন্তু, আমি করব কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মেজর জেনারেল ওয়াসিম আপনার পরিচিত, প্রিন্স,' লিন্ডা বলছিল, 'এবং আমরা আপনাকে স্টীল মিলের জন্যে ফরেন এক্সচেঞ্জ দেব।'

'আমরা?'

'সি. আই. এ.' বলেছিল লিন্ডা। অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরে শরীরের সঙ্গে পিষে ফেলতে চাচ্ছিল প্রিন্সকে অন্য কিছু ভাবার অবসর না দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল তার শরীর।

ব্যাংকক, করাচী, ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় মেজর জেনারেল ওয়াসিমের সঙ্গে দেখা করেছিল প্রিন্স। স্টীলের লোভ আছে! কিন্তু তারচেয়ে বড় লোভ বেঁচে থাকার। প্রিন্স জানে, সি. আই. এর এই প্রস্তাব মেনে না নিলে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হবে তাকে।

প্রিন্সের দুঃখ হয় মনিকার জন্যে। অনেক দিনের বান্ধবী। প্রিন্সের জন্যেই স্বামীকে ছেড়েছিল। তার কথায় করাচী গিয়েছিল। মনিকার আততায়ীরা এখন এখানে ধাওয়া করেছে।

প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল প্রিন্সের মাথায়। এখন তার ইচ্ছে আর সি. আই. এর ইচ্ছের ভিতর তফাৎ নেই।

তাছাড়া এখন অন্য কথা চিন্তা করছে লিন্ডা। ভয়ঙ্কর মেয়ে ও। ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা হাতে নিতে চায়। লিন্ডা এই প্রাসাদের প্রেমে পড়েছে।

ছয়

'সিক্স থ্রী সিক্স সব সময় আমার জন্যেই থাকে, এবারও থাকবে,' ঘোষণা করল শাড়ি পরা মেয়েটি। চাবি নিয়ে কাউন্টারের কাছে থমকে দাঁড়াল রানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে। লম্বা পাইপে জ্বলছে সিগারেট, গাল ভরে ধোঁয়া ছাড়ছে, ক্ষিপ্ত মুখশ্রী, হোটেলের লোকজন ছুটোছুটি করছে। 'সিক্স থ্রী সিক্স আমার চাই,' শেষ বারের মত বলল মেয়েটি ডেস্কে একটা চাপড় মেরে।

রানা ভাল করে দেখল ওকে। নীল শাড়ি, তার উপর সোনালী কাজ করা। মাথায় বিরাট খোঁপায় সোনার কাঁটা গোঁজা। হাতের সোনালী ব্যাগ কাউন্টারের

উপর রেখে একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে নয় ইঞ্চি পাইপে জ্বলছে সিগারেট।

'কিন্তু…' হোটেলের লোকটি কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। মেয়েটির অগ্নি দৃষ্টি ভস্ম করে দিল তাকে।

'রুম নাম্বার সিক্স থ্রী সিক্স। তা না হলে আমি এখুনি তাইপিং ছেড়ে চলে যাব হিজ হাইনেস প্রিন্স শাহনেওয়াজকে বলে। আমি প্রিন্সের গেস্ট।'

'আমরা জানি, ইয়োর হাইনেস, প্রিন্সেস অলোকা। কিন্তু ভুল করে স্যুটটা অন্যকে দেয়া হয়েছে। আপনাকে রয়াল স্যুট দেয়া হচ্ছে টেনথ ফ্লোরে।'

'ড্যাম ইয়োর রয়াল স্যুট! সিক্স থ্রী সিক্স হচ্ছে আমার লাকি নাম্বার।'

এগিয়ে গেল রানা। 'নাক গলাবার জন্য দুঃখিত,' বলল ও। 'সিক্স থ্রী সিক্স আপনার লাকি নাম্বার হলে আপনি নিতে পারেন ওটা।'

'আপনি এ হোটেলের কর্মচারী?' প্রশ্ন করল অলোকা নামের মেয়েটি। গলার স্বর আগের মতই তীক্ষ্ণ।

'না,' বলল রানা। 'আমি একজন বাঙালী ট্যুরিস্ট। ওই স্যুট আমাকেই দেয়া হয়েছে।'

'বাঙালী?' সিগারেট হোল্ডার নিচু হলো, 'কোলকাতা?'

'না, ঢাকা।'

হঠাৎ হইচই বন্ধ করে দিল মেয়েটা। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল রিসেপশন ডেস্কে।

'কিন্তু আপনি কোথায় থাকবেন?'

'যে কোন স্যুট হলেই চলবে।' রিসেপশনিস্টকে বলল রানা, 'আমার জিনিস-পত্রগুলো বের করতে হবে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল হোটেলের লোকগুলো।

অলোকা চলল রানার পিছু পিছু। লিফটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখল ও। শাড়িটা রাজকীয় কিন্তু পরেছে নাভির তিন ইঞ্চি নিচে নামিয়ে। অবশ্যি পরার বা দেখাবার অধিকার আছে মেয়েটির। ব্লাউজ সংক্ষিপ্ত। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ভারতীয়?'

'না,' মেয়েটি সাফ জবাব দিল। 'নেপাল থেকে আসছি। নাম অলোকা গিরি।'

'প্রিন্সেস?'

'ওটা ওরা বলে, নেপাল রাজ পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে বলে,' বলল অলোকা, 'বেশির ভাগ সময় বাইরেই কাটাই আমি। আপনার…'

'মাসুদ রানা।'

'রানা?' অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটি, 'আমাদের কিং-এর কেউ? রানা তো রাজা মহেন্দ্রর পদবী।'

হাসল রানা, 'তেমন হলে খুশিই হতাম আপনার মত একজন সুন্দরী মহিলার আত্মীয় হতে পেরে।'

পোর্টার রানার জিনিস-পত্র রুম নাম্বার সিক্স থ্রী ফোরে নিয়ে গেল। ফু-চুং-এর নাম্বার ফাইভ।

রানাকে বারবার ধন্যবাদ জানাল অলোকা। নতুন স্যুইটে এসে অলোকার কথা ভাবতে গিয়ে পোশাক ছাড়বার পরিকল্পনা স্থগিত রাখল রানা। কেন যেন মনে হলো অলোকা আবার আসবে। এখনই।

বসার ঘরে ডিভানে গা এলিয়ে দিল ও। অপেক্ষা করে রইল দরজায় নক শোনার জন্যে। নক হলো না। কিন্তু রানা যখন ওর উপলব্ধি শক্তির ওপর আস্থা হারাতে বসেছে ঠিক তখনই ঝন ঝন করে বেজে উঠল গোলাপী টেলিফোনটা। রিসিভার কানের কাছে ধরতেই শুনল, 'মিস্টার মাসুদ আজকের ডিনার আমরা এক সাথে করতে পারি?'

অলোকার গলা।

'সানন্দে।' খুশি হলো রানা আত্মবিশ্বাস হারাতে হলো না বলে। এ হোটেলেই না বাইরে কোথাও?'

'আমার ঘরেই,' বলল অলোকা। 'রুম সার্ভিসে অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। আপনি দশ মিনিট পর চলে আসুন।'

যেন দশ লক্ষ মিনিট এক ভাবে বসে থেকে কাটিয়ে অলোকার ঘরে নক করল রানা। ঘর থেকে অলোকা সাড়া দিল, 'কাম ইন, প্লীজ।'

বাইরের ঘরে কেউ নেই। রানা ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়াতেই অলোকা এসে দাঁড়াল শোবার ঘরের দরজায়। এ তো অন্য অলোকা। মনে হয় পটে আঁকা ছবি, ফ্রেম থেকে উঠে এসেছে। গভীর লাল ঘাগরা, লাল চেলি; মাথার উপর গোলাপী ওড়না। ঘাগরা আর সংক্ষিপ্ত ব্লাউজে মধ্যবর্তী অঞ্চল উন্মুক্ত চমৎকার পোশাক। কাছে এগিয়ে এল অলোকা—নাকে কানে অদ্ভুত সব গড়নের অলঙ্কার। 'অপূর্ব!' বলল রানা।

'সত্যি?' অলোকা হাসল।

'এত সত্যি জীবনে বলিনি।'

'এটা বিশেষ অর্ডারে বানিয়েছি। কোনদিন পারিনি। আজ আপনার সামনে ট্রায়াল দিয়ে নিলাম।' বলে চলল অলোকা, 'আগামীকাল পরব, প্রিন্সের পার্টিতে। আমি একটু ফর্মাল পোশাকই পরছি—কিন্তু পার্টি একটু অন্য রকম।'

'কোথায় হবে পার্টি, এ হোটেলে?' সরল প্রশ্ন রানার।

'না, না। ও পার্টি এখানে হলে...' রহস্যময় হাসি হাসল অলোকা, 'প্রাসাদের ভেতর খুব সিলেক্টেড গেস্টদের নিয়ে পার্টি। যে কারও, যারা ইনভাইটেশন পায়নি, ঢোকা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'এখানে অনেক হোমরা চোমরারা আসবে। নর্মাল পার্টি না। কার্ডে বলা হয়েছে সাইকাডেলিক পার্টি। প্রিন্সের নির্দেশে লিখেছেন পুরুষরা যে কোন পোশাক, কিন্তু মেয়েদের ইনডিসেন্ট হতেই হবে,' বলল অলোকা। 'আমি অজন্তার পোশাক পরব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে গেটে, গেস্টদের রিসিভ করার জন্যে।'

'আপনি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এ অঞ্চলের রাজ পরিবার এবং পুরো জেট-সেট আমার চেনা,' বলল

অলোকা। 'এরকম পার্টি বছরে একবারই আয়োজন করে প্রিন্স।'
'নিমন্ত্রিতরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান,' বলল রানা। 'রীতিমত ঈর্ষাবোধ করছি।'
'আপনিও ভাগ্যবানদের একজন হতে চান নাকি?'
'না,' বলল রানা, 'আমার আগ্রহ ততটা নয়। তবে কৌতূহল আছে প্রচুর। সম্ভব হলে যেতাম দেখতে।'
'যেতে পারেন। সবাই থাকবে ফ্যান্সি ড্রেসে…'
'মেয়েরা আনড্রেসড,' মনে করিয়ে দিল রানা।
'হ্যাঁ,' হাসল অলোকা। 'কিন্তু মুখটা তাদেরও ঢাকা থাকবে। আপনি গেলে কেউ চিনবে না। কারণ ছদ্মবেশ নিতে হবে আপনাকে।'
'গেটে তো চেক হবে।'
'গেটে থাকব আমি।'
নক হলো দরজায়। অলোকা খুলে দিলে ট্রলি হাতে বেয়ারা ঢুকল ডিনার নিয়ে।

খাওয়া শেষে দু'জন মিলে আধঘণ্টা গোলাপী শ্যাম্পেন পান করার পর উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনি প্লেন জার্নিতে ক্লান্ত,' বলল ও। 'তাছাড়া কাল আপনাকে রাত জাগতে হবে।'
'আমার অভ্যেস আছে,' বলল অলোকা। 'কাল আসবেন তো?'
'দেখি।' শ্রাগ করল রানা। 'পার্টিতে দেখা না হলে এখানে নিশ্চয়ই দেখা হবে,' বলল ও।
'যদি ফিরি।' মৃদু হাসল অলোকা, 'আমার কিন্তু ঘুম আসছে না।'
'এক্ষুণি এসে যাবে।' দরজার গোড়ায় এসে বলল, 'গুড নাইট।'

তন্দ্রা লেগে এসেছিল রানার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। দরজায় কে যেন ধুমধাম ধাক্কাচ্ছে। বিছানার পাশ থেকে ড্রেসিং গাউনটা কোনমতে কাঁধে ফেলে দরজা খুলে দিতেই ঘরের ভেতর ছিটকে পড়ল অলোকা। ওর পরনে শোবার পোশাক। থর থর কাঁপছে, শীতে নয়, ভয়ে। ফ্যাকাসে মুখ। কথা বলতে পারছে না। ওর কথায় রানা যা বুঝল, তা এই: অলোকার ঘরে জানালা দিয়ে কে যেন ঢুকেছিল। অলোকা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই পালিয়ে গেছে। রানা পিস্তলটা নিয়ে দৌড়ে গেল। বেলবয়ও ছুটে এসেছে চিৎকার শুনে। পুরো স্যুইট খুঁজে দেখল রানা। কেউ কোথাও নেই। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতেই ফু-চুং-এর ঘরের আলো নিভে গেল!
কে এসেছিল—ফু-চুং? ওর সাথে আড্ডা মারতে?
পরিষ্কার হয়ে গেল সব। মনে মনে এক চোট হেসে বেলবয়কে বলল রানা, 'কিছু না, তুমি যাও।'
অলোকার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল রানা। অলোকা তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে! রানা গম্ভীর মুখে জরিপ করল ওকে। এই শোবার পোশাকটাকেই বিজ্ঞাপনে বলা হয় 'নটিয়েস্ট নেগলেজি।' স্বচ্ছতম গোলাপী সিনথেটিকে তৈরি। ঝুল উরুর শুরুতেই শেষ হয়ে গেছে। স্বচ্ছতার নিচে

কালো সংক্ষিপ্ত লেস-পেন্টি ছাড়া কিছু নেই। নগ্ন ঊরু, খালি পা। সুডৌল বুক সগৌরবে অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। 'কিছু না। ছায়া দেখে ভয় পেয়েছেন। চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি আপনার ঘরে।' ওকে আশ্বস্ত করল রানা।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি,' তবু প্রতিবাদ করল অলোকা।

'ভুল দেখেছেন—চলুন…'

'আমি নিজে…' বিভ্রান্ত মনে হলো অলোকাকে।

রানা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল।

'না,' ঘোষণা করল অলোকা। 'আমি ও ঘরে শোবো না। আজ এখানে একটু শুতে দিন। ভয় করছে। আমি মরে যাব।'

একটু ভেবে দরজা বন্ধ করল রানা। একদিনে দু'দুবার সৌজন্য দেখানো হলো। এ মেয়ে এখন ওর হাতের মুঠোয়।

অলোকা সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'আমি এখানেই শুতে পারব।'

'আজ বেশ শীত পড়েছে,' স্বগতোক্তি করল রানা। 'উই নিড অ্যানাদার ব্লাঙ্কেট। আমি অবিশ্যি আপনার ঘরে গিয়ে শুতে পারি।' আরও একবার সৌজন্য দেখাতে চাইল রানা।

রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল অলোকা। মৃদু হেসে এগিয়ে গেল বেডরুমের দিকে। হয়তো মনে মনে ভাবছে সরল বাঙালী। একা ঘরে নগ্ন যুবতী দেখলে তার নিউমোনিয়ার কথা মনে হয়। বেডরুমের দরজায় একটু কাত হয়ে দাঁড়াল, প্রায় নগ্ন যুবতী, 'উই ক্যান শেয়ার দা ব্লাঙ্কেট।' এগিয়ে গেল রানা। চোখে চোখ রেখে চুপ করে দাঁড়াল অলোকার সামনে।

অলোকা তার নগ্ন শরীর ওর শরীরে মিশিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকে একা শুতে আমার ভয় করবে!'

'কিন্তু সিক্স থ্রী সিক্স তোমার লাকি নাম্বার।'

'দ্য লাকি বেড…আই লাভ মোস্ট।'

আর সৌজন্য দেখাবার সুযোগ রানা পেল না। এ মেয়েকে ভয়হীন মিলনের নেশায় পেয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙল রানার মুখের ওপর পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ পড়ে। ক্লান্ত হয়ে মাথা সরিয়ে আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল ও। পিঠের নিচে কি যেন ঠেকল একটা। হাত দিয়ে জিনিসটা বের করল ব্ল্যাঙ্কেটের বাইরে। প্রথমে ভেবে ছিল রুমাল। না, রুমার নয়, কালো লেসের প্যান্টি। তখনি অলোকার কথা মনে পড়ল রানার। সকালে উঠে নিজের লাকি নাম্বারে ফিরে গেছে। এটা রেখে গেছে হয়তো স্যুভেনির হিসেবে। প্যান্টিটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলল ও।

কিন্তু অলোকাকে প্রয়োজন ওর। আজই প্রিন্সের সাইকাডেলিক পার্টি।

উঠে বসল রানা।

আধঘণ্টা পর ঘর থেকে বেরুল। সোজা নক করল অলোকার ঘরে। কয়েকবারেও সাড়া না পেয়ে নব ঘুরাল। তালামারা।

নিজের ঘরে ফিরে রুম সার্ভিসে নাস্তার অর্ডার দিল রানা। বেল বয় আসতেই

জিজ্ঞেস করল, 'প্রিন্সেস অলোকা কি ঘরে আছেন?'

'প্রিন্সেস সিক্স থ্রী সিক্স?' বেল বয় বলল, 'নো, স্যার।'

'কোথায় গেছেন জানো?'

'বোধ হয় বীচে।'

বীচে অলোকাকে দেখল না রানা।

কিন্তু ফু-চুংকে পেল। ওকে কিছু বলতে গিয়ে রানা দেখল ব্যাটা বালিতে কাত হয়ে অন্যদিক ঘুরে বসল। চারদিকটা দেখল ও। বসে পড়ল পাশেই, কিন্তু অন্যদিকে ফিরে। বীচ কোটটা পাশে রাখল খুলে।

'কাল তোর ঘরে ও মালটা কে ছিল?' ফু-চুং-এর কণ্ঠ। রানা দেখল আড়চোখে ফু-চুং চিৎ হয়ে শুয়েছে, বেতের হ্যাটটা মুখের উপর দেয়া।

'তুই কেন, শালা, ব্যাচেলারের ঘরে রাত-বিরেতে উঁকি মারতে যাস?' রানাও বলল অন্য দিকে তাকিয়ে, 'আশেপাশে তোর মক্কেল আছে বুঝি!'

'নইলে কি, শালা, শখ করে রোদে পুড়ি!' বলল ফু-চুং। 'রোদে এমনিতে আমার এলার্জি।'

ফু-চুং এর ওপাশে বিশ হাত দূরে এক স্বর্ণকেশী কাত হয়ে বসে উরুতে লোশন লাগাচ্ছে। 'আমেরিকান নাকি?' মেয়েটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কথা বের করার চেষ্টা করিস না শালা,' জবাব দিল ফু-চুং।

রানাও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল চোখ বুজে।

মৃদু শব্দে চোখ খুলে দেখল ফু-চুং উঠে দাঁড়িয়েছে। খালি গা। দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি এ শরীরে। কাত হয়ে দেখল স্বর্ণকেশীও নেই। হেঁটে যাচ্ছে ওপাশে জেটির দিকে। ফু-চুং কোন কথা না বলে বিকিনির ত্রিকোণে ঢাকা কল্লোলিত নিতম্বের পিছন পিছন চলল। একেই তবে ফলো করছে ফু-চুং!

দশ মিনিট পর রানা দেখল স্বর্ণকেশ উড়ছে বাতাসে। মেয়েটি ওয়াটার স্কী করছে সমুদ্রে। উঠে দাঁড়াল রানা। মেয়েটির স্পীড বোট দুবার কাছাকাছি পাক খেলো। পানিতে কাত হয়ে স্প্রে করে বেরিয়ে গেল। জিগজাগ গতি দেখে রানা বুঝল স্কীতে এই মেয়ে পাকা।

মেয়েটিকে দড়ির মাথায় নিয়ে স্পীড বোট গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। ফু-চুংকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রানা বলল, 'চিড়িয়া উড় গিয়া দোস্ত।'

ফু-চুং কথার উত্তর না দিয়ে জেটির দিকে গেল। পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল ফু-চুং একটা স্পীড বোটের পেছনে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে স্কী করে। খেলা জমেছে, রানা ভাবল।

'স্যার, আপনি স্কী করবেন?'

জংলা ছাপের প্যান্ট পরা নাকবোঁচা কিশোর রানাকেই জিজ্ঞেস করছে।

রানা একবার ভাবল: অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই। হয়তো ব্যালেন্স থাকবে না। জিজ্ঞেস করল, 'কার বোট?'

'আমাদের দু'ভাইয়ের,' কিশোর উত্তর দিল। একটু ভেবে কিশোরকে অনুসরণ করল রানা।

ছ'মিনিট পর রানাকেও দেখা গেল সাগরে।

আন্দামান সাগরের পানি দু'দিকে ছলকে যাচ্ছে, এগিয়ে চলছে রানা। বোটটার নাম 'পেহাং'। রানা সামনে ছুটে চলছে নানা ভঙ্গিতে।

আবিষ্কার করল ভুলে যায়নি ওয়টার স্কী। অনেক কসরত করে পরীক্ষা করল নিজেকে, বোট চালক দু ভাই বেশ পাকা। বুঝে নিয়েছে কি চায় খদ্দের। সেই ভাবেই এগিয়ে চলছে ওরা।

হাওয়া লাগছে মুখে, উজ্জ্বল রোদ, উত্তাল পানি সাকী, প্রিন্স, অলোকা, মেজর জেনারেল রাহাত খান—সব ভুলে গেল রানা।

স্পীড বোট এগিয়ে যাচ্ছে আরও গভীর সমুদ্রে। আরও, আরও যাক। পেছন ফিরে ও দেখল বীচ ছাড়িয়ে চলে এসেছে অনেক দূর। চোখ বুজে পা দুটো স্কী-সহ সামনে ঠেলে দিয়ে দু-হাতে শক্ত করে ধরল দড়ি। পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রানা।

হঠাৎ খেয়াল হলো ওর দড়িতে টান নেই। এগিয়ে গেল রানা কিছুটা, দড়ি ঢিল হয়ে পানিতে ডুবে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল দড়ি। পানিতে আছড়ে পড়ল রানা, ডুবে গেল। তারপর কোন মতে মাথা তুলে পা থেকে খসে যাওয়া স্কী সামনের দিকে এনে তার উপর ভর দিয়ে ভেসে রইল। দম নিল বড় বড় করে। নোনা পানি। প্রখর রোদ। ভেজা কাঁধ মুখ মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে আসছে 'পেহাং'।

রানা সাঁতরে সামনে এগুতে গিয়ে থেমে গেল। 'পেহাং'-এর শব্দটা দ্রুত তালে জলশব্দের সঙ্গে মিশেছে। কেউ নেই চারদিকে। ছুটে আসছে 'পেহাং' প্রচণ্ড গতিতে, রানাই তাদের লক্ষ্য।

স্কী ছেড়ে দিল ও। প্রাণপণে ডুব দিল। দম বন্ধ করে নিচে যাবার চেষ্টা করল। উপরে পানিতে আলোড়ন, শব্দ। ভেসে উঠে দেখল বোটটা পঞ্চাশ ফুট দূরে চলে গেছে। বোট দেখতে পেল না, দেখল শুধু পানির স্পে্র। আবার দেখা গেল বোটটাকে। আবার তার দিকে ফিরেছে। স্কীটা দূরে ছুঁড়ে দিল রানা। 'পেহাং'-এর গতি চব্বিশ নট। এক রোখা ভাবে ছুটে আসছে ওর দিকে। শব্দ, জলোচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে ছোট বোটটাকে মনে হচ্ছে জান্তব দৈত্য। বোটটা কয়েক হাতের ভেতর এসে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবার ডুব দিল। বাঁ কাঁধটা জ্বলে জ্বলে উঠল ওর—কিসে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল খানিকটা মাংস। প্রপেল..র লেগেছে। শব্দটা দূরে যেতেই আবার ভেসে উঠল রানা। নোনা পানিতে জ্বলে যাচ্ছে ক্ষতটা। বুক ভরে হাপরের মত শ্বাস নিল রানা।

আবার আসছে পেহাং। শেষ মুহূর্তের জন্যে আর অপেক্ষা করল না রানা, ডুব দিল। পানির ভেতর থেকে ইঞ্জিনের গুড় গুড় শব্দটার দ্রুততা কমে গেছে মনে হলো ওর। পানির ওপর মুখ তুলল শ্বাস নিতে। কয়েক হাতের মধ্যে এসে গেছে পেহাং। রানাকে অনুসরণ করে গতি কমিয়ে ফেলেছিল। হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল যন্ত্রটা। ডুব দিল না ও। প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশে। আর না। আর কোন মানে হয় না। রানা ভাবল, এই নির্জন সমুদ্রে আর কতক্ষণ সে এভাবে বাঁচতে পারবে? চিৎ হয়ে দম নিল ও। জ্বলন্ত সূর্য দুচোখ ঝলসে দিল। ঠোঁট ভেজাল জিভ দিয়ে।

রানা অপেক্ষা করতে লাগল প্রপেলারে লেগে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবার।

এগিয়ে আসেছ পেহাং নতুন শক্তিতে।

নিজের বোকামির জন্যে ওর এই অবস্থা। রানা মারা যাবে আন্দামান সাগরে। হাঙর টুকরো টুকরো করে খাবে ওকে। মারা যাবে সাকী। সব কিছুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হলো রানার।

গর্জন করে এগিয়ে আসছে বোটটা, শব্দটা পুরো শূন্যতা ভরিয়ে দিচ্ছে।··· শেষ মুহূর্তে মৃত্যুকে ভয় পেল রানা। ডুব দিল অতলে। তলিয়ে যেতে লাগল প্রাণপণে। কিন্তু পানি আবার ঠেলে দিল উপরে। একটু শ্বাসের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ল ফুসফুস। ভেসে উঠল রানা। শ্বাস নিল। আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াল। হঠাৎ মৃত্যু ভয়টাও থাকল না আর। লড়তে হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়তে হবে, ভাবল ও। কাছেই ভাবছে স্কী। একটু সাঁতরে গিয়ে ধরল ওটা। তারপর ওটার ওপর ভর করে ভেসে রইল কিছুক্ষণ।

দূরে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে পেহাং। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পজিশন নিয়ে ছুটে আসতে লাগল আরও প্রচণ্ড বেগে।

স্থির হয়ে রইল রানা। স্কীতে ভর দিয়ে সমস্ত মাংসপেশী কয়েক মুহূর্তের জন্যে শিথিল করে দিয়েই আবার একত্র করল। চোখ দুটো বোটের নাকের উপর অকম্পিত ভাবে রাখল। এবার একটু ভুল হলেই প্রপেলারের মুখে গিয়ে পড়তে হবে তাকে। পেহাং বিশ ফুটের মধ্যে এসে গেছে। রানা দেখল হুইল ধরা মালয়ী লোকটার চাউনি। বিস্মিত হয়েছে লোকটা। অথচ চোখে একরোখা জিঘাংসা। পানি থেকে স্কীটা তুলো ফেলল রানা। শরীরের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে একটু পেছন দিকে হেলে পাশে ছিটকে পড়ল ও। হাতে খাড়া করে ধরা একটা স্কী। হারপুনের মত।

বোটের গায়ে গিয়ে লাগল স্কী। উপর দিয়ে চলে গেল বোটটা স্কী নিচে ফেলে। শব্দ হলো, কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার শব্দ। ছিটকে বের হলো কাঠের টুকরো। পেহাং-এর গতি মন্থর হয়ে গেল। প্রপেলারে লেগেছে।

উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে লাগল রানা। যত দূরে যাওয়া সম্ভব যেতে হবে।

আবার গর্জন শুনল ইঞ্জিনের।

পেছন ফিরে তাকাল। দূর থেকে ছুটে আসছে পেহাং। চমকে গেল রানা। গা আলগা হয়ে এল ওর সব শেষ। মালয়ীর হাতে চক চক করছে বিশাল পি: ল। পয়েন্ট ফোর ফাইভ মাউজার।

সাত

ওরা গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অবশ হয়ে এল রানার সমস্ত স্নায়ু মাংসপেশী—কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। দ্য গেম ইজ ওভার। তবু সাঁতার কাটতে লাগল ও। যতদূরে সম্ভব সরে যেতে হবে। মুখ পানিতে ডুবিয়ে পানির সঙ্গে মিশে এগুলো ও। মাঝে মাঝে কানে এল পেহাং-এর গর্জন। শব্দ অনেকগুণ বেশি হচ্ছে, কিন্তু গতি বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আর কয়েক

মিনিটের ভেতর ধরে ফেলবে রানাকে। ধরারও প্রয়োজন নেই। ওরা মাউজারের রেঞ্জে ওকে পেলেই কাজ শেষ করতে পারে। মুখ তুলল রানা। গুলির শব্দ হলো।...ডুব দিল ও। আবার উঠল। আরও কাছে চলে এসেছে পেহাং—দুশো গজের ভেতর।

আবার মুখ ডুবিয়ে দিল রানা। এক মিনিট একভাবে সাঁতার কেটে মাথা তুলল। আরও একটা শব্দ। গর গর করে শব্দটা কাছে চলে আসছে। থেমে গেছে পেহাং।

রানা তিনশো ষাট ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে চোখ ঘুরিয়ে নিল শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে। দেখল এগিয়ে আসছে ছোট রক্তবর্ণ স্পীড বোট। এদিকেই আসছে।

এবার যেন শক্তি ফিরে পেল রানা। মাথা পানিতে ডুবিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। প্রাণপণে। 'পেহাং' থেকে দূরে যেতে হবে। পেহাংকে দেখল না। শুধু সাঁতার কেটে চলল। কিন্তু অবশ হয়ে আসছে সমস্ত শরীর।

আরও কতক্ষণ পর রানা জানে না, শুধু অনুভব করল কেউ তাকে টেনে তুলছে। সূর্যের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। হলুদ নীল আলো চোখের সামনে নাচল।

যেন স্বপ্ন দেখছে ও। স্বপ্নে কোথাও ভেসে যাচ্ছে। কেউ ডাকছে, 'মিস্টার মাসুদ, মিস্টার মাসুদ।'

স্বপ্নের ভেতর চমকে উঠল রানা। কে এই লোক? এই অচেনা কণ্ঠস্বর কার! চোখ মেলে তাকাল ও। সূর্যে ঝলমল করছে আকাশের প্রগাঢ় নীল। বাতাস। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা বোটের উপর। বোট চলছে শব্দ করে, পানি স্প্রে করে।

তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে আর একটি মুখ। অচেনা মুখ। কোন দিন দেখেনি রানা।

কিন্তু লোকটা রানাকে চেনে। কে? চোখ বুজল রানা। স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করল। লাল চুল। বড় জুলফী। বছর পঁয়ত্রিশেক মত বয়স—শ্বেতাঙ্গ। না, রানা একে দেখেনি।

'ঘুমিয়ে পড়েছে?' নারী কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল।

'মনে হচ্ছে।' রানা লোকটার গলা শুনতে পেল। 'তুমি সোজা হোটেল প্রিন্সের দিকে চালিয়ে যাও। ও ওখানেই উঠেছে।'

'তুমি একে চেনো কি ভাবে?'

'স্টেটসে আলাপ হয়েছিল,' বলল লোকটা। 'ওয়াশিংটনে হোটেল এক্সেলশিয়র, রুম নাম্বার সিক্স টু টু।'

পিগট! চমকে তাকাল রানা। সি. আই. এ এজেন্ট। ওর রুমে এসেছিল রানার ডবল সেজে।* সেজন্যে আসল চেহারা দেখা হয়নি। একে বেদম পিটিয়েছিল রানা।

ওকে চোখ মেলতে দেখে হাসল পিগট। রানার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা

---

* জাল

গেল। বলল, 'হ্যালো, পিগট?'

'পিগট?' মেয়েটির কণ্ঠস্বর, 'হু ইজ পিগট?'

কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা। কাঁধ জ্বলছে ছড়ে গিয়ে। দেখল মেয়েটিকে। ঈস্ট মিটস ওয়েস্ট। ইউরেশিয়ান। কালো চুল। কালো চোখ। পোড়া শরীর। সাদা বিকিনি। হুইল ধরে আছে।

'আমার নাম বার্নার্ড। জেমস বার্নার্ড। মিস কোরের সঙ্গে এখানে এসেছি। অ্যান্ড শি ইজ মাই ফ্রেন্ড—কিকি। ক্যাবারে ডান্সার,' বলল লোকটা। 'ওরা আপনাকে মারতে চাচ্ছিল কেন?'

উত্তর দিল না রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিগটের চোখে।

'আমরা জেটিতে এসে গেছি,' বলল পিগট। 'আপনাকে পৌঁছে দেব হোটেল প্রিন্সে, মিস্টার মাসুদ?'

'আমাকে চেনেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হোটেল প্রিন্সে দেখেছি,' বলল পিগট।

রানা কোন কথা না বলে, ধন্যবাদ না দিয়ে নামল জেটিতে। সোজা বেরিয়ে এল বীচে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

মাথায় একরাশ চিন্তা নিয়ে হোটেলে পৌঁছাল রানা। লিফটে উঠে এল উপরে। ঘরে ঢুকল। তখন ও রীতিমত টলছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ করল।

'হ্যান্ডস আপ।'

নারী কণ্ঠে ফিরে দাঁড়াল রানা। ডিভানে কাত হয়ে শোয়া অলোকা। পরনে বোতাম খোলা কোমর-ঝুল জ্যাকেট। নিচে রিভিয়েরা বিকিনি। হাতে পিস্তল। রানার ওয়ালথার পি. পি. কে।

অন্য হাতে গ্লাস। সামনের টিপয়ে বরফের পাত্রে বসানো শ্যাম্পেনের বোতল।

দাঁড়িয়ে রইল রানা। ফ্যাকাসে দৃষ্টি।

উঠে দাঁড়াল অলোকা। নামিয়ে রাখল গ্লাস। এগিয়ে এল পিস্তল হাতে। কাছে এসে রানার নগ্ন বুকে চেপে ধরল ওয়ালথারে শীতল মুখ।

'রানা, কি হয়েছে তোমার?' অলোকার কণ্ঠে বিস্ময়। রানা একভাবে দাঁড়িয়ে রইল দরজায় হেলান দিয়ে। মনে হলো পড়ে যাবে। ধরে ফেলল অলোকা। কিন্তু পারল না বিরাট দেহের ওজন রাখতে। হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ল রানা। বসে পড়ল অলোকাও। দেখল জ্ঞান হারিয়েছে রানা।

'রানা, রানা ঠাট্টা করছিলাম!' মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওর মুখে মৃদু চাপড় দিল অলোকা। কোন সাড়া দিল না রানা। অলোকা দেখল মুখটা। সাদাটে মুখ। কাঁধে রক্তের ছোপ। চারদিকে তাকাল। হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলল ডিভানে। নিজের বীচ ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করল অলোকা। বরফ নিল পাত্র থেকে, ঝুঁকে পড়ল রানার উপর।

জ্ঞান ফিরে রানা দেখল বিছানায় শুয়ে আছে সে। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। অলোকা ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধের ক্ষতে ডেটল দিচ্ছে তুলো দিয়ে।

রানাকে চোখ মেলতে দেখে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি। চারদিক দেখল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'বিছানায় আনল কে? তুমি?'

'তোমাকে উঁচু করব আমি!' চোখ কপালে তুলল অলোকা। 'মাই গুডনেস! বেল বয়কে ডেকে তারপর এখানে এনেছি।'

'তাই বলে বেদিং কস্টিউম খসিয়ে এভাবে…' চাদরের নিচে নিজের নগ্নতাকে অনুভব করল রানা।

'আজ্ঞে, না,' অলোকা হাসল, 'ব্যাটাছেলের কাপড় খসানোর কাজ ব্যাটাছেলের না—ও আমিই করছি। খাবার দিতে বলেছি। তুমি একটু কাত হয়ে শোও, আমি কাঁধের ব্যান্ডেজটা সেরে ফেলি। বেশ কেটে গেছে। ডাক্তারকে খবর দেইনি। কারণ, কি না কি করেছ তুমি। আমার ফার্স্ট এইড বক্স দিয়েই সব সারছি। বলো তো ডাক্তার ডাকি…'

রানা তাকাল অদ্ভুত এই মেয়েটার দিকে। সরল অথবা সরলতার ভান? কিংবা সব কিছুকে জেনে শুনেই সহজ করে দেখে হয়তো, ভেবেছে রানা কোন গ্যাংস্টার হবে। তবু বন্ধুকে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবার ইচ্ছে তার নেই। অলোকার কাঁধে হাত রাখল রানা। কাছে টানল। অলোকা সরিয়ে দিল হাতটা। বলল, 'এখন না।'

কোন কথা না বলে কাত হলো রানা। হাঁটু মুড়ে বসেছে অলোকা। নগ্ন উরু। ফার্স্ট এইড বক্সটা পাশে রাখা।

ওর উরুতে হাত রাখল রানা। ডেটলে একটু জ্বলে উঠল কাঁধ। 'আজকে তোমার পার্টিতে যাবে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেরি আছে—এখনও চারঘণ্টা।'

'আমি কি পোশাক পরব বলত?'

'উঠে দাঁড়াতে পারবে কিনা সেটা আগে দেখো,' বলল অলোকা।

'আমার ছদ্মবেশ প্রিন্স ধরতে পারবে না।' ফার্স্ট এইড বক্স থেকে ব্যান্ডেজের রোলটা তুলল রানা। বলল, 'কাউকে দিয়ে আমাকে তিনশো গজ ব্যান্ডেজ আনিয়ে দাও তুমি।'

'তিনশো গজ!' চোখ কপালে তুলল অলোকা। 'কি করবে?'

রানা কাঁধে হাত রেখে এবার জোর করে কাছে টানল অলোকাকে। 'তোমাকে একটা চুমু খাব লক্ষ্মী মেয়ে।'

এক এক করে ভেতরে যাচ্ছে গেস্টরা।

নকশা করা বিশাল দরজা পেরিয়ে যে ঘরটাতে সবাই প্রথম ঢুকছে, তার দরজায় দাঁড়িয়ে স্থির-মুখো কতগুলো জার্মান জেনারেল-মার্কা লোক। ওরা প্রিন্সের ব্যক্তিগত পুলিস বাহিনীর সদস্য। একটা ডিভানে কাত হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে, যেন ধরে আনা হয়েছে মধ্য যুগের রাজপুত প্রাসাদ থেকে। সচ্ছ কাপড় আর সোনার কারুকাজ করা পোশাক—আবরণ নয়, অলঙ্কারের মত। মুখে শুধু টেনে দিয়েছে কালো নেকাব। গেস্টরা গেটে কার্ড দেখিয়ে এনে রাখছে মেয়েটির সামনে ভেলভেটে ঢাকা ট্রের উপর। মেহমানদের সবাই প্রায় যুগলে আসছে। পুরুষদের বিচিত্র পোশাক। মেয়েরা সবাই একটি অতিরিক্ত চাদরে ঢেকে আসছে। মুখে

নেকাব। চেনা যায় না। কিন্তু হারেম কন্যা সবাইকেই এক একটা নাম ধরে সম্বোধন করছে কার্ড দেখে দেখে। ওদের কেউ কেউ হাসছে। মৃদু হেসে বলছে, 'হ্যালো, অলোকা।'

দশ মিনিট হলো আর কেউ আসছে না। অলোকা লকেটের সোনার ঘড়িটা দেখল। 'প্রবেশ' সময় পার হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল ও। এগিয়ে গেল দরজার কাছে। গার্ড দরজা বন্ধের অনুমতি চাইল। না করল অলোকা। দু মিনিট পর দেখল এগিয়ে আসছে এক অদ্ভুত মূর্তি।

মেকাপ বটে। সারা গা মোড়া ব্যান্ডেজে। কোথাও এক ইঞ্চি ফাঁক নেই। শুধু চোখ আর মুখে ফুটো। হাসি পেল অলোকার। সে নিজের হাতে ব্যান্ডেজ করেছে।

ব্যান্ডেজ-মূর্তি দরজার সামনে এগিয়ে আসতেই অলোকা তার ডিভানে বসতে গেল আগের মত।

'অলোকা।'

ডাক শুনে গম্ভীর মুখে নবাগতের দিকে তাকাল ও, তারপর সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ডিভান ছেড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। নেকাবটা নামিয়ে দিয়ে মাথা নিচু করে 'বাউ' করে বলল অলোকা, 'ওয়েল কাম, নবাবজাদা মাসুদ রানা।'

রানা এগিয়ে এল। সরে দাঁড়াল পুলিস-বাহিনীর সর্দার। ভেতরে এসে রানা বলল, 'মাই গড! ফ্যান্টাস্টিক।'

'কি?'

'তুমি। একি পোশাক!'

'অবাক হচ্ছ কেন? তুমি তো আগেও দেখছ, তাছাড়া তোমার দেখার কিছু বাকি আছে নাকি।' রানার হাত ধরে টানল অলোকা, 'কাম অন, কুইক! প্রিন্স একা পেলে হয়তো তোমার ডিজগাইজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাইবে।' তারপর পুলিস বাহিনীর উদ্দেশে বলল, 'ক্লোজ দ্য ডোর। নো মোর গেস্ট।'

রানাকে টানা এক করিডর দিয়ে নিয়ে চলল অলোকা। দু পাশে নকশা করা লাইটের শেডের আলোগুলো ছাড়া কোন কিছুকেই বাস্তব মনে হচ্ছে না। নির্জন ভৌতিক মনে হয়। অলোকার দিকে তাকাল রানা। কেবল চোখ জোড়া দেখা যাচ্ছে ওর।

করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছাতেই মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করল। সামনে বিশাল দরজাটা খুলে ভেতরে গেল অলোকা, ওকে অনুসরণ করল রানা।

ভেতরে অন্য এক জগৎ।

একটাও ইলেকট্রিক বালব নেই, সারা ঘরে জ্বলছে বিরাট আকারের মোমবাতি। ঝালরেও মোমবাতির আলোর বিচ্ছুরণ।

শ'খানেক নারী পুরুষের ভিড়। অদ্ভুত সুরে কোথায় যেন বাজছে অর্কেস্ট্রা। কেউ ফিরেও তাকাল না রানার দিকে। সবার মুখেই মুখোশ, পরনে বিচিত্র পোশাক। মেয়েদের পরনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই নেই, যাদের আছে তাও আবার দেখা যাচ্ছে না, শরীরের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে।

রানা আর অলোকার সামনে এক মালয়ী অর্ধ নগ্ন ওয়েট্রেস এসে দাঁড়াল ট্রে নিয়ে। রানা তুলে নিল গ্লাস। অলোকা নিল না। এগিয়ে গেল বুফে টেবিলের দিকে। রানা অনুসরণ করল।

টেবিল থেকে একটা ফোর্ক তুলে নিল রানা—রেড ওয়াইনে ভেজানো বরফ দেয়া রোস্টেড চাইনিজ ডাকের বুকে গেঁথে তুলে নিল প্লেটে। অলোকাও তাই করল। দুজন এল একটা থামের পাশে।

সবাই বসেছে জোড়ায় জোড়ায় ডিভানে অথবা সোফায়। কোথাও একাধিক পুরুষ বা একাধিক মেয়ে। মেয়েদের হাসিই বেশি শোনা যাচ্ছে। পুরুষ হয় খাচ্ছে অথবা মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে সঙ্গিনীর ঠোঁটে, বুকে।

রানা খুঁজছে প্রিন্সকে।

হঠাৎ একটা মেয়ের উপর চোখ আটকে গেল ওর। সোনালী চুলের আধুনিক রেডি গোডাইভা! একেবারে নগ্ন নয়। পায়ে মধ্য উরু পর্যন্ত চামড়ার বুট। এক পায়ে কালো অন্য পায়ে হলদে। সারা অঙ্গে আর কিছু নেই বলে মনে হয়—চোখের কালো মুখোশটা ছাড়া। চুল দিয়ে বুক ঢেকেছে। নিম্নাঙ্গে গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরা জাঙ্গিয়া, খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

সঙ্গের লোকটা প্রিন্স। প্রিন্স সেজেছে জাপানী সামুরাই। এক হাতে গ্লাস। অন্য হাত সোনালী চুলের নিচে।

এই স্বর্ণকেশীকেই সী-বীচে দেখেছিল রানা।

পাশের একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে অলোকা দেখল ও। এই সুযোগ। পায়ে পায়ে ডান দিকের দরজার দিকে গেল রানা।

অর্কেস্ট্রার সুর হঠাৎ বদলে গেল।

'রানা,' মৃদু কণ্ঠে ডাকল অলোকা। দৌড়ে কাছে এল। 'নাচবে?'

পালানো হলো না। কয়েকটা জোড়া উঠে দাঁড়িয়েছে। নাচছে। মৃদু আলোয় নাচ মনে হয় না। মনে হয় অজান্তার মিথুন-মূর্তি। 'এখানে নাচতে আসিনি,' বলল রানা।

'তবে?'

'দেখাটাই বেশি এক্সাইটিং মনে হচ্ছে।' অলোকার কোমর চেপে ধরে মৃদু হাত বুলাল ও।

'চলো, তবে কোথাও বসি,' তৃপ্ত কণ্ঠে বলল অলোকা।

ওরা পাশের ঘরে এল। এখানে ইলেকট্রিক ভালব জ্বলছে। নীল আলো। কিন্তু একটা সোফায় এক জোড়া মিথুন-মূর্তি, মেঝেতে ছড়ানো পোশাক। অপরিচিত মুখোশ ঢাকা—দুটো মুখ এদিকে একবার তাকিয়েই আবার নিজেদের মধ্যে বিভোর হলো। পাশের ঘরও বে-দখল। এ ঘরে দু'জোড়া।

কোথাও নির্জন ঘর পেল না ওরা। এক জোড়া, দু'তিন জোড়া—আনাচে কানাচে সব অন্ধকার ক্রমেই ভরে তুলেছে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছাল সুইমিং পুলে। রানা একটা ডেক চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। অলোকা বসল ওর কোল জুড়ে। চুমো খেতে লাগল পাগলের মত। নিজেকে রানার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল, ঘসতে লাগল যাঁতার মত।

'এখানে নয়।' বাধা দিল রানা।
'এখানেই।' ব্রা আলগা করে ফেলল অলোকা। 'এখনই।'
'আমি পারব না।' গালে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে বলল রানা, 'এ বিষয়ে আমি প্রাইভেসি না হলে...'
উঠে দাঁড়াল অলোকা। ওর হাত ধরল। বলল, 'দেন কাম উইথ মি।'
'কোথায়?'
'প্রিন্সের প্রাইভেট চেম্বারে।'
দু'জন ছুটল। অলোকা তার পোশাকের কথা ভাবছে না। কিন্তু রানার হাতটা ধরাই রইল। রানাকে আরেকটা নির্জন বারান্দায় নিয়ে এল অলোকা। দুজন এগিয়ে গেল। বারান্দার বাঁ দিকে ঘুরল। 'অলোকা একটা খাবারের প্লেট নিয়ে এলে হত,' বলল রানা।
'না,' ধমকে উঠল অলোকা। নগ্ন বুকে আঁকড়ে ধরল রানার হাত। রানা বুঝল আধঘণ্টার মধ্যে তার রেহাই নেই। একটা হাসির শব্দে দুজনই থমকে দাঁড়াল। একটা খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এল প্রিন্স আর স্বর্ণকেশী তাদের পেছনে আরও পাঁচ ছটা জুটি। রানা আর অলোকাকে দেখে থমকে গেল প্রিন্স। কিন্তু মুখোশের জন্যে বোঝা গেল না মুখের ভাব।
'অলোকা তুমি এদিকে?' জিজ্ঞেস করল প্রিন্স।
থতমত খেয়ে হাসল অলোকা। বলল, 'সব ঘর অকুপাইড।'
হো হো করে হাসল সবাই। প্রিন্সের চোখ অলোকার বুকের উপর নিবদ্ধ। 'চলো এঁদের নিয়ে যাচ্ছি একটা মজার জিনিস দেখাতে। তুমিও দেখবে,' বলল সে।
প্রিন্স যে ঘরটায় সবাইকে নিয়ে এল সেটা পুরোপুরি সাউন্ড প্রুফ, এয়ার কন্ডিশন করা। সারপ্রাইজ দিতে এনেছে প্রিন্স—ঘরটা দেখেই সবাই বিস্ময়ে হতবাক। চারদিকের দেয়াল সোনালী ব্রোকেটের ড্রাপারী দিয়ে মোড়া। মেঝেতে দামী কার্পেট—মাঝখানে একটা জায়গায় বিছানা পাতা। বিছানাটা হলুদ কাপড়ে ঢাকা—ঝালর লাগানো চাদর, বালিশ।
'এটা আমার ঘর। আপনাদের আমি দেখাব আরব্য রূপকথার ফ্লাইং কার্পেট। তবে এটাকে ঠিক বিদেশ ভ্রমণের জন্যে না হলেও ফ্লাইং বেড অনায়াসে বলা যায়।' ঘরের এক দিকে প্রিন্স এগিয়ে গেল। 'ফ্লাইং বেড, ওনলি ফর ফ্লাইং মেট,' বলেই ড্রয়ার থেকে একটি কালো বাক্স বের করল সে। বাক্সটা আসলে একটা সুইচ প্যানেল। একটা সুইচে চাপ দিল প্রিন্স। সবাই অবাক হয়ে দেখল ঘরের মাঝখানে মেঝেতে পাতা বিছানাটা উপরে উঠছে। আরেকটা সুইচে চাপ দিল প্রিন্স। এখন দুলছে— এদিকে ওদিকে ঘুরছে।
সবাই হতবাক। তারপরই বিস্মিত ঝঙ্কার শোনা গেল, 'বিউটিফুল। চমৎকার। আশ্চর্য!'
'এটা আমার এক জাপানী ফ্রেন্ড তৈরি করে দিয়েছে। রেডিওতে চলে,' সুইচ বন্ধ করে বলল প্রিন্স। 'সাদামাটা পার্টি ভাল লাগে না। আমরা লাইফ প্রোগ্রাম দেখতে চাই। কে বেড পার্ফমেন্স দেখাবে? কে ব্যবহার করবে এ বেড সবার আগে?'

'আমি!' রানার পাশ থেকে এগিয়ে গেল অলোকা।

সবাই চিৎকার করে উঠল, 'হুররে।' একজন বলল, 'আমি পার্টনার হতে চাই।'

অলোকা আশেপাশে তাকাল। দেখল, রানা পাশের ঘরে দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছে। ডাকল অলোকা, 'রানা, রানা, শোনো।' দৌড়ে ওকে অনুসরণ করল সে।

চমকে গেল রানা। প্রিন্সের পাশে দাঁড়ানো লিন্ডার চোখেও চমক।

দাঁড়াল না রানা।

দৌড়ে লাফ দিয়ে পড়ল অন্ধকারে চলে এল আরেক নির্জন করিডরে। পেছনে আরও কে যেন ছুটছে। লাফিয়ে ছোট আঙিনায় নামল রানা। ওপাশে কালো একটা ছায়া। থমথমে বাড়ি। দেখে মনে হয় বন্দীশালা। মনে হলো, এরই কোথাও আছে সাকী।

পায়ে বীচ শূ। শব্দ হয় না। তবুও রানা সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। এক পা দু'পা করে অন্ধকারে মিশে যেতে চাইল। পিছনে পায়ের শব্দ। অন্ধকারে সর্পিল পদক্ষেপ। দেয়াল ঘেঁষে উঠে পড়ল রানা অন্ধকার সিঁড়িতে। আরেকটা বারান্দা। বারান্দার ওপাশে, পঁচিশ হাত দূরে একটা দেয়াল। অন্ধকারে মিশে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেয়ালের উপর। পালাতে হবে।

কেউ নেই।

অথচ একটা শব্দ শুনল রানা। তারপরই একটা হুঙ্কার। কুকুর। হিংস্র ভয়ঙ্কর ডোবারম্যান পিনশার! বিদ্যুতের মত অন্ধকার ভেদ করে প্রচণ্ড ভারী কিছু ওর উপর এসে পড়ল। দেয়াল থেকে নিচে পড়ে গেল রানা। জানোয়ারটার আক্রোশ বিক্ষুব্ধ গোঙানী শুনল ও। চারদিকে দপ করে আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল সাথে সাথেই। জানোয়ার দাঁতটা বসিয়ে দিয়েছে ওর কাঁধে—ব্যান্ডেজের ভেতর।

চিৎকার করে উঠল রানা।

কোমরে হাত দিয়ে বের করল ব্যান্ডেজে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা।

আরও বসে যাচ্ছে দাঁত। হাত নাড়তে পারল না রানা।

আলোটা আবার জ্বলে উঠল, এবং নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কেউ মেরেছে মাথায়, পেছন থেকে। খসে পড়ল ছুরি।

রানার অজ্ঞান দেহ লুটিয়ে পড়ল ঘাসে।

আট

সাইকাডেলিক-পার্টির অর্কেস্ট্রা কানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলছে। চোখ খুলেই বন্ধ করল রানা। আলোয় যেন চোখ ঝলসে গেল। রোদ উঠেছে। চোখ বন্ধ করে আবার সাইকো-অর্কেস্ট্রা শুনতে লাগল।

কোথায় আমি, ভাবল রানা। ঢাকা, করাচী, তেহরান অথবা ব্যাঙ্কক কিংবা তাইপিং বীচে সূর্যের নিচে? তাইপিং···সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছে। চোখ মেলল

ও। একটা সাজানো ঘরে শুয়ে আছে সে। গায়ে টেনে দেওয়া ব্ল্যাঙ্কেট। ঘরটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সব কিছু সাদা। ব্ল্যাঙ্কেট সরিয়ে উঠে বসল রানা। সাদার মধ্যে তার তামাটে শরীর আর পরনের গোল্ডেন কর্ডের বেদিং শর্টসকে রীতিমত বেমানান মনে হচ্ছে। গতরাতের ব্যান্ডেজগুলো গেল কোথায়?

মনে মনে সব ঘটনা হিসেব করে ফেলতেই মাথাটা টন টন করে উঠল রানার। হাত দিল—জায়গাটা এখনও ফুলে আছে। আর চিন্তা করল না ও। এখন সে প্রিন্স কুয়ানটাং শাহনেওয়াজ আদিব-অর-রহমান অভ মালয়েশিয়ার অতিথি। এই সুযোগে ঘুমিয়ে নেয়া যাক। কাদাটে আরশোলার উৎপাত ভরা মেঝেতে ফেলে রাখেনি ওকে। এর অর্থ শিগগিরই শীর্ষ সম্মেলন বসবে।

রানা দরজা খোলার একটা শব্দ শোনার আশায় একমিনিট কান খাড়া করে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

ঘুম ভেঙে দেখল একটা বিশাল বাঁকা ছুরি চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করছে। ছুরিটা চিক চিক করে উঠল, তাকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা ছুরি। হাতের কব্জিতে কালো চার ইঞ্চি বেল্ট।

ছুরির মালিকের দিকে তাকাল রানা।

ছড়ানো নাক, তার মাঝখানে কেউ যেন আরও একটা থাবা দিয়ে দিয়েছে। চওড়া চোয়াল, চৌকো থুতনি। এমন মুখ ও জীবনে দেখেনি। দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থ বেশি। কান দুটো বড়। চোখ অনেকগুলো ভাঁজের সমন্বয়। মাথায় চুল নেই। ছুরিটা দরজার দিকে ইশারা করল।

উঠে দাঁড়াল রানা। খুঁজল পায়ে দেবার কিছু—এবার সামনের দিকে ধাক্কা দিল লোকটা। রানা বুঝল এটা মোটামুটি মানুষের আকারবিশিষ্ট জীব—আগেকার রাজা বাদশাদের মত আধুনিক প্রিন্সেরও রেয়ার কালেকশনের বাতিক আছে।

খালি পা, খালি গা শুধু একটা শর্টস পরা অবস্থায় এক রাজকীয় বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল রানা।

প্রিন্সের হাতে চুরুট। পরনে মালয়ী পোশাক। বসেছে একটা ডিভানে কাত হয়ে। পাশে বসা স্বর্ণকেশী। আজকে সেই বুট নেই। পরনে সাদা শর্টস, লাল অর্লনের সোয়েটার। দেখেই বোঝা যায় অন্তর্বাস নেই। ওদের সামনে কফির পট, কাপ এবং কতগুলো বিচিত্রবর্ণের ফল গামলায় রাখা।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল রানা।

ঘোলাটে চোখে রানার চোখের দিকে তাকাল প্রিন্স। স্বর্ণকেশীর চোখ ওর সুদৃঢ় মাংশপেশীতে নিবদ্ধ। হাত বাড়িয়ে একটা আপেল নিয়ে কামড় দিল মেয়েটা।

'আপনারা এখন কি করতে চান প্রিন্স?' অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল রানা। মেয়েটির হাতে কামড় দেয়া আপেলটা দেখে মনে হলো খিদে পেয়েছে ওর।

স্বর্ণকেশীর উরুতে রাখা প্রিন্সের হাতের আঙুলগুলো হঠাৎ থেমে গেল, বসে গেল মসৃণ মাংসে। 'আপনি কি আশা করছেন মাসুদ রানা?' বলল প্রিন্স।

'আজকেই আমাকে মেরে ফেলা হবে,' বলল রানা। 'আপনাকে ধন্যবাদ...'

'কেন?'

'রাতে একটা ভাল বিছানা দেবার জন্য।'

রানার উত্তর শুনে সোজা হয়ে বসল প্রিন্স। রেগে গেছে। একটু ভাবল। বলল, 'আজ রাতেও বিছানার সুব্যবস্থা থাকবে। আপনার সঙ্গে আমি বিরোধিতা করতে চাই না।'

'দরকার নেই,' বলল রানা, 'আপনি এখনই অনায়াসে আমাকে খুন করতে পারেন। তাই যখন করবেন তখন আর দেরি করছেন কেন?'

'হত্যা আমি ঘৃণা করি, মিস্টার রানা, অকারণ হত্যাকে,' বলল প্রিন্স। 'হত্যার প্রয়োজন আমার হয় না। এই পুরো এলাকাটা আমার। পারিবারিক ঐতিহ্য এবং প্রতিপত্তির জন্যে মালয়ে কেউ আমার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আপনার সরকারকে দিয়েও কিছু করতে পারবেন না আপনি—কারণ দু'দেশের মধ্যে কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। আমার এখানে আপনাকে কিছুদিন থাকতে হবে। আপনাকে কাজে লাগাতে চাই আমি।' প্রিন্স একটু থেমে বলল, 'আপনি মেজর জেনারেল ওয়াসিমকে একটা চিঠি লিখবেন, তার মেয়ে সাকীর অবস্থা বর্ণনা করে। জেনারেল ওয়াসিম ভাবছেন আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি...'

'আমার সঙ্গেই য করেছেন না তাই বা কি করে বলি,' প্রিন্সের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা।

ওর কথার উত্তর দিল না প্রিন্স। 'জেনারেল ওয়াসিম বুঝতে পারবেন আমি কাঁচা কথায় ভুলব না,' বলল সে। 'আমি তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা চাই! আপনার চিঠির সঙ্গে সাকীর আরেকটা আঙুল যাবে।'

'তার মানে,' রানা আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি সাকীর উপর আরও অত্যাচার চালাতে চান?'

'অত্যাচার শব্দটার ব্যবহার ঠিক হলো না,' আহত দেখাল প্রিন্সকে, 'আমি চেয়েছিলাম সাকীর কষ্ট না হোক। ডা. আকিহিতো নিখুঁতভাবে তার কাজ করেছিলেন। এখন আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে সাকাবাকের উপর।' দরজার দিকে সেই জানোয়ারের মত রেয়ার কালেকশনটিকে দেখাল সে।

শিউরে উঠল রানা। 'আমি কোন চিঠি লিখছি না,' বলল ও। 'এবং আপনাকে আবার জানিয়ে দিচ্ছি, মেজর জেনারেল ওয়াসিম মারা গেছেন।'

মৃদু হাসল স্বর্ণকেশী। হাসল প্রিন্স। ঊরুর উপর হাতটা আরও একটু দুঃসাহসী হতে গিয়ে থেমে গেল। প্রিন্স বলল, 'আরেক কাজ করা যায়। চিঠি লিখবে সাকী নিজে। আপনি তাকে সাহায্য করবেন। এখানে এসে মেয়েটি কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে।'

'সাকী অসুস্থ,' বলল রানা। 'ও লিখতে পারে না।' ওর চোখ দরজা দিয়ে বাইরে গেল। দেখা যাচ্ছে কয়েকজন বিদেশী ঘুরে ঘুরে দেখছে প্রাসাদের কারুকাজ। সকালের রোদ কেবল তেতে উঠেছে। সবকিছু কেমন ঝকঝকে আর সজীব মনে হচ্ছে—অথচ এখানে মধ্যযুগীয় ভয়াবহতা।

প্রিন্স ইশারা করল দরজায় দাঁড়ানো সাকাবাক নামের সেই দৈত্যটাকে। দেশী

ভাষায় কি যেন বলল। রানা তাকিয়ে দেখল চলে যাচ্ছে সাকাবাক। ঘরে আর কেউ নেই এরা দু'জন ছাড়া। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমি পুলের দিকে চললাম।'

বেরিয়ে গেল সে।

দু'মিনিটের নীরবতা।

হঠাৎ নীরবতা খান খান হয়ে গেল নারীকণ্ঠের আর্তনাদে। চমকে তাকাল রানা। ঘরের ভেতর কি যেন এসে আছড়ে পড়ল।

প্রায় নগ্ন এক নারী দেহ।

অলোকা।

গতকালের সেই পোশাকটাই পরনে—কিন্তু শত ছিন্ন হয়েছে। পিঠে কালচে দাগ—এলোমেলো চুল মেঝেতে লুটিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে অলোকা। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছে।

কিছু বলতে পারল না রানা। অলোকাকে দেখল। দেখল সাকাবাকের কুৎসিত মুখ। চোখের আদিম দৃষ্টি! দেখল প্রিন্সের মুখের কৌতুক। রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'জানোয়ার।'

ওর গলা শুনে মুখ উঁচু করল অলোকা। দেখল ওকে। উচ্চারণ করল, 'রানা!' আবার উপুড় হয়ে পড়ল অলোকা।

'ওকে নিয়ে যাও,' দৈতটাকে বলল প্রিন্স। আরও কি যেন বলল দেশী ভাষায়। রানা শুধু দেখতে লাগল নৃশংস মানুষটাকে। কিছু ভাবতে পারছে না ও। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে—ইচ্ছে হচ্ছে এই লোকটার গলাটা দু'আঙুলে চেপে ধরে।

'মিস্টার মাসুদ,' বলল প্রিন্স, 'অলোকা আপনাকে নিয়ে এসেছিল সে জন্যে ওর শাস্তি মৃত্যু। হত্যা আমি ঘৃণা করি—কিন্তু সব সময় হত্যা এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। যদিও অলোকাকে আমিও বাঁচাতে চাই। একটা সুন্দরী মেয়েকে মেরে ফেলা···আই কান্ট ইমাজিন। ওকে আমি বাঁচিয়ে রাখব, আপনার হাতেই ছেড়ে দেব, যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এবার সাকীর সঙ্গে কথা বলুন। একটা চিঠি লিখিয়ে আমাকে দিন। আসুন আমার সঙ্গে।'

প্রিন্সকে অনুসরণ করে আরেকটা ঘরে এল রানা।

'কিন্তু কাকে লিখব চিঠি? মেজর জেনারেল ওয়াসিম নেই,' বলল রানা। ছোট্ট ঘরটার চারপাশে তাকাল ও, গতকাল এ ঘরেই মিথুন-দৃশ্য দেখেছিল। ডিভান, সোফা দিয়ে সাজানো। দেয়ালে ছবি।

'কথা বাড়াবেন না। আপনার কথা বিশ্বাস করি না আমি। আপনাদের চীফ এত বোকা নয় যে শুধু একটি অসুস্থ মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে লোক পাঠাবে।'

উত্তর দিল না রানা। একে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। অথচ···

'প্রিন্স,' রানা বলল, 'আপনার কপালে খারাবি আছে। আপনাকে আমি হত্যা করবই।'

হো হো করে হাসল প্রিন্স। হয়তো আরও হাসত। কিন্তু থেমে গেল দরজার দিকে তাকিয়ে।

সাকাবাক নিয়ে আসছে একটি মেয়েকে। ফ্রক পরা, অথচ পূর্ণ শরীর। চোখ দুটো বড় বড়—তাতে নির্বিকার দৃষ্টি।

ড. রেগানের কাছ থেকে নেয়া সেই ছবিটার মতই দেখতে। এই হচ্ছে সমস্ত ঘটনার উৎস। এই হচ্ছে সাকী! রানার চোখ ওর বাঁ হাতের আঙুলে গেল। আঙুলটায় ব্যান্ডেজ।

'মিস্টার মাসুদ, আমি হত্যাকারী নই। একজন যৌন বিলাসী প্রিন্স। ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছি এর সঙ্গে। হ্যাঁ, কিছুটা লোভেও বটে। আমি যা চাই পেলেই কারও কোন ক্ষতি করব না,' নাটকীয় ভাবে বলল প্রিন্স। 'নইলে এ প্যালেস থেকে বেরুতে পারবেন না আপনি। কেউ না। অলোকা, আপনি, সাকী—সবাইকে তিলে তিলে হত্যা করা হবে। পৃথিবীর কেউ জানবে না।'

'আমাদের চীফ জানবে,' বলল রানা। 'আমাকে হত্যার পরদিনই আমাদের প্রত্যেকটা অপারেটরের কাছে গোপন সার্কুলার যাবে: 'কিল প্রিন্স শাহনেয়াজ আবিদ-অর-রহমান।' একটু থেমে রানা বলল, 'মেজর জেনারেল ওয়াসিমের কাছে আপনি কি চান?'

'চাই সাউথ ইস্ট এশিয়ায় কর্মরত পাকিস্তানী স্পাইদের তালিকা। এদের একটা বিরাট অংশ কাজ করছে চায়নার হয়ে। পুরো লিস্টটাই আমার প্রয়োজন।'

'আপনার?' অবাক হলো রানা, 'আপনি কি করবেন এ লিস্ট দিয়ে? মালয়েশিয়ার এতে কি স্বার্থ?'

'মালয়েশিয়ার স্বার্থ নয়, মিস্টার মাসুদ,' বলল প্রিন্স। 'আমার স্বার্থ। এ লিস্ট আমি সি. আই. এ-র হাতে তুলে দেব।'

'সি. আই. এ?' চমকে উঠল রানা, বুঝতে পারল ফু-চুং এখানে কেন।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

রানা একা কথা বলতে চেয়েছে সাকীর সাথে। সাকী একটা ডিভানে বসে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে এদিকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখে।

একভাবে রানাকে দেখছে সাকী। রানার পরনে শুধু একটা প্যান্ট। ও কাপড় চেয়েছিল। কিন্তু প্রিন্স মৃদু হেসে বলেছিল, 'সাকী ওসব কিছু বোঝে না।'

রানাকেই দেখেছে সাকী। অবাক হয়ে। দু'এক পা করে এগিয়ে গেল রানা।

'সাকী,' আস্তে করে ডাকল ও। সাকীর মুখ থেকে নামল আঙুলটা। একটু সরে যেতে চাইল। রানার দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ গিয়ে বসল ওর পাশে একটু দূরত্ব রেখে। 'সাকী আমি তোমার বন্ধু। আমাকে ভয়ের কিছু নেই,' বলল ও।

সাকী তাকিয়েই রইল, একভাবে। রানার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে—সি. আই. এ…ফু-চুং। বিশ্রী সব নাম আর এই প্রাসাদের বন্দীত্বের ভয়াবহতা—মৃত্যু, প্রিন্স, সাকাবাক, এজেন্ট লিস্ট—সবকিছুর সঙ্গে কি অদ্ভুত কনট্রাস্ট এই নির্বোধ কিশোরী! মনে পড়ল অলোকার কথা। আরেকটা বোকা মেয়ে। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে এখন জীবন দিতে বসেছে! প্রিন্স সবার জীবন ছেড়ে দিয়েছে এই সাকীর হাতে। ও কিছু বোঝে না, অথচ ভয় পাচ্ছে, আঙুল কাটার কথা মনে করে অথবা নতুন জায়গায় এসে।

রানা আরও কাছে এগিয়ে গেল। এবার সরে বসল না সাকী। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটা। মৃদু হাসল রানা। অনেকক্ষণ এক ভাবে তাকিয়ে থেকে নিজে থেকেই কাছে সরে এল সাকী। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর রেশমের মত চুলে হাত রাখল রানা। 'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল সাকী।

'তোমার বন্ধু,' বলল রানা। 'তোমার আব্বা পাঠিয়েছেন।'

এবার সাকীর চোখে জমে উঠল পানি। রানার হাত-আঁকড়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'আমার ভয় করছে। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।'

চারদিক ভয়ঙ্করভাবে নীরব।

দরজা বন্ধ। ওরা অপেক্ষা করছে।

'আমরা দু'জনই পালাব,' বলল রানা।

এবার সাকী দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। রানার কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'এখনই নিয়ে চলো।'

কিছু বলতে পারল না রানা, ওর মাথায় হাত বুলানো ছাড়া। অবাক হয়ে দেখল মেয়েটির মেধা চার বছরের শিশুর হলেও মৃত্যু ভয় ঠিকই আছে। অবধারিত মৃত্যুকে এই মেয়েও উপলব্ধি করতে পারছে।

দু'ঘণ্টা কেটে গেল। কোণের টেবিলে রাখা কাগজ আর কলমের দিকে একবারও চোখ গেল না রানার।

দেখল সাকীকে। সমস্ত ভার রানার উপর ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পরম নিশ্চিন্তে। ভারী, ফোলা ফোলা মুখ। শিশুর সরলতা। অথচ পূর্ণ যুবতীর শরীর। ফ্রকের আড়ালে শাকীর যৌবন সম্ভার যে কোন পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাতে পারে। মনে পড়ল ডক্টর রেগানের উক্তি। যুবতীর পুরো অনুভূতি এর আছে।

একটু নড়ে আরাম করে বসতে গেল রানা। সাকী আদুরে বিড়ালের মত মুখ দিয়ে শব্দ করে আরও আঁকড়ে ধরল ওকে। 'ভয় নেই। যাব না,' বলল রানা।

ঠিক তখনই খুলে গেল দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রিন্স ও সাকাবাক।

'মিস্টার রানা, আপনি দেখছি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পেইড এজেন্ট না হয়ে ভাল পেইড ক্যাসানোভা হতে পারতেন।' হাসল প্রিন্স, 'নির্বোধ মেয়েটিকেও বেশ পটিয়ে ফেলেছেন। এবার তবে চিঠিটা লিখে ফেলুন।'

ঘুম ভেঙে গেল সাকীর। দেখল প্রিন্সের দিকে, দেখল সাকাবাককে। নিঃশব্দ ভয় সঞ্চারিত হলো ওর ঘুম ভাঙা চোখেমুখে। দেখল রানাকে। আরও আঁকড়ে ধরল ওকে। আরও আশ্রয় চাইল। রানাও ওকে টেনে নিল কাছে। হেসে বলল, 'ভয় নেই, সাকী।'

রানার কাঁধে মুখ গুঁজল ও।

'আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন, প্রিন্স,' বলল রানা। 'সেটাই আপনার জন্যে নিরাপদ। আমি বেঁচে থাকলে আপনাকে খুন করবই।'

'সাকী তবে চিঠি লিখবে না?'

'ও চিঠি লিখতে পারে না, প্রিন্স,' বলল রানা। 'তাছাড়া লিখে লাভ কি, ওয়াসিম খান বেঁচে নেই যখন?'

'আমি বাজে কথায় কান দিই না,' বলল প্রিন্স। 'আজকের পুরো রাতটা সময় দিচ্ছি। কাল চিঠি না পেলে সাকীর আঙুল না, একটা চোখ তুলে ফেলা হবে।'

'জানোয়ার!' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল রানা, 'আপনি যা চাচ্ছেন তা মিস্টার ওয়াসিম খান বেঁচে থাকলেও দিতেন না। কেন আপনি একটা অসহায় মেয়েকে এভাবে যন্ত্রণা দেবেন?'

'আগামীকাল মেরে ফেলা হবে অসহায় প্রিন্সেস অলোকাকে,' বলল প্রিন্স, 'আপনার সামনে।'

উত্তর দিল না রানা।

'তারপর,' গম্ভীর গলায় বলল প্রিন্স, 'আপনাকে হারাবে মেজর জেনারেল রাহাত খান। তারপরও চুপ করে থাকবেন?'

চুপ করে থাকল রানা। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে লিন্ডা। রানাকে দেখছে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

'আপনি জানেন প্রিন্স,' বলল রানা, 'আপনার সি. আই. এ বন্ধুদেরকে তাদের কাজের জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে। কলভিন আমার পরিচিত।'

'সি. আই. এ-বস্ বন্ধুত্ব করে প্রয়োজনে। একটা কাজ শেষ হলেই আরেকটা শুরু হয়,' উত্তর দিল লিন্ডা। 'সি. আই. এ. বন্ধু-বৎসল প্রজাহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। তা আপনি জানেন, মিস্টার মাসুদ রানা।' দু'পা এগিয়ে এল স্বর্ণকেশী। নীল চোখ রানার চোখে রাখল। ঠোঁটের কোণে শীতল হাসি।

'আরও দু'ঘণ্টা সময় দিলাম,' বলল প্রিন্স। হাত তুলে দিল লিন্ডার কাঁধে। দু'জন বের হয়ে গেল ঘর থেকে। সাকাবাক দরজায় দাঁড়াল।

সাকী আরও কাছে সরে এল রানার।

বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

সাকীকে দেখল রানা, চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। রানাকে তাকাতে দেখে হাসল। আরও জড়িয়ে ধরল। ওর নরম, পুষ্ট শরীর ডক্টর রেগানের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। চার বছরের শিশুর মত মন। অথচ স্বাভাবিক নারীর অনুভূতি দেহে। রানা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'সাকী, ঘুমুবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়ল ও, ঘুমুবে।

'তবে শুয়ে পড়ো।'

শুয়ে পড়ল সাকী বিছানার এক পাশে। রানা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি ঘুমোবে না?'

সাকীর প্রশ্নে অবাক হয়ে তাকাল রানা। বলল, 'ঘুমোব। ওখানে।' সোফাটা দেখল ও।

সাকী উঠে বসল। বালিশটা টেনে নিল। 'আমিও তবে ওখানে ঘুমাব,' বলল সে।

প্রমাদ গুনল রানা। এগিয়ে গেল সাকীর কাছে। বিছানার পাশে বসল। 'তুমি ঘুমাও। আমি পরে ঘুমাব,' বলল ও।

সাকী তার পাশের জায়গাটা দেখাল, 'এখানে?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ, এখানে।'

'এখনই ঘুমাও।'

রানা তাকাল সাকীর দিকে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা সাকীর পাশে। তাকাল সিলিং-এর নকশায়। সাকী হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে রানাকে দেখল। রানার চোখে চোখ পড়তেই হাসল। বলল, 'কি দেখো তুমি?'

'দেখছি…' কি উত্তর দেবে একে ভাবল রানা। বলল, 'তুমি পুতুল খেলো?'

'হুঁ।' মাথা নাড়ল সাকী। উৎসাহ দেখা গেল না। আরও কাছে সরে এল ও। রানার কাঁধে মাথা রেখে সারা শরীরের ভার ছেড়ে দিল। পা তুলে দিল। রানা দেখল সাকী আর শিশু নেই। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। চোখ দুটো ভেজা ভেজা। বিভ্রান্ত চাউনি। নিজেকে ঘষছে, পিষে ফেলতে চাইছে রানাকে। স্থির হয়ে রইল রানা। আরও কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল সাকী। ওকে দেখল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে। তারপর আবার জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল শান্ত মেয়ের মত। দশ মিনিট পর রানা বুঝল ঘুমিয়ে গেছে মেয়েটা। হাতের বেষ্টন মুক্ত করল ও। নামিয়ে দিল পা-টা। উঠে বসল। ঘুম ভাঙল না মেয়েটার।

উঠে বসল রানা।

বসেই রইল।

ঠিক দুই ঘণ্টা পর খুলে গেল দরজা। সাকাবাক। ইশারা করল সেই ছুরি দিয়ে। উঠতে বলছে। উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সরে পথ দিল। ভদ্রলোকের মত বেরুল রানা।

ওকে পাশের ঘরে এনে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেল সাকাবাক।

দশ মিনিট পর আবার খুলে গেল দরজা।

ঘরের ভেতর এসে ধপাস করে পড়ল ভারী একটা কিছু। পড়েই উক করে উঠল। রানা দেখল অলোকা। চেনা যায় না। কিন্তু গত রাতের পোশাক এখনও পরনে। ব্রা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে। খালি পিঠে রক্তের ছাপ। কুঁকড়ে আছে মেয়েটা। গোঁ গোঁ করছে। ওরা মেরেছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে প্রিন্স, পাশে স্বর্ণকেশী। পিছনে সাকাবাক। কেউ কোন কথা বলছে না। দেখছে রানাকে। তাকিয়ে দেখল তিনটি নির্বিকার মুখ। ককিয়ে উঠল অলোকা। কিছু বলল না রানা। এগিয়ে গেল অলোকার কাছে। পাশে বসল।

ডাকল, 'অলোকা।'

কোন জবাব এল না, শুধু একটু শব্দ বেরুল। নাকে রক্ত। কানের লতি থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে দুল। ভয়ঙ্কর! আরও ঝুঁকে পড়ল রানা। ডাকল, 'অলোকা!'

চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল মেয়েটি। পারল না।

'মিস্টার মাসুদ, একে সারারাত আপনার জিম্মায় রেখে গেলাম।' প্রিন্সের কণ্ঠস্বরে চোখ তুলে তাকাল রানা। দাঁড়াতে পারছে না প্রিন্স। মাতাল। টলছে। ভর দিয়েছে স্বর্ণকেশীর কাঁধে। হাসল মাতালটা। বলল, 'আপনার লেখা চিঠি আমার কাল সকালেই চাই। না পেলে—সকালে মনে হয় অলোকার জ্ঞান ফিরবে। সময় ঠিক ছটা। তখন সাকাবাক শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে আপনার সামনে পিটিয়ে মারবে ওকে। সারারাত আপনার সঙ্গিনী দিয়ে গেলাম। সঙ্গিনী পেয়ে আমাদের

ভুলবেন না নিশ্চয়ই! ভাবার প্রচুর অবসর। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় দেখা হবে।'

একমুহূর্ত রানাকে দেখে নিয়ে স্বর্ণকেশীর দিকে তাকাল প্রিন্স। বলল, 'আমাদের হাতেও অনেক সময়। আমি তোমাকে ফ্লাইং কার্পেট দেখাব। কাল তো দেখা শেষ হলো না।'

কথা বলতে বলতে প্রিন্স আর তার সঙ্গিনী চলে গেল।

সাকাবাক সশব্দে বন্ধ করল কপাট।

দাঁড়িয়ে রইল রানা।

নিথর পড়ে আছে অলোকা। মাঝে মাঝে শব্দ করছে—শিউরে উঠছে। ওর পাশে বসল রানা। ঘাড় আর হাঁটুর নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে তুলে ফেলল ওকে। বিড় বিড় করে কি সব বলল মেয়েটি। আস্তে করে ওকে বিছানায় নামিয়ে দিল রানা।

চিৎ হয়ে শুয়েছে অলোকা। বুকে একটা দগদগে দাগ—জলন্ত চুরুট চেপে ধরেছিল কেউ! রানার জন্যেই অকারণে জীবন দিতে বসেছে মেয়েটা। ওকে সাহায্য করেছে, না জেনেই। কিছুই জানে না। বলার মত কিছু নেই এর, তাই বাঁচারও উপায় নেই। এজন্যেই বোধহয় বলে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। এদের কাছে অবিশ্বাস্য জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যুও।

সমস্ত ঘটনা, পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে। অথচ জেনারেলের মৃত্যুর খবরটা এদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলে অন্য খাতে প্রবাহিত হত সব কিছু।

অলোকার পাশে বসে পুরো ঘটনাটা ভাবল রানা। ফু-চুং, সি.আই.এ., পিগট, সব কিছু নিয়ে। ভাবতে ভাবতে কোন কূল কিনারা পেল না। ক্রমেই হারিয়ে যেতে লাগল অসহায় ঘটনা স্রোতে। ওর মনে হলো জীবনে এমন অ্যাসাইনমেন্ট সে পায়নি যাতে কেউ ঘটনা তৈরি করছে না, আপনা আপনি তৈরি হচ্ছে ঘটনা। কোন লক্ষ্যে পৌছবার আগেই সব উল্টে যাচ্ছে। অথচ সবাই চাইছে সিদ্ধান্তে পৌছতে।

অথচ সিদ্ধান্ত হাতের বাইরে। কে চালাবে তুরুপের তাস? প্রিন্স? ফু-চুং? পিগট? নাকি স্বর্ণকেশী।

অথবা রানা?

মনে মনে হাসল ও। আপন মনে হাসতে হাসতে শেষ পর্যন্ত শব্দ করেই হাসল—একা একা।

অলোকা চোখ মেলে তাকাল। রানা ঝুঁকে পড়ল। ডাকল, 'অলোকা!'

রানাকে চেনার চেষ্টা করছে অলোকা। চিনল কিনা বোঝা গেল না। চোখ বুজল। মিনিটখানেক পর আবার চোখ মেলল। বলল, খুব আস্তে, 'রানা, আমি জানতাম না, তুমি একজন, তুমি একজন খুনে গ্যাঙস্টার। আগে জানলে তোমাকে এড়িয়ে যেতাম আমি। ওরা মনে করেছে আমিও তোমার দলের লোক। বিশ্বাস করছে না আমার কথা।' অনেকক্ষণ ধরে ভেঙে ভেঙে কথা কটা বলে হাঁপাতে লাগল অলোকা। জিভ চেটে বলল, 'জল। একটু জল দাও।'

এতক্ষণে রানা দেখল ঘরের কোণে টেবিলে রাখা তার খাবার। জগ থেকে পানি ঢেলে গ্লাসটা একটু উঁচু করে অলোকার মুখে ধরল ও। দু'ঢোক পান করে আবার এলিয়ে পড়ল অলোকা। দু'মিনিট পর তাকাল রানার দিকে। একটু হাসল,

'আমি তোমাকে…'

ওকে থামিয়ে দিল রানা।

বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ। গার্ডের নয়। এমন সন্ত্রস্ত পদচারণা গার্ডের হতে পারে না। ভারী কিছু পড়ল কোথাও।

অলোকাও উঠে বসেছে।

দু'জন কান খাড়া করে বসে রইল। সব চুপচাপ। জানালার কাছে এগিয়ে গেল রানা। পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। কেউ কোথাও নেই। পঁচিশ হাত দূরে গার্ড কোয়ার্টার, তারপর দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে পাহাড়ে কালো ছায়া সাদাটে আকাশকে ভৌতিক করে তুলেছে।

কেউ নেই কোথাও।

একটা গার্ডও না।

ফিরে এসে আবার অলোকার পাশে বসল রানা। ওর উরুতে মাথা রাখল অলোকা।

'রানা, রানা।'

কান খাড়া করল দুইজনই। বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। এগিয়ে গেল রানা জানালার কাছে।

ফু-চুং-এর গলা। আরেকটা শব্দ হলো।

জানালার ভারী শিক ধরে দেখার চেষ্টা করল রানা। ফু-চুং সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে একটা গার্ডের গলা। গার্ড হাত পা ছুঁড়ছে--কিন্তু নিঃশব্দে। আর যাই ঘটুক, শব্দ করতে দেবে না ফু-চুং।

স্থির হয়ে গেল গার্ড।

উঠে দাঁড়াল ফু-চুং। তুলে নিল গার্ডের হাত থেকে খসে পড়া একটা সাব-মেশিনগান। তাকাল উপরের দিকে। তুলে ধরল রানার দিকে। রানা হাত বাড়িয়ে ধরল এস. এম. জি-টা। দেখল ম্যাগাজিন থেকে একটা সীসাও খরচ হয়নি।

ফু-চুং কোমর থেকে বের করেছে গিরোজেট। পিস্তলের মতই দেখতে। রানা জানে ওটা চমৎকার জিনিস। বিশেষ করে একা যখন লড়তে হয় পুরো বাহিনীর সঙ্গে। গিরোজেট থেকে নিক্ষিপ্ত হয় তেরো মিলিমিটার মিসাইল। দুশো গজ দূরের দেয়ালেও পিরিচের আকারে ছিদ্র তৈরি করতে পারে ওটা। ফু-চুং-এর গিরোজে টার্গেট করেছে ওপাশের প্রাসাদের মূল অংশের অন্ধকারে। যদি হঠাৎ কারও ছা দেখা যায়।

'রানা,' বলল ফু-চুং। 'সরে দাঁড়া জানালা থেকে। সাবধান।' জানালার লোহার ফ্রেমে গিরোজেট তাক করল ও।

'ফু-চুং,' রানা ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান! এখানে অন্তত একশো আর্মড গার্ড আছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে ডোবারম্যান পিনশার।'

'পিনশার সব সময় ছাড়া হয় না। আর একশো গার্ডের ৭৫ জন ঘুমাচ্ছে। বাকিগুলোর মধ্যে এদিকের দুটো খতম। অন্যরা এদিকে আসার আগেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। তুই ওদিকের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দে।'

রানা দরজার ভিতরে খিল পেল না। অলোকা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর

চোখে শুধু বিস্ময়। রানা বিছানাটা টেনে দরজায় লাগিয়ে দিল। কান পাতলা দরজায়। বাইরের করিডরে গার্ডের পায়চারি একটু থেমে আবার একতালে চলতে লাগল। অলোকাকে টেনে পাশে নিয়ে গেল ও। বসে পড়ল মাটিতে। দু'হাতে কান বন্ধ করে বলল, 'ও. কে.।'

লাল আলো চমকে উঠল, প্রচণ্ড শব্দ কাঁপিয়ে দিল চারদিক। রানা অলোকাকে ছেড়ে এক লাফে গিয়ে পড়ল জানালার কাছে। লোহার ফ্রেমের একদিক খসে গেছে। আলগা হয়ে গেছে শিকের এক মুখ। আলগা মুখটা প্রচণ্ড শক্তিতে উপরের দিকে টেনে তুলতে লাগল রানা।

দ্বিতীয়বার লাল আলো জ্বলল। শব্দের সঙ্গে শোনা গেল বিকট চিৎকার। চিৎকারটা মিলিয়ে যাবার আগেই একটা গড় গড় শব্দ শুনল রানা। হুড়মুড় করে আরেকবার শব্দ হলো। কি যেন ভাঙল, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। বুলডোজার অথবা লরি! রানা শিকটা বেঁকিয়ে ফেলেছে। তাকাল অন্ধকারে। আলো বন্ধ করে ওপাশের দেয়াল ভেঙে এগিয়ে আসছে ৩০০ হর্স পাওয়ারের রেকার.এটা পাহাড়ী এলাকায় ট্যাঙ্কের মত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারে। এসে দাঁড়াল জানালার পাশে। ফু-চুং বলল, 'কুইক।'

অলোকাকে গলিয়ে দিল জানালা দিয়ে রানা। ফু-চুং ধরে ফেলল।

রানাও লাফিয়ে নামল ট্রাকের উপর। ফু-চুং চিৎকার করে উঠল, 'মুভ!'

চলতে শুরু করল গাড়ি।

রানা বলল, 'সাকী পাশের ঘরেই আছে। ওকে বের করতে হবে।'

'লুক!' বলেই ঘুরে দাঁড়াল ফু-চুং। এর-গিরোজেট থেকে বেরিয়ে গেল আরেকটা মিসাইল। ওপাশের উঠানে এক দল গার্ড ছুটে আসছিল—দু'জন ছিটকে পড়ল। রানা কথা না বলে সাব-মেশিনগানের ট্রিগার চেপে ধরল। বেরিয়ে এল জ্বলন্ত সীসা। চারদিক থেকে হঠাৎ জ্বলে উঠল ফ্লাড লাইট। চোখ ঝলসে গেল।

কিন্তু গাড়ি তখন বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। গোঁ গোঁ করে ছুটে চলেছে। ওপাশ থেকে এক নাগাড়ে গুলি হচ্ছে। ওরা মাথা নিচু করে বসে থাকল। কিছু দূর এসে থামল রেকার লাফিয়ে নামল রানা, ফু-চুং। অলোকাকে নামাল রানা। সামনে ছোট্ট একটা ফিয়াট। রেকার-এর ড্রাইভার মালয়ী পোশাক পরা। লোকটা ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। ফিয়াট ছুটে চলল।

'ওটা কাদের?' রেকার'টা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোধহয় প্রিন্সের—ড্রাইভারটাকে বেঁধে রেখেছি,' বলল ফু-চুং। 'ফিয়াটটা আমার বন্ধুর।' সামনে সীটে বসা ড্রাইভারকে দেখাল ও।

'আমার ব্যাপারে তুই নাক গলাচ্ছিস কেন?' এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল রে ভাল—বলে কি!' ফু-চুং বলল। 'ব্যাটা বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস এ যাত্রায়।'

'কিন্তু…সাকী?'

'সাকী?' ফু-চুং অবাক হয়ে তাকাল, 'সাকীটা কে?' একটা সিগারেট এগিয়ে দিল রানার দিকে।

যেন কিছুই জানে না। ধোয়া তুলসী পাতা। রেগে গেল রানা। মেশিনগানের মুখ চেপে ধরল ওর পেটে, 'শালা, রংবাজীর জায়গা পাওনি। আমার সব খবর রাখো আর জানো না সাকী কে! বল, তুই এখানে কেন এসেছিস। নইলে…'

'দ্যাখ রানা, বাড়াবাড়ি করিস না,' বলল ফু-চুং। 'তোকে বাঁচালাম, আর তুই কিনা… দে, দে দেখি আমার ভুঁড়ি বের করে—দেখ তো কথা বের করতে পারিস কিনা।'

'তুই আমাকে কেন বাঁচালি এত বড় রিস্ক নিয়ে তা কি আর বুঝি না! আমার পিছনেই তোকে লাগানো হয়েছে।' রানা সিগারেট ধরাল। 'কিন্তু সাকীর কি হবে? আমি আমার অ্যাসাইনমেন্টে ফেল করব। ওরা সাকীকে খুন করবে। ওরা বিশ্বাস করে না, জেনারেল ওয়াসিম এখন মৃত।'

'খুন করলে তো আর ঝামেলা থাকে না।' নির্বিকার গলায় বলল ফু-চুং। 'তুই নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরতে পারবি। কিন্তু…জেনারেল ওয়াসিম মরলে তুই এখানে কেন এসেছিস?'

'স্টপ।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'সাকীকে নিয়েই আমি দেশে ফিরব।'

'রানা।' ধরে ফেলল ফু-চুং। 'পাগলামি করিস না। আর খানিক পরেই সকাল হবে। এখন আমাদের আর করার কিছু নেই।'

কিছু বলল না রানা। হেলান দিয়ে বসল সীটে। পাশে অলোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে আমার পেছনেই এসেছিস?'

উত্তর দিল না ফু-চুং। সিগারেট টান দিল কয়েকবার। তারপর বলল, 'কমিউনিস্ট চায়নার ইচ্ছে নয় তুই প্রিন্সের হাতে পড়িস। সে জন্যেই আমি এখানে এসেছি। জেনারেল ওয়াসিম আমাদের অনেক কিছু জানেন।'

'কিন্তু তিনি এখন নেই।'

হাসল ফু-চুং।

'তুইও অবিশ্বাস করিস আমাকে?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোর কাছে মিথ্যে বলে লাভ?'

'স্পাই-এর পক্ষে মিথ্যে বলাটা লাভ লোকসান না—অভ্যেস।'

গাড়ি এসে থামল এক পরিচিত বাড়ির সামনে। রানা বুঝল ফু-চুংও জানে হোটেলে ফেরা এখন নিরাপদ নয়।

বেলা দশটা। তাইপিং-এর পুলিস স্টেশন। রানা আর ফু-চুং-এর পরিচয়-পত্র দেখতে দেখতে অফিসার বলল, 'স্যার আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমরা বাধিত হতাম। কিন্তু…'

'কিন্তু…' রানার চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে এল। ভাল করে দেখল ছোটখাট লোকটাকে।

'প্রিন্স রাজ পরিবারের লোক। তিনি অনেকগুলো সুবিধা পান। তার একটা হচ্ছে তাঁর প্রাসাদে তাঁর অনুমতি ছাড়া পুলিস সার্চ চলবে না, অন্তত থানার সে অধিকার নেই।'

'কিন্তু মালয়েশিয়া গণতান্ত্রিক দেশ বলেই জানি,' রানা বলল।

'তবু আমরা কিছু পুরানো নিয়ম মেনে চলি। চলতে হয়,' বলল অফিসার।

'আমরা তবে পত্রিকায় বিবৃতি দেব যে আমাদের লোককে প্রিন্স জোর করে আটকে রেখেছে।' রানা চাল চালল, 'আপনাদের পররাষ্ট্র দফতরে জানাব।'

ঘুমাতে পারেনি ও। বাকি রাতটুকু মনে মনে পরিকল্পনা করেছে সাকীকে বাঁচাবার। কোন দিশা না পেয়ে সিদ্ধান্ত নেয় পুলিসের সাহায্য নেয়ার। ফু-চুং আপত্তি করেও সায় দিতে বাধ্য হয়েছে। পুলিসের কাছে যাওয়ার দুটো কারণ, যাতে পুলিস আজই অবাঞ্ছিত লোক বলে ঘোষণা না করে ওকে, এবং যাতে সাকীকে পাওয়া যায়।

অফিসার আস্তে কথা বলে। 'আপনাদের বিবৃতিটা এক কপি আমাকেও দেবেন,' বলল সে। 'আমি হেড অফিসে পাঠিয়ে দেব।' হঠাৎ ফোনটা তুলে নিল অফিসার। ডায়াল করল, বলল, 'আমি তাইপিং থানা থেকে বলছি। হ্যাঁ, ডি. আই. জি.-কে চাই।··· কি···উনি এখানে আসছেন হেলিকপ্টারে··· কেন? জানেন না···'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল অফিসার। নামিয়ে রাখল ফোন। চিৎকার করে উঠল, 'কে আছ জলদি।' একজন পুলিস স্যালুট করে দাঁড়াল। আস্তে কথা বলা লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'গেট রেডি—ডি.আই.জি. আসছে, 'কপ্টারে। দশ মিনিটের মধ্যে।' তারপর রানাদের দিকে তাকাল অফিসার। 'স্যার, আমি কিছু করতে পারছি না। এখন একটু ব্যস্ত থাকব,' বলল সে।

উঠে দাঁড়াল রানা আর ফু-চুং।

বেরিয়ে গেল অফিসার। রানা ও ফু-চুং পরস্পরের দিকে তাকাল।

'আমি এসেছিলাম একটা পুলিসের গাড়ি বাগাতে। এখন হেলিকপ্টারই পাওয়া যাচ্ছে,' বলল রানা। 'লেটস ট্রাই।'

রানাকে অনুসরণ করল ফু-চুং। বাইরে একটা চত্বর ঘিরে পুলিস বাহিনীর লোক দাঁড়িয়ে গেছে। আর্মড। সেরেছে, গার্ড অব অনার দেবে। দূরে গুড় গুড় শব্দ শোনা যাচ্ছে 'কপ্টারের।

'কি, দোস্ত, সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল ফু-চুং।

'সম্ভব হতেই হবে,' রানা বলল। 'না হলে···সাকীকে পাওয়া যাবে না।' উত্তেজিত কণ্ঠে রানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুই তো ভাল মালয়ী জানিস—না?'

'জানি। তোর চেয়ে অন্তত ভাল জানি।'

'এক কাজ করা যাক—চল।' ফিয়াটে চেপে থানার গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

'কপ্টারটা এখন দেখা যাচ্ছে।

মিনিট খানেক পর অফিসারের নির্জন ঘরে টেলিফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল। তিন চারবার বাজার পর দরজার সামনে বসা লোকটা গিয়ে তুলল টেলিফোন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল বাইরে। চিৎকার করতে করতে বাইরে এল, 'স্যার, স্যার—টেলিফোন। জরুরী।'

কাছে এসে গেছে 'কপ্টার। অফিসার 'কপ্টারের গায়ের রঙটা সবুজ হয়ে আসা দেখতে দেখতে বলল, 'লাইন কেটে দাও।'

'স্যার,' শিউরে উঠল লোকটা, 'প্রিন্সের ফোন।' স্থানীয় লোক। চেনে প্রিন্স কি জিনিস।

চেনে অফিসারও। সে বেচারা 'কপ্টার দেখবে না ফোন ধরবে। কি ভেবে দৌড়ে ভিতরে এল অফিসার।

আধ মিনিট পর পাগলের মত ছুটে বাইরে এল সে। এসে গেছে 'কপ্টার একেবারে কাছে। কিন্তু ল্যান্ডিং গার্ড অব অনার ইত্যাদি দিতে গেলে অন্তত পনেরো মিনিট সময় চলে যাবে। ততক্ষণে প্রিন্স সোজা কুয়ালালামপুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরিটা খতম করে দেবে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে অফিসার চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'প্রিন্সের বাড়ি সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করেছে। ভেতরে কিছু অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়েছে। সার্জেন্ট, আপনি পুরো ট্রুপ নিয়ে চলে যান। আমি আসছি। হয়তো আর্মিকে জানাতে হতে পারে। প্রিন্স খুব উত্তেজিত।'

দুই মিনিটের ভেতর তিনটে পুলিস ভ্যান বেরিয়ে গেল থানা থেকে। এবং রানাদের ফিয়াট আবার এসে ঢুকল চত্বরে। রানা হাসল। ফু-চুং-এর পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'তুই, শালা, আগের জন্মে প্রিন্স ছিলি।'

ওরা দেখল 'কপ্টারটা থেমেছে। দরজা খুলে গেছে।

তিনজন পুলিস বীরদর্পে গার্ড অব অনার দিচ্ছে। রানা এগিয়ে গেল 'কপ্টারের দিকে।

'কপ্টারের বাইরে বের হয়ে এল নীল স্যুট পরা এক ভদ্রলোক। তার পেছনে এক বিদেশী—পিগট?

অন্য কোন কথা ভাবল না রানা। এবার আর ঘটনার পিছনে ছোটা নয়। নিজের হাতে, নিজের মত করে নিতে হবে সবকিছুকে। বের করে আনল ফু-চুং-এর কাছ থেকে ধার করা নাইন এম. এম. ল্যুগার।

ধরল নীল স্যুট পরা ডি. আই. জির বুক টার্গেট করে। রানার হাতের চকচকে জিনিসটা আর কেউ না দেখুক—ডি. আই. জি দেখেছে, চোখ দুটো আতঙ্কে গোল হয়ে গেল তার।

পুলিস তিনজনের নাকের কাছে ধরা রাইফেলের একটা চলে গেল ফু-চুং-এর হাতে। রাইফেলটা কাত করে ধরে ঠেলে দিয়েছে—তিনজন ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। 'ডোন্ট মুভ,' বলল রানা। 'একটু নড়লেই মাথার খুলি উড়ে যাবে। 'আমি কিছুক্ষণের জন্যে 'কপ্টারটা ধার চাই। আর কিছু নয়।'

'কপ্টারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। ককপিটের পাইলট হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল রানা। ফু-চুং রাইফেল ধরে রেখেই পাশে উঠে এল।

রোটর ব্লেড ঘুরতে লাগল। একটা সবুজ গংগাফড়িং-এর মত আকাশে উড়ল হেলিকপ্টারটা।

'কে, লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করল ডি. আই. জি।

'মাসুদ রানা। পাকিস্তানী ব্যবসায়ী,' বলল অফিসার, 'ডায়েরি করাতে এসেছিল, ওদের একটি মেয়েকে নাকি আটকে রেখেছে প্রিন্স।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পিগট। 'আমার লোক এর সঙ্গে জড়িত,' বলল

সে। 'ওরা প্রাসাদেই আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি চাই না ওরা পালিয়ে যাক।'

'আমরা প্রিন্সের প্রাসাদ সার্চ করতে পারি না,' ডি. আই. জি. বলল। 'আমি বড়জোর আলোচনা করতে পারতাম প্রিন্সের সঙ্গে। এখন আমাকে এয়ার ফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ওরা… 'কপ্টারটা চলে যাচ্ছে।'

'ওরা প্রাসাদেই যাবে। এবং নিজেরাই সার্চ করবে,' পিগট বলল।

পুলিস বাহিনীর লোকেরা বাধা পেল প্রাসাদের গেটে। সার্জেন্ট জানাল তারা এসেছে ফোন পেয়ে। প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এখানে নাকি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে।

'হামলা?' গার্ড ক্যাপ্টেন বলল, 'প্রাসাদে কোন হামলা হলে আমরা গার্ডরাই তার জন্যে যথেষ্ট। পুলিসের সাহায্য নেব কেন?'

অবাক হলো সার্জেন্ট। 'কিন্তু প্রিন্স নিজে টেলিফোন করেছিলেন—সাহায্যের জন্যে,' বলল সে।

'প্রিন্স নিজে?' অবাক হলো গার্ড। 'অসম্ভব। প্রিন্স তাঁর চেম্বার থেকে বের হননি সারা সকাল।'

'কিন্তু আমরা প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' সার্জেন্ট বলল।

'এখন আর ভাবনা কি?' প্রিন্স বলল স্বর্ণকেশী লিন্ডাকে। লিন্ডা প্রিন্সের হাতটা টেনে এনে রাখল সাদা শর্টসের জীপারে। প্রিন্স টেনে নামাল জীপার। বের হয়ে এল সাদা কোমর। 'ওরা পালিয়েছে। সারারাত ঘুমাতে পারিনি। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাব। কাল একটা চোখ পাঠিয়ে দব। আর এদিকে এয়ারপোর্টে পুলিস আটকাবে ওই স্পাই কুত্তাটাকে। তারপর…'

লিন্ডা কোমর উঁচু করল। প্রিন্স নিতম্বে সেঁটে থাকা প্যান্টটা নামিয়ে দিল নিচে। পা বের করল লিন্ডা। জড়িয়ে ধরল প্রিন্সকে। বলল, 'এবার ঘুমাব। কিন্তু তার আগে ফ্লাইং কার্পেটে…'

'অবকোর্স, ডার্লিং।' উঠে দাঁড়াল প্রিন্স। 'এসো।' ব্লাউজ পরা লিন্ডাও উঠে দাঁড়াল। প্রিন্স মৃদু হাসল। বলল, 'তুমি যদি সি. আই. এ. না হতে তবে এখানেই রেখে দিতাম। তোমাকে আমার প্রিন্সেস বানাতাম।…কিন্তু সি. আই. এ. …নো, ভয়ঙ্কর নাম। শুনলে আমার সাহসে কুলায় না। তোমাকে আজ আমি…'

লিন্ডাকে কাছে টেনে নিল সে। লিন্ডার কানে তখন একটা শব্দই বাজছে: প্রিন্সেস। তার ছেলেবেলার স্বপ্ন, সে দেখত পুব দেশের কোন রাজার সবুজ দেশে সে রাণীর সিংহাসনে বসেছে। প্রিন্সের কণ্ঠ বেষ্টন করল ও, 'যদি আমি থেকে যেতে চাই?'

'ট্রয় রাজী হবে না,' বলল প্রিন্স। 'তোমার বন্ধুটি এখন আপত্তি করছে না—কিন্তু কাজ শেষ হলে? নো, নো। সি. আই. এ-র সঙ্গে আমি বিরোধিতা করতে চাই না। স্টীল মিলের প্রজেক্ট আমার চাই।'

'আমি তোমাকে চাই,' বলল লিন্ডা। 'আমি ক্লান্ত—ট্রয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি

ক্লান্ত।'

প্রিন্স জানে, অনেক মেয়েই এই প্রাসাদে এসে জীবনের প্রতি আসক্তি হারায়। লিন্ডার মসৃণ শীতল নিতম্বে হাত রাখল সে। কেঁপে উঠল স্বর্ণকেশী। সরে গিয়ে খুলে ফেলল ব্লাউজের বোতাম। সরে দাঁড়াল একটু দূরে। যাতে প্রিন্স তার পুরো শরীর দেখতে পায়।

সোনালী চুল। পোড়াটে শরীর, ভরাট বুক হাত বাড়াল প্রিন্স। কিন্তু কাছে এল না লিন্ডা।

'প্রিন্স,' লিন্ডা বলল, 'ইউ ক্যান কিল ট্রয়। নো বডি উইল নো···নো বডি।'

স্তব্ধ হয়ে গেল প্রিন্স। হাত নেমে গেল। বসে পড়ল, 'বাট মাই স্টীল···'

'ট্রয় কিছুই তোমাকে দিতে পারবে না,' বলল লিন্ডা। 'ওর কোন ক্ষমতা নেই। ওর একমাত্র শক্তি আমি। আমার যৌবন।'

'কিন্তু সি. আই. এ···' বিভ্রান্ত হয়ে গেল প্রিন্স।

এগিয়ে এল লিন্ডা শরীরে তরঙ্গ তুলে। বসল প্রিন্সের কোলে। চুমু খেলো কানের লতিতে। দাঁত বসিয়ে দিল—এবং দু'ঠোঁটে চেপে ধরল ঠোঁট। প্রিন্সের হাত সচল হয়ে উঠল।

'সোফা নয়, কার্পেট,' বলল প্রিন্স। লিন্ডা গিয়ে শুয়ে পড়ল কার্পেট বিছানো উঁচু বিছানায়। সুইচ প্যানেলটা হাতে নিয়ে পাশে এসে শুয়ে পড়ল প্রিন্স। চাপ দিল সুইচে। দুলে উঠল বিছানা, উপরে উঠতে লাগল। অন্ধকার ঘর। উপরের অন্ধকারে আকাশের তারার মিছিল। বাইরের কোন শব্দ নেই এখানে।

নামল হেলিকপ্টারটা চত্বরে। পুলিসের আগমনবার্তা পুরো প্রাসাদ জেনে গেছে। গার্ডরা অবাক। পুলিসের হেলিকপ্টার নামতে দেখে অবাক হলো তারা। এগিয়ে গেল একজন গার্ড। ককপিট থেকে রানা নামল না, বেশ ভারিক্কি চালে নামল ফু-চুং। একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রিন্স কোথায়? বলো ডি. আই. জি. এসেছেন, জর্জ টাউন থেকে।'

এগিয়ে গেল গার্ড। ফু-চুংকে নিয়ে এল একটা ঘরে।

এবার রানা নামল।

পাশ দিয়ে সরে গিয়ে পড়ল বারান্দায়। ছুটে এগুলো সেই সাইকাডেলিক পার্টির ঘরগুলোর দিকে। এদিকটা কেউ নেই। সার সার পিলারের গায়ে রোদ।

রানা ছুটছে।

অনুমান করে এসে পৌঁছাল গত রাতের সেই ঘরগুলোর কাছে—যেখানে সাকীকে রাখা হয়েছে। একটা অন্ধকার ঘর থেকে বারান্দার মোড়ে গার্ডকে থমকে দাঁড়াতে দেখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। হেলিকপ্টার সবাইকে সচকিত করে দিয়েছে। ভাবনায় ফেলেছে। ডান হাতে ল্যুগারের ব্যারেল ধরল রানা। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। মারল মাথার পেছনে। কোন শব্দ করতে পারল না লোকটা। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাঁ দিকে ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল ও।

চিৎকার! মেয়েলী কণ্ঠ।

'না, না, আমাকে মেরো না।'

চিৎকারটা আসছে সেই সেলের দিক থেকে না—ডানদিকের করিডর থেকে। ল্যুগারটা চেপে ধরল রানা। কিন্তু ডানদিকের করিডরের সেই দৈত্যের মুখোমুখি পড়ল—সাকাবাক। এবার গুলি করতে হবে।

দাঁড়িয়ে আছে সাকাবাক।

ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াতে গিয়ে থমকে গেল রানা। সাকাবাকের পেছনে দরজাটা বন্ধ। কান্নার শব্দ আসছে ওপাশ থেকে।

গুলি বেরিয়ে গেল ল্যুগার থেকে। সাকাবাকের চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। হাত রাখল বুকের বাঁ ধারে। রানা এগিয়ে গেল। কিন্তু আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল সাকাবাক। বিকৃত মুখটা আরও বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে ফুটে উঠেছে ভয়ঙ্কর জিঘাংসা। ছুটে আসছে জানোয়ারটা। ল্যুগার গর্জে উঠল পর পর দু'বার।

আর এগুতে পারল না দৈত্য! হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। রানা ওকে ডিঙিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে বন্ধ।

উল্টো দিকে ছুটল রানা। আরেকটা দরজা পেল। গিয়ে পড়ল এক শোবার ঘরে। কেউ নেই। সবাই ছুটছে, সবাই ব্যস্ত। রানা গোলক ধাঁধায় পড়ে গেল। কোনটা বেরুবার পথ ভেবে পেল না।

প্রিন্সকে খবর দিতে গার্ডটা বাইরে যেতে ফু-চুং-এর হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। আরেকটা দরজা দিয়ে পড়ল গিয়ে ওপাশের উঠানে। দেখল একটা কালো ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে। মনে হলো প্রিন্স যেন এখনই উঠবে এতে।

লোক আসছে।

এগিয়ে গেল ফু-চুং গাড়িটার দিকে।

প্রাসাদের কোথায় এত মানুষ লুকিয়ে ছিল? লোকে লোকারণ্য। পুলিস ভেতরে ঢুকে পড়েছে। রানা বুঝতে পারছে এখন তারা প্রিন্সকে খুঁজছে না, খুঁজছে তাদের। কিন্তু কোথায় ওরা সাকীকে নিয়ে গেল? রানা সুইমিং পুল পেরিয়ে সেই ফ্লাইং কার্পেটের ঘরটাকে দেখল। এখানে কেউ নেই। এটা নিষিদ্ধ এলাকা। ঘরের দরজা খোলা।

অন্ধকার ঘর। কেউ নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো গোঁ গোঁ একটা শব্দ। মেঝেতে কি একটা পড়ে আছে। অন্ধকারেই দেখতে পেল একটা নগ্ন দেহ। কার্পেটটা নেমে এসেছে নিচে—তার নিচে নগ্ন দেহের ওপরের অংশ চাপা পড়েছে। বিছানার উপর সুইচ প্যানেলটা রয়েছে। হলদে সুইচটা চাপ দিতেই উঠতে লাগল ফ্লাইং কার্পেট। থেতলে গেছে মাথাটা। কিন্তু তবু চেনা যায়—প্রিন্স।

অনেকগুলো পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকাল রানা। দেখল ডি. আই. জি., থানা অফিসার এবং পিগট। সবার হাতে পিস্তল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। পায়ের কাছে মৃদু থেতলে যাওয়া প্রিন্স—উপরে তারকাখচিত আকাশের মত নকল

আকাশ। ওরা দেখল প্রিন্সকে। 'কে?' জিজ্ঞেস করল ডি. আই. জি, গলায় রীতিমত আতঙ্ক, ভয়।

'প্রিন্স,' বলল রানা।

উপরের কার্পেটটা দেখল সবাই অবাক হয়ে। রানা দেখল পিগট দেখছে রানাকে।

'ট্রয় কোথায়?' জিজ্ঞেস করল পিগট, সি. আই. এ. এজেন্ট। 'কোথায় গেল লিন্ডা?'

'জানি না,' রানা বলল। 'তুমিই জিতলে,'—বিকৃত স্বরে বলল ও।

'আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো।' এগিয়ে এল থানা অফিসার।

কোন কথা না বলে উত্তেজিত অবস্থায় বের হয়ে গেল পিগট ঘর থেকে। তার সাথে ডি. আই. জি।

রানাও ছুটল। থানা অফিসারটাকে বলল, 'এ ঘরে ডিনামাইট বসানো হয়েছে।'

'কি?' থানা অফিসার কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেরিয়ে গেল রানা।

কিছুদূর আসতেই দেখা ফু-চুং-এর সঙ্গে। ছুটতে লাগল দু'জন।

হঠাৎ গুলির আওয়াজে থমকে দাঁড়াল ওরা। শব্দ লক্ষ করে ছুটল দু'জন। গিয়ে দেখল পিগট দাঁড়িয়ে। ওই গুলি করেছে।

'ফলো দ্য ক্যাডি।' চেঁচিয়ে বলল পিগট। 'ওরা পালাচ্ছে।'

রানা আর ফু-চুং দাঁড়িয়ে পড়ল। পিগট আবার ছুটতে যাচ্ছিল। বাধা দিল ফু-চুং। 'কোন দরকার নেই,' বলল ও। 'আমার নাম ফু-চুং। লিউ ফু-চুং। সিঙ্গাপুরের লোক। থাকি কোলকাতা। বেড়াতে এসে এর পাল্লায় পড়েছি।' রানাকে দেখিয়ে হাসল ও। পিগট উত্তর না দিয়ে আবার ছোটার চেষ্টা করতে ধরে ফেলল ওকে। খেলা খতম। ও ক্যাডিলাক নিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না ওরা—আমি টাইম বম্ব রেখে দিয়েছি একটা। আগেই ভেবেছিলাম প্রিন্স এটাতে পালাতে পারে।'

'কে কে গেছে গাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পিগট পিস্তলটা পকেটে রেখে বলল, 'ট্রয় এবং তার বান্ধবী লিন্ডা। আর একটা মেয়ে। যদ্দূর মনে হয় সেই মেয়েটা।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ। ল্যুগারটা বের করল ও। 'আই মাস্ট স্টপ দ্য কার।'

'দরকার কি?' বলল ফু-চুং। 'ও গেলেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়।'

'ঝামেলা?' রানা ছুটল, 'ঝামেলা মিটে গেছে জেনারেল ওয়াসিমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'ঝামেলা চীনের বা পাকিস্তানের হতে পারে। আমার দায়িত্ব ওকে বাঁচানো। সাকীকে বাঁচাতে হবে।'

'উপায় নেই,' পিগট বলল। 'গাড়ি অনেক দূরে চলে গেছে। জীপ দিয়ে ক্যাডিলাক থামানো যায় না।'

রানা তাকাল হেলিকপ্টারের দিকে। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। 'হেলিকপ্টার পারে।'

হেলিকপ্টারের দিকে ছুটল রানা। বাধা দিতে গেলেন ডি. আই. জি। 'নো,'

বললেন তিনি। পিগট পিছু নিল। পিগটকে অনুসরণ করল ফু-চুং।

রানা ককপিটে বসেই রোটর ব্লেড স্টার্ট দিল। লাফিয়ে উঠল দু'জন। মুহূর্তে ওটা উপরে উঠতে লাগল। পুলিস বাহিনী থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমেরিকানটা কে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল থানা অফিসার।

'ইউ. এস. অ্যাম্বাসির লোক! ডিপুটি কন্সাল।'

চুপ করে গেল থানা অফিসার।

রানা প্রথমে বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেল।

'কোনদিকে যাবে?' জিজ্ঞেস করল পিগট।

'জর্জ টাউনের দিকে,' বলল রানা।

ভেসে চলল 'কপ্টার।

পাঁচ মিনিট পর ওরা দেখতে পেল কালো ক্যাডিলাকটা সমুদ্রে কোল ঘেঁসে হাইওয়ে ধরেছে। ছুটে চলেছে অন্তত সত্তর মাইল বেগে।

'কয় মিনিটে ফিক্স করেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'টুয়েলভ থারটি,' জানাল ফু-চুং।

ঘড়ি দেখল তিনজনই। নয় মিনিট বাকি।

মুহূর্তে 'কপ্টার নিচে নামিয়ে আনল রানা। ফাঁকা হাইওয়ে। গাড়ির ঠিক পনেরো ফিট উপরে এনে সোজা চলতে লাগল। পিছনে ফিরে অবাক হয়ে দেখছে ট্রয়। রানা তাকাল পিগটের দিকে।

'আমি কিছু চাই না,' বলল রানা। 'শুধু সাকীকে চাই।'

'আমি,' পিগট বলল, 'হ্যাঁ, আমি ট্রয়কে চাই!'

চমকে গেল রানা। একটা রাইফেলের ব্যারেল বের হয়ে এসেছে জানালা দিয়ে। পিগটও দেখেছে। মেগাফোনটা তুলে নিয়েছে ও। জানালা দিয়ে ঝুঁকে চেঁচিয়ে বলছে। 'স্টপ। স্টপ দ্য কার। ইউ হ্যাভ গট এ বম্ব ইন দ্য এঞ্জিন। ইউ উইল ব্লো আপ উইদিন ফাইভ মিনিটস। অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন।'

'কপ্টার আরও নামাল রানা। রাইফেল সরে গেছে। দেখল, সাকী এদিকে ফিরে হাত নাড়ছে—খুশিতেই।

ছ'মিনিট বাকি আছে বোমা ফাটতে।

থামল না ক্যাডিলাক।

আবার সাবধান করল পিগট।

রানা শুধু দেখছে সাকীকে। ওকে দেখতে পেয়েছে সাকী। হাসছে, এখনই সব শেষ হয়ে যাবে।

এগিয়ে এল রানা। ক্যাডিলাক ছাড়িয়ে। আধমাইল দূরত্বে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে রাখল 'কপ্টারটা। লাফিয়ে নামল তিনজন। ওপাশে থেমে গেছে ক্যাডিলাক স্কীড করে।

'ওরা এখন তাইপিং-এর দিকে যাবে,' বলল পিগট।

'না,' বলল রানা। 'ওরা জানে ওপথে পুলিস এগিয়ে আসছে।'

রানা পিস্তল বের করল না। পিগটের হাত থেকে শুধু মেগাফোনটা নিয়ে ছুটে

গেল সামনে। চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাটেনশন। তিন মিনিটের মধ্যে গাড়ি উড়ে যাবে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো। মাত্র তিন মিনিট।'

একদিকে পাহাড়। অন্য দিকে সমুদ্র। মেগাফোনে রানার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে। এবার ওরা শুনছে। দু'জন দু'দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ল বাইরে, দেখল ও। এবং ফায়ার করল। রাস্তার উপর শুয়ে পড়ল রানা। ওরা দৌড়ে গেল পাহাড়ের দিকে। উঠে দাঁড়াতে পারল না রানা। ওরা ফায়ার করছে আর ছুটছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা।

সাকী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাদা জামা বাতাসে উড়ছে। উড়ছে রেশমের মত চুলগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। রানাকে দেখে বিস্মিত সাকী ছুটে এল।

ফিরে দাঁড়িয়েছে ট্রয়। হাতে পিস্তল।

সাকীকে ধরে ফেলল রানা।

পিস্তল টার্গেট করল পিগট। ছিটকে পড়ল ট্রয়ের পিস্তল। একটা চিৎকার শোনা গেল বাতাস চিরে। পড়ে গেল ট্রয়। সাকীকে ধরে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল রানা। লিন্ডা ছুটছে। সমুদ্রের দিকে। পিগট আবার পিস্তল তুলল। বাধা দিল ফু-চুং। 'ডোন্ট শুট।' হাসলো ফু-চুং। 'মেয়েটি রক্তাক্ত হয়ে মরার জন্যে জন্মায়নি। বড় সুন্দর দেখতে।'

সবকিছু চুরমার করে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ হলো। বসে পড়ল পিগট আর ফু-চুং।

ঢাকা এয়ারপোর্ট।

থাই এয়ারের বোয়িং স্পর্শ করল ঢাকার মাটি। রানা উঠে দাঁড়াল পাশে বসা সাকীর হাত ধরে। সাকীর অন্য হাত ধরেছে অলোকা। ওরা তিনজন নামবে। পেছনের সীটে বসেছে ফু-চুং আর পিগট। ওরা আলোচনা করছে কেন এশিয়ান দেশগুলো অলিম্পিকে ভাল করতে পারে না। যেন কতকালের বন্ধু। ফু-চুং-এর যুক্তি; চাইনিজরা এতে অংশ গ্রহণ করে না—তাই। পিগট বলেছিল, তাতেও লাভ হত না কিছু—ওরাও তো গড়ে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা এশিয়ান। এবার ফু-চুং খেপে ওঠে। সারা রাস্তা ওদের কথায় মাথা ধরে গেছে।

রানা, পিগট এবং ফু-চুং—তিনজনকেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে মালয়েশিয়ায়। লিন্ডাকে আটক করা হয়েছে প্রিন্সের হত্যাকারী হিসেবে। ফু-চুং দিল্লীতে নামবে, পিগট করাচী থেকে প্যান-অ্যাম ধরবে।

রানার সঙ্গে নেমে এল ওরা।

লাউঞ্জ থেকে বিদায় নিল ফু-চুং আবার দেখা হবে 'দোস্ত' বলে। রানা পিগটকে পাশে ডেকে নিয়ে গেল। জানতে চাইল, 'ট্রয় কি সত্যি মাফিয়ার লোক—সি. আই. এ-র কাছে তথ্য বিক্রি করতে চেয়েছিল?'

পিগট হাসল। 'মিস্টার মাসুদ, আপনি বড্ড সন্দেহপ্রবণ লোক,' বলল সে।

ফু-চুংকে আড়ালে বলেছিল রানা, 'তুই, শালা, আসলে সাকীকে মার্ডার করতে গিয়েছিলি; এবং তুই এখনও বিশ্বাস করিস না যে জেনারেল ওয়াসিম মারা গেছে।'

ফু-চুং বলেছিল, 'ওসব আর ভাবছি না—সাকী যখন বাপের কাছেই ফিরবে, তখন আর ভাবনা কি?'

ওরা বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল প্লেনের দিকে। পাশাপাশি—দু'বন্ধুর মত।

রানা হো-হো করে হাসল চীন-আমেরিকা পরস্পর সহাবস্থানের নমুনা দেখে।

'হাসছ কেন?'

জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে অলোকা নয়, সোহানা। রানার হাসি উড়ে গেল। অলোকাকে দেখছে সোহানা। দেখছে সাকীকে। সাকীর হাত ধরল সোহানা। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি, সাকী?'

মাথা নাড়ল সাকী। কাছে টেনে নিল সোহানা। অলোকাকে বলল, 'আপনার নাম অলোকা গিরি। আপনার কথা শুনেছি। রয়াল নেপাল এয়ারে আপনার জন্য সীট বুক করে রেখেছি। আজকে বিকেলে প্লেন। আপনি নিশ্চয় দেশে ফেরার জন্যে উদগ্রীব?'

অলোকা একটু গম্ভীর হয়েই হাসল। 'অশেষ ধন্যবাদ,' বলল ও। তারপর রানার ফ্যাকাসে মুখের দিকে আড়চোখে দেখে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কি মিসেস মাসুদ?'

সোহানা আড়চোখে দেখল রানাকে। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। উত্তর দিল না রানা।

কি সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা।

গর্জন করে উঠল থাই এয়ারের লন্ডনগামী বোয়িংটা।

* * *

শুভম ক্রিয়েশন